পুরাতন নিয়মের ইতিহাস

বিষয়ে পাঠাবলি।

চারি ভাগে বিভক্ত।

INE OF OLD TESTAMENT HISTORY

IN FOUR PARTS

PROGRESSIVE GRADE, WITH WRITTEN-
ANSWER QUESTIONS.

TRANSLATED BY

H. C. RAHA.

CALCUTTA:

UBLISHED BY THE WOMAN'S UNION MISSIONARY SOCIETY OF AMERICA,
140, DHURRUMTOLLAH STREET.
1898.

সূচিপত্র।

প্রথম ভাগ।—আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কনান দেশ অধিকার পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।—কনান্ দেশ জয়করণ হইতে ইস্রায়েল ও যিহূদার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন।

তৃতীয় ভাগ।—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের উৎপত্তি হইতে পতন পর্য্যন্ত।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চতুর্থ ভাগ।—বন্দীদশা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মনোনীত লোকদিগের পরাধীনতা।

——o——

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস

বিষয়ে পাঠাবলী।

চারি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগ।

আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কনান্ দেশ অধিকার
পর্য্যন্ত।—মনুষ্য জাতির শৈশব কাল, এবং
অঙ্গীকৃত দেশে মনোনীত জাতির বসতি।

(ভূমিকাতে পাঠবিধি § ১ দেখ।)

১ পাঠ। আভাস। ইব্রীয় জাতির সাহিত্য ; পুরাতন নিয়মের কেননীয় গ্রন্থাবলীর ইতিহাস ও তাহাতে কি কি আছে ; ধর্ম্ম-পুস্তকের ভূগোল ও প্রত্ন-তত্ত্ব।

টীকা ১।—পুরাতন নিয়মের নানা পুস্তকের কতক বিবরণ এবং বাইবেলের ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়া, এই পাঠাবলির আলোচনায় পাঠককে প্রবৃত্ত করাই প্রথম পাঠের উদ্দেশ্য ; কেননা বাইবেলের নানা খণ্ডের কতক বিবরণ, ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে বাইবেলের ইতিহাস বুঝিয়া উঠা যায় না।

বচনরত্ন।—“কোন ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে বলিয়াছেন।” (২ পিতর ১ ; ২১।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ,—গীত ১১৯ ; ১-১৬।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ২।—এটী বিশেষ পাঠ, কিন্তু নিত্যকার পাঠেতে পুরাতন নিয়মের নানা প্রকার লেখার নমুনা থাকিবে, টীকায় ও ১ পরিশিষ্টে যেমন উল্লেখ করা গেল।

সোমবার...আ ৪৪ ; ১৮-৩৪। ইতিহাস।
মঙ্গলবার...দ্বিং বিং ৫ ; ৬-২১। ব্যবস্থা।
বুধবার ... যা ১৫ ; ১-১৮। সমর-সঙ্গীত।
বৃহস্পতি...গীত ২৪। গীত।
শুক্রবার...দ্বিং বিং ২৯। বক্তৃতা।
শনিবার...উপ ২২। নীতি-শাস্ত্র।
রবিবার...আমোষ ৫। ভাববাণী।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

(পাঠবিধি § ৬, ১২, ১৫, ২০ দেখ।)

রবিবার অপরাহ্ন।

প্রাথমিক প্রশ্ন — বাচনিক উত্তর।

টীকা ৩।—ভূমিকার পাঠসারে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

১। এই পাঠাবলীর বিষয় কি? ২। ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের কথা আছে (পাঠসারে টীকা ১ দেখ)? ৩। ইহা কিসের ভূমিকা স্বরূপ? ৪। কি জন্য প্রথম প্রথম কেবল প্রধান ঘটনাগুলিতেই যথাসাধ্য মনোযোগ দেওয়া ভাল (টীকা ২।—পাঠসার)? ৫। এক এক ভাগের ও পাঠের শিরোনামের দ্বারা কি কি দেখান উদ্দেশ্য (টীকা ৩।—পাঠসার)? ৬। কেমন করিয়া সে সকলের আলোচনা করিতে হইবে? ৭। ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ ভাগে পুরাতন নিয়ম-বিষয়ক ইতিহাসের কোন্ কোন্ অংশ আছে?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(পাঠবিধি § ৩, ৭, ১৪, ১৫, ১৯-২১ দেখ।)

টীকা ৪।—পরিশিষ্টে ব্যাখ্যার টীকায় অধিকাংশ পাঠের উত্তর পাইবে। প্রত্যেক প্রশ্নের শেষে যে যে পাঠসার বা টীকার উল্লেখ করা গেল, সে সকল

মন দিয়া দেখিও। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলে এক এক অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ বলিতে হইবে।

সোমবার।

আলোচ্য বিষয় ১।—ইব্রীয় সাহিত্য।

১। পুরাতন নিয়ম কি? (পরিশিষ্টে টীকা ১ দেখ।)

২। ইহাতে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লেখা (সাহিত্য) আছে, তাহার কয়েক প্রকার লেখার নাম কর।

৩। পুরাতন নিয়মের লেখা (সাহিত্য) কিসে করিয়া অন্য সকল লেখা (সাহিত্য) হইতে ভিন্ন? (পরিশিষ্ট ২।)

৪। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে বাইবেল কি প্রকার গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া থাকে?

মঙ্গল ও বুধবার।

আলোচ্য বিষয় ২।—পুরাতন নিয়মস্থ গ্রন্থাবলির ইতিহাস ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

৫। "কেনন" ও "কেননীয়" বলিতে কি বুঝায়? (পরি ৩।)

৬। ইব্রীয় বাইবেলের প্রধান তিন অংশ কি কি? (পবি ৪।)

৭। বাঙ্গালা পুরাতন নিয়মে কয় খানি পুস্তক আছে?

৮। পুস্তক সকলে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় অনুসারে কি প্রকারে পুস্তকগুলি ভাগ করা যাইতে পারে?

৯। কি কি বিষয়ে পুরাতন নিয়মের বিবরণ এক্ষণে আমাদের উপকারী? (পরি ৬।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

আলোচ্য বিষয় ৩।—বাইবেলের ভূগোল।

১০। বাইবেলের ভূগোল শিক্ষা করা আবশ্যক কেন? (পরি ৭।)

১১। পৃথিবীর যে অংশকে "বাইবেল দেশ" (Bible Land) বলে, সেই দেশের সাধারণ সীমানা কি কি? (পরি ৮।)

১২। পলেষ্টীয় দেশের স্বাভাবিক সীমানা কি কি? (পরি ১০।)

১৩। এই দেশের স্বাভাবিক অবস্থা বিষয়ে কিছু বল (পরি ১১।)

১। জল ও ভূমি কিরূপ?

২। আব হাওয়া কিরূপ?

১৪। কি ভাবে পলেষ্টীয় দেশ মনোনীত লোকদিগের বাসের উপযুক্ত ছিল? (পরি ১২।)

শনিবার।

আলোচ্য বিষয় ৪।—বাইবেলের প্রত্নতত্ত্ব।

১৫। বাইবেলের প্রত্নতত্ত্বে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইযাছে? (পরি ১৩।)

১৬। কি কি বিষয় হইতে প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান পাওয়া যায়? (পরি ১৪।)

১৭। সে সকল কোথায় পাওয়া যায়?

টীকা ৫।—এক একটী আলোচ্য বিষয় ক্লাসের ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে আলোচনা করিয়া মুখে, বা লিখিয়া বলিতে বলিবে, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিবে।

---

২ পাঠ। সৃষ্টি ও পতন। ঈশ্বরের সদভিপ্রায় ও মানুষের পাপ। আ ১; ১—৪; ১৫।

(ভূমিকায় যে পাঠবিধি আছে, তাহা আগাগোড়া মন দিয়া পড়।)

টীকা ৬।—এই পাঠে সমস্ত বস্তুর আরম্ভ ও বাইবেলে লিখিত মনুষ্য জাতির অতি আদিম অবস্থার বিষয় আলোচনা করা গেল। প্রথমেই সৃষ্টি ও পতনের বিবরণ রহিল। প্রথমেই লেখা আছে, "পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল।" এই অবস্থা হইতে পরে পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বর সুশৃঙ্খলা মতে সমস্তের সৃষ্টি, ও মনুষ্য জাতি যাহাতে সপরিবারে সুখে থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন; তার পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদি নরনারী উভয়ে যেই ঘর করিতে আরম্ভ করিল, অমনি শয়তানের কথায় ভুলিয়া পাপ করিয়া ফেলিল, সুতরাং ঈশ্বরীয় ক্রোধের পাত্র হইল। তাহাদের সন্তানেরাও নরহত্যা ইত্যাদি নানা পাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

বচনরত্ন।—"আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।....পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, সে সকলই উত্তম।" আ ১; ১, ৩১।

ক্লাসে বা স্কুলে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—আ ১; ১-২৩। কিম্বা গীত ১৯।

নিত্যকার পাঠ।

(পাঠবিধি ৩ দেখ।)

সোমবার...আ ১; ১-২৩।	সৃষ্টি
মঙ্গলবার...আ ১; ২৪—২; ৩।	
বুধবার ... আ ২; ৪-২৫।	
বৃহস্পতি... গী ১৯।	প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রকাশ।
শুক্রবার... গী ৮।	এই বিশ্বে মনুষ্যের পদ।

শনিবার… আ ৩; ১-১৩। পরীক্ষা ও পতন।
রবিবার … আ ৩; ১৪—৪; ১৫। পতনের ফল।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৫ দেখ।)

১। এই পাঠাবলির বিষয় কি? ২। পুরাতন নিয়মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের কোন্ অংশ প্রথম ভাগে আছে? ৩। কি বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে বাইবেল ভিন্ন? ৪। কেনন (Canon of Scripture) মানে কি? ৫। যিহূদীরা পুরাতন নিয়মকে কয় ভাগে বিভক্ত করিত? ৬। কোন্ কোন্ দেশ "বাইবেলভূমির" অন্তর্গত? ৭। বাইবেল ভাল করিয়া বুঝিবার পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব হইতে কি সাহায্য পাওয়া যায়? ৮। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি? ৯। কি তিনটী আলোচ্য বিষয় এই পাঠে আছে (পাঠের সারে আলোচ্য বিষয় দেখিবে)? ১০। বচন-রত্ন বল ত?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৬, ৭, ১২, ১৯, ২০ এবং ব্যাখ্যার টীকা, বিশেষতঃ পরিশিষ্টে ২ ও ৩ মন্তব্য দেখ।)

মঙ্গল ও বুধবার।

আলোচ্য বিষয় ১।—সৃষ্টি। আ ১; ১—২; ২৫।

টীকা ৭।—পাপী নরের মুক্তি, অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমন জন্য পূর্ব্বায়োজন, এই বিষয়ে পুরাতন নিয়মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের আভাস দেওয়া এই পাঠাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব মনুষ্যের পতন ও পতন হেতু যে মহা বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার আবশ্যকতায় আরম্ভ দেখাইয়া দেওয়া এই পাঠটীর প্রধান উদ্দেশ্য।

১। সমস্ত সৃষ্টি কার্য্যের বিষয়ে মোটামুটি কি বিবরণ বাইবেলে আছে? (আ ১; ১।)

২। নিম্নলিখিত পদে যে সকল সৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ আছে, সে সকল সংক্ষেপে বলিয়া যাও।

পদ ২—৫।

পদ ৬—৮।

পদ ৯—১৩।

পদ ১৪—১৯।

পদ ২০—২৩।

পদ ২৪—৩১।

৩। সৃষ্টি কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সৃষ্ট বস্তু সকল সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে কিরূপ দেখাইল? (প ৩১।)

৪। মানুষের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, বল। (২; ৫, ৬।)

৫। সদাপ্রভু ঈশ্বর কিরূপে মানুষের সৃষ্টি করেন বলিয়া লেখা আছে? (২; ৭ ও ১, ২৬, ২৭ মিলাইয়া দেখ।)

৬। তার পরে ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য কি কি করেন? (২; ৮, ৯, ১৫, ১৯।)

৭। ঈশ্বর আদমকে কি আজ্ঞা করেন? (২; ১৬, ১৭।)

৮। ঈশ্বর কিরূপে আদমের উপযুক্ত সঙ্গী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে বিবরণ বল। (২; ১৮-২৩।)

বুধবার।

আলোচ্য বিষয় ২।—পরীক্ষা ও পতন।

আ ৩; ১-১৩।

৯। ঈশ্বরের উপর নারীর যে নির্ভর ছিল, কি উপায়ে পরীক্ষক তাহার নাশ করিয়াছিল? (আ ৩; ২-৫।)

১০। এই প্রকার প্রলোভনের ফল কি দাঁড়াইয়াছিল? (৩; ৬।)

১১। আদম ও হবার দোষ কিরূপে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল? (আ ৩; ৮-১৩।)

বৃহস্পতিবার।

আলোচ্য বিষয় ৩।—পতনের ফল।

আ ৩; ১৪-৪; ১৫।

১২। প্রভু পরমেশ্বর

সর্পকে (৩; ১৪, ১৫।)

নারীকে (৩; ১৬।

আদমকে (৩; ১৭-১৯।)

কি অভিশাপ দেন?

১৩। এই অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে কি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া দেন? (৩; ১৫।)

১৪। পতন হইবামাত্রই কি দুই প্রকার ক্ষতি হইয়াছিল? (৩; ২২-২৪।)

১৫। পর বংশেতে কি প্রকারে পতনের ফল প্রকাশ পাইয়াছিল? (৪ ; ৩-৯।)

শুক্র ও শনিবার।

পাঠের শিক্ষা ও আলোচনার্থ প্রশ্ন।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৬। বিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে সৃষ্টির বিবরণে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (১ ; ১-৫)? মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে (২ ; ৭ ও ৩ ; ১৯ মিলাইয়া দেখ)। মানুষের স্বভাবের বিষয়ে (১ ; ২৬, ২৭। ২ ; ৭), এবং পশুপক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর সহিত মানুষের সম্বন্ধ বিষয়ে (১ ; ২৮ ও ২ ; ১৯, ২০ মিলাইয়া দেখ) কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

১৭। সাব্বৎ দিবসের উৎপত্তি কোন্ আদিম ঘটনা হইতে হইয়াছে, (২ ; ১-৩ ও যাত্রা ২০ ; ১১ মিলাইয়া দেখ)? বিবাহ বন্ধনের পবিত্র ভাবের (২ ; ২৩, ২৪ ও মথি ১৯ ; ৪-৬ মিলাইয়া দেখ) উৎপত্তি কোন আদিম ঘটনা হইতে হইয়াছে? সৃষ্টির বিবরণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কি প্রধান মূলতত্ত্ব রহিয়াছে?

১৮। মনুষ্য জাতির পতনের বিবরণে হবার কোন্ প্রথম ভুলের কথা আছে? তিনি যে পাপ করিতে প্রলোভিত হয়েন, সে কিসের দ্বারা? যে সকল জিনিষে মঙ্গল হইতে পারে, তাহা ছাড়া আর কোন জিনিষের দ্বারা কি আমাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে?

১৯। এই পাঠ হইতে পরীক্ষার ও পাপের প্রকৃতি বিষয়ে কি বোধ হয়? কোথায় গিয়া পরীক্ষার শেষ ও পাপের আরম্ভ হয়? পরীক্ষার সহিত স্বভাব চরিত্রের কি সম্বন্ধ আছে (যাকো ১ ; ২-৪)?

২০। পাপ করিয়া ফেলিলে পর মনুষ্যের কি একটা বড় অভাব হইয়াছিল? সেই অভাব দূর করণার্থ মনুষ্যে কি কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল (আ ৪ ; ৩, ৪)? এ ভাব দূর করণের এক মাত্র উপায় কি আছে?

৩ পাঠ। জলপ্লাবন ও মনুষ্য জাতির ছিন্ন ভিন্ন হওন।

পাপের ঈশ্বরদত্ত শাস্তি। আ ৬; ১-৯; ১৯। ১১; ১-৯।

(ভূমিকায় পাঠবিধি দেখ ।)

টীকা ৮।—জলপ্লাবনের এবং মনুষ্যজাতির ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার বিবরণে এই কয়টী বিষয় জানা যায়,—(১) পাপহেতু মনুষ্যজাতির ভ্রষ্টতা, এবং সেই কারণে নোহ ও তাঁহার পরিবারস্থ লোক সকল ব্যতীত সমস্ত মনুষ্যের বিনাশ, এবং (২) ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মনুষ্যেরা এক জাতি হইয়া, একত্র থাকিতে চাওয়াতে ভাষাভেদ এবং ছিন্ন ভিন্ন হওন।

বচন-রত্ন।—"বিশ্বাসে নোহ ...... প্রত্যাদেশ পাইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন।" (ইব্রি ১১; ৭।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।— আ ৬; ১৩-২২।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার···আ ৬; ১-৮।	মনুষ্যজাতির দুষ্টভাব।
মঙ্গলবার···আ ৬; ৯-২২।	জাহাজ নির্ম্মাণ।
বুধবার ···আ ৭; ১-১৬।	জাহাজে প্রবেশ।
বৃহস্পতি ···আ ৭; ১৮-৮; ৫।	প্লাবনের আরম্ভ।
শুক্রবার ···আ ৮; ৬-২২।	প্লাবনের শেষ।
শনিবার ...আ ৯; ১-১৭।	নোহের সহিত নিয়ম ধার্য্য।
রবিবার ···আ ৯; ১৮, ১৯। ১১; ১-৯।	ছিন্ন ভিন্ন হওন।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৫, ১২, ১৯ দেখ।)

১। পুরাতন নিয়মের এই সকল পাঠের কয়টী ভাগ আছে? ২। এক্ষণে যে ভাগের আলোচনা করিতেছ, তাহার শিরোনাম কি? ৩। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ৪। এই পাঠের তিনটী আলোচ্য বিষয় কি? ৫। আদিপুস্তকে যে সৃষ্টির বিবরণ লিখিত আছে, তদনুসারে ঈশ্বর

পৃথিবীর যেমন সৃষ্টি করেন, তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল? ৬। মনুষ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? ৭। কিসে করিয়া মনুষ্যের অবস্থা একবারে, অন্য রূপ হইয়া যায়? ৮। পর বংশে এই অন্যরূপ অবস্থার পরিচয় কিরূপে পাওয়া গিয়াছিল? ৯। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি? ১০। ইহার পাঁচটী আলোচ্য বিষয়ের নাম বল। ১১। বচনরত্ন বল ত।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০, ২১ দেখ।)

সোমবার।

১। মনুষ্যজাতির দুষ্টভাব। আ ৬; ১-৮।
২। জাহাজ নির্ম্মাণ। আ ৬; ৯-২২।

১। পাপেতে করিয়া, প্লাবনের পূর্ব্বে মনুষ্যজাতির ধর্ম্মাচার বিষয়ে কি প্রকার ঘৃণিত অবস্থা হইয়াছিল? (আ ৬; ৫, ১১, ১২।)

২। এই ঘৃণিত অবস্থা হেতু ঈশ্বর কি করিতে মনস্থ করেন? (৬; ৭।)

৩। কিন্তু কি জন্য কাহাকে বাদ দিয়াছিলেন? (৬; ৮, ৯।)

৪। সপরিবারে আপনার রক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে কি করিতে বলিয়া দেন? (৬; ১৩-১৮।)

৫। জাহাজে কি কি লইয়া যাইতে ঈশ্বর তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন? (৬; ১৯-২১।)

মঙ্গল ও বুধবার।

৩। জলপ্লাবন। আ ৭ ও ৮ অঃ।

৬। কি প্রকারে জলপ্লাবন হইয়াছিল? (৭; ১১, ১২।)

৭। প্লাবনের বৃদ্ধি এবং প্লাবনের দ্বারা কি কি ঘটিয়াছিল, বল। (৭; ১৮-২৪।)

৮। কিরূপে প্লাবন থামিয়া গিয়াছিল, বল। (৮; ১-৫।)

৯। নোহ কেমন করিয়া জানিতে পাইয়াছিলেন যে, পৃথিবী শুকাইয়া গিয়াছে? (৮; ৬-১২।)

১০। তখন নোহ ঈশ্বর হইতে কি আজ্ঞা পান? (৮; ১৫-১৭।)

১১। জাহাজ হইতে নামিয়া গিয়া নোহ কি কি করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার কাছে কি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? (৮; ২০-২২।)

বৃহস্পতিবার।

৪। নোহের সহিত নিয়ম। আ ৯; ১-১৭।

১২। তখন ঈশ্বর নোহকে কি কি আশীর্ব্বাদ করেন? (৯; ১-৩।)

১৩। ঈশ্বর তাঁহার সহিত কি নিয়ম ধার্য্য করেন? (৯; ৮-১১।)

১৪। কি চিহ্ন দ্বারা সেই নিয়ম চিরকাল মনে রাখিবার হয়? (৯; ১২-১৭।)

শুক্রবার।

৫। মনুষ্যজাতির ছিন্ন ভিন্ন হওন।

আ ৯; ১৮, ১৯। ১১; ১-৯।

১৫। কাহার্ দ্বারা সমগ্র পৃথিবী পুনরায় লোকপূর্ণ হইয়াছিল? (৯; ১৮, ১৯।)

১৬। কি উদ্দেশ্যে মনুষ্যেরা এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল? (১১ ; ২-৪।)

১৭। তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল করণার্থ ঈশ্বর কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? (১১ ; ৭-৯।)

শনিবার।

পাঠের শিক্ষা এবং আলোচনার প্রশ্ন।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৮। পাপীদিগকে ঈশ্বর কিরূপ চক্ষে দেখেন, এই পাঠে সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (৬ ; ৬, ৭, ১৩।)? পুরাতন নিয়মে এই প্রকার আর যে সকল শিক্ষা আছে, তাহার উল্লেখ কর (দ্বিঃ বিঃ ২৫ ; ১৬। গীত ৫ ; ৪-৬। ১১ ; ৫, ৬)।

১৯। ধার্ম্মিক লোকের যে যে গুণ থাকে, সে বিষয়ে এই পাঠ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (৬ ; ৯, ২২)? ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করার অর্থ কি? আজ্ঞাবহতা ধার্ম্মিকতার নিতান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ কেন?

২০। নোহের একটী অতি চমৎকার গুণ কি ছিল (ইব্রী ১১ : ৭ বচনরত্ন)? নূতন নিয়মে নোহকে কিসের প্রচারক বলা হইয়াছে (২ পি ২ ; ৫)? তিনি প্রচার করণ দ্বারা কোন্ কার্য্যটী সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়?

২১। পাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই পাঠে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (৬ ; ৫। ৮ ; ২১)? তবে নৈতিক সংস্কার কোথায় আরম্ভ হওয়া উচিত? জগতের রক্ষার জন্য দণ্ডদান ছাড়া আর কিসের প্রয়োজন ছিল (রোম ৫ ; ৮। ১ যো ৪ ; ৯, ১০)?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৯ এবং টীকা ৮ দেখ।)

১। মিসর দেশীয়, বাবিলীয় ও ভারতবর্ষীয় (হিন্দু-শাস্ত্রে) লিখিত জল-প্লাবনের বিবরণ। ২। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র মতে নানা ভাষার মূল। ৩। মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশ্বর অনুতাপ (আ ৬; ৭) করিলেন, এই অনুতাপের অর্থ কি? ৪। পাপের দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা। ৫। নরহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ড।

---

৪ পাঠ। ঈশ্বরের মিত্র অব্রাহাম। মনোনীত জাতির আরম্ভ। আ ১১; ২৭—২৫; ১০।

টীকা ৯।—নোহের বংশীয়দিগের মধ্যে বাইবেলে প্রথমে অব্রাহামের বিষয়েই অনেক কথা আছে। একদা যিহোবা অব্রাহামকে ডাকিয়া ফরাৎ নদীর উপত্যকা হইতে কনান্ দেশে যাইতে বলেন, আর বলিয়া দেন যে, তোমার বংশ হইতে পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় লোক আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। লোটকে সঙ্গে লইয়া কনান্ দেশ দিয়া গিয়া অব্রাহাম হিব্রোণে মম্রির উদ্যানে বাস করেন। পরে পরমেশ্বর অব্রাহামকে দেখা দিয়া একটী পুত্রসন্তান দিবার অঙ্গীকার করেন, আর বলেন যে, তোমার বংশধরেরা মিসর নদী হইতে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধিকার করিবে। অব্রাহামের চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণের বিষয়ই এই পাঠে উল্লেখ করা গেল। পাপ ও পাপের প্রতিফল দান, এবং সে কালের লোকদিগের চরিত্রের যে ভাব লোট, ইশ্মায়েল ও ইস্‌হাকের বিবরণে রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ঐ সকল বিবরণ মন দিয়া পাঠ করিতে হইবে।

অব্রাহামের বিবরণে ইতিহাসের তত্ত্বও বিলক্ষণ আছে; কারণ যে জাতি হইতে জগতের সর্ব্বজাতীয় লোকদের ধর্ম্মবিষয়ক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবার ও যে জাতিতে যথা সময়ে জগতের ত্রাণকর্ত্তার জন্মগ্রহণ করিবার কথা ছিল, অব্রাহাম হইতে সেই মনোনীত জাতির সূত্রপাত হয়।

বচন-রত্ন।—“বিশ্বাসে অব্রাহাম যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইলেন, সেই স্থানে গমনের আজ্ঞা মান্য

করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন।" (ইব্রী ১১ ; ৮।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—আ ১২ ; ১-৯ কিম্বা ২২ ; ১-১৪।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৩ দেখ।)

টীকা ১০।—আ ১১ ; ২৭ হইতে ২৫ ; ১০ পর্য্যন্ত যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহা আধ ঘন্টার মধ্যে পড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু এই প্রকার পড়া যেন এক বৈঠকেই হয়। এই উপায়েই বাইবেলে লিখিত নানা বিবরণের ভাব ভাল হৃদয়ঙ্গম হয়।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ১১।—নিত্যকার পাঠে কেবল পরে পরে প্রধান ঘটনাগুলি থাকিবে (টীকা ১০ ও ভূমিকায় পাঠবিধি § ৩ দেখ।)

সোমবার	আ ১১ ; ২৭—১২ ; ৬।	অব্রাহামের আহ্বান ও কনানে গমন।
মঙ্গলবার	আ ১২ ; ৭, ৯। আ ১৩ ; ১৪-১৮। আ ১৫ ; ১-১৮।	তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানগণকে দেশটী দানের প্রতিজ্ঞা।
বুধবার	আ ১৬ অধ্যায়।	ইশ্মায়েলের জন্ম।
বৃহস্পতি	আ ১৭ ; ১-১৪।	অব্রাহামের সঙ্গে নিয়ম।
শুক্রবার	আ ১৮ ; ১-১০। ২১ ; ১-৫।	ইস্‌হাকের জন্ম।
শনিবার	আ ২১ ; ৬ ২১।	ইশ্মায়েল্‌কে দূর করিয়া দেওয়া।
রবিবার	আ ২২ ; ১-১৯।	অব্রাহামের বিশ্বাস-পরীক্ষা।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৫, ১২, ১৯ দেখ।)

১। এই পাঠাবলীর ১ম পাঠের শিরোনাম কি? ২য়, ও ৩য় পাঠেরও শিরোনাম বল। ২। মনুষ্যের যেই পতন হইল, অমনি কি

ফল ফলিল, তা বল। ৩। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়িল, আরও পতনের কুফল তত কিরূপে আপনি প্রকাশ পাইতে লাগিল? ৪। কি উপায়ে ঈশ্বর জগৎকে পরিষ্কার করিতে মনস্থ করেন? ৫। তাহাতে কে কে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল? ৬। ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন যে, আর পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইতে দিবেন না, আজি পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন কি? ৭। আদি পুস্তকের লেখা অনুসারে কোন্ ঘটনা হইতে মানুষের ভাষাভেদ হইয়াছে? ৮। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? ৯। পাঠের আলোচ্য বিষয় কি? ১০। বচনরত্ন বলিয়া যাও।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০ দেখ।)

সোমবার।

১। অব্রামের আহ্বান ও কনানে গমন।

আ ১১ ; ২৭—১২ ; ৬।

২। তাঁহাকে ও তাঁহার বংশকে দেশটী দেওয়ার

অঙ্গীকার। আ ১২ ; ৭, ৯। ১৩ ; ১৪ ; ১৮। ১৫ ; ১-১৮।

১। আগে অব্রাহামের বাড়ী কোথায় ছিল? (আ ১১ ; ২৮ ও ২৪ ; ৪, ১০। ২৯ ; ৪, ৫ মিলাইয়া দেখ।)

২। যখন তাঁহাকে স্বদেশ ও আত্মীয় সজন ছাড়িয়া যাইতে বলেন, তখন ঈশ্বর কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? (১২ ; ১-৩।)

৩। কনানে পঁহুছিলে ঈশ্বর তাঁহার কাছে কি অঙ্গীকার করেন? (আ ১২ ; ৭। ১৩ ; ১৪-১৭।)

৪। পরে ঈশ্বর এই দেশের যে সীমানা ধার্য্য করিয়া দেন, তাহা কি কি? (১৫ ; ১৮।)

মঙ্গলবার।

৩। অব্রাহামের সহিত নিয়ম। আ ১৭; ১-১৪।

৫। ঈশ্বর ও অব্রাহাম উভয়ে নিয়মবদ্ধ হয়েন; ভাল, কে কি করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন? (১৭; ১, ২।)

৬। তখন অব্রাহামের নাম বদল হইয়া কি হইল, এবং কেন হইল? (১৭; ৫, বাং অং দেখ।)

৭। এই নিয়মে অব্রাহাম ছাড়া আর কাহারা ছিল? (১৭; ৭, ৮।)

৮। এই নিয়মের চিহ্নরূপে অব্রাহাম ও তাঁহার বংশকে কি করিতে হইয়াছিল? (১৭; ৯, ১০।)

মঙ্গল ও বুধবার।

৪। ইস্‌হাকের জন্ম। আ ১৮; ১-১০। ২১; ১-৫।

৯। মম্রির গাছ তলায় কি ভাবে ঈশ্বর অব্রাহামকে দর্শন দিয়াছিলেন? (১৮; ১-৫।)

১০। তখন অব্রাহামের কাছে কি নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল? (১৮; ১০।)

১১। সেই অঙ্গীকার কখন্ সফল হয়, এবং সেই পুত্রের কি নাম রাখা হয়? (২১; ১-৫।)

বৃহস্পতিবার।

৫। অব্রাহামের বিশ্বাসপরীক্ষা। আ ২২; ১-১৯।

১২। ইস্‌হাকের বিষয়ে কি করিতে ঈশ্বর অব্রাহামকে আজ্ঞা করেন? (২২; ১, ২। পরিশিষ্টে ব্যাখ্যার টীকা দেখ।)

১৩। কি অভিপ্রায়ে ঈশ্বর অব্রাহামকে এই রূপে পরীক্ষা করেন? (২২; ১২।)

১৪। যে স্থানে বেদি প্রস্তুত হইয়াছিল, অব্রাহাম সেই স্থানের কি নাম রাখেন? (২২; ১৪।)

শুক্র ও শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৫। বাইবেলে অব্রাহামের কি বিশেষ গুণের কথা আছে (ইব্র ১১; ৮-১০)? ইস্‌হাককে বলি দিতে উদ্যত হওয়ায় সেই গুণ কি রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল (ইব্র ১১; ১৭-১৯)? আর কিরূপে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল? ভাঙ্গিয়া বল।

১৬। নূতন নিয়মে অব্রাহামকে কি বলা যায় (যাকো ২; ২৩)? কি কি রূপে এই মিত্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার দুই একটী বল (আ ১৮; ১৬-৩৩)। অব্রাহামের ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছা কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল? (১২; ৮। ১৩; ১৮।) কি করিলে আমাদের ঐ প্রকার ভাব জানা যায়?

১৭। অব্রাহামকে ঈশ্বর কি বলিয়া অভয় দিয়াছিলেন (১৫; ১)? ইহার অভিপ্রায় কি?

১৮। ঈশ্বর অব্রাহামকে কি কারণে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন (১৫; ৬)? অব্রাহামের ঈশ্বরেতে যে বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস, তাহার কি তুলনা হইতে পারে? আমাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহার প্রমাণ কি রূপে হওয়া উচিত?

১৯। খ্রীষ্টের জন্য জগৎকে প্রস্তুত করা বিষয়ে অব্রাহামের বিবরণে কি জানা যায়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

(ভূমিকায় পাঠবিধি § ৯ দেখ।)

১। কল্‌দীয় দেশের উর ও হারণ:—ঐ দেশ কোথায়, দেশের লোকদের অবস্থা ও ধর্ম্ম। ২। মল্কীষেদক (১৪ ; ১৮-২৪ ও ইব্র ৭ ; ১-২৫ মিলাইয়া দেখ)। তাঁহার সহিত হারণ ও তদ্বংশীয় যাজকত্বের সম্বন্ধ, এবং বাইবেল ছাড়া সত্য ধর্ম্ম হইতে পারে কি না, এই প্রশ্ন। ৩। অব্রাহাম মক্‌পেলা গুহা কিনিয়াছিলেন, ইহাতে সে কালের ক্রয় বিক্রয় প্রথার বিষয়ে কি জানা যায় (২৩ অঃ)? ৪। মক্‌পেলা গুহার আধুনিক বিবরণ। ৫। অব্রাহামের স্বভাব, তদীয় স্বভাবের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা (১২ ; ৮। ১৩ ; ১৮। ২১ ; ১-১৯ ও ১২ ; ১০-২০। ২০ ; ১-১৪ মিলাইয়া দেখ)। ৬। মোরিয়া পর্ব্বত, পরবর্ত্তী ইতিহাসের সঙ্গে উক্ত পর্ব্বতের সম্বন্ধ।

---

৫ পাঠ। যাকোব ও তাঁহার পুত্রগণ।

ইস্রায়েল জাতির আরম্ভ।

আ ২৫ ; ১৯—৩৫ ; ২৯।

টীকা ১২।—ইস্‌হাকের আমলে মনোনীত জাতির বড় একটা উন্নতি দেখা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবের আমলে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। প্রধান প্রধান বিষয় এই—(১) ভ্রাতা এষৌর সহিত যাকোবের চাতুরি ও স্বার্থপর ব্যবহার—ইহার দ্বারাই তিনি প্রথমে এষৌর নিকট হইতে জ্যেষ্ঠাধিকার লাভ করেন, পরে তাঁহাকে পৈতৃক আশীর্ব্বাদেও বঞ্চিত করেন, তাহাতে করিয়া তিনিই বংশের কর্ত্তা হয়েন। (২) পরে যাকোবের প্রতি এষৌর বিদ্বেষভাব, তাহাতে যাকোবকে প্রাণভয়ে পলাইয়া অন্যত্র যাইতে হয়, আর সেই বিদ্বেষ হেতু এষৌ এবং যাকোবের বংশীয়দিগের মধ্যে শত শত বৎসর কাল বিষম শত্রুতা চলিয়া আইসে। (৩) এষৌর ভয়ে পলাইয়া যাওয়ার সময়ে পথে বেথেলে যাকোবের স্বপ্নদর্শন ; সেই স্বপ্নেতে ঈশ্বর তাঁহাকে জ্ঞাত করেন যে, অব্রাহামের নিকট যে আশীর্ব্বাদের অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তোমারই দ্বারা মনুষ্য জাতি সেই আশীর্ব্বাদটী পাইবে। (৪) যব্বোক্ নদীর তীরে রাত্রি কালে মল্লযুদ্ধের পর যাকোবের নাম বদলিয়া গিয়া ইস্রায়েল হওয়া। প্রথমটা এষৌ বরং যাকোব অপেক্ষা ভাল ছিলেন,

কিন্তু শেষে নানা দুঃখভোগের দ্বারা চরিত্র সংশোধন হইয়া যাওয়াতে যাকোব বড় ভাল মানুষ হইয়া উঠেন। তাই ঈশ্বর এষৌকে বাদ দিয়া তাঁহাকেই মনোনীত করেন।

বচন-রত্ন।—"তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" আ ২৮; ১৪।

স্কুলে, বা ক্লাশে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ২৮; ১০–২২।

টীকা ১৩।—নিত্যকার পাঠেও ইহার কয়েকটী আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, কিন্তু সে বিষয়ে প্রশ্ন নাই। ক্লাসে এই পাঠ বলিবার সময়ে উক্ত বিবরণ গুলি আওড়াইবার ভার যদি কাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাঠগুলি অধিক মনোরঞ্জন হইবে। ইহাতে পরিশ্রম বেশি নাই; এক একটী বিবরণ বাইবেলে পড়িয়া লইয়া পরে গল্পের মত নিজের কথায় বলিতে হইবে।

১। হারণ দেশে যাকোবের যাত্রার বিবরণ (২৯; ১-১৪)। ২। হারণ দেশ হইতে যাকোবের পলায়ন (৩১; ১৭-৩২; ২)। ৩। এষৌর ভয়ে যাকোব ভীত (৩২; ৩-২১)। ৪। এষৌর সহিত যাকোবের সাক্ষাৎ (৩৩; ১-১৭)।

নিত্যকার পাঠ।

(পাঠবিধি § ৩ দেখ।)

সোমবার	আ ২৫; ২৭-৩৪।	জ্যেষ্ঠাধিকার ক্রীত।
	আ ২৬; ১-৫।	ইস্‌হাকের কাছে পুনরায় অঙ্গীকার।
মঙ্গলবার ...	আ ২৭; ১-৩৬।	অপহৃত আশীর্ব্বাদ।
বুধবার ...	আ ২৭; ৪১-৪৫।	যাকোবের প্রতি এষৌর হিংসাভাব।
	আ ২৮; ১০-২২।	বৈথেলে স্বপ্নদর্শন, পুনরায় অঙ্গীকার।
বৃহস্পতি ...	আ ২৯; ১-১৪।	হারণে যাকোবের যাত্রা।

টীকা ১৪।—২৯; ১৫—৩১; ১৮ পদের সার মর্ম্ম। হারণে পঁহুছিয়া কয়েক বৎসর পরে যাকোব স্বীয় মাতুল লাবনের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার এগারটী পুত্র এবং একটী কন্যা হয়। তাঁহাকে ধনে পুত্রে বর্দ্ধিষ্ণু হইতে দেখিয়া লাবনের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে, তাহাতে যাকোব কনানে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করেন। (টীকা ১৫ দেখ।)

শুক্রবার ...	আ ৩১; ১৭-২৩।	হারণ হইতে যাকোবের পলায়ন।
	আ ৩১; ৪৩—৩২; ২।	

শনিবার... {আ ৩২ ; ৩-২১। এষৌর ভয়ে যাকোব ভীত।
আ ৩২ ; ২২-৩২। যাকোবের নাম ইস্রায়েল হয়।}

রবিবার... {আ ৩৩ ; ১-১৭। এষৌর সহিত যাকোবের সাক্ষাৎ।
আ ৩৫ ; ২৩-২৯। দ্বাদশ পুত্রের নাম।}

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। কি জন্য অব্রাহাম পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া যান? ২। ঈশ্বর তাঁহাকে কি দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? ৩। ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে কি নিয়ম করেন? ৪। কি জন্যে অব্রাহামের বিশেষ রূপে এত নাম হইয়াছে? ৫। খ্রীষ্টের জন্য এই জগৎ প্রস্তুত করণ বিষয়ে তাঁহার বিবরণে কি দেখা যায়? ৬। অদ্যকার পাঠের প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় কি (টীকা ১২ দেখ)? ৭। পাঠের আলোচ্য বিষয় আওড়াইয়া যাও। ৮। বচনরত্ন বল।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০ দেখ।)

সোম ও মঙ্গলবার।

১। কেনা জ্যেষ্ঠাধিকার ও প্রতারণা করিয়া আশীর্ব্বাদ লওয়া। আ ২৫ ; ২৭-৩৪। ২৭ ; ১-৩৬।

১। কেমন করিয়া যাকোব ভ্রাতার জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়াছিলেন? (আ ২৫ ; ২৭-৩৪।)

২। এই বিশেষ জ্যেষ্ঠাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কি কি আশীর্ব্বাদ ছিল? (১২ ; ২, ৩। ২৬ ; ৩-৫।)

৩। ইস্হাক্ সেই সকল আশীর্ব্বাদ কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন? (২৭ ; ১-৪।)

৪। রিবিকা যাকোব্‌কে কি কি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন? (২৭ ; ৫-১০।)

৫। যাকোব কি আপত্তি করেন, এবং কিরূপে সে আপত্তি কাটাইয়া দেওয়া হয়? (২৭ ; ১১-১৭।)

৬। এই কৌশলের ফল কি হইয়াছিল? (২৭ ; ১৮-২৩।)

বুধবার।

২। এষৌর ভয়ে যাকোবের পলায়ন ও বৈথেলে স্বপ্নদর্শন। আ ২৭ ; ৪১-৪৫। ২৮ ; ১০-২২।

৭। এষৌর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাতে যাকোবের কি হইয়াছিল? (আ ২৭ ; ৪১-৪৫।)

৮। যাকোব বৈথেলে স্বপ্নে কি দেখিতে পাইয়াছিলেন? ২৮ ; ১০-১২।)

৯। তখন ঈশ্বর তাঁহার কাছে কি অঙ্গীকার করেন? (২৮ ; ১৩-১৫।)

১০। যাকোব তথায় কি মানত করেন? (২৮ ; ১৮-২২।)

৩। হারণে যাকোবের নির্ব্বাসন। আ ২৯ ; ১-৩২। ২ অঃ।

টীকা ১৫।—বৈথেল হইতে যাকোব হারণে মামার বাড়ী চলিয়া যান (২৯ ; ১-১৪), এবং লাবনের দুই কন্যা লিয়া ও রাহেল্‌কে এবং তাহাদের দাসী বিল্‌হা ও সিল্পাকে বিবাহ করেন (২৯ ; ১৫-৩০)। এই খানে বাস কালে যাকোবের এগারটী পুত্র এবং একটী কন্যা হয় (২৯ ; ৩১—৩০ ; ২৪), তাহা ছাড়া তাঁহার বিস্তর পশুপাল ছিল (৩০ ; ২৫-৪৩)। ইহা দেখিয়া

লাবন এবং তাঁহার পুত্রেরা হিংসা করাতে তিনি কনান দেশে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করেন (৩১ ; ১-১৬)। কিন্তু ভয় ছিল, পাছে লাবন আপন কন্যা-দিগকে যাইতে না দেন, এই জন্য তিনি লুকাইয়া যাত্রা করেন (৩১ ; ১৭-২১), কিন্তু শেষে টের পাইয়া লাবন গিয়া তাঁহাকে পথে ধরিয়া ফেলেন (৩১ ; ২২-২৫)। পরস্পর নানা অভিযোগ অনুযোগের (৩১ ; ২৬-৪৩) পর লাবনের সহিত যাকোব এক নিয়ম করিয়া, পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করেন (৩১ ; ৪৪—৩২ ; ২)।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৪। যাকোবের নাম ইস্রায়েল হয়। আ ৩২ ; ২২-৩২।

৫। যাকোবের দ্বাদশ পুত্রের নাম। আ ৩৫ ; ২৩-২৯।

টীকা ১৬।—যাকোব ২০ বৎসর কাল বিদেশে থাকেন, এই কালের মধ্যে এষৌ খুব ধনবান ও ক্ষমতাশালী জমিদার হইয়া উঠেন। এই জন্য যাকোবের বড় ভয় ছিল, পাছে এষৌ প্রতিশোধ লয়েন। এষৌকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাকোব যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া ভেট পাঠাইয়া দিলেন (৩২ ; ৩-২১), দিয়া কি সংবাদ আইসে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত মনে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, এবং সেই সময়ে তাঁহার নাম ইস্রায়েল্ হয়।

১১। এষৌর কাছে ভেট পাঠাইয়া দিয়া (৩২ ; ১৩-২১) যাকোব যখন একাকী যব্বোক্ নদীর তীরে ছিলেন, তখন কি ঘটিয়াছিল? (আ ৩২ ; ২২-২৫।)

১২। যাকোবের নাম বদলিয়া কি হইল, কেন নূতন নাম হইল? (৩২ ; ২৬-২৮।)

১৩। সে রাত্রে যাকোব কাহার্ সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন? (৩২ ; ২৯, ৩০।)

১৪। এই যুদ্ধের পর যাকোবের শরীরে কি চিহ্ন চিরকালের মত থাকিয়া যায়? (৩২ ; ২৫, ৩১।)

১৫। যাকোবের দ্বাদশ পুত্রের নাম বল। (৩৫ ; ২৩-২৬।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

(পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৬। যাকোব যে ফিকিরে এষৌর জ্যেষ্ঠাধিকার কিনিয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে তোমার কি বিবেচনা হয়? আর এষৌ যে তাহা বেচিয়াছিলেন, সে বিষয়েই বা তোমার মত কি (ইব্রী ১২ ; ১৬, ১৭) ? কি ভাবে এষৌ জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন (২৫ ; ৩৪) ?

১৭। যাকোব যে ভাবে আশীর্ব্বাদটী হাত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তোমার কি বোধ হয়? রিবিকা এই ব্যাপারে যাহা করিয়াছিলেন, সে বিষয়েই বা তোমার মত কি? এই সকল ব্যাপারের মন্দ ফল কি হইয়াছিল ?

১৮। স্বপ্নে সিঁড়ি ও দূত দেখিয়া যাকোব ভয় পাইয়াছিলেন কেন? ঈশ্বর সদাই আমাদিগের কত কাছে থাকেন? তিনি কাছে আছেন, ইহা জানিয়া আমাদের কি ভাব হওয়া উচিত?

১৯। যব্বোক্ নামক পারাণী ঘাটের ধারে যাকোব রাত্রিকালে একাকী ছিলেন কেন? সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার বিষয়ে তিনি কি শিক্ষা পাইয়াছিলেন? নিজের উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে অভ্যাস করা বড় কঠিন বিষয় কেন?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

(পাঠবিধি § ৯ দেখ।)

১। ইস্‌হাকের স্বভাব চরিত্র; কেন তিনি যাকোবের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ফিরাইয়া লইয়া ইস্‌হাক্‌কে দেন নাই? ২। রিবিকার স্বভাব চরিত্র; কেন তিনি ইস্‌হাক্ অপেক্ষা যাকোবকে বেশী ভাল বাসিতেন? ৩। এষৌর স্বভাব চরিত্র; কেন তিনি পরিবারের কর্ত্তা হইবার অযোগ্য ছিলেন? ৪। যাকোবের স্বভাব চরিত্র; পনূয়েলে তাঁহার স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ৫। বৈথেল্—উপাসনালয়। ৬। ঠাকুরগুলা (৩১ ; ১৯, ৩০—৩৫) কি? ও প্রাচীনকালে কিরূপে লোকে সে গুলির ব্যবহার করিত? ৭। কনানে ফিরিয়া গেলে যাকোব ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের ধর্ম্মভাব।

৬ পাঠ। যোষেফ, ও মিসরে প্রবাস।

ইস্রায়েল গোষ্ঠীর পত্তন।

আ ৩৭—৫০ অঃ।

টীকা ১৭।— যাকোবের সন্তানগণের যে নানা অবস্থা ঘটিয়াছিল, এবং মনোনীত গোষ্ঠির যে রূপে বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা যোষেফের বিবরণে পাওয়া যায়। মূল ঘটনাগুলি এই; (১) মিসর দেশীয় সওদাগরদিগের নিকট দাসরূপে যোষেফকে বিক্রয় করা হয়; (২) যোষেফ মিসর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পায়েন; এবং আকালের সময়ে পিতা ও ভ্রাতাদিগকে মিসর দেশে প্রবাস করণার্থে কলে কৌশলে লইয়া যাওয়া। শত শত বৎসর মিসর দেশে বাস করিয়া ইস্রায়েল বংশের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়; অতএব কনান দেশে না হইয়া মিসর দেশেই জন কতক মেষপালক হইতে মহান্ ইব্রীয় লোক উৎপন্ন হইয়াছিল। (পরিশিষ্টে মন্তব্য ৬ দেখ, তাহাতে যোষেফের স্বভাব চরিত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে)।

বচন-রত্ন।—ঈশ্বর "মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে অগ্রে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" আ ৪৫; ৭।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ, আ ৪৫; ১-১৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার…আ ৩৭; ৩-৩৬। যোষেফ বিক্রীত।

টীকা ১৮।—৩৯; ১—৪১; ১৪ পদের সার মর্ম্ম। যোষেফ মনিবের সু-নজরে পড়েন, কিন্তু মিথ্যা অপবাদের দরুন কয়েদ হয়েন। ফরৌণ স্বপ্ন দেখিয়া বড় অস্থির হয়েন, মিসর দেশের গণকেরা স্বপ্নের অর্থ ভাঙ্গিয়া দিতে না পারাতে, যোষেফের গুণপণার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনান।

মঙ্গলবার…আ ৪১; ১৪-৪৬। { মিসরে যোষেফের পদবৃদ্ধি (৪৭; ১৩-২৬)।

টীকা ১৯।—৪১; ৪৭—৪৪; ৩৪ পদের সার মর্ম্ম। আকাল হইবে বলিয়া বহুশস্যের সময়ে যোষেফ শস্য কিনিয়া জমা করেন, তাঁহার ভ্রাতারা শস্য কিনিবার জন্য দুইবার মিসর দেশে যান, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে বিক্রয় করার পর ভাইয়েদের স্বভাব চরিত্র অনেকটা ভাল হইয়াছে। (পাঠসার ৪৫ টীকা দেখ)।

বুধবার ···	আ ৪৫ ; ১-১৫।	ভাইদিগের কাছে পরিচয় দান।
বৃহস্পতি···	আ ৪৫ ; ১৬-২৮।	পিতার কাছে সংবাদ প্রেরণ।
শুক্রবার	আ ৪৬ ; ১-৫।	ইস্রায়েলের মিসরে গমন।
	আ ৪৬ ; ২৮—৪৭ ; ৬।	
শনিবার ···	আ ৪৮ অধ্যায়।	যোষেফের পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করণ।
রবিবার ...	আ ৪৯ ; ১-২৮।	নিজ পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করণ।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলির ২য় পাঠের, ৩য় পাঠের, ৪র্থ ও ৫ম পাঠের শিরোনাম কি? ২। যাকোব্ কেমন করিয়া জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়াছিলেন? কেমন করিয়াই বা পৈতৃক আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন? ৩। তাহাতে অমনি যাকোবের কি হইল? ৪। হারণে বাস কালে কি কি হইয়াছিল, তাহার প্রধান ঘটনাগুলি বল (১৪ টীকা)। ৫। কি প্রকারে এবং কি অবস্থায় তাঁহার নাম বদলিয়া গিয়াছিল? ৬। তাঁহার দ্বাদশ জন পুত্রের কে কি হইয়াছিল? ৭। এই পাঠের বিষয় কি? ইহার আলোচ্য বিষয় এবং বচনরত্নই বা কি? মনোনীত জাতির ইতিহাসের সহিত মিসরে গমনের সহিত কি সম্বন্ধ আছে (টীকা ১৭ দেখ)।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০ দেখ।)

১। মিসরদেশী সওদাগরদিগের নিকট যোষেফকে বিক্রয় করণ। আ ৩৭ ; ৩, ৩৬।

১। ভাইয়েরা যোষেফকে কিরূপ চক্ষে দেখিত, কেন এরূপ দেখিত? (আ ৩৭ ; ৩, ৪।)

২। এই ভাব কেমন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল? (৩৭ ; ৫-১১।)

৩। কি জন্য যোষেফকে ভ্রাতাদিগের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল? (৩৭; ১২-১৪।)

৪। তাহারা তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল? (৩৭; ১৮-২৪।)

৫। তাহারা তাহাকে কি করিয়াছিল? (৩৭; ২৫-২৮।)

৬। যোষেফের কি হইয়াছিল? (৩৭; ৩৬।)

মঙ্গলবার।

২। মিসরে যোষেফের পদবৃদ্ধি। আ ৪১; ১৫-৪৬।

৭। ফরৌণের ডাকিয়া পাঠাইবার আগে মিসরে যোষেফের বিষয়ে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিয়া যাও।

৮। কি কি স্বপ্ন দেখিয়া ফরৌণের ভয় হইয়াছিল, বল দেখি? (৪১; ১৫-২৪।)

৯। যোষেফ এই সকল স্বপ্নের কি অর্থ বলিয়া দিয়াছিল? (৪১; ২৫-৩২।)

১০। এই স্বপ্নে যাহা যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ে যোষেফ রাজাকে কি কি করিতে পরামর্শ দেন? (৪১; ৩৩-৩৬।)

১১। কিসে জানা গিয়াছিল যে ফরৌণ যোষেফের জ্ঞান বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন? (৪১; ৩৮-৪৫।)

বুধবার।

৩। ভাইদের কাছে পরিচয়-দান। আ ৪৫; ১-১৫।

১২। ভাইদিগকে যোষেফের কাছে যাইতে হইয়াছিল কেন? (টীকা ১৯ দেখ।)

১৩। কেমন করিয়া তাঁহাদের কাছে যোষেফ পরিচয় দিয়াছিলেন? (৪৫; ১-৩।)

১৪। ভাইয়েরা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, যোষেফ সে বিষয়ে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? (৪৫; ৪-৮।)

১৫। পিতার কাছে তিনি কি কথা বলিয়া পাঠান? (৪৫; ৯-১৩।)

বৃহস্পতিবার।

৪। ইস্রায়েলের মিসরে গমন।

আ ৪৬; ১-৫, ২৮-৩৪। ৪৭; ১-৬।

১৬। মিসরে যাত্রাকালে পথে যাকোব কিরূপে সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন? (৪৬; ১-৪।)

১৭। যাকোবের সঙ্গে যোষেফের যখন দেখা হইল, তখনকার বিবরণ বর্ণন কর। (৪৬; ২৮-৩০।)

১৮। যাকোব ও তাঁহার সন্তানদিগকে মিসরের কোন্ অঞ্চলে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কেনই বা এ অঞ্চলে দেওয়া হইয়াছিল? (৪৭; ১-৬।)

শুক্র এবং শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

(পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৯। ভাইয়েরা কি অভিপ্রায়ে যোষেফকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল, ভাইদের কি উদ্দেশ্য ছিল? ঈশ্বরেরই বা কি উদ্দেশ্য ছিল (৪৫; ৫-৮)?

২০। ঈশ্বর মন্দ কার্য্যের ভাল ফল ফলাইয়াছিলেন বলিয়া কি যোষেফের ভাইদের দোষ কাটিয়া গিয়াছিল? যোষেফের বিবরণ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (গীত ৭৬; ১০। হিতো ১৬; ৩৩, ১৯; ২১)?

২১। মিসর দেশে কে সর্ব্বদাই যোষেফের বন্ধু ছিলেন (আ ৩৯ ; ২, ৩, ২১, ২৩) ? ঈশ্বর বন্ধু থাকাতে যোষেফকে গর্ত্তে পড়িতে এবং দাসরূপে বিক্রীত হইতে হইল কেন ? যাহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখে, দুঃখের সময়েও তাহারা স্থির ও নির্ভাবনায় থাকিতে পারে কেন (রোম ৮ ; ২৮) ?

২২। যাহারা তোমার মন্দ করে, তাহাদিগের ভাল করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করা ভাল, যোষেফের বিবরণ হইতে এ বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ? যোষেফের বিশেষ গুণ কি কি ছিল ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যোষেফের সময়ে মিসরের অবস্থা।—দেশটী কত বড়, শাসনপ্রণালী, প্রতাপ, বাড়ীঘর কিরূপ ছিল। ২। নীল নদ।—ইহার দ্বারা মিসরের কৃষি কার্য্যের কি হইত। ৩। সে কালের মিসর দেশীয়দিগের সমাজে প্রচলিত জাতি ভেদ। ৪। সন্তানগণের প্রতি যাকোবের আশীর্ব্বাদ। তুই এক জন আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইয়াছিল (৪৯ ; ৩-৭)। ৫। মিসরে সেকালে সমাধির রীতি। ৬। কেহ কেহ বিশেষ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল (৪৯ ; ৮-১২, ২২-২৬)।

---

৭ পাঠ। মোশি ও কনানে যাত্রা। ইস্রায়েল জাতির পত্তনের আরম্ভ, যাত্রা ১ ; ১—১৫ ; ২১।

টীকা ২০।—গোশন অঞ্চলের উর্ব্বরা সমভূমিতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের অতি শীঘ্র বিলক্ষণ বংশ বৃদ্ধি হইল। ভারতবর্ষের ন্যায় মিসর দেশের লোকেরাও জাতি মানিত, এই জন্য সে দেশীয় লোকের সহিত ইস্রায়েলদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান হইতে পারিল না, সুতরাং বংশ বৃদ্ধি হইলেও তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। অবশেষে তাহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিল যে, এক প্রকাণ্ড জাতি হইয়া উঠিল, তখন মিসর হইতে অন্য এক দেশে আনীত হইল, এই দেশে তাঁহাদের আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যে কয়টী প্রধান কারণে তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা এই।—(১) মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে দাস করিয়া ফেলাতে

দেশের প্রতি তাহাদের মায়া মমতা ছিল না, এই জন্য মিসর ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; (২) ঈশ্বর মোশিকে রক্ষা করিয়া তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা ও দলপতি করিয়া তুলেন; (৩) ঈশ্বরীয় ক্ষমতার বার বার আশ্চর্য্য প্রদর্শন হওয়াতে মিস্রীয়েরা এই বহুসংখ্য দাসকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর গোলামীতে রাখিতে পারে নাই।

বচন-রত্ন।—"বিশ্বাসে তাহারা শুষ্ক ভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল।" (ইব্রি ১১; ২৯।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যাত্রা ৩; ১-১৫ কিম্বা ১২; ২১-৩১।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার { যা ১; ৮-১৪। অত্যাচার ভোগ।
{ যা ২; ১-২২। মোশির বাল্যকাল।

মঙ্গলবার... যা ৩ অধ্যায়। মোশি আহূত।

টীকা ২১।—৪র্থ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম।—ইস্রায়েল সন্তানদিগকে উদ্ধার করণার্থ মোশি আহূত হয়েন, কিন্তু এ গুরুতর কার্য্যের ভার লইতে ভীত হওয়াতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। হারোণ তাঁহার হইয়া কথা কহিবার ভার পান।

বুধবার......যা ৫; ১—৬; ১। ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিতে ফরৌণ অসম্মত।

টীকা ২২।—যাত্রা ৬; ২—১০; ২৯ পদের সার মর্ম্ম। ফরৌণ কোন মতেই ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে মোশির দ্বারা ঈশ্বর আপনার ক্ষমতা মিসর দেশে প্রকাশ করেন। উৎপাতের উপর উৎপাত হইল—জল রক্ত হইয়া গেল, ভেক, উকুন, পশু মড়ক, স্ফোটক, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ও অন্ধকার—তথাপি ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল না, আর এক উৎপাত তখনও বাকি ছিল।

বৃহস্পতি ... যাত্রা ১১। ১২; ২৯, ৩০। প্রথম জাত সন্তানের মৃত্যু।

শুক্রবার ... যা ১২; ১-২৮। নিস্তার ও মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্ব।

টীকা ২৩।—যাত্রা ১৩; ৩-১৬ পদের সার মর্ম্ম। বড় তাড়া হুড়া করিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণকে মিসর দেশ হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল, এই ঘটনার স্মরণার্থ মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্ব পালন করিতে ঈশ্বর আদেশ করেন

(১৩; ৬-১০); এবং যিহোবা দয়া করিয়া ইস্রায়েলদের প্রথমজাত সন্তান রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমজাত সন্তান তাঁহার নামে রাখিতে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল।

শনিবার ... { যা ১২ ; ৩১-৩৬। মিসর হইতে যাত্রা।
যা ১৩ ; ১৭-২২। }

রবিবার ... যা ১৪ অধ্যায়। লোহিত সাগর দিয়া পদব্রজে গমন।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। কেমন করিয়া যোষেফ মিসরে দাস হইয়াছিলেন? ৩। কেমন করিয়া তিনি মিসরের প্রধান মন্ত্রী হয়েন? ৪। তাঁহার ভাইদিগকে মিসরে যাইতে হইয়াছিল কেন, এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন? ৫। যোষেফের অনুরোধে কে মিসরে গিয়াছিলেন? ৬। তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্র-দিগকে বাস করণার্থ মিসর দেশের কোন্ অঞ্চল দেওয়া হইয়াছিল? ৭। মিসর দেশে প্রবাস করাতে ইস্রায়েল সন্তানদের স্বতন্ত্র এক জাতি হইয়া উঠিবার বিষয়ে কি হইয়াছিল (টীকা ১৯ দেখ)? ৮। এই পাঠের বিষয়, আলোচ্য বিষয় এবং বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০ দেখ।)

সোমবার।

১। ইস্রায়েলদিগের অত্যাচার ভোগ।

যা ১ ; ৮-১৪।

২। মোশির আহ্বান। যা ২—৪ অধ্যায়।

১। কি জন্যে ইস্রায়েলসন্তানদের উপরে মিসরে অত্যাচার হইয়া-ছিল? (যা ১ ; ৮-১১।)

২। মোশির শৈশব ও যৌবন কালের বিবরণ বল। (২ ; ৩-১০।)

৩। স্বজাতীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থ তাঁহার প্রথম কার্য্য এবং তাহার ফল। (২ ; ১১-১৫।)

৪। কাহার্ বাটীতে, এবং কিরূপে তিনি পরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন? (২ ; ১৬-২১।)

৫। মিদিয়ন দেশে প্রভু কি ভাবে মোশিকে দেখা দিয়াছিলেন? (৩ ; ১-১৬।)

৬। প্রভু তাঁহাকে কি কার্য্যের ভার দেন? (৩ ; ৯, ১০।)

৭। এই কার্য্যের কথা শুনিয়া মোশি কি বলেন, এবং কিরূপে তাঁহার আপত্তি কাটিয়া যায়? (টীকা ২১।)

মঙ্গলবার।

৩। ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিতে ফরৌণ অসম্মত।

যাত্রা ৫ ; ১ — ৬ ; ১।

৮। মোশি ও হারোণ ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য প্রথমে কি চাহিয়াছিলেন? (যা ৫ ; ১-৩।)

৯। তাহাতে কি হইয়াছিল? (৫ ; ৪-১১।)

১০। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ণন কর। (টীকা ২২ দেখ।)

বুধবার।

৪। নিস্তার পর্ব্ব ও প্রথম জাত সন্তানের মৃত্যু।

যা ১১। ১২ ; ২১-৩০।

১১। মিসর দেশে দশম অর্থাৎ শেষ উৎপাত কি? (যা ১১ ; ১, ৪-৮। ১২ ; ২৯, ৩০।)

১২। নিস্তার পর্ব্ব স্থাপনের বিবরণ বর্ণন কর। (১২ ; ২১-২৩।)

১৩। কিসের স্মরণার্থ ইহা স্থাপিত হইয়াছিল ? (১২ ; ২৪-২৭।)

বৃহস্পতিবার।

৫। মিসর হইতে যাত্রা।

যা ১২ ; ৩১-৩৬। ১৩ ; ১৭-২২।

১৪। শেষ উৎপাতে ফরৌণ ও তাহার প্রজাদিগের মনের কি ভাব হইয়াছিল ? (যা ১২ ; ৩১-৩৩।)

১৫। মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল সন্তানেরা যেরূপে যাত্রা করিয়াছিল, তাহা বর্ণন কর। (১২ ; ৩৪-৩৬। ১৩ ; ১৭-১৯।)

১৬। ঈশ্বর যে তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ? (১৩ ; ২১, ২২।)

শুক্রবার।

৬। সূফ সাগর দিয়া গমন। যা ১৪ অঃ।

১৭। ইস্রায়েল্ সন্তানেরা চলিয়া গেলে মিস্রীয়েরা কি করিয়াছিল ? (যা ১৪ ; ৫-৯।)

১৮। ফরৌণ রাজাকে সৈন্য সামন্ত লইয়া পিছনে পিছনে আসিতে দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানদিগের কি হইয়াছিল ? (১৪ ; ১০-১২।)

১৯। প্রভু কিরূপে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বল। (১৪ ; ২১-২৮।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

২০। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে অত্যাচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মিসর দেশে ইস্রায়েল সন্তানদের অবস্থা কিরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় (আ ৪৭ ; ৫, ৬। যা ১ ; ৭-৯। যা ১৬ ; ৩। গণ ১১ ; ৪-৬

দেখ)? মিসর দেশের প্রতি তাহাদের যে মমতা ছিল, তাহা কাটাইবার জন্য এবং সেই দেশ হইতে চলিয়া আসিতে তাহাদিগকে ইচ্ছুক করণার্থ কিসের প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর যে কখন কখনও আমাদিগকে দুঃখ কষ্টে ফেলেন, ইহা দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয়ে কি জানা যায়?

২১। ঈশ্বরের আজ্ঞা না পাইয়াই ত মোশি অনেক বৎসর পূর্ব্বে স্বজাতীয় লোকদিগের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার ভার লইতে আদেশ করেন, তখন তিনি অসম্মত হয়েন কেন? ঈশ্বরাদিষ্ট কাজের বিষয়ে কখন কখন মানুষের কি ভাব, এবং অনাদিষ্ট কাজের বিষয়েই বা কি ভাব? আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা কি হওয়া উচিত?

২২। "আমি যে আছি, সেই আছি," ইহার মানে কি (বাং অং যিহোবা শব্দার্থ দেখ)? এই সময়ে ঈশ্বরের এই রূপে প্রকাশ হইবার কারণ কি?

বিশেষ আলোচনার ও চিন্তার বিষয়।

(পাঠবিধি § ৯ দেখ।)

১। মোশির সময়ে মিসরের অবস্থা। ২। অত্যাচারী ফরৌণ। ৩। মিসর হইতে যাত্রা কালের ফরৌণ। ৪। ফরৌণের ভাণ্ডার নগর পিথোম্। ৫। সূফ সাগর দিয়া গমন। ৬। স্বীয় কার্য্যের জন্য মোশির শিক্ষালাভ।

---

৮ পাঠ। সীনয় পর্ব্বতে নিয়ম ধার্য্য। ঈশ্বরীয় ক্ষমতা প্রকাশিত ও মানিত। যা ১৫; ২২—২৪; ১৮।

টীকা ২৪। সূফ সাগর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে জানা গিয়াছিল যে, মনোনীত ইস্রায়েল বংশ পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন জাতি হইল। ইহারা মিসরে গোলামী করিত, শেষে পলাইয়া আইসে, সুতরাং অঙ্গীকৃত দেশ দখল করিবার যোগ্য হওনার্থ ইহাদিগের বিস্তর শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সূফ সাগর পার হওয়া হইতে সীনয় পর্ব্বতে ব্যবস্থা দান পর্য্যন্ত

যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রধান গুলি এই—প্রান্তরে খাদ্যের অভাব হওয়াতে মান্না দত্ত হয় (যা ১৬ অঃ), যর্দ্দন পার হইয়া কনানে যাওয়া পর্য্যন্ত মান্না পড়িতে থাকে (যিহো ৫ ; ১০-১২)। লোকদিগের জলকষ্ট নিবারণার্থ মোশি প্রথমে মারার লোণা জল মিষ্ট করিয়া তুলেন (যা ১৫ ; ২২-২৬) ; পরে হোরেব পর্ব্বতের শৈলে আঘাত করিয়া জল বাহির করেন (যা ১৭ ; ১-৭)। অমালেকীয়েরা ইস্রায়েলদিগকে সীনয় পর্ব্বতের অঞ্চলে যাইতে বাধা দেওয়াতে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় (যা ১৭ ; ৮-১৬) ; ইহাই প্রথম যুদ্ধ। মোশির শ্বশুর যিথ্রো ইস্রায়েলদের শিবিরে আসিলে তাঁহার পরামর্শ মতে কয়েক জন শাসনকর্ত্তা ও বিচারক নিযুক্ত হয়েন (১৮ অঃ।)।

ইহার অল্প কাল পরেই সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, এবং লোকেরাও তাহা শিরোধার্য্য করিযা লয়, তাহাই এই পাঠের বিশেষ বিষয়। ইহাতে আছে (১) সীনয় পর্ব্বতে যিহোবার দর্শন দান ; (২) দশ আজ্ঞা দান ; এবং (৩) লোকদের সহিত যিহোবার নিয়ম।

বচন-রত্ন।—"আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু...আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক" যাত্রা ২০ ; ২, ৩।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যা ২০ ; ১-২১।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যা ১৬ ; ১-২৪ প্রান্তরে মান্না বর্ষণ।
মঙ্গলবার...যা ১৮ অধ্যায়। ইস্রায়েলে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত।
বুধবার ... যা ১৯ অধ্যায়। সীনয় পর্ব্বতে যিহোবার আবির্ভাব।
বৃহস্পতি... যা ২০ ; ১-২১। দশ আজ্ঞা দান।

টীকা ২৫।—২০ ; ২২—২৩ ; ৩৩ পদের সার মর্ম্ম। এই অংশকে "নিয়ম পুস্তক" (২৪ ; ৭) বলে, ইহাতে সে কালের উপযোগী ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার দুই অংশ—(১) কতকগুলি ব্যবস্থা (২০ ; ২২—২৩ ; ১৯), তাহাকে সদাপ্রভুর "বাক্য" ও "শাসন" (২৪ ; ৩) বলে, এগুলি সরলমনা কৃষিজীবিদিগের উপযোগী ; এবং (২) কতক গুলি অঙ্গীকার (২৩ ; ২০-৩৩), পূর্ব্বে যে ব্যবস্থার কথা হইল, তাহা মানিয়া চলিলে এই অঙ্গীকার মত ফল পাওয়া যাইবে। এই দুই অংশ একত্র করিলে যিহোবার সহিত তদীয় প্রজাদিগের একটী "নিয়ম" হয়।

শুক্রবার… { যা ২৩; ১-১৩। "নিয়মপুস্তকের" ব্যবস্থা।
যা ২৩; ১৪-২৭। যিহোবার উদ্দেশে উৎসব।

শনিবার … যা ২৩; ২০-৩৩। নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকার।

রবিবার … যা ২৪; ১-১৪। নিয়মটী শিরোধার্য্য করা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচোনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। যাকোবের মৃত্যুর পরেই মিসর দেশে ইস্রায়েলীয়দিগের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ২। পরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কেনই বা হইয়াছিল? ৩। ইহাদিগকে উদ্ধার করণার্থ কাহাকে ডাকা হইয়াছিল, কেমন করিয়াই বা ডাকা হইয়াছিল? ৪। ইস্রায়েলীয়-দিগকে ছাড়িয়া না দেওযাতে মিস্রীয়দিগের কি কি বিপদ ঘটিয়াছিল? ৫। শেষ উৎপাতটা কি? ৬। কি ঘটনার স্মরণার্থ নিস্তার পর্ব্ব স্থাপিত হইয়াছিল? ৭। মিস্রীয়দিগের দাসত্ব হইতে অবশেষে ইস্রায়েলীয়দিগের নিস্তার লাভ দ্বারা কোন্ মহামুক্তির আভাস দেওযা হইয়াছিল? ৮। লোহিত সাগর পার হওয়া হইতে সীনয় পর্ব্বতে (২৪ টীকা) ব্যবস্থা দান পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রধান কয়েকটীর নাম কর। ৯। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(পাঠবিধি § ৬, ১৫, ২০ দেখ।)

সোমবার।

১। সীনয় পর্ব্বতে যিহোবার আবির্ভাব। যা ১৯ অ।

১। মোশি প্রভুর নিকট হইতে কি সংবাদ লইয়া লোকদিগের কাছে আইসেন? (যা ১৯; ৩-৬।)

২। এই সংবাদ শুনিয়া লোকেরা কি বলিল? (১৯; ৭, ৮।)

৩। কি ভাবে যিহোবা প্রকাশিত হইয়াছিলেন? (১৯; ১৬-১৯)।

মঙ্গলবার।

২। দশ আজ্ঞা দান। যা ২০; ১-২১।

৪। দশ আজ্ঞা ছাড়া আরও নানা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে অন্যান্য ব্যবস্থা হইতে দশ আজ্ঞা ভিন্ন? (যা ২০; ১। দ্বিঃ বিঃ ৪; ৩৩, ৩৬। ৫; ৪, ২২। যা ২৫; ১, ২। ৩১; ১২, ১৩ ইত্যাদি মিলাইয়া দেখ।)

৫। ইস্রায়েলের এই সকল ব্যবস্থা মানিয়া চলিবার কি কারণ দেখান হইয়াছে? (যা ২০, ২।)

৬। দশটী আজ্ঞা বলিয়া যাও। (২০; ৩-১৭ মুখস্থ কর।)

৭। এই সকল দান কালে লোকেরা যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মনে কি হইয়াছিল? (২০; ১৮-২১।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। নিজ লোকদের সহিত যিহোবার নিয়ম।

যা ২০; ২২—২৪; ৮।

৮। "নিয়ম-পুস্তকে" কি কি আছে এবং ইহার কয় ভাগ? (টীকা ২৫ দেখ।)

৯। নীচের লিখিত পদে উপাসনার বাহ্য নিয়ম বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা আছে, সংক্ষেপে লিখিয়া দেও।

২০; ২৪, ২৫।

২০; ২৬।

২০; ২২।

১০। ইব্রীয় দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে যে সকল "শাসন" আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ কর।

২১, ২-৪।

২১, ৫, ৬।

২১; ২৬, ২৭।

১১। কেহ কাহারও অনিষ্ট করিলে তাহার পবিশোধের বিষয়ে কি ব্যবস্থা আছে? (২১; ২৩-২৫।)

১২। ধন সম্পত্তির বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ কর।

২২; ১।

২২, ৬।

২২: ১৪, ১৫।

১৩। দরিদ্রদিগের বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা আছে?

২২; ২৫।

২৩, ৬

২৩, ১০, ১১।

১৪। বিদেশী ও শত্রুদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে?

২২, ২১। ২৩, ৯।

২৩, ৪, ৫।

১৫। কি তিনটী পর্ব্ব পালনের জন্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইযাছিল?

২৩, ১৪, ১৫।

২৩, ১৬।

২৩; ১৬।

১৬। লোকেরা আজ্ঞা মানিযা চলিলে প্রভু তাহাদের কি করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিযাছিলেন? (২৩, ২২, ২৩, ৩০, ৩১।)

১৭। লোকেরা যে নিয়ম পালন করিতে সম্মত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বল। (২৪; ৩-৮।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

(পাঠবিধি § ৮ দেখ।)

১৮। এই দশ আজ্ঞা কি পৃথিবীব সকল লোকে চিবকাল পালন করিতে বাধ্য? এ বিষয়ে যাহা বলিবে, তাহার কারণ দেখাইয়া দিও।

১৯। এই দশ আজ্ঞার কয়টী আজ্ঞায় ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আর কয়টীতে মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় আছে? খ্রীষ্ট কিরূপে সে সকল সংক্ষেপে বলিয়াছেন (মথি ২২; ৩৭-৩৯)?

২০। সে কালে প্রতিশোধ লওয়ার বিষয়ে যে ব্যবস্থা ছিল, এ কালে খ্রীষ্টীয় প্রেমের ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাহা কিরূপ বোধ হয় (যা ২১; ২৩-২৫। মথি ৫; ৩৮, ৩৯)? নিয়মপুস্তকে "নিয়মরত্নের" কি ভাব দেখিতে পাওয়া যায় (২২; ২১, ২৬, ২৭। ২৩; ৪, ৫)?

২১। সীনয় পর্ব্বতে যে যে নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছিল, রক্ত ছিটাইয়া (২৪; ৫-৮) দিয়া তাহা দৃঢ় করা হইয়াছিল, কিন্তু নূতন নিয়ম কিসের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে (লূক ২২; ২০। ইব্রি ১২; ২৪)?

২২। সীনয় পর্ব্বতে এবং সিয়োন পর্ব্বতে যাহা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তুলনা করিলে কি বোধ হয় (ইব্রি ১২; ১৮-২৪)?

বিশেষ আলোচনার ও চিন্তার বিষয়।

(পাঠবিধি § ৯ দেখ।)

১। মিসর দেশ হইতে যাত্রাকালে ইস্রায়েল সন্তানদের সামাজিক অবস্থা। ২। অমালেকীয় লোক। জয়লাভ হওয়াতে ইস্রায়েলদের মনের তখনকার ভাব। ৩। সীনয় উপদ্বীপের স্বাভাবিক ভাব। ৪। সীনয় পর্ব্বত কোথায় (বাং অং দেখ)। ৫। ইস্রায়েলগণ যে পথে গিয়াছিল। ৬। যিহোবা সীনয় পর্ব্বতে দেখা দেওয়াতে পরে ইব্রীয় সাহিত্যের কি ভাব দাঁড়াইয়াছিল (গী ১৮; ৭-১১। ৬৮; ৮। ৭৭; ১৮। ৯৭; ৪, ৫। ১০৪; ৩২ ইত্যাদি)? ৭। নিয়মটীর নানা ভাব (যা ২০; ২-১৭। ৩৪; ১২-২৬। দ্বিং বিং ৫; ৬-২১)।

---

৯ পাঠ। কনান্ দেশের সীমানায় ইস্রায়েলদের আগমন। দেশটী দখল করিতে অক্ষমতা।

যা ৩২-৩৪ অঃ। গণ ১০; ২৯—১৪; ৪৫।

টীকা ২৬।—নিয়মটী পালন করিবে বলিয়া যেই স্বীকার করা, অমনি

লঙ্ঘন করা। সোনা দিয়া গোবৎস তৈয়ার করিয়া ইস্রায়েলেরা মিসর দেশে প্রচলিত কোন দেবতার পূজা করিতে চাহে নাই, কারণ সে প্রকার দেবতাকে তাহারা আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মানিত না; পূর্ব্বকালে সেমিটিক জাতির মধ্যে এক প্রকার প্রতিমাপূজা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, যারবিয়াম যে সুবর্ণ গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাও সেই সে কালের পৌত্তলিকতা; ইস্রায়েলেরা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রকার প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। "খোদিত প্রতিমার" উপাসনা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ইস্রায়েলেরা সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল। মোশির অনুরোধে ও সাধ্য সাধনায় পুনরায় নিয়মটী প্রচলিত হয়।

সীনয় পর্ব্বতের আশে পাশে বৎসর খানেক কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে নিয়ম তাম্বুর আস্বাব সকল প্রস্তুত এবং লোকদিগকে গণনা করা হইল। অনন্তর পুনরায় কনান্ দেশের দিকে সকলে যাত্রা করিল। দেশটী দেখিয়া আসিবার জন্য কাদেশ-বর্ণেয় হইতে চর পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ দিল, তাহা শুনিয়া লোকেরা ভয়ে অস্থির হইল। অবাধ্যতা প্রযুক্ত ঈশ্বর লোকদিগকে পুনরায় অরণ্যে তাড়াইয়া দেন, অবশেষে তাহাদিগের এক নূতন বংশ গিয়া কনান্ জয় কার্য্যে হাত দেয়।

বচন-রত্ন—"ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ করিতে পাইল না।" (ইব্র ৩; ১৯।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। যা ৩২; ১-১৪। কিম্বা গণনা ১৩; ১৭-৩৩।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যা ৩১; ১৮—৩২; ১৪।	নিয়ম লঙ্ঘন;
মঙ্গলবার...যা ৩২; ১৫-৩৫।	সুবর্ণ গোবৎস।
বুধবার ... যা ৩৩ অধ্যায়।	যিহোবার সাক্ষাতে মোশি।
বৃহস্পতি...যা ৩৪; ১-১৪।	পুনরায় নিয়ম স্থাপন।

টীকা ২১। নিয়ম পুনরায় স্থাপিত হইলে সীনয় হইতে কনান্ দেশের দিকে পুনরায় যাত্রা করা হইল। মোশি হোব্বব্‌কে লোকদিগকে চালাইয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিয়মসিন্দুক অগ্রে অগ্রে গেল। কিছু দিন পরেই, মান্না খাইতে খাইতে অরুচি হইয়া যাওয়াতে কিব্রোৎহত্তাবায় লোকেরা বচসা আরম্ভ করিল। মান্না আর ভাল লাগে না, তাহারা মাংস চাহিল।

শুক্রবার...গণ ১১ ; ১৮-৩৫। ভারুই পক্ষী।
শনিবার...গণ ১৩ ; ১৭-১৪ ; ১০। চরদিগের জন্য মোশির অনুরোধ।
রবিবার { গণ ১৪ ; ১১-২৫। লোকদিগের জন্য মোশির অনুরোধ।
গণ ১৪ ; ৩৯-৪৫। পুনরায় প্রান্তরে পরাজিত।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার বৈকাল বেলা।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। সূফ সাগর পার হওয়া ও সীনয় পর্ব্বতে ব্যবস্থা দান পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রধান গুলি বলিয়া যাও। ২। কি প্রকারে ঈশ্বর সীনয় পর্ব্বতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন? ৩। সীনয় পর্ব্বতে ঈশ্বর কেমন করিয়া দশ আজ্ঞা দিয়াছিলেন? ৪। "নিয়ম পুস্তকে" কি কি আছে? ৫। ইহাতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার দুই একটী বল। ৬। বার্ষিক পর্ব্বের বিষয়ে ইহাতে কি কি নিয়ম আছে? ৭। নিয়ম পালন করিলে ঈশ্বর কি করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? ৮। তাহা অপেক্ষা কি ভাল নিয়ম আমাদের আছে? ৯। এই পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। সুবর্ণ গোবৎস। নিয়ম লঙ্ঘন।

যা ৩১ ; ১৮—৩২ ; ৩৫।

১। "সাক্ষ্যের দুইখানি ফলক" কিরূপ ছিল, বল। যা ৩১ ; ১৮। ৩২ ; ১৫, ১৬।

২। পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতে মোশির দেরি হওয়াতে (যা ২৪ ; ১৮ দেখ) এ দিকে কি হইয়াছিল? (যা ৩২ ; ১-৬।)

৩। মোশির কি কার্য্যের দ্বারা টের পাওয়া যায় যে, যিহোবার সহিত লোকদিগের যে নিয়ম হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়াছে? (যা ৩২ ; ১৯।)

মঙ্গলবার।

২। পুনরায় নিয়ম স্থাপন। যা ৩৪ ; ১-১৪।

৪। পুনরায় নিয়ম স্থাপন করণার্থে মোশি কি আজ্ঞা পাইয়াছিলেন? (যা ৩৪ ; ১-৩।)

৫। আপনার স্বভাব কিরূপ, ইহা যিহোবা কি কি কথায় প্রকাশ করিয়াছিলেন? (৩৪ ; ৬, ৭ মুখস্থ কর।)

৬। লোকদিগের জন্য মোশি যিহোবার কাছে কি নিবেদন করেন? (৩৪ ; ৮, ৯।)

৭। মোশি কি উত্তর পাইয়াছিলেন? (৩৪ ; ১০, ২৭।)

টীকা ২৮।—গণনা ৯ ; ১৫-২৩। ১০ ; ১১-৩৬। ১১ ; ৩৪, ৩৫। ১২ ; ১৬ এবং টীকা ২৭ দেখ।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার।

৪। চরদিগের কথায় লোকদের ভয় ও তাহার ফল।

গণ ১৩ ; ১৭—১৪ ; ৪৫। দ্বিং বিং ১ ; ২০-৪৬ দেখ।

৮। কনান্ দেশে চর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন? (গণ ১৩ ; ১৭-২০।)

৯। সে দেশে যে সকল ফল পাকড় ছিল, সে বিষয়ে চরেরা ফিরিয়া আসিয়া কি বলিয়াছিল? (১৩ ; ২৩-২৭।)

১০। দেশের লোকদিগের বিষয়েই বা কি বলিয়াছিল ? (১৩; ২৮, ২৯, ৩৩।)

১১। এই সকল কথা শুনিয়া লোকদের কি হইল ? (১৪ ; ১-৪।)

১২। যিহোশূয় ও কালেব্ কি বলিয়া লোকদিগকে ভরসা দিয়াছিলেন ? (১৪ ; ৬-৯।)

১৩। লোকদিগের অবিশ্বাস ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত প্রভু কি করিতে চাহিয়াছিলেন ? (১৪ ; ১১, ১২।)

১৪। তাহা না করিবার মোশি কি দুইটী কারণ দর্শাইয়াছিলেন ?

১৪ ; ১৩-১৬।

১৪ , ১৭-১৯।

১৫। পরে কি দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ? (১৪ ; ২০-২৫।)

১৬। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া লোকেরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে চেষ্টার ফল কি ?

১৪ ; ৪০-৪৩।

১৪ ; ৪৪-৪৫।

শুক্র ও শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। হারোণ সোনার গোবৎস তৈয়ার করিয়াছিলেন, ভাল, তাঁহার কি ইচ্ছা ছিল যে, লোকেরা যিহোবার আরাধনা ত্যাগ করে (যা ৩২ ; ৫) ? তবে নিয়ম কিসে ভঙ্গ হইয়াছিল (যা ২০ ; ৪, ৫) ?

১৮। সোনার গোবৎস নির্ম্মাণের পর মোশি যিহোবার কাছে কি ভাবে গিয়াছিলেন (যা ৩২ ; ৯-১৪, ৩১, ৩২। ৩৪ ; ৯)? আর কে স্বজাতীয়দিগের রক্ষার জন্য, যদি হইতে পারে, আপনাকে "শাপাস্পদ" করিতে প্রস্তুত ছিলেন (রোম ৯ ; ১-৪)? পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত কে দেখাইয়া গিয়াছেন?

১৯। সীনয় পর্ব্বতে মোশির কাছে ঈশ্বরের কি দুইটী আপাত বিপরীত স্বভাব প্রকাশ পাইয়াছিল (যা ৩৪ ; ৬, ৭)? পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলে মোশির মুখ উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল কেন (যা ৩৪ ; ২৯-৩৫)? এক্ষণকার কালেও ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি খুব ভক্তি করে, তাহার স্বভাব চরিত্রে সেই ভাব কি রূপে আপনি প্রকাশ পায়, বল দেখি?

২০। চরদিগের কথা শুনিবার পর লোকেরা মিসরে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাল, তাহাতে তাহাদের পাপ হইল কিসে (গণ ১৪ ; ৮, ৯ ও দ্বিং বিং ১ ; ২৯-৩৩ দেখ)? এই সময়ে তাহারা কি সুযোগ হারাইয়াছিল (বচন-রত্ন)? "হারাণ সুযোগের" বিষয়ে কি সাধারণ সত্য ইহাতে জানা যায়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। নিয়ম তাম্বু ও তন্মধ্যস্থ আস্‌বাব (যা ২৫-২৭ অঃ)। ২। ইস্রায়েল-সমাজে পুরাকালীয় পৌত্তলিকতার জের। ৩। ইস্রায়েলদিগের শিবির স্থাপনের বন্দোবস্ত; নিয়ম তাম্বু স্থাপনের ও শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সকল গোষ্ঠির বাসস্থান (গণ ১ ; ৫০ — ২ ; ৩৪) নির্ণয়। ৪। সীনয় উপদ্বীপে ভারুই পক্ষির ঝাঁক। ৫। প্রান্তরের স্বাভাবিক অবস্থা। ৬। কাদেশ বর্ণেয় কোথায়? ৭। গণনা ১৩, ১৪ অধ্যায়ে এবং দ্বিং বিং ১ ; ২০-৪৬ পদে চর প্রেরণ করার যে বিবরণ আছে, তাহা মিলাইয়া দেখ।

---

১০ পাঠ। প্রান্তরে ভ্রমণ কালে, শাসন প্রণালী

এবং যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ অধিকার। শিক্ষা, বিশ্বাস ও সাহসের বর্দ্ধন। গণ ২০ — ২৪ ; ৩২। দ্বিং বিং ৩১-৩৪ অ।

টীকা ২৯। এই পাঠে ইতিহাসের বিষয় যাহা আছে, তাহা স্বভাবতঃ দুই

ভাগে বিভক্ত।—(১) ভ্রমণের কাল। কাদেশ-বর্ণেয় ও তাহার আশে পাশে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে দীর্ঘকাল থাকিতে হইয়াছিল (দ্বিং বিং ১ ; ৪৬)। ৪০ বৎসর ভ্রমণের কথা আছে (গণ ১৪ ; ৩৩। দ্বিং বিং ২ ; ১৪)। অন্যান্য স্থানে যেমন, এ স্থানেও, বোধ হয়, তেমনি মোটের মাথায় ৪০ বৎসর বলা হইয়াছে। সীনয় পর্ব্বতে গণনা কালে ২০ বৎসর ও তাহার অধিক বয়স্ক যত পুরুষ ছিল, এই ৪০ বৎসরের মধ্যে সেই ৬০৩,৫৫০ লোক মরিয়া যায়, কেবল যিহোশূয় ও কালেব জীবিত থাকেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন দল বা গোষ্ঠি বিদ্রোহী হইয়াছিল, যেমন কোরহ, দাথন ও অবীরাম ; আবার কোন কোন সময়ে সমগ্র লোকই বিদ্রোহ করিয়াছে, মরীবার জলসমীপে এবং বিষধর সর্প দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। কাদেশে মরিয়মের এবং হোর পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যু হয়।

(২) জয়ের আরম্ভ।—অবশেষে যখন দেশটী জয় করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন দক্ষিণ দিকের সোজা রাস্তা শত্রুরা বন্ধ করিয়া দিল, আবার ইদোম দেশ দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ, এই জন্য লোকেরা আকাবা উপসাগরের নিকটবর্ত্তী এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেরব পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে উত্তর দিকে মোয়াব দেশের পূর্ব্ব দিকে গেল। ইমোরীয়দিগের রাজা সীহোনকে ও বাশনের রাজা ওগ্‌কে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া ইস্রায়েল সন্তানেরা যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ অধিকার করিল. মোয়াবের এক পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া মোশি সেই মনোহর দেশ দেখিয়া লইলেন, কিন্তু এ দেশে তাঁহার নিজের যাওয়া হইবে না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যিহোশূয় দলপতির পদে নিযুক্ত হয়েন।

বচন-রত্ন।—"তিনি আপন প্রজাদিগকে মেষবৎ চালাইলেন। পালের মত প্রান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন।" (গী ৭৮ ; ৫২।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।— গণ ২৪ ; ১০-২৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...	গণ ২০ ; ১-১৩।	শৈল হইতে জল নিঃসারণ।
মঙ্গলবার	গণ ২১ ; ১-৩।	ইস্রায়েলদের হাতে কনানীয়দের নিধন।
	গণ ২১ ; ৪-৯।	বিষধর সর্প।
বুধবার......	গণ ২১ ; ১৩-৩৫।	যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকে ইস্রায়েলদের জয়।

টীকা ৩০।—২২ ও ২৩ অধ্যায়ের মর্ম্ম। মোয়াবের রাজা বালাক ইস্রায়েলদের বাহুবলে ভীত হইয়া মিদিয়নের ভাববাদী বিলিয়মকে ঘুষ দিয়া ইস্রায়েলের

প্রভুকে অভিশাপ দিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু প্রভু সেই সকল অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত করেন।

বৃহস্পতি...গণ ২৪ অধ্যায়। ইস্রায়েলের প্রতি বিলিয়মের আশীষ।
শুক্রবার...গণ ৩২ ; ১-২৭। রূবেণ ও গাদের সন্তানদের অধিকার।
শনিবার... দ্বিং বিং ৩১ ; ১-২৩। যিহোশূয়ের প্রতি মোশির উপদেশ।
রবিবার... দ্বিং বিং ৩২ ; ১-৪৩। মোশির সঙ্গীত।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। লোকেরা নিয়মটী গ্রাহ্য করিলে পরই কি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল? ২। কি জন্যে লোকেরা স্বুবর্ণ গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিল? ৩। গোবৎসের পূজা করাতে কি ভাবে নিয়মটী লঙ্ঘন করা হইয়াছিল? ৪। পুনরায় কিরূপে নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল, বল। ৫। কি কারণে কাদেশ-বর্ণেয় নামক স্থানে লোকেরা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল? ৬। ভয় প্রযুক্ত তাহারা কি করিতে চাহিয়াছিল? ৭। যিহোবা তাহাদিগকে কি দণ্ড দেন? ৮। যখন লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, প্রতিজ্ঞাত দেশে যাওয়ার স্বুযোগ হারাইয়া বসিয়াছে, তখন কি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহার ফলই বা কি? ৯। এই পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় এবং বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। শৈল হইতে জল নিঃসারণ। গণ ২০ ; ১-১৩।

২। বিষধর সর্প। গণ ২১ ; ৪-৯।

১। মরীবা নামক স্থানে লোকেরা জল জল করিয়া বচসা করিলে ঈশ্বর মোশি ও হারোণকে কি করিতে বলেন? (গণ ২০ ; ৭, ৮।)

২। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন? (২০ ; ৯-১১।)

৩। তাহাতে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে কি হইয়াছিল? (২০; ১২, ১৩।)

৪। লোকদিগের মধ্যে বিষধর সর্প পাঠাইয়া দিবার কারণ কি? (২১; ৪-৭।)

৫। বিষনাশের কি উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল? (২১; ৮, ৯।)

মঙ্গলবার।

৩। যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকে ইস্রায়েলদের জয় লাভ।

গণ ২১; ১৩-৩৫।

৬। ইস্রায়েলগণ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের কাছে কি বলিয়া পাঠাইয়াছিল? (গণ ২১; ২১, ২২।)

৭। কিরূপে ইস্রায়েলের দ্বারা সীহোন পরাজিত হইয়াছিল, তাহা বল। (২১; ২৩-২৫।)

৮। বাশনের রাজা ওগ্ কিরূপে পরাজিত হইল, সে বিবরণ বল। (২১; ৩৩-৩৫।)

বুধবার।

৪। ইস্রায়েলদের প্রতি বিলিয়মের আশীর্ব্বাদ।

গণ ২৪ অধ্যায়।

৯। ইস্রায়েলদের তাম্বু সকল দেখিয়া বিলিয়ম কি বলিয়া উঠিয়াছিল? (গণ ২৪; ৫।)

১০। বালাক বিলিয়মকে কি আশায় আনাইয়াছিলেন, আর কি পাইয়াছিলেন? (গণ ২৪; ১০।)

১১। ইস্রায়েলদের ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে, সে বিষয়ে বিলিয়ম কি ভাববাণী বলিয়াছিলেন? (২৪; ১৭-১৯।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৫। রূবেণ ও গাদের অধিকার। গণ ৩২ ; ১-২৭।

১২। রূবেণ ও গাদের সন্তানদের প্রধান বিষয় আশয় কি ছিল? (গণ ৩২ ; ১।)

১৩। তাহারা গিয়া মোশির কাছে ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষদের কাছে কি অনুরোধ করিয়াছিল? (গণ ৩২ ; ২-৫।)

১৪। মোশি তাহাদের এই অনুরোধের কি অর্থ করিয়াছিলেন? (গণ ৩২ ; ৬-১৫।)

১৫। তাহারা যে ভয়প্রযুক্ত এ প্রকার অনুরোধ করে নাই, তাহার প্রমাণার্থ কি করিতে চাহিয়াছিল? (৩২ ; ১৬-১৯।)

১৬। তাহাতে মোশি কি উত্তর করিয়াছিলেন? (৩২ ; ২০-২৪।)

১৭। মোশির কথায় কি তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল? (৩২ ; ২৫-২৭।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। মরীবাতে কি করাতে লোকদের পাপ হইয়াছিল (গণ ২০ ; ৩-৫)? কিসে করিয়া মোশির পাপ হইয়াছিল (গণ ২০ ; ১১। গী ১০৬ ; ৩২, ৩৩)? এই পাপে মোশির কি দণ্ড হয় (গণ ২৭, ১২-১৪। দ্বিং বিং ৩২, ৪৮-৫২)?

১৯। মোশি যে শৈলে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহা কাহার্ দৃষ্টান্ত (১ করি ১০ ; ৪)? কি কি বিষয়ে এই উভয়ের সাদৃশ্য আছে?

২০। পিত্তলের সর্প কাহার্ দৃষ্টান্ত (যোহ ৩ ; ১৪, ১৫)? কি কি বিষয়ে এ উভয়ের সাদৃশ্য আছে?

২১। ইস্রায়েলের সন্তানেরা প্রান্তরে বাস করাতে যে শিক্ষা পাইয়াছিল, রূবেণ ও গাদের বংশীয়দিগের (গণ ৩২; ১৬-১৯) কি আচরণে সেই শিক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল? কাদেশ-বর্ণেয়ে তাহাদের পিতৃপুরুষগণের, ও পরে তাহাদের নিজেদের ভাব মিলাইয়া দেখিলে কি বোধ হয়? প্রান্তরে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, তাহাতে করিয়া কিরূপে ইস্রায়েলের এই ভাবের পুষ্টি হইয়াছিল?

বিশেষ অনুসন্ধান ও চিন্তার বিষয়।

১। হারোণ কিরূপ লোক ছিলেন? ২। মোশি কিরূপ লোক ছিলেন? ৩। বিলিয়ম কিরূপ লোক ছিলেন? ৪। হোর পর্ব্বত কোথায় ছিল? ৫। পিস্‌গা কোথায় ছিল? ৬। কনানীয়দিগের বিনাশ (গণ ২১; ১-৩)। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য। ৭। ইস্রায়েল্ গোষ্ঠী ছাড়া অন্যত্রও ভাববাদী ও ভাববাণী ছিল। ৮। সীনয় উপদ্বীপ দিয়া ইস্রায়েল্‌দের গমন পথ।

---

১১ পাঠ। যিহোশূয় ও কনান্ দেশ জয়।

অঙ্গীকৃত দেশে নানা গোষ্ঠীর বাস নিরূপণ।

যিহো ২-১১ ও ১৩-২১ অঃ।

টীকা ৩১।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ রূবেণ, গাদ ও মনঃশির সন্তানগণকে ভাগ করিয়া দিবার অল্প দিন পরেই মোশির মৃত্যু হয়। জীবিত কালে মোশি সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন, মৃত্যুও সেইরূপ হইল। অঙ্গীকৃত দেশের সামানা পর্য্যন্ত স্বজাতীয় লোকদিগকে আশ্চর্য্যরূপে চালাইয়া আনিলে পর, ঈশ্বর তাঁহাকে পিস্‌গা পর্ব্বতের চূড়া হইতে যিরিহো নগরের উপর দিয়া সেই মনোহর দেশটী দেখান। এই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং বৈৎপিয়রের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে প্রভু তাঁহার কবর দেন (দ্বিং বিং ৩৪; ৫, ৬)।

অতঃপর মোশির পদ প্রাপ্ত হইয়া ইস্রায়েলদিগকে লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ ভার যিহোশূয় লয়েন। ইহার পূর্ব্বে বার কতক যুদ্ধ করাতে ইস্রায়েলীয়েরা যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছিল, এবং যিহোবা যে শক্তিমান উত্তম চালক, ইহাও অনেকটা মানিত, তাই অবশেষে যর্দ্দন পার হইয়া কনানীয়দিগের নগর ও দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। যিহোবার

সম্মুখে যে কোন বাধা বাধা জন্মাইতে পারে না, যর্দ্দন পার হওয়াতে লোক-দিগের সে বিষয়ে আরও বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিল। তিনটী বিষয় এস্থলে মনে রাখিতে হইবে। (১) কনান্ দেশের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ কালে যিরীহো, অয় ও বৈৎহোরোণে জয়লাভ; (২) মেরোম জলাশয়ের নিকটে সমবেত বিপক্ষ রাজগণ পরাজিত হওয়াতে কনান দেশের উত্তরাঞ্চল দখলের সূত্রপাত; এবং (৩) ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে দেশ ভাগ করিয়া দেওয়া। এই বিবরণের কয়েকটী প্রধান ঘটনার বিষয় এই পাঠে আলোচনা করা যাইবে।

বচন-রত্ন।—"বিশ্বাসে যিরীহোর প্রাচীর সাত দিন প্রদক্ষিণ করিবার পর পড়িয়া গেল।" (ইব্র ১১; ৩০।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যিহো ৬; ১-২০।
কিম্বা ২৪; ১-২৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যিহো ২ অধ্যায়। রাহব ও চরগণ।
মঙ্গলবার...যিহো ৩; ১০—৪; ১১। যর্দ্দনের মধ্য দিয়া গমন।
বুধবার ... যিহো ৫; ১৩—৬; ২৭। যিরীহো নগর দখল।

টীকা ৩২।—৭ম অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। যিরীহোর বিষয়ে যে অভিশাপ ছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কতক লুঠ দ্রব্য আখনের গ্রহণ করা। সেই কারণে অয় নগরের সম্মুখে ইস্রায়েলদের বিষম পরাজয়। দোষ প্রকাশিত হইলে আখন এবং তাহার পরিবারস্থ সকলকে প্রস্তরাঘাতে হত ও দগ্ধ করণ।

বৃহস্পতি...যিহো ৮; ১-২৯। অয় নগর দখল।
শুক্রবার...যিহো ৯; ৩-২৭। গিবিয়োনের সঙ্গে মিত্রতা।

টীকা ৩৩।—১০ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। ইমোরীয়দিগের পাঁচ জন রাজা গিবিয়োনীয়দিগের বিপক্ষে একপরামর্শ হয়েন, তাহাতে গিবিয়োনীয়েরা যিহোশূয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি ইমোরীয়দিগকে পরাজিত ও তাহাদের রাজগণকে বধ করেন, পরে পলেষ্টিয়া দেশের দক্ষিণাংশ জয় করিতে যান।

শনিবার...যিহো ১১ অঃ জয় কার্য্য সমাপ্ত।
রবিবার...যিহো ১৪; ১-৫। ১৮; ১-১০। দেশ বিভাগ।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। মোটামুটি কোন্ পথ ধরিয়া ইস্রায়েলগণ সীনয় হইতে যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে গিয়াছিল (মন্তব্য ১১, ১২ দেখ)? ২। ইমোরীয়দিগকে ইস্রায়েলগণ কি অনুরোধ করিয়াছিল, এবং তাহা অগ্রাহ্য করাতে কি হইল? ৩। যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ প্রদেশ দখল করা হইলে রূবেণ ও গাদের সন্তানেরা কি অনুরোধ করিয়াছিল? ৪। কাদেশ-বর্ণেয়ে ইহাদের পিতৃগণের যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার সহিত ইহাদের বর্ত্তমান ভাবের তুলনা করিলে কি বোধ হয়? ৫। ভাবের পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি? ৬। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? ৭। ইস্রায়েলের ইতিহাসের এই অংশে উন্নতির কি তিনটী ধাপ দেখিতে পাওয়া যায় (টীকা ৩১)? এই পাঠের আলোচ্য বিষয় ও বচন রত্ন বলিয়া যাও।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

টীকা ৩৪।—কনান্ দেশের মধ্য ও দক্ষিণাংশ জয় করার ইতিহাস হইতে এই পাঠের সারের প্রথম দুইটী আলোচ্য বিষয় এবং উত্তরাংশ জয় করার বিবরণ হইতে তৃতীয় আলোচ্য বিষয় লওয়া হইল।

সোমবার।

১। যিরীহো নগর দখল।

যিহো ৫; ১৩—৬; ২৭।

১। যিহোশূয়ের সহিত "সদা প্রভুর সৈন্যের সেনাপতির" সাক্ষাতের বিবরণ বল (যিহো ৫; ১৩-১৫।)

২। তিনি যিহোশূয়কে কি কি করিতে আজ্ঞা দেন? (যিহো ৬; ২-৫।)

৩। এই আজ্ঞা মতে কাজ করাতে কি হইল? (৬; ২০, ২১, ২৪।

৪। নগরটীর বিষয়ে কি অভিশাপ বাক্য উক্ত হইয়াছিল? (৬; ১৭—১৯; ২৬।)

৫। নগরের সকল লোক মরিয়া গেলেও কাহারা বাঁচিয়া গেল? (৬; ২২, ২৩, ২৫।)

মঙ্গলবার।

২। অয় নগর দখল। যিহো ৮; ১-২৯।

৬। কি কারণে অয় নগরের সম্মুখে ইস্রায়েলকে যুদ্ধে হারিয়া যাইতে হইল? (টীকা ৩২ ও ৭ম অধ্যায়ের সারার্থ দেখ।)

৭। আখনের দণ্ড হইয়া গেলে পর ঈশ্বর যিহোশূয়কে কি বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন? (যিহো ৮; ১, ২।)

৮। অয় নগর হাত করিবার জন্য যিহোশূয় কি ফিকির করিয়াছিলেন? (৮; ৪-৮।)

৯। নগরটী হাত করিয়া কি করা হইল? (৮; ২১-২৭।)

বুধবার।

৩। জয় কার্য্য সমাপ্ত। যিহো ১১ অঃ।

১০। যে যে কারণে পলেষ্টিয়ার দক্ষিণ দেশ দখল করিতে হইয়াছিল, তাহা বল (টীকা ৩৩ ও ১০ অধ্যায়ের সারার্থ দেখ।)

১১। পলেষ্টিয়ার দক্ষিণ দেশ জয় হইয়াছে, এই সংবাদ উত্তর দেশে পঁহুছিলে তথায় কি হইল (যিহো ১১; ১-৫।)

১২। যাবীন্ ও তদীয় সাহায্যকারী রাজগণ কিরূপে পরাজিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া বল। (যিহো ১১; ৬-৯।)

১৩। কি জন্যে কনানীয়দিগকে নষ্ট করিতে হইয়াছিল? (যিহো ১১; ২০।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৪। দেশবিভাগ। যিহো ১৪; ১-৫। ১৮; ১-১০।

১৪। দেশটী জয় করা হইলে, যর্দ্দনের পশ্চিম দিকে যাহারা বাস করিল, কি রূপে তাহাদিগকে জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল? (যিহো ১৪; ১, ২।)

১৫। লেবীয়েরা কি কি পাইল? (যিহো ১৪; ৪। ১৮; ৭।)

১৬। সমাগমের তাম্বু কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল? (যিহো ১৮; ১।)

১৭। যে সকল স্থান খালি পড়িয়া রহিল, অর্থাৎ কাহারও ভাগে পড়িল না, তাহা দেখিয়া শুনিয়া ভাগ করিয়া দিবার জন্য কি বন্দোবস্ত হইল? (যিহো ১৮; ২-৬, ৮-১০।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। কাহার্ গুণে যিরীহোর প্রাচীর পড়িয়া গেল? কিসেতে করিয়া তাহা হইল (বচনরত্ন)?

১৯। কি কার্য্যের দ্বারা যিরীহো নগরে ইস্রায়েলদের বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল? এই ঘটনা দ্বারা তাহাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? কনানীয়েরাই বা কি শিক্ষা পাইয়াছিল?

২০। যিরীহো লুঠ করিয়া যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সদাপ্রভুকে উৎসর্গ করাই উচিত হইয়াছিল কেন (যিহো ৯; ১৯ ও ৮; ২ পদের ভাষা দেখ)? আবার অয় নগর লুঠ করিয়া যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই বা লোকদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া ভাল হইয়াছিল কেন (যিহো ৮; ২, ২৭)? কোন্ কোন্ জিনিষ উচিত মতে আমাদের নিজেদের?

২১। যিহোশূয় কি ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কনানীয়দিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন (যিহো ১১; ৯, ১৫)? কি ভাবে শাস্ত্রে তাহাদের বিনাশের কথা আছে (লেবী ১৮; ২৪-৩০)? যে পাপ হেতু ইহাদের এমন কঠিন দণ্ড হইয়াছিল, ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই পাপের বিষয়ে ইস্রায়েলদের মনের ভাব কিরূপ হওয়া উচিত ছিল?

বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয়।

১। কাদেশ-বর্ণেয়ে হারিয়া গেলে ইস্রায়েলদের ভ্রমণের বিষয়। ২। যিরীহো নগর কোথায় ছিল? ৩। সে কালে লোকে সচরাচর স্মরণার্থ প্রস্তর পুতিয়া রাখিত (যিহো ৪; ২১-২৪। ২৪; ২৬, ২৭ ও আ ২৮; ১৮। ৩১; ৪৫-৫২ দেখ)। ৪। কনানীয়দিগের ধর্ম্ম কিরূপ। ৫। বৈৎহোরোণের যুদ্ধ কালে যিহোশূয় চন্দ্র সূর্য্যকে আজ্ঞা করেন। ৬। মক্‌পেলা হ্রদে পিতৃগণের কবরে যোষেফের দেহ কবর না দিয়া শিখিমে দেওয়া হইয়াছিল কেন? (আ ৩৩; ১৮, ১৯। ৪৮; ২১, ২২। যিহো ১৭; ৭। ২০; ৭। ২১; ২১)। ৭। জয় লাভের পরে কনানীয়-দিগের যে অবশিষ্ট লোক ছিল, তাহাদের বিষয়।

---

১২ পাঠ। ১ম ভাগ, ১-১১ পাঠের আলোচনা

এবং মনোনীত লোকদের নির্ব্বাচন ও শিক্ষা।

টীকা ৩৫।— ১ম ভাগের প্রধান প্রধান ঘটনার সারার্থ। পুরাতন নিয়মে যে বিবরণ আছে, তাহার অধিকাংশেরই সন তারিখ নাই। খ্রীঃ পূঃ অনুমান ১৩০০ সালে, মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েলদের যাত্রার পর, এক প্রকার ঠিক সন তারিখ জানা যায়। ইহার পূর্ব্বকার যে সন তারিখের উল্লেখ অনেকে করিয়া থাকেন, তাহা আন্দাজী মাত্র।

সৃষ্টিকালে মনুষ্যকে পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অমনি

মানুষের মনে সু ও কু, এই দুইয়ের সংগ্রাম উপস্থিত। মানুষ কুয়ের বশ হইল, সুতরাং ধরাতলে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট মনুষ্য জাতির বসতি হইল। এই কারণে মনুষ্য জাতির বিনাশ করিতে ঈশ্বরের মনস্থ হইল। জলপ্লাবনে মানুষ নষ্ট হইল, একটী পরিবার রক্ষা পাইল, তাহার দ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। শেষে ভাষাভেদ হওয়াতে লোকেরা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল।

অব্রাহামকে ডাকিয়া পৃথক করাতে ঈশ্বর পৃথিবীবাসীদিগকে নানা মহা আশীর্ব্বাদ অঙ্গীকার করেন। কনান দেশে অব্রাহামের সন্তানগণের বংশবৃদ্ধি হইতে পারিত না। এই জন্য যাকোবকে স্ত্রীপুত্র সমেত মিসর দেশে যাইতে হইয়াছিল। যোষেফকে দাসরূপে বিক্রয় করণ দ্বারা ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

শত শত বৎসর গত হইল, এই পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া প্রকাণ্ড এক জাতি হইল; ভরণ পোষণ সুখে স্বচ্ছন্দে হওয়াতে তাহারা মিসর দেশের প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্ত হইল। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়াতে, এবং তাহাদের দলপতি হওনার্থে মোশিকে প্রস্তুত করিয়া লওয়াতে মিসর হইতে তাহাদের চলিয়া আশা সম্ভবপর হইল। কিন্তু অঙ্গীকৃত দেশ সম্পূর্ণরূপে দখল করণার্থ প্রস্তুত হইতেই এক পুরুষ কাটিয়া গেল। প্রান্তর মধ্যে এই কষ্ট ও শিক্ষার কালে তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অনেক বন্দোবস্ত হইল, তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে পারদর্শী হইল, তাহা ছাড়া ঈশ্বরকে মানিতে ও তাঁহাকে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইল। এই অভ্যাসটী না জন্মিলে কনান্ দেশ দখল করা অসম্ভব হইত। মোশির জীবন কালেই যর্দ্দনের পূর্ব্ব তীরস্থ দেশ অধিকৃত হইল, তাঁহার মৃত্যুর পরেই তদীয় স্থলাভিষিক্ত যিহোশূয়ের দ্বারা কনান্ দেশটীও অধিকৃত হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়; তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা।" (ইব্র ১১; ৬।)

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার:
- আ। ১২; ১-৩। ১৩; ১৪-১৭। অব্রাহামের প্রতি আশীর্ব্বাদ
- আ। ২৬; ১-৫। ইস্‌হাকের প্রতি আশীর্ব্বাদ
- আ। ২৮; ১০-২২। ৩২; ২২-৩২। যাকোবের প্রতি আশীর্ব্বাদ

মঙ্গলবার... যা ৩ অধ্যায়।	মোশির আহ্বান।
বুধবার ... যা ১২ ; ২৯-৩৯। ১৪ ; ৫-৩১।	মিসর হইতে উদ্ধার।
বৃহস্পতি... যা ১৯ ; ২০—২০ ; ২১।	ব্যবস্থা দান।
শুক্রবার ... দ্বিং বিং ১ ; ১৯-৪৬।	কাদেশ-বর্ণেয়ের কথা।
শনিবার ... দ্বিং বিং ২৮ ; ১-২৯, ৪৭, ৪৮।	আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ।
রবিবার ... যিহো ২৪ অধ্যায়।	যিহোশূয়ের শেষ কথা।

বচন-রত্ন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

১। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী।—কোন্ বিষয়ে সামান্য পুঁথির বা পুস্তকের লেখা হইতে ঈশ্বরনিশ্বসিত লেখা ভিন্ন ?

ছাত্র। "কোন ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে বলিয়াছেন।" (২ পি ১ ; ২১।)

২। এই বিশ্বের মূল কি, এবং প্রথমে ইহা কিরূপ ছিল ?

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, সে সকলই উত্তম।" (আ ১ ; ১, ৩১)।

৩। জলপ্লাবনে যখন পৃথিবীর সকল মানুষ নষ্ট হয়, তখন কে রক্ষা পাইয়াছিল, কিরূপেই বা রক্ষা পাইয়াছিল ?

"বিশ্বাসে নোহ, যাহা দেখা যাইতেছিল না, সেই বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইয়া, ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া, আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন।" (ইব্র ১১ ; ৭।)

৪। কাহা হইতে মনোনীত জাতির আরম্ভ কি প্রকারে হয় ?

"বিশ্বাসে অব্রাহাম্ যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে গমনের আজ্ঞা মান্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন।" (ইব্র ১১ ; ৮।)

৫। যাকোবের এবং তাঁহার বংশীয়দিগের নিকট ঈশ্বর কি মহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?

"তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (আ ২৮ ; ১৪।)

৬। যোষেফ দাসরূপে মিসরে নীত হইয়াছিলেন, ইহাতে যে ঈশ্বরের হাত ছিল, তাহা যোযেফ নিজেই কিরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন?

ঈশ্বর "মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" (আ ৪৫ ; ৭।)

৭। মিসর হইতে যাত্রা করিলে পর ইস্রায়েলগণ শত্রুদিগের হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল ?

"বিশ্বাসে তাহারা শুষ্কভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল।" (ইব্র ১১ ; ২৯।)

৮। যিহোবার সহিত লোকদিগের যে নিয়ম হয়, তাহার কোন্‌টীতে তিনি বিশেষ জোর দেন ?

"আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু...আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।" (যা ২০ ; ২, ৩।)

৯। কাদেশ-বর্ণেয়ে যে ইস্রায়েলেরা কনান দেশে পা দিতে পারে নাই, তাহার আসল কারণ কি ?

"দেখিতেছি যে অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।" (ইব্র ৩ ; ১৯।)

১০। প্রান্তরে শিক্ষা কালে যিহোবা যে আপন লোকদিগকে দেখিতেন শুনিতেন, তাহা কিরূপে জানা গিয়াছিল ?

"তিনি আপন প্রজাদিগকে মেষবৎ চালাইলেন।
"পালের মত প্রান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন।" (গী ৭৮ ; ৫২।)

১১। যর্দ্দন নদী পার হইলে পর ইস্রায়েলদের প্রথম জয় কিরূপে লাভ হইয়াছিল ?

"বিশ্বাসে যিরীহোর প্রাচীর সাত দিন প্রদক্ষিণ করিবার পর পড়িয়া গেল।" (ইব্র ১১ ; ৩০।)

১ হইতে ৩ পাঠ পর্য্যন্ত প্রশ্ন।

১। এক, দুই ও তিন পাঠের শিরোনাম কি?

২। নিম্নলিখিত পদের পার্শ্বে এই পাঠের কয়েকটী প্রধান ঘটনা লিখিয়া দেও।—

টীকা ৩৬।—এই পাঠের এই সকল বিবরণ শেষ হইয়া গেলে, তিন মাসের মধ্যে পুরাতন নিয়মের যে ইতিহাস পাঠ করা হইয়াছে, তাহার স্থূল বিবরণ ইহাতে পাওয়া যাইবে। বিবরণ গুলি পরে পরে সাজাইয়া দিলে সহজে মনে থাকিয়া যায়। পাঠের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এ সকল মিলাইয়া দেখিতে হইবে। ২ পাঠ হইতে পাঠের আলোচ্য বিষয় যেরূপে সাজাইয়া দেওয়া গেল, ইচ্ছা হইলে, সেইরূপে আলোচ্য বিষয়ের ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আ ১; ১—২; ২৫। সৃষ্টি।
আ ৩; ১-১৩। প্রলোভন ও পতন।
আ ৩; ১৪—৪; ১৫। পতনের ফল।

আ ৬; ১-৮।

আ ৬; ৯-২২।

আ ৭; ৮ অ।

আ ৯; ১-১৭।

আ ৯; ১৮, ১৯। ১১; ১-৯।

৩। ইব্রীয়দিগের সাহিত্য বিষয়ে এই সকল পাঠে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অন্য সকল পুস্তক হইতে বাইবেল কি কি বিষয়ে ভিন্ন?

৪। সৃষ্টির বিষয়ে এই সকল পাঠে কি কি শিক্ষা পাওয়া যায়? প্রথম পাপের বিষয়ে, এবং পাপের ঈশ্বরদত্ত দণ্ডের বিষয়েই বা কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে?

৪ হইতে ৬ পাঠ পর্য্যন্ত প্রশ্ন।

৫। ৪, ৫, ও ৬ পাঠের শিরোনাম কি ?

৬। পূর্ব্বের ন্যায় এই সকল পাঠের প্রধান প্রধান ঘটনা লিখিয়া যাও (টীকা ৩৬ দেখ।)

আ ১১ ; ২৭—১২ ; ৬।

আ ১২ ; ৭-৯। ১৩ ; ১৪-১৮।

আ ১৭ ; ১-১৪।

আ ১৮ ; ১-১০। ২১ ; ১-৫।

আ ২২ ; ১-১৯।

আ ২৫ ; ২৭-৩৪। ২৭ ; ১-৩৬।

আ ২৭ ; ৪১-৪৫। ২৮ ; ১০-২২।

আ ২৯ ; ১—৩২ ; ২।

আ ৩২ ; ২২-৩২।

আ ৩৭ ; ৩-৩৬।

আ ৪১ ; ১৫-৪৬।

আ ৪৫ ; ১-১৫।

আ ৪৬ ; ১-৫, ২৮-৩৪।

৭। কাহা হইতে মনোনীত লোকদিগের ইতিহাসের আরম্ভ হয় ? দ্বাদশ গোষ্ঠীর আরম্ভ কাহাদের হইতে ? কি হেতু ইস্রায়েল্‌দিগকে মিসরে যাইতে হইয়াছিল ?

৮। যাকোব ও যোষেফ কি প্রকার লোক ছিলেন, বল দেখি ?

৭ ও ৮ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

৯। ৭ ও ৮ পাঠের শিরোনাম কি ?

১০। এই দুটী পাঠের প্রধান প্রধান ঘটনা সংক্ষেপে লিখিয়া যাও, আগে যেমন করিয়াছ (টীকা ৩৬ দেখ)।

যা ১ ; ৮-১৪।

যা ২-৪ অধ্যায়।

যা ৫ ; ১—৬ ; ১।

যা ১১। ১২ ; ২১-৩০।

যা ১২ ; ৩১-৩৬। ১৩ ; ১৭-২২।

যা ১৪ অঃ।

যা ১৯ অঃ।

যা ২০ ; ১-২১।

যা ২০ ; ২২—২৪ ; ৮।

১১। মিসরে ইস্রায়েল্‌দিগকে প্রবাস করাইয়া ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গলার্থ কি সাধন করিয়াছিলেন ? অত্যাচার ভোগ করাতে মিসর দেশের প্রতি তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল ? তাহাদের উদ্ধার কার্য্যের ভার লইবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে কিরূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?

১২। সীনয় পর্ব্বতে কেমন করিয়া ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছিল, বল।

যিহোবা ও তাঁহার লোকদিগের মধ্যে কি নিয়ম ধার্য্য হইয়াছিল? এই ব্যবস্থার কতক অংশের সহিত "নিয়মরত্নের"* ভাবের কিরূপ মিল আছে? কেমন করিয়া ইহা সিদ্ধ হইয়াছিল?

৯, ১০ ও ১১ পাঠ বিষয়ে প্রশ্ন।

১৩। ৯, ১০ ও ১১ পাঠের শিরোনাম কি?

১৪। এই সকল পাঠের প্রধান প্রধান ঘটনা সংক্ষেপে লিখিয়া যাও, আগে যেমন করিয়াছ (টীকা ৩৬ দেখ)।

যা ৩১; ১৮—৩২; ৩৫।

যা ৩৪; ১-১৪।

গণ ১৩; ১৭—১৪; ৪৫।

গণ ২০; ১-১৩।

গণ ২১; ৪-৯।

গণ ২১; ১৩-৩৫।

গণ ২৪ অঃ।

গণ ৩২; ১-২৭।

যিহো ৫; ১৩—৬; ২৭।

---

* তোমরা আপনাদের সহিত অন্যের যেরূপ ব্যবহার আশা কর, অন্যের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার কর। লূক ৬; ৩১। ইংরেজিতে ইহাকে Golden Rule কহে, বাংলাতে "নিয়মরত্ন" বলিব।

যিহো ৮ ; ১-২৯।

যিহো ১১ অঃ।

যিহো ১৪ ; ১-৫। ১৮ ; ১-১০।

১৫। নিয়ম স্থাপিত হইতে না হইতেই যে লোকেরা তাহা লঙ্ঘন করিল, ইহার কারণ কি, বল দেখি? কাদেশ-বর্ণেয়ে ইস্রায়েলদের কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল?

১৬। প্রথমে যাহারা মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের ভাব, ও ভ্রমণের শেষে তাহাদের যে সন্তানেরা কনানে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাব কি একই রূপ ছিল? যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে কোন্ ২ গোষ্ঠী বসতি করিয়াছিল? কনান্ জয়ের ইতিহাস ও দেশ বিভাগ কি তিনটী ভাগে বিভক্ত হইতে পারে?

সাধারণ প্রশ্ন।

১৭। অব্রাহামের আহ্বান হইতে কনান্ দেশ জয় করণ পর্য্যন্ত মনোনীত জাতির ইতিহাস, আপনার কথায়, আপনি যেমন পার, লিখিয়া দেও। এই ইতিহাসের কোন্ ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা প্রধান ছিলেন? কেন প্রধান ছিলেন?

১৮। ইস্রায়েলদের প্রবাস কালে মিসর কি প্রকার দেশ ছিল?

১৯। এই তিন মাসের পাঠ সমূহে যে সকল ঘটনা, ও তত্ত্ব কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্টা খুব দরকারি?

২০। ঈশ্বর যে স্বীয় ভক্তদিগের বিষয়ে ভাবিত, সে বিষয়ে এই সকল পাঠ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? বিশ্বাসের (বচন-রত্ন) বিষয়েই বা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস
বিষয়ে পাঠাবলী।

চারি ভাগে বিভক্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

কনান্ দেশ জয় করণ হইতে ইস্রায়েল্ ও যিহূদার

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত।—রাজ্যটীর
স্থাপন ও বিসংবাদ।

১৩ পাঠ। বিচারকর্ত্তৃগণের সময়, ভিন্ন ভিন্ন

গোষ্ঠীর এক জাতিতে পরিণত হওয়ার কাল।
বিচার ২ হইতে ১৬ অধ্যায়।

টীকা ৩৭।—বিচারকর্ত্তৃগণের সময়।—যিহোশূয় মোশির পদ পাইলেন, তিনি উপযুক্ত লোক ছিলেন, কিন্তু যিহোশূয়ের পদ পাইবার উপযুক্ত লোক কেহ ছিল না। যিহোশূয়ের সময়কার লোকেরা যিহোবার সেবা করিত, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী লোকেরা নানা দেবতার পূজায় রত হইয়াছিল (বিচার ২ ; ৭-১২)। ইহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ঈশ্বর নানা দণ্ড দিতেন ; কখনও বা আশে পাশের বিধর্ম্মী জাতিদিগের দ্বারা, কখনও বা কনানের অপরাজিত নিবাসিদিগের দ্বারা নানা কষ্ট দেওয়াইতেন। যখনই এ প্রকার দণ্ড অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিত, আর তিনিও এক এক জন উদ্ধারকর্ত্তা উৎপন্ন করিতেন ; কিন্তু উদ্ধার পাইলে অল্প কালের মধ্যেই লোকেরা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আবার প্রতিমাপূজায় রত হইত, তাহাতে আবার শাসনার্থ ঈশ্বর তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন। এই রূপ দণ্ডদান ও উদ্ধার অনেক বার হইয়াছিল।

এই কালের কোন সন্তোষকর সন তারিখ পাওয়া যায় না। মোশি ও যিহোশূয় যে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবের অবতারণা করেন, লোকেরা এই সময়ে তাহা হইতে স্খলিত হইয়াছিল। এই সময়ের বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, "যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত।" আর "ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না।" বিচারকর্ত্তাদের অনেক ক্ষমতা ছিল বটে, কিন্তু বিপুল ক্ষমতাশালী বিচারকর্ত্তার ক্ষমতাও কেবল কোন কোন গোষ্ঠির উপরে চলিত মাত্র। এই কালের মধ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লোকদিগের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষা বিলক্ষণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে নানা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন থাকিত, পরে ঐক্য হইয়া বিচারকর্তৃগণের দ্বারা শাসিত হইত, শেষে ভাববাদীগণের সময় উপস্থিত হয়। অন্ধকারের পরে যেন আলোকের উদয় হইল।

এই সকল পাঠে সেই কালের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ হইল।

বচন-রত্ন ;—অনেক বার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধারিলেন,
কিন্তু তাহারা পরামর্শ পূর্ব্বক বিদ্রোহী হইল।
ও আপনাদের অপরাধে ক্ষীণ হইয়া পড়িল।
গীত ১০৬ ; ৪৩।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—বিচার ২ ; ৬-১৬।

টীকা ৩৮।—বিচারকর্তৃগণ নামক পুস্তক।—এই পুস্তকের তিন ভাগ আছে, (১) ভূমিকা (১ ; ১—২ ; ৫) ; বিচারকর্তৃগণের আরম্ভ কালে ইস্রায়েলদিগের অবস্থা কিরূপ ও কনানীয়দিগের সহিতই বা তাহাদের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, ভূমিকায় তাহার বিবরণ আছে ; (২) বিচারকর্তৃগণের নিজেদের বিবরণ (২ ; ৬—১৬ ; ৩১) ; (৩) পরিশিষ্ট (১৭ হইতে ২১ অধ্যায়)। ইহাতে দুইটী বিবরণ আছে, তাহা দ্বারা তৎকালের ধর্ম্মরীতি ও অত্যাচার উপদ্রবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ৩৯।—নিত্যকার পাঠে বক্তব্য বিষয়ের মূল কথা গুলি রহিল, অতএব সকলের মন দিয়া পাঠ করা উচিত। ইতিহাসের যে যে অংশের

বিষয়ে পাঠের পরে প্রশ্ন আছে, সেই সেই অংশের বিষয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় উহাতে রহিল।

সোমবার···বিচা ২ ; ৬—৩ ; ৬। এই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মঙ্গলবার···বিচা ৪ অধ্যায়। দবোরা ও বারকের দ্বারা লোকদের উদ্ধার।

টীকা ৪০।—৪র্থ অধ্যায়ে লোকদের উদ্ধারের যে বিবরণ আছে, দবোরা তাহা কবিতায় প্রকাশ করেন।

বুধবার···বিচা ৬ ; ১১-৪০। গিদিয়োন আহূত।

বৃহস্পতি···বিচা ৭ অধ্যায়। গিদিয়োনের দ্বারা উদ্ধার।

টীকা ৪১।—বিচার ৮ ; ১—১১ ; ২৮ পদের সার মর্ম্ম। মিদিয়নীয় ও অমালেকীয়দিগকে পরাজিত করিয়া গিদিয়োন সক্কোৎ ও পনূয়েলের নিবাসিদিগের উপর দাদ তুলিলেন। তিনি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইতে চাহিলেন না, কিন্তু সোনার এফদের উপাসনা করিতে তাহাদিগকে লওয়াইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অবিমেলক স্বীয় ৭০ জন ভাইকে মারিয়া ফেলিল, কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ যোথম পলাইয়া বাঁচিল ; অবিমেলক নিজে অবশেষে তেবেস্ আক্রমণ কালে কাটা গেল। তাহার পর দুই জন বিচারকর্ত্তা হয়েন, তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ইস্রায়েলেরা আবার পাপ করিলে অম্মোনীয়দিগের হাতে সমর্পিত হইল। গিলিয়দের নিবাসিদিগের উপরেই অত্যাচার বেশি হইল। এই যুদ্ধে তাহারা যিপ্তহকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনাদের দলপতি করিল। এই ব্যক্তিকে এক সময়ে তাহার ভ্রাতারা তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি প্রথমে অম্মোনীয় রাজাকে ভদ্রভাবে অত্যাচার দমন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু সে অনুরোধ অগ্রাহ্য হওয়াতে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শুক্রবার···বিচা ১১ ; ২৯-৪০। যিপ্তহের দ্বারা অত্যাচার হইতে উদ্ধার।

শনিবার···বিচা ১৫ অধ্যায়। শিম্‌শোন ও ফিলিষ্টীয়গণ।

রবিবার···বিচা ১৬ ; ১৬-৩১। শিম্‌শোনের মৃত্যু।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলীর প্রথম ভাগে বাইবেলের কোন্ ছয় খানি পুস্তকের বিষয় আছে? ২। ইব্রীয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ এবং

অব্রাহাম হইতে যিহোশূয় পর্য্যন্ত উক্ত জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে বল। ৩। দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম কি? ৪। বিচারকর্ত্তাদের সময়ের ভাব গতি কিরূপ ছিল (টীকা ৩৭)? ৫। কিরূপে এই সময়ের ভাল বর্ণনা হইতে পারে? ৬। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ নামক পুস্তকে কি কি বিষয় আছে (টীকা ৩৮)? ৭। এই পাঠের বিষয় কি? আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। সেই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিচা ২; ৬—৩; ৬।

১। যিহোশূয়ের মৃত্যুর অল্প পরেই ইস্রায়েলদের কি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? (বিচা ২; ১০-১৩।)

২। এই পরিবর্ত্তনের ফল কি হইল? (বিচা ২; ১৪, ১৫।)

৩। ঈশ্বর উদ্ধারকর্ত্তা প্রেরণ করিলে কি ফল হইয়াছিল? (বিচা ২; ১৯।)

৪। কি একটা চিরস্থায়ী পরীক্ষা ইস্রায়েলদের পিছনে লাগিয়াই ছিল, কেন লাগিয়াছিল? (বিচা ২; ২০-২৩ ও ৩; ১-৩ মিলাইয়া দেখ।)

মঙ্গলবার।

২। দবোরা ও বারকের দ্বারা শত্রু হইতে উদ্ধার-লাভ। বিচার ৪ অধ্যায়।

৫। ইস্রায়েলের উদ্ধারার্থ দবোরার হাত দিবার আগে লোকদের অবস্থা কিরূপ ছিল? (বিচা ৪; ১-৩।)

৬। তিনি বারককে কি করিতে আজ্ঞা করেন, তাহাতে বারকই বা কি উত্তর করিয়াছিলেন? (বিচা ৪ ; ৬-৮।)

৭। সীষরার পরাজয় ও মৃত্যুর বিবরণ সংক্ষেপে বল। (বিচা ৪ ; ১২-২২।)

বুধবার।

৩। গিদোয়োনের দ্বারা লোকদের উদ্ধার।

বিচা ৭ অধ্যায়।

৮। কেমন করিয়া গিদিয়োন তিন শত মনের মত লোক পাইয়াছিলেন, বল। (বিচা ৭ ; ২-৭।)

৯। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে হাত দিতে তিনি কিরূপে উৎসাহ পাইয়াছিলেন? (বিচা ৭ ; ৯-১৪।)

১০। কিরূপে তিনি মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় সমবেত সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন? (বিচা ৭ ; ১৫-২৫।)

বৃহস্পতিবার।

৪। যিপ্তহের দ্বারা লোকদের উদ্ধার।

বিচা ১১ ; ২৯-৪০।

১১। অম্মোনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ কি? (টীকা ৪১ দেখ।)

১২। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে যিপ্তহ কি মানত করিয়াছিলেন? (বিচা ১১ ; ২৯-৩১।)

১৩। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ফিরিয়া আইলে তাঁহার নিজগৃহে কি ঘটিয়াছিল ? (বিচা ১১ ; ৩৪-৩৬।)

১৪। তাঁহার মানতের কি ফল ফলিয়াছিল ? (বিচা ১১ ; ৩৭-৪০।)

শুক্রবার।

৫। শিম্‌শোন্‌ ও ফিলেষ্টীয়গণ।

বিচা ১৫। ১৬ ; ২৩-৩১।

১৫। স্ত্রী হারাইয়া গেলে শিম্‌শোন্‌ কিরূপে ফিলেষ্টীয়দের উপর তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ? (বিচা ১৫ ; ১-৮।)

১৬। ধরা দিয়া শেষে তিনি তাহাদিগের কি করিয়াছিলেন ? (বিচা ১৫ ; ১৪-১৭।)

১৭। চক্ষু তুলিয়া ফেলাতে কিরূপে শিম্‌শোন্‌ তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। (বিচা ১৬ ; ২৩-৩১।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। বিচারকর্ত্তৃগণের ইতিহাস পাঠে সৎলোকের প্রভাবের উপকারিতার পরিচয় কিরূপে পাওয়া যায় (বিচা ২ ; ১৯) ? যে অনুতাপ পাপের প্রতি ঘৃণা হইতে হয় না, বরং দণ্ডের ভয় হইতে হইয়া থাকে, সেই অনুতাপের গুণাগুণ বিষয়ে ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ?

১৯। সীষরার প্রতি যায়েলের ব্যবহারের বিষয়ে কি বল ?

২০। কি অভিপ্রায়ে সদাপ্রভু গিদিয়োনের প্রায় সমস্ত সৈন্য ফিরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন (বিচা ৭ ; ২) ? এ বিষয়ে গিদিয়ো-

নের কি প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল? মণ্ডলীর ইতিহাসে যে সকল আধ্যাত্মিক জয় লাভের কথা আছে, তাহা কেবল কাহার্ দ্বারা হইয়াছিল?

২১। অকস্মাৎ নির্ব্বোধের ন্যায় যিপ্তহ যে মানত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার আসল কর্ত্তব্য কি ছিল?

২২। শিম্‌শোন্ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে করিয়া তাঁহাকে ইব্র ১১; ৩২ পদে "বিশ্বাসবীর" বলা সঙ্গত হইয়াছে কেন? বিশ্বাস কাহাকে বলি?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। বিচারকর্ত্তারা কিরূপ এবং কত দূর ক্ষমতা চালাইতেন? ২। বিচারকর্ত্তাদের আমলে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান কিরূপ ছিল? ৩। যায়েলের তাম্বুতে সীষরার উপস্থিতি, এবং সে কালে পলেষ্টীয় দেশে অতিথি সেবার নিয়ম। ৪। যায়েলের অতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও দবোরা-কর্ত্তৃক তাহার প্রশংসা (বিচা ৫; ২৪-২৭)। ৫। গিদিয়োনের স্বভাব চরিত্র। ৬। যিপ্তহের স্বভাব চরিত্র। ৭। ইস্রায়েলের ধর্ম্ম ও নরবলি। ৮। শিম্‌শোনের স্বভাব চরিত্র-সেই সময়ের রীতি অনুসারে বিচার করিতে হইবে।

---

১৪ পাঠ। রূৎ ও নয়মী। বিচারকর্ত্তৃগণের

সময়কার কোন ঘটনা। রূৎ ১-৪ অঃ।

বচন-রত্ন;—"তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে, তোমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া যাইতে, আমাকে অনুরোধ করিও না; তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তথায় যাইব, এবং তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও তথায় থকিব, তোমার লোকই আমার লোক, তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর,।" (রূৎ ১; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—রূৎ ১ম অঃ।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার···বিচা ১৭ অঃ মীখা ও তৎকৃত প্রতিমা।
মঙ্গলবার···বিচা ১৮; ১-১৬। দানীয় বংশের আগমন।

বুধবার	…বিচা ১৮ ; ১৭-৩১।	প্রতিমা তুলিয়া লওয়া।
বৃহস্পতি	…রূৎ ১ অধ্যায়।	নয়মী ও রূৎ।
শুক্রবার	…রূৎ ২ অধ্যায়।	রূৎ ও বোয়স্; প্রথম দেখা।
শনিবার	…রূৎ ৩ অধ্যায়।	বোয়সের কাছে রূতের দাবি।
রবিবার	…রূৎ ৪ অধ্যায়।	বোয়সের সঙ্গে রূতের বিবাহ।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার সকাল বেলা।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। ইহার পূর্ব্ব পাঠের শিরোনাম বল ত? ২। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ নামক পুস্তক কয় ভাগে বিভক্ত, এবং সেই ভাগ কি কি? ৩। বিচারকর্ত্তাদের আমলের প্রধান প্রধান লক্ষণ কি ছিল? ৪। দবোরা ও বারকের দ্বারা, এবং ৫। গিদিয়োন, ও ৬। শিমশোনের দ্বারা যে ইস্রায়েলগণ শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে বিবেচ্য কি কি? ৭। কি অবস্থায় শিম্‌শোনের মৃত্যু হইয়াছিল, বল। ৮। অদ্যকার পাঠের আলোচ্য বিষয়, শিরোনাম ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। রূৎ ও নয়মী। রূৎ ১ অঃ।

১। ইলীমেলক স্ত্রী পুত্র লইয়া বৈৎলেহম হইতে কোথায় গিয়াছিল, কেনই বা গিয়াছিল? (রূৎ ১ ; ১।)

২। সেই দেশে প্রবাস কালে কি কি ঘটিয়াছিল? (রূৎ ১ ; ৩-৫।)

৩। নয়মী যখন দেশে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করেন, তখন কি কি ঘটিয়াছিল? (রূৎ ১ ; ৬-১০।)

৪। অবশেষে তাঁহার পুত্রবধূরা কি করিতে স্থির করেন? (রূৎ ১; ১৪।)

৫। নয়মীর প্রতি যে রূতের প্রাণের টান ছিল, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল? (রূৎ ১; ১৬, ১৭।)

৬। বৈৎলেহমে আত্মীয় কুটম্বগণের সঙ্গে নয়মীর পুনরায় যখন দেখা হইয়াছিল, তখনকার বর্ণনা কর। (রূৎ ১; ১৯-২১।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। রূৎ ও বোয়স্। রূৎ ২-৪ অঃ।

৭। কি উপলক্ষে বোয়সের সহিত রূতের দেখা হইয়াছিল? (রূৎ ২; ১-৭।)

৮। বোয়স্ অমনি তাঁহাকে কি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, কেন করেন?

প্রথম অনুগ্রহ, ৮, ৯ পদ।

দ্বিতীয় অনুগ্রহ, ১৪, ১৫ পদ।

কারণ, ১১, ১২ পদ।

৯। দিবাবসানে রূৎ বোয়সের বিষয়ে কি জানিতে পান? (রূৎ ২; ১৯-২৩।)

১০। শস্য কাটা শেষ হইয়া গেলে নয়মী রূৎকে কি কি করিতে পরামর্শ দেন? (রূৎ ৩; ১-৪।)

১১। নিকট জ্ঞাতি বলিয়া বোয়সের উপরে রূতের দাবি ছিল, রূৎ কিরূপে তাঁহাকে তাহা জ্ঞাত করেন ? (রূৎ ৩ ; ৫-৯।)

১২। তাহাতে তিনি কি উত্তর করেন ? (রূৎ ৩ ; ১০-১৩।

১৩। রূতের প্রতি বোয়সের স্নেহভাব কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ? (রূৎ ৩ ; ১৪-১৭।)

১৪। নয়মী রূৎকে আর কি পরামর্শ দেন ? (রূৎ ৩ ; ১৮।)

১৫। নয়মী বোয়সের বিষয়ে যাহা যাহা মনে করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহা ঠিক হইয়াছিল ? (রূৎ ৪ ; ১-৬।)

১৬। নয়মী হইতে বোয়স কিরূপে ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া বল। (রূৎ ৪ ; ৭-১২।)

১৭। ইস্রায়েলদের পরবর্ত্তী ইতিহাসের সঙ্গে বোয়স ও রূতের বিবাহের কি সম্বন্ধ আছে ? (রূৎ ৪ ; ১৭।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। যে সকল দুঃখ কষ্ট ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে নয়মী কি বলিয়াছিলেন (রূৎ ১ ; ২০, ২১) ? দুঃখের সময়ে কি ভাব ভাল (ইয়োব ১ ; ২১। গীত ৩৯ ; ৯। ১১৯ ; ৭৫। যাকো ১ ; ২-৪। ১ পি ৪ ; ১৯) ?

১৯। নয়মীর প্রতি অর্পার কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল ? আর রূতের ? অর্পার আচরণ হইতে তাহার মনের কি ভাব ছিল, বোধ হয় ? আর রূতের ?

২০। লোকে কেন রূতের ব্যবহারের এত প্রশংসা করে ? রূতের

ব্যবহারে নূতন নিয়মের কোন্ মতটীর বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (রূৎ ২ ; ১১, ১২ ও মথি ১০ ; ৩৭-৩৯ মিলাইয়া দেখ) ?

২১। মনুষ্যদের ব্যাপারে যে ঈশ্বরের হাত আছে, রূতের বিবরণে তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে (রূৎ ১ ; ৬, ২০, ২১। ২ ; ৩, ১৯, ২০। ৪ ; ১৪-১৭) ? প্রতিদিনের আচরণে যে সরল ধার্ম্মিকতা বড়ই সুন্দর, ইহাতে তাহার কিরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (রূৎ ১ ; ৮, ৯। ২ ; ৪, ৫। ১১, ১২। ৪ ; ১১, ১৪) ? ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, আমি তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিব, এই বিবরণে সেই প্রতিজ্ঞা কিরূপে রক্ষিত হইয়াছে ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। রূতের যে বিবরণ আছে, তাহা কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, এবং কোন্ সময়েই বা লিখিত হইয়াছিল। ২। রূতের সময়ে বৈৎ-লেহমের অবস্থা। ৩। আধুনিক বৈৎলেহম। ৪। সে কালের ইস্রায়েল-গণ পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, রূতের পুস্তকে যেমন লিখিত আছে। ৫। নগরের দ্বার। ৬। নয়মী আদর্শ শাশুড়ী। ৭। রূৎ আদর্শ পুত্রবধূ। ৮। বোয়স্ আদর্শ গৃহস্থ।

---

১৫ পাঠ। এলি ও তাঁহার পুত্রগণ। অধ্যক্ষের অযোগ্যতা হেতু সকল লোকের কষ্ট।

১ শমূয়েল ১ ; ১ – ৭ ; ১।

টীকা ৪২।—পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের এই পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিতে পাই যে, এক্ষণে যাজক ও বিচারক একই ব্যক্তি ; তবে কি না, এলি যাজকীয় কার্য্যের অনেক ভার পুত্রদিগের উপর দিয়াছিলেন। এলি ৪০ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করেন। অধ্যক্ষের অযোগ্যতা ও এলির পুত্রগণের জঘন্য আচার হেতু যিহোবার আরাধনায় লোকের ভক্তি ছিল না, ফিলেস্টীয়দিগের দ্বারা ইস্রায়েল পরাজিত, নিয়ম সিন্দুকের অপব্যবহার ও অপহরণ। এলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার কথা কেহ শুনিত না, অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এলির মৃত্যুতে শমূয়েলের কর্তৃত্ব আরম্ভ হইল। বালক শমূয়েলের সঙ্গে এলির ব্যবহার, এই বালক শেষে ইস্রায়েলের শেষ ও সর্ব্বপ্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়া উঠেন।

বচন-রত্ন;—"সদাপ্রভু কহেন, যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, আমি তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে।" (১ শমূ ২; ৩০।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—১ শমূ ২; ২৭-৩৬।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ৪৩।—বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ, রূতের বিবরণ ও শমূয়েল নামক পুস্তক। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণে জানা যায় যে, প্রথমে ইস্রায়েলেরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে রাজতন্ত্র শাসনের অধীন হয়; শমূয়েলের পুস্তকদ্বয় আগে এক খণ্ডে ছিল, ইহা পাঠে জানা যায় যে কিরূপে সেই রাজতন্ত্র শাসনের স্থাপন হইয়াছিল; রূতের বিবরণ বিচারকর্ত্তৃগণের ও শমূয়েলের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে দায়ূদ বংশের সূত্রপাতের কথা আছে।

সোমবার…১ শমূ ১ অধ্যায়।	এলির সাক্ষাতে শমূয়েলের পিতা মাতার আগমন।
মঙ্গলবার…১ শমূ ২; ১-১১।	হান্নার স্তব।
বুধবার …১ শমূ ২; ১২-৩৬।	এলির পুত্রগণের পাষণ্ডতা।
বৃহস্পতি …১ শমূ ৩; ১-৪; ১।	শমূয়েলের দ্বারা ঈশ্বর এলিকে কথা বলেন।
শুক্রবার … ১ শমূ ৪; ১-১৮।	নিয়মসিন্দুক আক্রান্ত ও এলির মৃত্যু।
শনিবার … ১ শমূ ৫ অধ্যায়।	ফিলেষ্টীয়দিগের উপর ঈশ্বরের প্রতিশোধ লওয়া।
রবিবার … ১ শমূ ৬; ১—৭; ১।	নিয়মসিন্দুক পুনরাগত।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম কি?
২। বিচারকর্ত্তাদের আমলে ইস্রায়েল্‌দের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। কিসের জন্য এই সময় আয়োজনের সময় ছিল? ৪। প্রধান প্রধান বিচারকর্ত্তার নাম বল। ৫। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ৬। এই বিবরণ দ্বারা সে কালের লোকদের অবস্থার বিষয়ে কি জানা যায়? ৭। মোয়াবীয়া কন্যা রূতের কেমন করিয়া ইস্রায়েল বংশীয় বোয়সের সঙ্গে বিবাহ হইল? ৮। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ, শমূয়েল ও রূৎ, এই কয় পুস্তকে সাধারণতঃ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে (টীকা ৪৪ দেখ)? ৯। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্নই বা কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

১। এলির পুত্রগণের পাষণ্ডতা। ১ শমূ ২; ১২-৩৬।

১। শীলোতে বলির মাংসে হাত দেওয়াতে এলির পুত্রগণের কি দোষ হইয়াছিল (১ শমূ ২; ১২-১৭; ভাষ্য দেখ)।

২। পুত্রগণের এই দোষ ও অন্যান্য অন্যায় কার্য্যের বিষয়ে এলি কি করিয়াছিলেন?(১ শমূ ২; ২৩-২৫।)

৩। এই হেতু এলির ও তাঁহার পরিবারস্থগণের কি কি দণ্ডের কথা ঈশ্বরের লোক আসিয়া বলেন? (১ শমূ ২; ৩১-৩৬।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। শমূয়েলের দ্বারা ঈশ্বর এলিকে কথা বলেন।

১ শমূ ৩; ১—৪; ১।

৪। ঈশ্বরের রব যখন প্রথম বার শমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? (১ শমূ ৩; ১-৩।)

৫। শমূয়েল কি মনে করিয়াছিলেন? (১ শমূ ৩; ৪-৮।)

৬। এলি তাহাকে কি করিতে বলিয়াছিলেন? (১ শমূ ৩; ৯।)

৭। সদাপ্রভু শমূয়েলকে কি কথা বলেন? (১ শমূ ৩; ১০-১৪।)

৮। পর দিন প্রাতঃকালে কি ঘটিয়াছিল, বল। (১ শমূ ৩; ১৫-১৮।)

৯। ইস্রায়েল লোকেরা শমূয়েলকে কিরূপ মানুষ মনে করিত? (১ শমূ ৩; ১৯-২১।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। নিয়ম সিন্দুক আক্রান্ত ও এলির মৃত্যু।

১ শমূ ৪; ১-১৮।

১০। ফিলেষ্টীয়দিগের দ্বারা পরাজিত হইলে ইস্রায়েলেরা জয়লাভের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল? (১ শমূ ৪; ১-৫।)

১১। তাহাতে ফিলেষ্টীয়দিগের কি হইয়াছিল? (১ শমূ ৪; ৬-৯।)

১২। পরের যুদ্ধে কি হইয়াছিল বল, (১ শমূ ৪; ১০, ১১।)

১৩। এলি এই সংবাদ পাইলে কি হইল? (১ শমূ ৪; ১২-১৮।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৪। এলির পুত্রেরা কিরূপ চরিত্রের লোক ছিল (১ শমূ ২; ১২)? তাহাদের আচরণে লোকদিগের কি হইয়াছিল (১ শমূ ২; ১৭?? ঈশ্বরের যাজকগণের কিরূপ চরিত্রের লোক হওয়া উচিত?

১৫। এলির প্রধান পাপ কি (১ শমূ ৩; ১৩ ও ২; ২৯ মিলাইয়া দেখ)? পুত্রগণের পাষণ্ডতার জন্য তাঁহাকে কতটা দায়ী করা যাইতে পারে? এই ঘটনা দ্বারা সন্তানদিগের সম্বন্ধে মাতা পিতার কর্ত্তব্য বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

১৬। এলির কাছে ঈশ্বরের লোক (১ শমূ ২; ২৭) কি অভিপ্রায়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন? এলি সেই লোকের চেতনাবাক্যে কান দেন নাই কেন? তখনও যদি তিনি সেই চেতনা বাক্যে সাবধান হইয়া পুত্রদিগের অত্যাচার নিবারণ (যিহি ৩৩; ১০-১৫) করিতেন, তাহা হইলে কি উপকার হইত বলিয়া বোধ হয়?

১৭। ঈশ্বর যে এক জন "বিশ্বাস্য যাজক উৎপন্ন" (১ শমূ ২; ৩৫) করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? ঈশ্বরীয় রাজ্যের যে পরিশেষে জয় হইবেই, সে বিষয়ে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই কেন?

১৮। এলি ও তাঁহার পরিবারস্থগণের পাপের ফল কি হইয়াছিল? হান্না ও তাঁহার পুত্রের বিষয়ে ধার্ম্মিকতার ফল কি হইয়াছিল (১ শমূ ১; ২৬। ২; ২৬। ৩; ১৯—৪; ১)? সমাজের মধ্যে সৎলোক থাকিলে যে উপকার হয়, সে বিষয়ে ইহা হইতে কি জানা যায় (আদি ১৮; ৩২)?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। এলির চরিত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করার দরুণ পাপ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে (মথি ২৫; ২৪-৩০ ও লূক ১২; ৪৭, ৪৮)। ২। "বিশ্বাস্য যাজক" বিষয়ক ভাবি বাক্যের সফলতা। ৩। শীলোহের দুর্দ্দশা (গীত ৭৮; ৫৮-৬০। যির ৭; ১২। ২৬; ৬)। ৪। "সদাপ্রভুর বাক্য আসিল," এই বলিয়া নূতন প্রকারে প্রকাশিত বাক্য দেওয়া। ৫। বৈৎশেমেশে কত লোক মারা গিয়াছিল (১ শমূ ৬; ১৯)।

১৬ পাঠ। শমূয়েল দর্শক। ইস্রায়েলের

অধ্যক্ষপদে শমূয়েলের নিয়োগ।

১ শমূ ৭; ২—১০; ২৭। ১২শ অং।

টীকা ৪৪।—অফেক নামক স্থানে ইস্রায়েলেরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে ফিলেষ্টীয়েরা তাহাদের উপর অনেক বৎসর কাল কর্তৃত্ব করিল। এই সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে শমূয়েলই প্রধান লোক ছিলেন। যৌবন কালে ইনি এলির

পৌরোহিত্য কার্য্যের সহকারী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁকে কোথায়ও যাজক বলা হয় নাই, ভাববাদীই বলা হইয়াছে। সদাপ্রভুর সিন্দুক যখন কিরিয়ৎ যিয়ারীমে, তখন তিনি বিচারকর্ত্তা রূপে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারের জন্য ইস্রায়েলকে বিস্তর অনুরোধ করেন। পরে ফিলেস্টীয়দিগের অত্যাচার হইতে স্বজাতীয় লোকদিগের উদ্ধার সাধন করেন। এই কার্য্য সাধনের জন্য শৌলকে ইস্রায়েলের দলপতি পদে অভিষেক করেন। শমূয়েলের যত্নে ইস্রায়েল জাতির অনেক বিষয়ে উন্নতি হয়, তাঁহারই আমলে ভাববাদিগণের উদ্যোগ বাড়ে এবং রাজাদের হাতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হয়।

বচন-রত্ন।—"তখন শমূয়েল এক খান প্রস্তর লইয়া মিসপীর ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিলেন, এবং 'এই পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন,' এই বলিয়া তাহার নাম 'এবন্-এষর' রাখিলেন।" (১ শমূ ৭ ; ১২।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—১ শমূ ১০ ; ১৭-২৭।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার…১ শমূ ৭ ; ৫-১৭। এবন্-এষরে-জয়লাভ।
মঙ্গলবার…১ শমূ ৮ অধ্যায়। লোকেরা রাজা চাহিল।
বুধবার …১ শমূ ৯ ; ১-১৪। শমূয়েলের কাছে শৌলের গমন।
বৃহস্পতি…১ শমূ ৯ ; ১৫-২৭। শমূয়েল্‌কর্ত্তৃক শৌলের অভ্যর্থনা।
শুক্রবার…১ শমূ ১০ ; ১-১৬। শৌলের অভিষেক।
শনিবার…১ শমূ ১০ ; ১৭-২৭। মিস্‌পীতে অভ্যর্থনা।
রবিবার…১ শমূ ১২ অধ্যায়। লোকদিগের নিকট শমূয়েলের কথা

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলীর দ্বিতীয় ভাগের যে তিনটী পাঠ শিখিয়াছ, সে গুলির শিরোনাম কি কি? ২। পূর্ব্ব পাঠে যে যে ঘটনার কথা আছে,

সেই সকল যখন ঘটে, তখন পবিত্র স্থান কোথায় ছিল ? ৩। সেখানকার উপাসনা কার্য্যে কি কি অন্যায়াচরণ হইত ? ৪। এই কারণে এলি ও তাঁহার পুত্রদিগের উপর কি দণ্ডের আজ্ঞা হয় ? ৫। তৎকালে ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা, ও ভাববাদী করিবেন বলিয়া ঈশ্বর কাহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন ? ৬। কিরূপে এই বালক প্রথমে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা বল। ৭। ইহার অল্প পরেই নিয়ম সিন্দুকের কি হইয়াছিল ? ৮। এই বিপদের কথা শীলোতে পঁহুছিলে কি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল ? ৯। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি ? আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্নই বা কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। লোকেরা রাজা চাহিল। ১মূ ৮ অঃ।

১। ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা শমূয়েলকে কি করিতে বলিয়াছিলেন ? কেন বলিয়াছিলেন ? (১শমূ ৭ ; ১-৫ ও ১২ ; ১২ মিলাইয়া দেখ।)

২। এই অনুরোধ শুনিয়া শমূয়েল্ কি করেন ? (১শমূ ৮ ; ৬।)

৩। ইহাতে কাহাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল ? (১ শমূ ৮ ; ৭, ৮।)

৪। প্রভু পরমেশ্বর শমূয়েলকে কি করিতে বলেন ? (১ শমূ ৮ ; ৯।)

৫। কি ছয়টী কারণ দেখাইয়া শমূয়েল্ লোকদিগকে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ? (১ শমূ ১১-১৭।)

পদ ১১, ১২

পদ ১৩।

পদ ১৪।

পদ ১৫।

পদ ১৬।

পদ ১৭।

৬। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? (১ শমূ ৮; ১৯-২২।)

মঙ্গলবার।

২। শমূয়েলের কাছে শৌলের গমন।

১ শমূ ৯; ১-১৪।

৭। শৌলকে তাঁহার পিতা কি কার্য্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন? (১ শমূ ৯; ১-৩।)

৮। অনেক খুঁজিয়া না পাইলে (৪, ৫ পদ) শৌলের ভৃত্য কি করিতে বলিয়াছিল? (১ শমূ ৯; ৬-৮।)

৯। বল দেখি, শৌল কেমন করিয়া শমূয়েলের দেখা পাইয়াছিলেন? (১ শমূ ৯; ৯-১৪।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। শমূয়েল কর্ত্তৃক শৌলের অভ্যর্থনা ও অভিষেক।

১ শমূ ৯; ১৫—১০; ১৬।

১০। শৌলের আসিবার পূর্ব্বে সদাপ্রভু শমূয়েলের নিকট কি প্রকাশ করিয়াছিলেন? (১ শমূ ৯; ১৫-১৭।)

১১। শমূয়েলের সহিত শৌলের সাক্ষাৎ হওয়ার বিবরণ বল। (১ শমূ ৯; ১৮-২১।)

১২। ইহার পরে ভোজন কালে শমূয়েল কিরূপে শৌলের সম্মান করিয়াছিলেন? (১ শমূ ৯; ২২-২৪।)

১৩। পরদিন প্রাতঃকালে কি ঘটিয়াছিল? (১ শমূ ৯; ২৬—১০; ১।)

১৪। কি তিনটী লক্ষণ দ্বারা শৌল জানিতে পাইবেন যে, অধ্যক্ষ পদে তাঁহার অভিষেক ঈশ্বর হইতে হইয়াছে? (১ শমূ ১০; ২-৬।)

১৫। শমূয়েল যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সফল হইয়াছিল? (১ শমূ ১০; ৯-১৩।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। কি কি অবস্থা হেতু এই সময়ে রাজা নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। (১ শমূ ৮; ২০। ৯; ১৬।) ইস্রায়েলের জন্য যে রাজা নিযুক্ত করা ঈশ্বরের অভিমত, এ বিষয়ে পূর্ব্বে কি আভাস দেওয়া হইয়াছিল (দ্বিঃ বিঃ ১৭; ১৪-২০।) এই রাজাকে কাহার্ প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিতে হইয়াছিল?

১৭। রাজা নিযুক্ত করার কথা বলাতে শমূয়েল বিরক্ত হইয়াছিলেন কেন? কি করা কর্ত্তব্য, ইহা যখন ঠিক করা যায় না, তখন শমূয়েলের ন্যায় আমাদের কি করা উচিত (১ শমূ ৮; ৬)? সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া চলার বিষয়ে ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? শমূয়েলের কোন্ কথাটী বড় কাজের (১ শমূ ১৫; ২২)?

১৮। শৌল প্রথমে কি প্রকার লোক ছিলেন (১ শমূ ৯; ৫, ২১)? নূতন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কি কি গুণ দেওয়া হইয়াছিল (১ শমূ

১০; ৯-১৩)? "ঈশ্বর তাঁহাকে অন্য অন্তঃকরণ দিলেন," ইহার অর্থ কি?

১৯। শমূয়েলের অভিষেক কিসের লক্ষণ? কি ভাবে ইস্রায়েলের রাজা "প্রভুর অভিষিক্ত" ব্যক্তি হইয়াছিলেন? সুতরাং তিনি কাহার নিদর্শন ছিলেন?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। শমূয়েলের আমলে ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কার। ২। শমূয়েল ও ভাববাদীগণের উদ্ভব। ৩। শৌল ভাববাদীগণের মধ্যে গণিত। ৪। ভাববাদীগণের ভাবোক্তি কিরূপ ছিল। ৫। ইস্রায়েলের পার্থিব রাজা তাহাদের আসল রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ৬। যিহোবার উদ্দেশে শমূয়েলের আমলে উচ্চ-স্থলীতে বলিদান।

---

১৭ পাঠ। শৌলের রাজপদে অভিষেক। রাজ্যটীর স্থাপন। ১ শমূ ১১, ১৩-১৫ অধ্যায়।

টীকা ৪৫।—শৌল অম্মোনীয় লোকদিগের উপর জয়লাভ করাতে গিল্‌গলে লোকেরা সমাগত হইয়া মহা সমারোহে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদানাদি করত শৌলকে রাজা করিল। যাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিতে চাহে নাই, তাহাদের সহিত তিনি অতি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেন। শৌলের রাজত্ব কালের এই শুভারম্ভের পনের বৎসর পরে ফিলিস্টীয়দিগের সহিত যুদ্ধ ঘটে, যদি ধরিয়া লই যে, যখন প্রথমে মনোনীত হয়েন, তখন শৌল "যুবা পুরুষ" ছিলেন, তাহা হইলে যোনাথনের বড় হইয়া সেনাপতি হইতে এত বৎসর লাগিয়াছিল। এই কয় বৎসর, ও ইহার পরে শৌল যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সকল সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যখন তিনি এক গুঁইয়া হইয়া ঈশ্বরের অনাজ্ঞাবহ হইতে আরম্ভ করেন, ও সিংহাসনচ্যুত হয়েন, তখন হইতে তাঁহার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সাংঘাতিক মানত হেতু যোনাথনের প্রায় মৃত্যু হইয়াছিল; যে রোগে তাঁহার শেষ কাল শোচনীয় হইয়াছিল, এই সময়ে সে রোগেরও লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে?" (১ শমূ ১৫; ২২।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—১ শমূ ১৫; ২০-৩১।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...১ শমূ ১১ অধ্যায়।	যাবেশ-গিলিয়দে নিস্তার।
মঙ্গলবার...১ শমূ ১৩ অধ্যায়।	ফিলেষ্টীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ।
বুধবার.....১ শমূ ১৪; ১-১৬।	যোনাথন ও তাঁহার অস্ত্রবাহকের বাহাদুরী।
বৃহস্পতি....১ শমূ ১৪; ১৭-৩৫।	ফিলেষ্টীয়দিগের উপর জয়লাভ।
শুক্রবার....১ শমূ ১৪; ৩৬-৪৬।	ফিলেষ্টীয়দিগের পলায়ন।
শনিবার....১ শমূ ১৫; ১-২১।	অমালেকীয়দিগের সম্বন্ধে শৌলের অনাজ্ঞাবহতা।
রবিবার....১ শমূ ১৫; ২২-৩৫।	শৌলকে যিহোবার প্রত্যাখ্যান।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১ কোন্ ঘটনা হইতে ইস্রায়েলদের ইতিহাসের আরম্ভ? ২। মিসর দেশে প্রবাস কালে ইস্রায়েলদের কি উপকার হইয়াছিল? ৩। প্রান্তরে কয়েক বৎসর কাল ভ্রমণ করাতেই বা কি উপকার হইয়াছিল? ৪। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কাল ইস্রায়েল লোকদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল? ৫। এই সময়কার কয়েক জন প্রধান লোকের নাম বল। ৬। শমূয়েলের দ্বারা ইস্রায়েল লোকদের কি কি উপকার হইয়াছিল? ৭। লোকেরা রাজা চাওয়াতে কি হইয়াছিল? ৮। এ পদে কে মনোনীত হইয়াছিল? ৯। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি? আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। যাবেশ-গিলিয়দে নিস্তার। ১ শমূ ১১ অঃ।

১। কি কারণে যাবেশ-গিলিয়দের প্রাচীন লোকেরা সমগ্র ইস্রায়েলের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন? (১ শমূ ১১; ১-৩।)

২। এ কথা শুনিয়া শৌলের মনে কি হইয়াছিল, আর তিনি কি করিয়াছিলেন (১ শমূ ১১; ৪-৮।)

৩। যাবেশ-গিলিয়দের লোকদিগকে তিনি কিরূপে বাঁচাইয়াছিলেন? (১ শমূ ১১; ৯-১২।)

৪। এই জয় লাভের পর কি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল? (১ শমূ ১১; ১৫।)

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার।

২। ফিলেষ্টীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ।

১ শমূ ১৩; ১—১৪; ৪৬।

৫। স্বাধীনতা লাভের জন্য ফিলেষ্টীয়দিগের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহার আরম্ভ কেমন করিয়া হয়? (১ শমূ ১৩; ২-৪।)

৬। গিল্‌গলে শমূয়েলের যাইতে বিলম্ব হওয়াতে শৌল কি করিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৩; ৮-১৪।)

৭। ফিলেষ্টীয়দিগের চূড়ান্ত অত্যাচার কিসে হইয়াছিল? (১ শমূ ১৩; ১৯-২২।)

৮। যোনাথন ও তাঁহার অস্ত্রবাহক কি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৪ ; ৬-১০।)

৯। তাঁহারা এই চেষ্টায় কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? (১ শমূ ১৪ ; ১১-১৫।)

১০। পরে ফিলেষ্টীয়দলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে শৌল ও তাঁহার লোকেরা কি করিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৪ ; ১৯-২৩।)

১১। শৌল কি মানত করাতে ইস্রায়েলেরা জয়লাভের পূরা ফল পাইল না, এবং কি প্রকারে পাইল না? (১ শমূ ১৪ ; ২৪-২৬, ২৯-৩১।)

১২। কিরূপে এই মানতের অন্যথা হইয়াছিল? (১ শমূ ১৪ ; ২৭, ২৮।)

১৩। কিরূপে এই ঘটনা হেতু ফিলেষ্টীয়েরা পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিল, সংক্ষেপে বল। (১ শমূ ১৪ ; ৩৬-৪৬।)

শুক্রবার।

৩। শৌলের অবাধ্যতা ও প্রত্যাখ্যান।

১ শমূ ১৫ অধ্যায়।

১৪। অমালেকীয়দিগের বিষয়ে শৌল কি আদেশ পাইয়াছিলেন? (১ শমূ ১৫ ; ১-৩।)

১৫। কি বিষয়ে তিনি আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৫ ; ৯।)

১৬। এই অনাজ্ঞাবহতার বিষয়ে কি ওজর করিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৫; ১৩-১৫। ২৪ পদও দেখ।)

১৭। শমূয়েল কি উত্তর করেন? (১ শমূ ১৫; ২২, ২৩, ২৮, ২৯।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। রাজত্বের আরম্ভে শৌলের কিরূপ প্রকৃতি ছিল, বল।

১ শমূ ৯; ২১। ১০; ২২।

১ শমূ ১০; ১৬, ২৭।

১ শমূ ১০; ২২-২৪।

১ শমূ ১১; ৬-৯।

১ শমূ ১১; ১২, ১৩।

১৯। এই সকল গুণ হেতু তাঁহার শাসন কিরূপ হইবে বলিয়া আশা হইয়াছিল? সে আশা সফল হয় নাই কেন (১ শমূ ১৩; ৮-১৩। ১৪; ২৪। ১৫; ১০, ১১)?

২০। স্বাভাবিক সৎগুণ ছাড়াও, এ জীবনে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য আর কিসের প্রয়োজন? ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিলে সচরাচর কি ঘটিয়া থাকে? হোম ও বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাবহতা ভাল কেন?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। শৌলের রাজত্ব কালের সন তারিখ। ২। মীক্‌মস্ কোথায় এবং বাইবেলের বিবরণের সহিত ইহার সম্বন্ধ। ৩। শৌলের তাম্বুতে

ঈশ্বরের সিন্ধুক। ৪। শৌলের মানত, ও তাহার ফল। ৫। অমালেকীয়-দিগের উপর অভিশাপ। ৬। সরল মনে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়া ভাল, কি বাহ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল? ১ শমূ ১৫; ১১,২৯ পদে আপাত-বিরোধ ভাব।

---

১৮ পাঠ। অভিষেকের পূর্ব্বে দায়ূদের অবস্থা।

দায়ূদের উন্নতি ও শৌলের অবনতি।

১ শমূ ১৬; ১—২ শমূ ১; ২৭।

টীকা ৪৬।—শৌল অগ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহার সকলই গেল। এই অবধি যে কিছু ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে দায়ূদেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই। শৌল নিজ রাজত্বের শেষ দশ বারো বৎসর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সকল বিষয়ে অপদস্থ হয়েন এবং দায়ূদ মানে ও ক্ষমতায় প্রধান হইয়া উঠেন। এমন অনেক ঘটনা বার বার ঘটিয়াছে, যাহাতে করিয়া শৌল আগামী বিপদ এড়াইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি অতি চঞ্চলমতি ছিলেন, ধর্ম্মেও বিশ্বাস ছিল না, এই কারণে সংশোধনের কোন আশা ছিল না। অবশেষে অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

যালূৎকে পরাজয় করাতে লোকে দায়ূদের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল, সন্দিগ্ধমনা রাজার প্রাণে তাহা সহিল না। তাহাতে দায়ূদকে রাজবাটী হইতে পলাইয়া যাইতে হইল। প্রথম প্রথম এক দল লোক সঙ্গে করিয়া দায়ূদ পলাতকের ন্যায় ইস্রায়েল দেশের মধ্যেই নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজপরিবারের সহিত কুটুম্বতা হওয়াতে যোনাথনের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মে, ইহাই বড় আনন্দের বিষয়। অবশেষে দায়ূদ যখন দেখিলেন যে, দুই বার হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলেও যখন শৌলের চেতনা হইল না, তখন দায়ূদ লোক জন সঙ্গে করিয়া ফিলেষ্টীয়-দিগের দেশে গেলেন, তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সিক্লগ নগরে বাস করিতে দিল। এত অন্যায় করাতেও রাজার প্রতি তাঁহার অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। গিল্‌বোয়ের যুদ্ধে শৌলের বংশের সৌভাগ্য দীপ নিবিয়া গেলে, শৌল ও যোনাথনের শোকে দায়ূদ দুঃখিত হইয়া অতি চমৎকার শোকসূচক গীত গান করেন।

নিত্যকার পাঠ্য।

বচন-রত্ন।—দুরাচারগণ উচ্ছন্ন হইবে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। (গীত ৩৭ ; ৯)।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। গীত ৩৭ ; ১-১৭।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার	১ শমূ ১৬ ; ১-১৩।	শমূয়েলকর্ত্তৃক দায়ূদ অভিষিক্ত।
	১ শমূ ১৬ ; ১৪-২৩।	শৌলের সভায় দায়ূদের গমন।
মঙ্গলবার ...	১ শমূ ১৭ ; ১-১১, ৩২-৫৪।	দায়ূদকর্ত্তৃক যালূৎ পরাজিত।
বুধবার......	১ শমূ ১৮ ; ৬—১৯ ; ১।	দায়ূদের প্রতি শৌলের হিংসা।

টীকা ৪৭।—১ শমূ ১৯ ; ২—২০ ; ১১ পদের সার মর্ম্ম।—যোনাথনের অনুরোধে দায়ূদ পুনরায় শৌলের অনুগ্রহভাজন হয়েন, কিন্তু ফিলেষ্টীয়দিগের উপর জয়লাভ করাতে আবার বিরাগভাজন হযেন। মীখলের সাহায্যে তিনি পলাইয়া শমূয়েলের নিকট যান। তথা হইতে তিনি ও শমূয়েল যাইয়া রামাস্থ নায়োতে বাস করেন। এই খানে শৌল তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করাতে, তথাহইতে দায়ূদ গিয়া গোপনে যোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নিয়ম করেন।

বৃহস্পতি...১ শমূ ২০ ; ১২-৪২। দায়ূদের সঙ্গে যোনাথনের নিয়ম।

টীকা ৪৮।—১ শমূ ২১ হইতে ২৫ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম।—যোনাথনের কাছে বিদায় লইয়া এবং নোবে অস্ত্র ও খাদ্য যোগাড় করিয়া, দায়ূদ পলাইয়া ফিলেষ্টীয় দেশে গেলেন, কিন্তু তাড়া খাইয়া আসিতে হইল। দায়ূদের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া শৌল নোবস্থ যাজকদিগকে বধ ও নগর নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অদুল্লম নামক গুহায় গিয়া দায়ূদ আশ্রয় লওয়াতে কতকগুলি পলাতক লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুটিল। এই অবধি তিনি পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, (১) কিলীয়ায়—এই স্থান তিনি ফিলেষ্টীয়দিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; (২) সীফে—এই খানে সীফীয় লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শৌলের হাতে

ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল; (৩) ঐন্‌গদী—এইখানে হাতে পাইয়াও শৌলকে ছাড়িয়া দেন; (৪) কর্ম্মিলে—এই খানে নাবতের সঙ্গে গোলমাল হয়, এবং তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী অবীগলকে দায়ূদ বিবাহ করেন; এবং (৫) পুনরায় সীফে—এই খানে দ্বিতীয় বার হাতে পাইয়াও শৌলের প্রাণ বধ করেন না।

শুক্রবার...১ শমূ ২৬ অধ্যায়। শৌলের প্রতি দায়ূদের দয়া।

টীকা ৪৯।—১ শমূ ২৭ ও ২৯ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। শৌলের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দায়ূদ ফিলেষ্টীয় দেশে গাতের রাজা আখীশের নিকট গেলেন। ইতিপূর্ব্বে যখন একাকী গিয়াছিলেন, তখন আখীশ রাজা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অনেক যোদ্ধা সঙ্গে দেখিয়া দায়ূদকে আশ্রয় দিলেন। কিছু দিন পরে ফিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলদের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ প্রস্তুত হইল; দায়ূদ এই বার বড় শঙ্কটে পাড়িলেন, অগত্যা স্বদেশীয় লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ তাঁহাকে আখীশ রাজার সঙ্গে যাইতে হইল। কিন্তু দায়ূদের উপর ফিলেষ্টীয় সেনাপতিদের সন্দেহ হইল, তাই রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন, দায়ূদও রক্ষা পাইলেন।

শনিবার...১ শমূ ৩০ অধ্যায়। দায়ূদের হাতে অমালেকীয়দের পরাজয়।

টীকা ৫০।—১ শমূ ২৮ ও ৩১ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। অবশেষে শৌল ভাবিলেন, যিহোবা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শৌল তাঁহার যাজকদিগকে বধ করিয়াছিলেন, ভাববাদীরা শৌলকে কোন কথা বলিতেন না, এই সকল কারণে তিনি অনন্যোপায় হইয়া ঐন্‌দোর নিবাসিনী এক ভূতুড়িয়া স্ত্রীলোকের কাছে গেলেন। পর দিন গিল্‌বোয় পর্ব্বতে যুদ্ধ হইল, তাহাতে স্বীয় তিন পুত্র, অস্ত্রবাহক ও সৈন্যগণ সহ শৌল যুদ্ধে হত হইলেন।

রবিবার...২ শমূ ১ অঃ। শৌল ও যোনাথনের জন্য দায়ূদের বিলাপ।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। কি অভিপ্রায়ে লোকে শৌলকে রাজা করে? ৩। রাজত্বের আরম্ভ কালে শৌল কিরূপ লোক ছিলেন?

৪। প্রথম বার কিসে তাঁহার একগুঁয়েমী ও অবাধ্যতা প্রকাশ পায়? ৫। মীক্‌মসে যোনাথন কি করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বর্ণন কর। ৬। কি রূপে শৌলের হটকারিতা দোষে জয় লাভ করিয়াও কোন ফল হইল না? ৭ অবশেষে কি কারণে চিরতরে রাজপদ হারাইতে হইয়াছিল? ৮। এই পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। দায়ূদ কর্ত্তৃক যালূৎ পরাজিত।

১ শমূ ১৭; ১-১১, ৩২-৫৪।

১। ফিলেষ্টীয়দিগের এই বীরের বর্ণনা কর। (১ শমূ ১৭; ৪-৭।)

২। সে শৌলের লোকদিগকে কি করিতে বলিয়াছিল? (১ শমূ ১৭; ৮-১০।)

৩। দায়ূদ যে এই বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহার প্রমাণার্থ কি বলিয়াছিলেন? (১ শমূ ১৭; ৩২-৩৭।)

৪। এই যুদ্ধের জন্য দায়ূদ কি আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং শেষ কি হইয়াছিল? (১ শমূ ১৭; ৩৮-৪০, ৪৮-৫৪।)

মঙ্গলবার।

২। দায়ূদের প্রতি শৌলের হিংসা।

১ শমূ ১৮; ৬—১৯; ১।

৫। কি কারণে দায়ূদের উপর শৌলের হিংসা প্রথমে জন্মিয়াছিল? (১ শমূ ১৮; ৬-৮।)

৬। শৌল দায়ূদের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কি অভিপ্রায়ে? (১ শমূ ১৮; ২০-২৫।)

৭। হিংসা বশতঃ শৌল কি কি করিয়াছিলেন, বল।

১ শমূ ১৮; ৯।

১ শমূ ১৮; ১৫।

১ শমূ ১৮; ২৯।

১ শমূ ১৯; ১।

বুধবার।

৩। শৌলের প্রতি দায়ূদের দয়া। ১শমূ ২৬অঃ।

৮। কেমন করিয়া শৌল দায়ূদের হাতে পড়িয়াছিলেন? (১ শমূ ২৬; ১-৮।)

৯। দায়ূদ তখন কি করেন? (১ শমূ ২৬; ৯-১২।)

১০। তখন তিনি কিরূপে শৌলের ক্রোধ লাঘব করিতে চেষ্টা করেন? (১ শমূ ২৬; ১৩-২০।)

১১। দায়ুদ এইরূপ বলাতে রাজার কি ভাব হইয়াছিল? (শমূ ২৬; ২১-২৫।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৪। শৌল ও যোনাথনের মৃত্যুতে দায়ূদের বিলাপ। ২ শমূ ১ অঃ।

১২। শৌলের যে মৃত্যু হইয়াছে, দায়ুদ কি রূপে তাহা জানিতে পান? (২ শমূ ১; ১-৪।)

১৩। অমালেকীয় লোকটা কথা বাড়াইয়া কি মিথ্যা বলিয়াছিল? (২ শমূ ১; ৫-১০। ১ শমূ ৩১; ৩-৫ মিলাইয়া দেখ।)

১৪। শৌলের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দায়ূদ ও তাঁহার লোকদের কি ভাব হইল? (২ শমূ ১; ১১, ১২।)

১৫। দায়ূদ সেই অমালেকীয়কে কি করিয়াছিলেন? (২ শমূ ১; ১৩-১৬।)

১৬। বিলাপ করিতে করিতে শৌল ও যোনাথনের বিষয়ে দায়ূদ কি কি বলিয়াছিলেন? (২ শমূ ১; ১৯, ২৩।)

১৭। যোনাথনের বিষয়ে বিশেষ কি বলিয়াছিলেন? (২ শমূ ১; ২৬।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিলে তাঁহার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার কি প্রকার বিবরণ আছে (১ শমূ ১৬; ১৪)? দায়ূদের প্রতি হিংসাভাব থাকাতে শৌলের পরিবার মধ্যে কি ভাব হইয়াছিল (১ শমূ ১৯; ১১-১৭। ২০; ৩০-৩৪)? তাহাতে করিয়া তাঁহাকে কি পাপ করিতে হইয়াছিল? (শমূ ১৯; ১। ২২; ১৬-১৯)?

১৯। নিতান্ত একগুঁইয়া হইয়া কাজ করিলে শেষ কি হয়, শৌলের আচরণে সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? ঈশ্বরের আত্মার প্রতি-রোধ করিলে শেষ যে কি ফল দাঁড়ায়, সে বিষয়েই বা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

২০। প্রথম হইতেই দায়ূদের ভাব কিরূপ ছিল? কি গুণে তিনি সকল কার্য্যে সফল হইতেন?

২১। দায়ূদ ও যোনাথনের বিলক্ষণ বন্ধুতা ছিল; ভাল, ইহাতে

কাহার্ বেশি সুবিধা হইয়াছিল ? যোনাথন মরিয়া যাওয়াতে দায়ূদের কোন্ বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। শৌলের রোগের প্রকৃত অবস্থা। ২। ঐন্‌দোরে ভূতুড়িয়া নারীর কাছে শৌলের গমন—ইহার অর্থ; সেখানে কি কি ঘটিয়াছিল? ৩। যদি মানিয়া লই যে ঘটনাটী সত্য, তাহা হইলে মৃত লোকদিগের আত্মাগণের দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে কি জানা যায় ? ৪। যোনাথন কি প্রকার লোক ছিলেন ? ৫। যোনাথনের সঙ্গে দায়ূদের যে বন্ধুতা ছিল, এই রূপ বন্ধুতা আর কাহাতে কাহাতে ছিল ? ৬। নবলের সঙ্গে দায়ূদের সম্বন্ধ এবং তাহা দ্বারা তৎকালের মনুষ্য সমাজের অবস্থার বিষয়ে কি জানা যায় ? ৭। ফিলেষ্টীয়দিগের কাছে আশ্রয় লইবার মনস্থ করাতে দায়ূদের দোষ হইয়াছিল কি না। ৮। আখীশের সঙ্গে দায়ূদের কি ভাব ছিল ? ১ শমূ ২৪ ও ২৬ অধ্যায় তুলনা করিয়া দেখ।

---

১৯ পাঠ। রাজা দায়ূদ। রাজ্য বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণ। ২ শমূ ২-৮ অঃ।

টীকা ৫১।—শৌলের মৃত্যু ও সিক্লগ নগর দগ্ধ হওয়াতে (১ শমূ ৩০; ১) দায়ূদের বেশি দিন ফিলেষ্টীয়দিগের কাছে থাকা নিষ্প্রয়োজন হইয়াছিল, থাকিলে অবিবেচনার কার্য্য হইত, অতএব ফিরিয়া হিব্রণে গেলেন। যিহূদা-বংশীয় লোকেরা আসিয়া তাঁহার দলে যুটিল এবং তাঁহাকে রাজপদে অভিষেক করিল। অপর গোষ্ঠীরা শৌলের একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র ঈশবোশৎকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। শৌলের সেনাপতি অব্‌নের ইহাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেই যাহা খুশি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল, শেষে অব্‌নের সৈন্যসামন্ত লইয়া দায়ূদকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলাইয়া যাইতে হইল। একদা ঈশবোশৎ কোন বিষয়ে ভর্ৎসনা করাতে অব্‌নের রাগ করিয়া দায়ূদের পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহেন। তাহাতে দায়ূদ বলেন, যদি আমার ভার্য্যা মীখলকে আনিয়া দেও, তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে নিয়ম করিতে পারি। মীখলকে পুনরায় পাওয়াতে দায়ূদ আবার শৌলের জামাই হইলেন, তাহাতে শৌলের নিকট-উত্তরাধিকারীও হইলেন।

একদা অবনের আত্মরক্ষার অনুরোধে যোয়াবের ভ্রাতা অশাহেলকে বধ করেন, যোয়াব সেই রাগে অব্‌নেরকে বধ করিলেন। কিছু কাল পরে ইশবোশৎকে কেহ খুন করিল, কেবল রহিল যোনাথনের পুত্র মফীবোশৎ; কিন্তু সে খঞ্জ, সুতরাং এক্ষণে সমস্ত ইস্রায়েলের উপর দায়ূদের রাজা হইবার আর কোন বাধা রহিল না। তিনি তৃতীয় বার রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যিরূশালেম অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। এই নগর অবশেষে শাসন কার্য্যের ও ধর্ম্মালোচনার প্রধান স্থান করিয়া তুলেন। অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দায়ূদ নিজ রাজ্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি করেন ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জাতিগণের মধ্যে ইস্রায়েল-গণকে বিলক্ষণ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বচন-রত্ন।—"তোমার কুল ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।" (২ শমূ ৭; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—২ শমূ ৬; ১১-১৯।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...২ শমূ ২ অধ্যায়। { যিহূদার রাজপদে দায়ূদ অভিষিক্ত। অব্‌নের কর্ত্তৃক ইশ্‌বোশৎ রাজা হইলেন।
মঙ্গলবার ..২ শমূ ৩; ১-২১। দায়ূদের সহিত অব্‌নেরের নিয়ম।
বুধবার .....২ শমূ ৩; ২২—৪, ১২। } অব্‌নের ও ইশবোশৎ হত।
বৃহস্পতি ... ২ শমূ ৫ অধ্যায়। দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা।
শুক্রবার ... ২ শমূ ৬ অধ্যায়। নিয়মসিন্দুক যিরূশালেমে নীত।
শনিবার ... ২ শমূ ৭ অধ্যায়। দায়ূদ ও তাহার বংশের নিকট প্রতিজ্ঞা।
রবিবার ... ২ শমূ ৮ অধ্যায়। বহু যুদ্ধে দায়ূদের জয়লাভ।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। ইস্রায়েলের প্রথম রাজা কে? ২। পূর্ব্ব পাঠের শিরোনাম কি? ৩। অতি প্রথমে কিসে করিয়া দায়ূদের খুব সুনাম বাহির হইয়াছিল?

৪। এই অবধি শৌল তাঁহাকে কি প্রকার চক্ষে দেখিতেন? ৫। যোনাথনের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ ভাব ছিল? ৬। পলাতক অবস্থায় দায়ূদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে বল (টীকা ৪৭।)। ৭। পলাইয়া গিয়া তিনি ইস্রায়েলের কোন্ শত্রুর কাছে ছিলেন? ৮। গিল্‌বোয়ের যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া তাঁহার কি হইয়াছিল? ৯। পাঠের বিষয় কি? আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

১। যিহূদার রাজপদে দায়ূদ অভিষিক্ত। } ২ শমূ ২অ।
২। অবূনের কর্ত্তৃক ইশ্‌বোশৎ রাজা হইলেন। }

১। দায়ূদ সিক্লগ্ হইতে হিব্রোণে গেলে পর কি কি ঘটিয়াছিল? (২ শমূ ২; ১-৪।)

২। যাবেশ-গিলিয়দের লোকদিগের নিকট তিনি কি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন? (২ শমূ ২; ৫-৭।)

৩। কিসে করিয়া টের পাওয়া গিয়াছিল যে ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় গোষ্ঠী ও বিন্যামীনের বংশ দায়ূদের প্রতিকূল হইয়াছে? (২ শমূ ২; ৮-১২, ১৭ ও ৩; ১ মিলাইয়া দেখ।)

মঙ্গলবার।

৩। দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা। ২ শমূ ৫ অঃ ও ১ বংশা ১১ ও ১৪ অঃ।

৪। ইশ্‌বোশতের মৃত্যুর পর (৪র্থ অঃ) ইস্রায়েল সন্তানেরা দায়ূদকে কি কি বলিল এবং তাহাতে কি হইল? (২ শমূ ৫; ১-৩ ও ১ বংশা ১১; ১-৩ মিলাইয়া দেখ।)

৫। কোন্ দুর্গটী দায়ূদ দখল করেন, এবং দখল করিয়া কি করেন? (২ শমূ ৫, ৬-৯। ১ বংশা ১১, ৪ ৮ মিলাইয়া দেখ।)

৬। আর কোন্ কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করাতে জানা গিয়াছিল যে এই বার দায়ূদের রাজত্বের আরম্ভ হইল? (২ শমূ ৫, ১৭ ২৫ ও ১ বংশা ১৪, ৮ ১৬।)

বুধবার।

৪। নিয়মসিন্ধুক যিরূশালেমে নীত। ২ শমূ ৬ অঃ

ও ১ বংশা ১৩, ১৫ ও ১৬ অঃ মিলাও।

৭। অবীনাদবের বাটী হইতে ঈশ্বরের সিন্ধুক কিরূপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, বল। (২ শমূ ৬, ১-৫।)

৮। কিসে সেই আমোদের ব্যাঘাত হইয়াছিল? (২ শমূ ৬, ৬-১০।)

৯। দ্বিতীয় বার ঈশ্বরের সিন্ধুক যিরূশালেমে লইয়া যাওয়া উপলক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বল। (২ শমূ ৬, ১১-১৯।)

বৃহস্পতিবার।

৫। দায়ূদ ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা। ২ শমূ

৭ অঃ ও ১ বংশা ১৭ অঃ মিলাইয়া দেখ।

১০। যিহোবার নিয়মসিন্ধুকের বিষয়ে দায়ূদ কি করিতে চাহেন? (২ শমূ ৭, ১-৩।)

১১। দায়ূদ যিহোবার জন্য বাটী নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বল দেখি, কি কি বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে ঈশ্বর তাঁহাকে অনুমতি দিতে অসম্মত হয়েন? (২ শমূ ৭, ৯, ১২-১৬।)

১২। ঈশ্বর অসম্মত হইয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা শুনিয়া দায়ূদের কি ভাব হইয়াছিল ? (২ শমূ ৭ ; ১৮-২৯।)

শুক্রবার।

৬। নানা যুদ্ধে দায়ূদের জয় লাভ। ২ শমূ ৮ অঃ।

১৩। কি রূপে দায়ূদের রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল ? (২ শমূ ৮ ; ১, ২, ১৩, ১৪।)

১৪। উত্তর দিকেই বা কি রূপে বিস্তৃত হইয়াছিল ? (২ শমূ ৮ ; ৩ ৬।)

১৫। লুঠ করিয়া সোনা, রূপা ও পিত্তলের যে সকল জিনিষ পাইয়াছিলেন, তাহা দায়ূদ কি করিয়াছিলেন ? (২ শমূ ৮ ; ৭-১১।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। প্রথম বার অভিষেক হওন অবধি ইস্রায়েলের রাজপদ পাওয়া পর্য্যন্ত (১ শমূ ১৬ ; ১১-১৩) দায়ূদের জীবনচরিত সংক্ষেপে লিখিয়া যাও। কি কি বিষয়ে দায়ূদের স্বভাব ঠিক শৌলের স্বভাবের বিপরীত ছিল ?—ভাঙ্গিয়া বল।

১৭। দায়ূদ যে অবশেষে সকল বাধা এড়াইয়া রাজপদ পাইয়াছিলেন, সে কি নিজের স্বভাব গুণে বা চেষ্টার ফলে, না ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ছিল বলিয়া ? আমাদের আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করিয়া লইবার কি একমাত্র উপায় আছে ?

১৮। কি অভিপ্রায়ে দায়ূদ ঈশ্বরের সিন্ধুক নিজ রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন ? কি কারণে যিহোবার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি তাঁহাকে দত্ত হয় নাই (১ বংশা ২২ ; ৮।) ?

১৯। ২ শমূ ৭ ; ১৬ পদে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা দ্বারা দায়ূদ কি বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ? ইহার আসল অর্থ কি (গীত ৮৯ ; ৩, ৪, ৩৫-৩৭। লূক ১ ; ৩২, ৩৩।) ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। আখীশ রাজার ও ফিলেষ্টীযদিগের সহিত যোগ দেওযাতে দাযূদের প্রতি ইস্রাযেলদের ভাব। ২। অবনেব কি প্রকাব লোক ছিল ? ৩। যিরূশালেম নগরে রাজনীতিব ও ধর্ম্ম বিষযের সদর স্থান করা। ৪। আদি ১৫, ১৮ পদের উক্ত ভাববাণীর সফলতা। ৫। হিত্তীযদিগের নূতন মুক্ত রাজ্য।

---

২০ পাঠ। দাযূদের পুত্রগণ। সিংহাসন পাইবার জন্য ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহিতা। ২ শমূ ৯ ২৪ অঃ। ১ রাজা ১, ১—২, ১১।

টীকা ৫১।—ইস্রাযেলের অনেক পুরুষানুক্রমিক শক্র ছিল, আবার আশে পাশের অনেক জাতি, দিন দিন দাযূদের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইতে দেখিযা, অনেকে একপরামর্শ হইযা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এই সকলকে পরাজয় করিতেই দাযূদের রাজত্ব কালের অধিকাংশ সময ব্যয হইল। পরের রাজ্য অধিকার করিবার বাসনা তাঁহার তত ছিল না, কিন্তু নিজ রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিতে গিযা তাঁহার রাজ্য ইফ্রাতা নদী হইতে মিসরের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। দাযূদকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইযাছিল, সেই সকল যুদ্ধের লুঠ দ্রব্য ও পরাজিত জাতিগণের নিকট হইতে রাজকর আদায করিযা দাযূদ বিস্তর সোণা রূপা সংগ্রহ করেন, সেই সকল থাকাতেই তাঁহার মৃত্যুর পর শলোমন রাজা যিহোবা'র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হযেন। দাযূদকে যদিও প্রায সর্ব্বদাই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইত, তথাপি তিনি রাজ্যটীর সুশাসনের ও নানা উন্নতির এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত বাণিজ্য বিনিমযের বন্দোবস্ত করিতে ক্রটি করেন নাই।

কিন্তু দাযূদের রাজত্ব কালের প্রথম ভাগ যেমন মঙ্গলকর, শেষ ভাগ তেমনি অনিষ্টকর হইযাছিল। ইন্দ্রিয দোষই তাঁহার সকল অনিষ্টের মূল। ইন্দ্রিয সুখের তৃপ্তির অনুরোধে তিনি বহু বিবাহ করেন, বৎশেবার সহিত পাপে লিপ্ত হযেন, এবং তাহার স্বামীকে হত করেন, এই লোকটী কিন্তু দাযূদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাহসী বীর ছিলেন। ইহাতে করিযা তাঁহাকে লোকের নিকট নিতান্ত অপমানিত ও অপদস্থ এবং অনেক শোক দুঃখ ভোগ করিতে, এমন কি, শেষ প্রাণ ও সিংহাসন, উভযই হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

আম্নোন্ কর্ত্তৃক তামরের সতীত্ব নাশ, অবশালোম কর্ত্তৃক আম্নোনের হত্যা, অবশালোমের নির্ব্বাসন, বিদ্রোহাচরণ ও মৃত্যু, সবা ও উত্তরাঞ্চলীয় লোকদিগের বিদ্রোহিতা। এই সকল ও অন্যান্য ঘটনা হেতু ভাবনা চিন্তায় দায়ূদ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এমন সময় ছিল, যখন লোকের মুখে দায়ূদের প্রশংসা ধরিত না। এখন তাঁহার নাম শুনিলে লোকে ছি ছি দিতে লাগিল। আদোনিয় দায়ূদকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। দায়ূদ যদি তৎপর হইয়া শলোমনকে অভিষেক করত সিংহাসনে না বসাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন হারাইতে হইত।

এই সকল পারিবারিক ও রাজ্যসম্বন্ধীয় দুর্ঘটনা ঘটাতে দায়ূদ স্পষ্ট টের পাইয়াছিলেন যে, এ সকলই পাপের দণ্ড। তাই তাঁহার মনে যার পর নাই অনুতাপ, ও দুঃখ হইয়াছিল, এবং তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিতান্ত নত হইয়া পড়িয়া, সরল প্রাণে ক্ষমা চাহিতেন, ধৈর্য্য ধরিয়া সকলই সহিতেন। এই জন্য, এত দোষে দোষী হইলেও দায়ূদকে ঈশ্বরভক্ত সাধু বলিয়া গণ্য করা হয়। ফলে ইব্রীয় জাতির ইতিহাসে তাঁহার তুল্য সাধু অতি কমই দেখিতে পাই।

বচন-রত্ন।—"তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন। আপন অভিষিক্তকে দয়া করেন। যুগে যুগে দায়ূদকে ও তাহার বংশকে দয়া করেন।" (২ শমূ ২২ ; ৫১।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—১ রাজা ২ ; ১-১১।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...২ শমূ ৯ অঃ।	যোনাথনের পুত্র প্রতি দায়ূদের দয়া।
মঙ্গলবার...২ শমূ ১১ অঃ।	বৎশেবার সহিত দায়ূদের বিবাহ।
বুধবার ...২ শমূ ১২ ; ১-২৫।	দায়ূদের নিকট নাথনের কথা। শলোমনের জন্ম।

টীকা ৫৩।—২ শমূ ১৩ ; ১—১৮ ; ২৩ পদের সার মর্ম্ম। দায়ূদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি দুষ্কর্ম্ম করিল, সে অবশালোমের সহোদরা তামরকে বলাৎকার করিল। দায়ূদ তাহাকে দণ্ড না দেওয়াতে অবশালোম তাহাকে খুন করিয়া পলাইয়া গশূরে চলিয়া গেল। তিন বৎসর পরে তাহাকে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সে রাজার সাক্ষাতে

যাইতে পাইত না। আরও দুই বৎসর পরে, কিছুমাত্র অনুতাপ না করিলেও দায়ূদ তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সে অমনি দায়ূদকে সিংহাসন হইতে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সমস্ত ঠিক ঠাক হইলে নিজেই হিব্রোণে অভিষিক্ত হইল। দায়ূদ ইহাতে যেন নিতান্ত ভীত হইয়া পলাইয়া যর্দ্দনের অপর পারে গেলেন। কিন্তু অবশালোমের বিলম্ব হওয়াতে দায়ূদ সাহসী হইলেন। পরে যুদ্ধ হইল, তাহাতে অবশালোমের সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন, আর সে নিজে হত হইল। (২ শমূ ১৮ ; ১-২৩)।

বৃহস্পতি…২ শমূ ১৮ ; ২৪—১৯ ; ১৫। { অবশালোমের বিদ্রোহিতার শেষ।

শুক্রবার…২ শমূ ১৯ ; ৪০—২০ ; ২২। { উত্তর অঞ্চলীয় লোকদের বিদ্রোহিতা।

টীকা ৫৪।—২ শমূ ২১-২৪ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম।—এই সকল অধ্যায়ে যে বিবরণ আছে, তাহা দায়ূদের রাজত্বকাল সম্বন্ধীয়, সুতরাং দ্বিতীয় শমূয়েল নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে তিন বৎসর ব্যাপী আকাল ও শৌলের পুত্রদিগের নিধনের পরে আকাল নিবারণের বিষয় (২১ ; ১-১৪) লিখিত হইয়াছে ; দায়ূদের বীরগণের নাম ও বীরত্বের কথা আছে (২১ ; ১৫-২২। ২৩ ; ৮-৩৯) ; দায়ূদের প্রশংসাগীত (২২ অঃ) দায়ূদের শেষ বাক্য (২৩ ; ১-৭) ; ইস্রায়েলের লোকগণনা ও সেই পাপের ফলে মহামারী (২৪ অঃ)।

শনিবার…১ রাজা ১ ; ৫-৩১। { সিংহাসনের লোভে আদোনিয়ের ষড়যন্ত্র।

রবিবার…১ রাজা ১ ; ৩২—২ ; ১১। { শলোমনের অভিষেক, শলোমনের প্রতি দায়ূদের উপদেশ।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। কি হেতু দায়ূদকে যিহূদার রাজারূপে অভিষেক করা হইয়াছিল ? ২। প্রথম প্রথম অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ

ব্যবহার করিয়াছিল ? ৩। কিসে করিয়া অবশেষে এই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিল ? ৪। কোন্ স্থানটী তিনি জয় করেন, এবং শেষে সেটীর বিষয়ে কি করেন ? ৫। কেমন করিয়া তিনি এই নগরটীকে নিজ রাজ্যস্থ ধর্ম্ম উপাসনার প্রধান নগর করিয়া তুলেন ? ৬। যিহোবার গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি কি করিতে চাহেন ? ৭। ঈশ্বর তাঁহাকে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে না দিয়া কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ? ৮। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি ? আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্নই বা কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। অব্শালোমের বিদ্রোহিতা। ২ শমূ ১৫ ; ১-১৯;১৫।

১। যে যুদ্ধে অবশালোমের মৃত্যু হয়, সেই যুদ্ধ পর্য্যন্ত অবশালো-মের বিদ্রোহিতার বিবরণ সংক্ষেপে বলিয়া যাও। (টীকা ৫৩ ও ২ শমূ ১৩ ; ১—১৮ ; ৪ মিলাইয়া দেখ।)

২। বিদ্রোহী হইয়া অবশালোম অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিল, তথাপি দায়ূদ যে তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাহা কিসে জানা যায় ? (২ শমূ ১৮ ; ৫ ও ২৪-৩০ পদ মিলাইয়া দেখ।)

৩। অব্শালোমের মৃত্যু কিরূপে হইয়াছিল, বল। (২ শমূ ১৮ ; ৬-১৭।)

৪। অব্শালোমের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া দায়ূদের কি হইয়াছিল ? (২ শমূ ১৮ ; ৩১-৩৩।)

৫। দায়ূদকে শোকে কাতর দেখিয়া লোকেরা কি করিয়াছিল ? (২ শমূ ১৯ ; ১-৪।)

৬। এমন সময়ে যোয়াব কি কঠিন অথচ আবশ্যকীয় কথা বলিয়া-ছিলেন ? (২ শমূ ১৯ ; ৫-৮।)

বুধবার।

২। সিংহাসন পাইবার জন্য আদোনিয়ের ষড়যন্ত্র।

১ রাজা ১ ; ৫-৩১।

৭। পিতা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া আদোনিয় কি করিয়াছিল ? (১ রাজা ১ ; ৫-৭, ৯।)

৮। বৎশেবাকে নাথন কি পরামর্শ দিয়াছিলেন ? (১ রাজা ১ ; ১১-১৪।)

৯। তিনি তখনই গিয়া কি করিয়াছিলেন ? (১ রাজা ১ ; ১৫-২১।)

১০। বৎসেবার কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কিরূপে রাজা পান, এবং পাইয়া কি বলিয়া বৎশেবাকে ভরসা দেন (১ রাজা ; ২২-৩০।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। রাজপদে শলোমনের অভিষেক, ও দায়ূদের আদেশ। ১ রাজা ১ ; ৩২—২ ; ১১।।

১১। শলোমনকে নিজ পদে নিযুক্ত করণার্থ রাজা অবিলম্বে কি কি করেন ? (১ রাজা ১ ; ৩২-৪০।)

১২। দায়ূদ রাজা কি কি করিয়াছেন, এ সংবাদ আদোনিয় ও তাহার সঙ্গিরা কিরূপে পাইয়াছিল ? পাইয়া তাহাদের যে ভয় হইয়াছিল, তাহা কিসে জানা যায় ? (১ রাজা ১ ; ৪১-৫০।)

১৩। শলোমন আদোনিয়কে কিরূপে দয়া করিয়াছিলেন ? (১ রাজা ১ ; ৫১-৫৩।)

১৪। দায়ূদ মরণ কালে শলোমনকে কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন ? (১ রাজা ২ ; ১-৪।)

১৫। যোয়াব, বর্সিল্লয় ও শিমিয়ির সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে দায়ূদ শলোমনকে বলিয়াছিলেন ?

যোয়াব, ৫, ৬ পদ (২ শমূ ৩ ; ২৭-৩০। ২০ ; ৮-১০।)

বর্সিল্লয়, ৭ পদ (২ শমূ ১৯ ; ৩১-৩৯।)

শিমিয়ি, ৮, ৯ পদ (২ শমূ ১৬ ; ৫-১৪।)

১৬। দায়ূদ রাজা কোথায় কোথায় কত বৎসর রাজত্ব করেন ? (১ রাজা ২ ; ১০, ১১।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। দায়ূদ রাজা এত পাপ (২ শমূ ১১ ; ২—১২ ; ১৩) করিয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে ঈশ্বরের মনের মত লোক (১ শমূ ১৩ ; ১৪। গীত ৫১ ও ৩২) বলা যায় কেন ? দায়ূদ যখন ক্ষমা ও ঈশ্বরীয় মুক্তিজনিত আনন্দ পাইয়াছিলেন, তখন যে জন মনের সহিত অনুতপ্ত, তাহার বিষয়ে ঈশ্বর কি করিবেন বলিয়া বোধ হয় (লূক ১৫ ; ১১-২৪) ?

১৮। ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে যিনি দায়ূদের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি দায়ূদের দোষের কথা ঢাকিয়া যান নাই কেন ?

১৯। কি জন্যে পুত্রদিগের দরুন দায়ূদকে এত কষ্ট ও মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল (১ রাজ ১ ; ৬ ও ২ শমূ ১৩ ; ২১, ৩৮, ২৯। ১৪ ; ৩৩। ১৮ ; ৫।) ? পুত্রেরা নিতান্ত কুকার্য্য করিলেও দায়ূদ সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেন না কেন ?

২০। মৃত্যুকালে যখন দায়ূদ শলোমনকে শেষ আদেশ করেন, তখন যোয়াব ও শিমিয়ির বিষয়ে তাঁহার কি ভাব প্রকাশ পায়? তিনি নিজে কেন তাহাদিগকে অপরাধের দণ্ড দেন নাই?

বিশেষ আলোচনার ও চিন্তার বিষয়।

১। অব্‌শালোম কিরূপ লোক ছিলেন? ২। ২ শমূ ১৪; ১ পদে যাহা লেখা আছে, তদনুসারে অব্‌শালোমের প্রতি দায়ূদের কি ভাব ছিল? ৩। অব্‌শালোমের বিষয়ে দায়ূদের ভুলভ্রান্তি। ৪। দায়ূদের বিবরণ হইতে বহুবিবাহ প্রথার অপকারিতার প্রমাণ। ৫। রব্বার লোকদিগের উপর দায়ূদের দারুণ অত্যাচার (২ শমূ ১২; ২৬-৩১)। ৬। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অব্‌শালোমের বিদ্রোহ অপেক্ষা সবার বিদ্রোহ বেশি মারাত্মক ছিল (২ শমূ ২০; ১-২২)। ৭। দায়ূদের চরিত্র ইতিহাসের পুস্তকেই বা কিরূপ ও গীতসংহিতায়ই বা কিরূপ প্রকাশ পায়?

---

২১ পাঠ। শলোমন রাজা, রাজ্যের চূড়ান্ত উন্নতি।

১ রাজা ২; ১২—৪; ৩৪। ৬; ১—৯; ৯।

টীকা ৫৫।—রাজপদে অভিষেক কালে শলোমনের বয়স কত ছিল, জানা যায় না, কিন্তু, বোধ হয়, বৎসর কুড়িক ছিল। শলোমন যখন সিংহাসন পান, তখন কতকগুলি প্রধান ও ক্ষমতাশালী লোক ছিল, দায়ূদ রাজাকে ইহারা বিলক্ষণ কষ্ট দিয়াছিল। শলোমন প্রথম হইতে দৃঢ়রূপে ন্যায় বিচার করিয়া, ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দেন। না দিলে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনে স্থির থাকিতে দিত না। ফরৌণের কন্যাকে বিবাহ করাতে মিসর দেশের সঙ্গে সদ্ভাব হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, আবার আশে পাশে দেশস্থ লোকদিগের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম হইয়াছিল।

তাঁহার রাজত্ব কালে প্রায়ই দেশ মধ্যে শান্তি বিরাজ করিত, তৎকালে এমন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য আর এশিয়া খণ্ডে ছিল না। রাজবাটীর যাঁক যমক, প্রকাণ্ড অন্দর মহল, বহুসংখ্য প্রধান কর্ম্মচারী, এই সকল রক্ষার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত, অতি চমৎকার ছিল; শৌলের আমলে এ প্রকার কিছু ত ছিলই না, দায়ূদ রাজার আমলেও এত না। শলোমন নিজে বড় সুবোধ ও আশ্চর্য্য

রূপে জ্ঞানী ছিলেন, ধনসম্পত্তি তাঁহার অগাধ ছিল, আবার কতকগুলি চমৎকার ও সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে দেশবিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে কথায় কথায় দৃষ্টান্ত রূপে তাঁহার নামের ব্যবহার করিত।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ঈশ্বরের মন্দির। এই পরম সুন্দর মন্দিরের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তিনি রাজ্যের অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য ব্যয় করেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে অতি সমারোহ পূর্ব্বক নানা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই অবধি মনোনীত জাতি যিহূদীদিগের ধর্ম্মের বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"দায়ূদের পুত্র শলোমন আপন রাজ্যে আপনাকে বলবান করিলেন, এবং তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু সহবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহাকে অতিশয় মহান্ করিলেন।" (২ বংশ ১ ; ১।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ১ রাজা ৩ ; ৪-১৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...১ রাজা ২ ; ১১-৩৫।	আদোনিয় ও তাহার দলস্থদিগের পতন।
মঙ্গলবার...১ রাজা ৩ অধ্যায়।	শলোমনের জ্ঞান প্রার্থনা।
বুধবার.....১ রাজা ৪ অধ্যায়।	শলোমনের রাজ্য ও সুখ্যাতি।

টীকা ৫৬।—১ রাজা ৬ ও ৭ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। এই কয় অধ্যায়ে মন্দির ও শলোমনের অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণের বিবরণ আছে।

বৃহস্পতি....১ রাজা ৮ ; ১-২১।	নিয়মসিন্ধুক মন্দিরে আনীত।
শুক্রবার....১ রাজা ৮ ; ২২ ৫৩।	মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে প্রার্থনা।
শনিবার....১ রাজা ৮ ; ৫৪-৬৬।	প্রতিষ্ঠা কালের ভোজ।
রবিবার ....১ রাজা ৯ ; ১-৯।	শলোমনের নিকট যিহোবার প্রতিজ্ঞা

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

১। দায়ূদের রাজত্ব কালের প্রথমাংশ মোটের মাথায় কিরূপ ছিল (টীকা ৫২) ? ২। অব্‌শালোম কি প্রকার লোক ছিল, বলিতে পার ?

৩। তাহার বিদ্রোহ ঘটিত প্রধান প্রধান ঘটনা বলিয়া যাও। ৪। এই বিদ্রোহিতার পরে কি বিদ্রোহসূচক ঘটনা ঘটিয়াছিল, কেন ঘটিয়াছিল? ৫। দায়ূদের কোন্ পুত্র পরে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল? ৬। কেমন করিয়া তাহার ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছিল, সংক্ষেপে বল। ৭। দায়ূদ যখন শলোমনকে মরণ কালে উপদেশ দেন, তখন কি করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, বলিয়াছিলেন? ৮। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় ও বচনবস্তু কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। শলোমনের জ্ঞান প্রার্থনা। ১ রাজা ৩ অঃ।

১। কোথায়, এবং কি অবস্থায় প্রথম বার শলোমনের সহিত ঈশ্বরের কথা হয়? (১ রাজা ৩, ৪ ৫।)

২। তখন শলোমন ঈশ্বরের কাছে কি চাহিয়াছিলেন? (১ রাজা ৩, ৬-৯।)

৩। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর সন্তুষ্ট, কি অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং প্রার্থনার অতিরিক্ত কি তাঁহাকে দিবার প্রতিজ্ঞা করেন? (১ রাজা ৩, ১০ ১৪।)

৪। পরে কি উপলক্ষে জানা গিয়াছিল যে, শলোমন যে জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছেন, (১ রাজা ৩, ১৬-২৮। গল্পটী বলিয়া যাও।)

মঙ্গলবার।

২। শলোমনের রাজ্য ও সুখ্যাতি।

৫। শলোমনের রাজ্য কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বল। (১ রাজা ৪, ২১, ২৪।)

৬। শলোমনের বাটীর নিত্যকার খরচের জন্য কি কি প্রয়োজন হইত, এবং কোথা হইতে সে সকল আসিত?

১ রাজা ৪ ; ২২, ২৩।

১ রাজা ৪ ; ৭, ২৭, ২৮।

৭। তাঁহার জ্ঞান, ও সুখ্যাতি এবং লেখাপড়ার বিষয়ে কি লেখা আছে? (১ রাজা ৪ : ২৯-৩৪।)

পদ ২৯—৩১, ৩৪।

পদ ৩২, ৩৩।

বুধবার।

৩। নিয়ম সিন্ধুক মন্দিরে আনীত।

১ রাজা ৮ ; ১-২১।

৮। নিয়মসিন্ধুক মন্দিরে লইয়া যাওয়ার সময়ে কিসের দ্বারা শলোমনের ও অন্যান্য লোকের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল? (১ রাজা ৮ ; ১-৩, ৫।)

৯। তখন যাজকেরা কি কি করিয়াছিলেন? (১ রাজা ৮ ; ৪, ৬।)

১০। যিহোবা যে সেই মন্দিরটী আপনার বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কিসে জানা গিয়াছিল? (১ রাজা ৮ ; ১০, ১১ ও ২ বংশ ৭ ; ১-৩ মিলাইয়া দেখ।)

১১। প্রতিষ্ঠা কালীন প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে রাজা কি করিয়াছিলেন? (১ রাজা ৮ ; ১২-১৪।)

টীকা ৫৬।—প্রতিষ্ঠা কালীন প্রার্থনাটী পাঠ করত (১ রাজা ৮; ২৩-৫৩) প্রার্থনীয প্রধান প্রধান বিষয়েব তালিকা করা ভাল, যথা ২৫, ২৬। ২৮, ২৯। ৩০, ৩১, ৩২। ৩৩, ৩৪। ৩৫, ৩৬। ৩৭-৩৯। ৪১-৪৩। ৪৪, ৪৫। ৪৬-৫০ পদ। ক্লাসেব কাহাকে ইহা কবিবার ভাব দিলে সে লিখিযা ক্লাসে আনিবে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবাব।

৪। প্রতিষ্ঠা কালীন ভোজ। ১ রাজা ৮; ৫৪, ৬৬।

১২। প্রাতিষ্ঠা কালীন প্রার্থনা শেষ কবিযা শলোমন কি কবেন? (১ রাজা ৮, ৫৪, ৫৫।)

১৩। শলোমন যখন লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, তখন কৃতজ্ঞ হইবার কি কারণ উল্লেখ করিয়াছিলেন? (১ রাজা ৮, ৫৬।)

১৪ তিনি নিজের ও প্রজাদিগেব জন্য কি কি নিবেদন কবিতেন? (১ রাজা ৮, ৫৭ ৫৯।)

পদ ৫৭।

পদ ৫৮।

পদ ৩৯।

১৫। এই সকল নিবেদন কবিতেন কেন? (১ রাজা ৮; ৬০।)

১৬। প্রতিষ্ঠা কালের উৎসবে শলোমন কত পশু বলি দিযাছিলেন? (১ রাজা ৮, ৬৩।)

১৭। কত দিন এই উৎসব চলিয়াছিল, আর কি রূপেই বা শেষ হইয়াছিল? (১ রাজা ৮, ৬৫, ৬৬।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। শলোমনের রাজত্ব কালের আরম্ভেই যিহোবার আরাধনা বিষয়ে কি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল (১ রাজা ৩ ; ২, ৩) ? ১ রাজা ৩ ; ৪ পদে মহা বলিদানের যে প্রসঙ্গ আছে, গিবিয়োনে সে বলিদান হইয়াছিল কেন (২ বংশা ১ ; ৩) ?

১৯। গিবিয়োনে শলোমন যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কিরূপে জানা গিয়াছিল যে (১ রাজা ৩ ; ৬-৯) তিনি মহান্ জ্ঞানবান রাজা হইবেন ? অব্শালোমের সহিত তুলনা করিলে শলোমনের ভাব কিরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় (১ রাজা ৩ ; ৭ ও ২ শমূ ১৫ ; ৪ মিলাইয়া দেখ) ?

২০। যাহারা প্রভুকে প্রেম করে, কি করিলে তাহারা ঈশ্বরীয় দান পাইতে পারে (১ রাজা ৩ ; ৫ ও মথি ৭ ; ৭, ৮ মিলাইয়া দেখ) ? নম্রভাবে সুবুদ্ধি সহকারে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর যে সন্তুষ্ট হয়েন, সে বিষয়ে এই পাঠে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ?

২১। শলোমনের রাজ্য খুব বিস্তৃত হওয়াতে সে কালের কোন্ প্রতিজ্ঞাটী সফল হইয়াছিল (আদি ১৫ ; ১৮) ? তাঁহার আশ্চর্য্য সুখ্যাতির কথা প্রচারিত হওয়াতে পরের কোন্ প্রতিজ্ঞাটী সফল হইয়াছিল (১ রাজা ৩ ; ১২) ?

২২। মন্দিরের জন্য এত টাকা (১ বংশা ২৯ : ১-৮। ১ রাজা ৬ ; ১৪-৩৮) খরচ হইয়াছিল কেন ? এই মন্দির দেখিয়া ইস্রায়েলদের কি কথা সতত মনে পড়িত (১ রাজা ৬ ; ১১-১৩) ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। রাজমাতার পদ ও ভাল মন্দ করিবার ক্ষমতা। ২। মন্দির ও শলোমনের রাজবাটী নির্ম্মাণের জন্য যে স্থান হইতে পাথর আনা হইয়াছিল, সেই স্থান কোথায়। ৩। শলোমনের মন্দিরের গঠন প্রণালী। ৪। ইস্রায়েল সমাজে শিল্প বিদ্যার উন্নতি। ৫। কৈনি-

কীয় শিল্প বিদ্যা। ৬। শলোমনের রাজত্ব কালে ইস্রায়েল সমাজে দাস্যবৃত্তি। ৭। রাজ্যের শাসন প্রণালী।

---

২২ পাঠ। শলোমনের রাজ্য ও আশে পাশের জাতিগণ, জাতীয়তার পতনারম্ভ।

১ রাজা ৫। ৯; ১০—১১; ৪৩।

টীকা ৫৭।—দায়ূদের আমলে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে করিয়া ইস্রায়েলগণ বিখ্যাত ও বলবান যুদ্ধক্ষম জাতি বলিয়া আর সকলের দ্বারা গণিত হয়। শলোমন শান্তি রক্ষা করিয়া রাজটী সুবিখ্যাত করিতে অভিলাষ করেন। শলোমন ফরৌণের কন্যাকে বিবাহ করাতে, এবং তৎকালের সমৃদ্ধিশালী সোরের রাজার সহিত সখ্য থাকাতে ইব্রীয় শিল্প, স্থপতি বিদ্যা ও বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্যে রাজা এমন মাতিয়াছিলেন যে, কনানীয় যে সকল কৃষক অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে গোলাম করিয়া রাখেন। ইস্রায়েলীয় লোকদিগকেও ধরিয়া বেগার খাটান হইত, কিন্তু তাহাদিগকে নীচ কাজ করিতে হইত না। অকস্মাৎ বিস্তীর্ণ বাণিজ্য কার্য্যের আরম্ভ হওয়াতে দূরদেশের ধন ও নানা দ্রব্য ইস্রায়েলদের কোলগত হইতে লাগিল। আপনাকে সিংহাসনে দৃঢ় করিবার মানসেই তিনি বিস্তর অধীন ও করদ রাজার কন্যাদিগকে বিবাহ করেন।

রাজ্যের মধ্যে সুখসমৃদ্ধির সীমা রহিল না। বিদেশী রাজগণের সঙ্গেও সখ্যভাব হইল, সত্য বটে; কিন্তু অনিষ্টও চূড়ান্ত হইল। যে সকল রাজকন্যাকে রাজা বিবাহ করিয়া আনেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রতিমাপূজক দেশের কন্যা, তাই তাঁহারা রাজবাটীতে প্রতিমাপূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যিহোবার মন্দির হইতে সে সকল কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইত। বিদেশীদিগের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করাতে, ইস্রায়েল যে জন্যে মনোনীত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিষয়ে ব্যাঘাত হইল। রাজবাটীতে সমৃদ্ধির সীমা রহিল না, রাজধানীও পরম সুন্দর হইল, প্রজারা কিন্তু বেগার খাটিতে খাটিতে ও অতিরিক্ত কর দিতে দিতে জ্বালাতন হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া রাজা প্রথমে সাদাসিধা লোক ও সরল ধার্ম্মিক ছিলেন, এক্ষণে সে ভাব না থাকাতে যিহোবা অসন্তুষ্ট হইলেন। এই জন্য তাঁহার মৃত্যু হইতে না হইতেই রাজ্য মধ্যে নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

বচন-রত্ন।— "উদ্বেগের সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা বরং সদা-প্রভুর ভয়ের সহিত অল্পও ভাল।" (হিতো ১৫ ; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ১ রাজা ১০ ; ১-১৩।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...১ রাজা	৫ ; ১-১২। ৯ ; ১০-১৪।	শলোমন ও সোরের হীরম।
মঙ্গলবার...১ রাজা	৫ ; ১৩-১৮। ৯ ; ১৫-২৩।	,, ও কনানীয়গণ।
বুধবার.....১ রাজা	৯ ; ১৬। ১০ ; ১-১৩, ২৮, ২৯।	মিসর ও শিবাদেশের সহিত সম্বন্ধ।
বৃহস্পতি....১ রাজা	৯ ; ২৬-২৮। ১০ ; ১৪-২৭।	শলোমনের বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য।
শুক্রবার....১ রাজা	১১ ; ১-১৩।	শলোমনের বিদেশীয়া স্ত্রীগণ।
শনিবার....১ রাজা	১১ ; ১৪-২৫।	হদদ্‌ ও রষোণের বিপক্ষতা।
রবিবার....১ রাজা	১১ ; ২৬-৪৩।	যারবিয়ামের মিসরে পলায়ন।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। রাজ্যের আরম্ভেই কিসের দ্বারা শলোমনের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল? ৩। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা কি? ৪। মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে যাজকেরা প্রথমেই কি করিয়াছিলেন? ৫। যিহোবা যে নিজ বাসস্থান বলিয়া মন্দিরটী গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি পাওয়া গিয়াছিল? ৬। প্রতিষ্ঠা কালীন উপাসনাতে কে প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন, কিরূপে করিয়াছিলেন? ৭। এই উৎসব কয় দিন ছিল? ৮। অদ্য-কার পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের আভাস।

সোমবার।

১। শলোমন ও সোরের হীরম। ১ রাজা ৫; ১-১২।

৯; ১০-১৪ ও ২ বংশা ২য় অঃ মিলাইয়া দেখ।

১। সোরের রাজাকে শলোমন কি অনুরোধ করিয়া পাঠান? (১ রাজা ৫; ২-৬।)

২। হীরম কি উত্তর দিয়াছিলেন? (১ রাজা ৫; ৮, ৯।)

৩। সোরের রাজা যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার বদলে তাঁহাকে কি দেওয়া হইয়াছিল? (১ রাজা ৫; ১১, ও ২ বংশা ২; ১০ দেখ।)

৪। রাজা শেষে হীরমকে কি উপঢৌকন দেন, আর তাহা দেখিয়া কি হীরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন? (১ রাজা ৯; ১০-১৩।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। মিসর ও শিবা দেশের সহিত সম্বন্ধ।

১ রাজা ৯; ১৬। ১০; ১-১৩, ২৮, ২৯।

৫। মিসর দেশের সহিত শলোমনের কি সম্বন্ধ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে?

১। বিবাহ (১ রাজা ৯; ১৬ ও ৩; ১ দেখ।)

২। বাণিজ্য (১রাজা ১০; ২৮, ২৯ ও ৪; ২৬। ২ বংশা ১; ১৪ দেখ।)

৬। শিবাদেশের রাণী শলোমনের কাছে আসিয়াছিলেন কেন? ১ রাজা ১০; ১, ২।)

৭। শিবার রাণী তাহার জ্ঞানের কথা শুনিয়া ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন? (১ রাজা ১০; ৩-৭।)

৮। শলোমনের রাজ্যের বিষয়ে তিনি কি সুখ্যাতি করেন? (১ রাজা ১০; ৮, ৯।)

৯। যাইবার সময়ে রাজাকে তিনি কি কি উপঢৌকন দিয়া যান? (১ রাজা ১০; ১০।)

১০। রাজা কিরূপে শিবার রাণীর মান রক্ষা করেন? (১ রাজা ১০; ১৩।)

বৃহস্পতিবার।

৩। শলোমনের বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য।

১ রাজা ৯; ২৬-২৮। ১০; ১৪-২৭।

১১। কিরূপে শলোমনের জাহাজ সকল তৈয়ার হইয়াছিল, এবং ঐ সকল জাহাজে কি কি আসিত? (১ রাজা ৯; ২৬-২৮। ১০; ১১, ১২, ২২।)

কিরূপে নির্ম্মিত।

কি কি জিনিষ জাহাজে আসিত।

১২। শলোমন বৎসরে কত সোণা পাইতেন, এবং কিরূপে তাহা খরচ হইত? (১ রাজা ১০; ১৪-২১ ও ৯; ১৭, ১৮। ২ বংশা ৮; ১-৬ মিলাইয়া দেখ।)

আয়।

কিরূপে ব্যয় হইত?

১৩। আর কিরূপে কর পাইতেন, তাহাতে যিরূশালেম নগরে কিসের বাহুল্য হইযাছিল ? (১ রাজা ১০ ; ২৩-২৭।)

শুক্রবার।

৪। যারবিয়ামের মিসরে পলায়ন।

১ রাজা ১১ ; ২৬-৪৩।

১৪। যারবিয়ামের প্রথম অবস্থা ও উচ্চ পদ প্রাপ্তির বিবরণ বল। (১ রাজা ১১ , ২৬-২৮।)

১৫। অহিয ভাববাদী যাববিযামকে যে যে কথা বলেন, তাহাব ভাব কি ? (১ রাজা ১১ . ২৯-৩৯।)

১৬। এই কথা শুনিয়া শলোমন কি করিতে চাহিলেন ? (১ রাজা ১১ , ৪০।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। যথার্থ প্রজ্ঞার আরম্ভ কি (হিতো ৯ ; ১০) ? তাহাতে চিব-কাল কি উপকার দর্শে (হিতো ৩ ; ১৩-১৮।)

১৮। বিদেশীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে শলোমনের ধর্ম্ম-বিষয়ে কি হানি হইযাছিল (১ রাজা ১১ , ১-৮) ? ইস্রাযেলের ধর্ম্ম বিষয়ে কি হানি হইযাছিল (টীকা ৫৭ দেখ) ? ঈশ্বরের লোকদিগের এই সংসারের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিত (যাকো ৪ , ৪। ১ যো ২ ; ১৫, ১৬) ?

১৯। সৈন্য সামন্তদিগের বিষয়ে শলোমন রাজার যে প্রকার বন্দোবস্ত (১ রাজা ৪ ; ২৬। ১০ ; ২৬। ২ বংশা ৯ ; ২৫) ছিল, ইস্রায়েলের পূর্ব্বগত দলপতিদিগের বন্দোবস্তের সহিত তাহার তুলনা

কর (গীত ২০ ; ৭। বিচার ৭ ; ১৫-১৮। ১শমূ ৭ ; ৫-১০। ১৪ ; ৬। ১৭ ; ৪৫-৪৭)। পর্ব্বতময় দেশ. গাড়ি ঘোড়া চলাচলের স্থবিধা তত ছিল না, অথচ দেশে শান্তি বিরাজ করিত, এ অবস্থায় এত সৈন্য ও রথ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি রাখার খরচ যোগাইতে কি প্রজাদের কষ্ট হইত না ?

২০। নূতন নিয়মে শিবার রাণীর প্রসঙ্গ কাহাদের উপলক্ষে হইয়াছে (মথি ১২ ; ৪২) ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। সোর নগরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। ২। গালীলের কুড়িটী নগর-সম্বন্ধে শলোমন ও হীরমের বন্দোবস্ত। ৩। শলোমনের স্থলপথে বাণিজ্য। ৪। শলোমনের জাহাজ নির্ম্মাণ। ৫। ওফীর কোথায় ? ৬। শলোমনের সিংহাসন ; ইহার গঠন, এই সিংহাসনের সুখ্যাতি। ৭। বহুবিবাহের কুফল। ৮। ধন ও বিলাসিতার ফল। ৯। শলোমন করভারে প্রজাদিগকে জ্বালাতন করিয়াছিলেন, তাহার ফল।

---

২৩ পাঠ। রহবিয়াম ও যারবিয়াম। রাজ্যভাগ।

১ রাজা ১২ ; ১-২৪। ১৪ ; ২১-৩১। ২ বংশা ১১ ; ৫-২৩। ১২ শ অঃ। গীত ১৩২। যির ৩১ ; ১-১৪। হোশে ৮ম অঃ।

টীকা ৫৮।—ইফ্রয়িম ও যিহুদা বংশে ইস্রায়েল জাতির কর্ত্তৃত্ব পদ লইয়া বহুকাল প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতায় উত্তরাঞ্চলের লোকেরা ইফ্রযিম গোষ্ঠির সাহায্য করিয়াছিল। শলোমনের রাজত্ব কালে ব্যয়বাহুল্য যেমন, প্রজাপীড়নও তেমনি হইয়াছিল। তাহাতে নানা প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বেষভাব আরও বাড়িয়া উঠাতে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য দল-পতিদিগকে পলাইয়া মিসরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শিখিমে যখন রহবিয়ামের অভিষেক হয়, সেই সুযোগে শলোমনের আমলের করভার কমাইবার জন্য প্রজারা দরখাস্ত করিয়াছিল। সুতরাং শলোমনের স্থলাভিষিক্ত রহবিয়াম যদি বুদ্ধি খাটাইয়া নম্র হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে নিদান

পক্ষে কিছু কালের জন্যেও প্রজাদের অসন্তোষ ভাব দূর হইত। কিন্তু রহবিয়াম বুদ্ধিমানও ছিলেন না, নম্র হইয়াও চলিতেন না। প্রজারা তাঁহাকে যে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তিনি অতি কঠিন উত্তর দিলেন, তাহাতে উত্তরাঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। আবার বেগারীদিগের অধ্যক্ষকে এই গোল মিটাইবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়াতে লোকেরা এমন ক্ষেপিয়া উঠিল যে তাঁহাকে অবিলম্বে রাজধানীতে চলিয়া যাইতে হইল। ইফ্রয়িমীয় যারবিয়াম মিসর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দশগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হইয়া রাজাকে করভার কমাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, লোকেরা এক্ষণে তাঁহাকেই রাজা মনোনীত করিল।

রহবিয়াম বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দণ্ড দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ভাববাদীর যত্নে তৎকালে তাহা হইল না। কিন্তু অল্প কাল পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার বাহিরের শত্রুও আসিয়া আক্রমণ করিল। মিসর দেশের লোকেরা, বোধ হয়, যারবিয়ামের পরামর্শে, আসিয়া দক্ষিণাঞ্চল দখল করিল, যিরূশালেম নগরের ও মন্দিরের ধনসম্পত্তি সমস্তই লইয়া গেল। আবার লোকেরা যিহোবার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া, ব্যাল ও অস্তারোত দেবতার পূজা করিতে লাগিল। রহবিয়াম ও যারবিয়াম, উভয়েই এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। অল্প দিনের মধ্যে দেশময় পৌত্তলিকতা ব্যাপিয়া গেল। ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

বচন-রত্ন। — "জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে ;
কিন্তু যে হীনবুদ্ধিদের বন্ধু, সে ভগ্ন হইবে।"
(হিতো ১৩ ; ২০।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। — যির ৩১ ; ১-৯।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার . ১ রাজা ১২ ; ১-২৪।	উত্তরাঞ্চলীয় লোকদের বিদ্রোহ ও যারবিয়াম রাজা হন।
মঙ্গলবার...২ বংশা ১১ ; ৫-২৩।	রহবিয়াম দক্ষিণাঞ্চলের রাজা।
বুধবার.....১ রাজা ১৪ ; ২১-৩১।	রহবিয়ামের রাজত্ব।
বৃহস্পতি....২ বংশা ১২ অধ্যায়।	শীশক কর্ত্তৃক দেশাধিকার।

শুক্রবার....হোশে ৮ অধ্যায়। রাজাভাগ ইস্রায়েলের পাপ।
শনিবার....যির ৩১ ; ১-১৪। পুনরায় ঐক্য স্থাপন।
রবিবার... গীত ১৫২। সিয়োনের মাহাত্ম্য।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। সোরের রাজা হীরমের নিকট হইতে শলোমন কি সাহায্য পাইয়াছিলেন? ৩। সে সকলের বদলে শলোমন তাঁহাকে কি দিয়াছিলেন? ৪। প্রধানতঃ কি বিষয়ে মিসরের সহিত শলোমনের সম্বন্ধ ছিল? ৫। শলোমনের জাহাজ সকল কোথায় তৈয়ার হইত, কাহারা জাহাজের খালাসি ছিল? এই সকল জাহাজে কি কি জিনিষের আমদানি হইত? ৬। শিবার রাণীর আগমনের বিবরণ সংক্ষেপে বল। ৭। শলোমনের আমলে যিরূশালেমে কত সোণা রূপা ছিল, আন্দাজ করিয়া বল। ৮। শলোমনের সময়ে যাঁক জমকের প্রধান বিষয় কি ছিল? ৯। তাহার রাজ্যের দুর্ব্বলতার কারণ কি কি? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, বচন-রত্ন, ও আলোচ্য বিষয় কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম, মঙ্গল ও বুধবার।

১রাজা ১২ ; ১-২৪।

১। শিখিমে রহবিয়ামের কাছে কি দরখাস্ত করা হইয়াছিল, এবং কেই বা দরখাস্ত করিয়াছিলেন? (১ রাজা ১২ ; ১-৪।)

২। রহবিয়াম প্রথমে কাহাদের কাছে পরামর্শ চাহেন, তাঁহারা কি পরামর্শ দিয়াছিলেন? (১ রাজা ১২ ; ৫-৭।)

৩। পরে কাহাদের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি পরামর্শ দিয়াছিল (১ রাজা ১২ ; ৮-১১।)

৪। দরখাস্ত যাঁহারা করিয়াছিলেন, রহবিয়াম তাঁহাদিগকে কি উত্তর দেন ? (১ রাজা ১২ ; ১২-১৪।)

৫। এই উত্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি রূপে সিদ্ধ হইয়াছিল ? (১ রাজা ১২ ; ১৫।)

৬। রহবিয়ামের এই প্রকার উত্তরে কি হইল ? (১ রাজা ১২ ; ১৬, ১৭।)

৭। উত্তরাঞ্চলীয় লোকদিগের বিদ্রোহিতার আরও বিশেষ বিবরণ বল। (১ রাজা ১২ ; ১৮-২০।)

৮। যিরূশালেমে ফিরিয়া আইলে পর রহবিয়াম কি করিতে আরম্ভ করেন ? (১ রাজা ১২ ; ২১।)

৯। এ কার্য্য হইতে স্থগিত হইয়াছিলেন কেন ? (১ রাজা ১২ ; ২২-২৪।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। রহবিয়ামের রাজত্ব।

১ রাজা ১৪ ; ২১-৩১। ২ বংশা ১১ ; ৫ ২০। ১২শ অঃ।

১০। মোটের মাথায় রহবিয়ামের রাজত্বকাল কিরূপ ছিল ? (১ রাজা ১৪ ; ২২।)

১১। কি বিষয়ে তিনি মন্দ কাজ করিয়াছিলেন ? (১ রাজা ১৪ ; ২৩, ২৪।)

১২। তাঁহার রাজ্যের কি কি গুণের কথা বংশাবলী পুস্তকে লিখিত আছে? (২ বংশা ১১; ১৭, ২৩। ১২; ৫-৭, ১২।)

১১; ১৭।

১১; ২৩।

১২; ৫-৭, ১২।

১৩। তাঁহার অধিকারের পঞ্চম বর্ষে কি কি ঘটিয়াছিল? (১ রাজা ১৪; ২৫, ২৬ ও ২ বংশা ১২; ১-৯ দেখ।)

১৪। রহবিয়াম ও যারবিয়ামের মধ্যে সদাই কি হইত? (১ রাজা ১৪; ৩০।)

১৫। শাস্ত্রে রহবিয়ামের বিষয়ে আর কি কি লেখা আছে? (১ রাজা ১৪; ২৯ ও ২ বংশা ১২; ১৫।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। যিরূশালেমে না হইয়া শিখিমে রহাবয়ামের অভিষেক হইল কেন (পরিশিষ্টে টীকা দেখ)? অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর লোকেরা যে যারবিয়ামকে মিসর হইতে আনাইয়া আপনাদের জন্য কথা কহিতে রাজার কাছে পাঠাইয়াছিল, ইহাতে তাহাদের কি অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয়?

১৭। দশ গোষ্ঠী বিদ্রোহী হইয়া উচিত কার্য্য করিয়াছিল কি? দায়ূদ বংশ ছাড়িয়া আশাতে দশ গোষ্ঠীর কি ক্ষতি হইয়াছিল?

১৮। আপন অধিকারের আরম্ভেই রহবিয়াম কি ভুল করিয়াছিলেন (১ রাজা ১২; ৬, ৮ ও ১ শমূ ৩০; ৭, ৮, ২ শমূ ২; ১। ৫; ১৯ মিলাইয়া দেখ)? এ জীবনের বিপদকালে সুপরামর্শদাতা কে?

১৯। মিস্রীয় লোকেরা মন্দিরের ধনসম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল, আর যিহূদিরা মন্দিরের পাশে প্রতিমা পূজা হইতে দিত; ভাল, ইহাদের কাহারা মন্দিরের বেশী অপমান করিয়াছিল ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। ইফ্রয়িম ও যিহূদা বংশের মধ্যে বৈরভাব। ২। যিরূশালেমে না হইয়া শিখিমে রহবিয়ামের অভিষেক হইবার কারণ। ৩। শলোমনের রাজবাটীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই যুবকের স্বভাব চরিত্র। ৪। লেবীয় ও ধার্ম্মিক ইস্রায়েলীয়দিগকে উত্তরাঞ্চল হইতে (২ বংশা ১১ ; ১৩-১৬) দক্ষিণাঞ্চলে লইয়া যাইবার ফল। ৫। যিহোবার ধর্ম্মের বিষয়ে রহবিয়ামের ভাবগতিক কিরূপ ছিল ? ৬। ভাববাদীগণের আদর, যেমন শময়িয়ের ছিল।

---

২৪ পাঠ। দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা।

১৩-২৩ পাঠ। ইস্রায়েলের মধ্যে জাতীয়তার পুষ্টি ও রাজ্যমধ্যে গণ্ডগোল।

টীকা ৫১।—দ্বিতীয় ভাগস্থ প্রধান প্রধান বিষয়ের সার মর্ম্ম। দ্বিতীয় ভাগের একাদশটী পাঠে ইস্রায়েলীয়দিগের জাতীয় জীবনের দুই প্রধান অংশের বিবরণ আছে, তাহা এই,—বিচারকর্ত্তৃগণের আমল ও এক এক রাজার দ্বারা সমগ্র গোষ্ঠির শাসন।

১। বিচারকর্ত্তৃগণের আমল।—ইস্রায়েল সন্তানেরা মিসরে দাস্যবৃত্তি করিত, সুতরাং নিতান্ত হীনসাহস হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য তথা হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর যুদ্ধ ও দেশ জয় করণার্থ তাহাদের দীর্ঘকাল শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। তদ্রূপ—দেশটী দখল করিবার পর, নানা গোষ্ঠীর নানা উদ্দেশ্য থাকিলেও, দীর্ঘকাল শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। দুই বিষয়ে বিলক্ষণ জানা গেল যে, কর্ত্তৃত্বভার কাহারও হাতে না থাকিলে সুবিধা হয় না। (১) অন্য জাতীয় লোকেরা আসিয়া আক্রমণ ও অত্যাচার করিলে, এক গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য গোষ্ঠীর সাহায্য বিনা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, লোকেরা

যখন আর এই অত্যাচার সহিতে পারিল না, তখন ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরা—যেমন দবোরা, বারক, গিদিয়োন, যিপ্তহ—আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, ইহাঁদের দ্বারা চালিত হইয়া ইস্রায়েলীয়েরা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। (২) স্বাধীন হওয়াতে লোকেরা স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া উঠিল, তাহাতে গৃহযুদ্ধ হেতু বিস্তর রক্তপাত হইতে লাগিল। আবার এলির অক্ষমতা, এবং আর কাহারও কাহারও অন্যায় কার্য্য দেখিয়া বিচক্ষণ লোকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বরীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত মানুষিক কর্তৃত্ব না থাকিলে ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই কালের মধ্যে ফিলিষ্টীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইত, কখনও জয় ও কখনও পরাজয় হইত; ফলে দায়ূদের আমল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল।

২। অবিভক্ত রাজতন্ত্র।—রাজনীতি বিষয়ে ইস্রায়েলের মধ্যে একতা স্থাপনের বিষয়ে যে বাধা ছিল, শমূয়েলের আমলে সে বাধা দূর হইল। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে রাজতন্ত্র স্থাপন করিবার ভার দিয়া শৌলকে লোকদের কর্তা করিয়া নিযুক্ত করিতে বলেন। শমূয়েল বড় ক্ষমতাশালী ভাববাদী ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে শৌলের রাজত্ব কালের প্রথম ভাগে কাজ চলিয়াছিল ভাল, কিন্তু শেষটা শৌল নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়া অনেক অনিষ্ট করেন। পরে দায়ূদ রাজা হয়েন, তিনি স্বদেশহিতৈষী, বুদ্ধিমান ছিলেন। যিহোবার উপরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তাই বিস্তর দোষ থাকিলেও তৎকালে তিনি অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার আমলে অতি শীঘ্র রাজ্যটী বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শলোমনের আমলে রাজ্যটীর চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনি বড় বুদ্ধিমান ছিলেন; অতুল ধনরাশি ব্যয়ও করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাঁর নাম চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণই ইহাঁর রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা।

কিন্তু এই যাঁক জমকের, এই অতুল গৌরবের মধ্যে পতনের বীজ ছিল, তাহা আবার অঙ্কুরিতও হইতেছিল। ভোগবিলাস হইতে অনাচার হইতে লাগিল, বিদেশী রাজন্যাদিগকে আনাতে প্রতিমাপূজার পোষকতা হইতে লাগিল। শলোমনের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই ইফ্রয়িমের বৈরভাব বাড়িয়া উঠিল, তাহাতে রাজ্যটী দুই ভাগ হইয়া গেল। দায়ূদ ও শলোমন কত যত্নে রাজ্যটীর স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়াতে মারামারি, কাটাকাটি হইতে লাগিল। তাহাতে অপর জাতীয় লোকেরা সুযোগ পাইল। উত্তরে যারবিয়াম ও দক্ষিণাঞ্চলে রহবিয়াম, এই দুই জনকে লইয়া ইহার পর হইতে ইব্রীয় জাতির ইতিহাস।

বচন-রত্ন।—"দুষ্টতার অনুষ্ঠান রাজাদের ঘৃণাস্পদ।
যেহেতুক ধার্ম্মিকতায় সিংহাসন স্থির থাকে।"
হিতো ১৬; ১২।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...বিচা ৫ অধ্যায়।	দবোরার বিজয় সঙ্গীত।
মঙ্গলবার...বিচা ৮; ১-৯। ১২; ১-৬।	ইফ্রয়িমের প্রাধান্য।
বুধবার......বিচা ১৬; ২৩-৩১।	শিম্‌শোনের মৃত্যু।
বৃহস্পতি....১ শমূ ৬ অধ্যায়।	নিয়মসিন্ধুক ফিরাইয়া দেওন।
শুক্রবার....১ শমূ ১২ অধ্যায়।	শৌলের অভিষেক, শমূয়েলের উপদেশ।
শনিবার....১ বংশা ১৪ অঃ।	দায়ুদ রাজা।
রবিবার....২ বংশা ১ অধ্যায়।	শলোমনের রাজত্বের আরম্ভ।

বচন-রত্ন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরমালা।

(শাস্ত্রীয় পাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য, প্রশ্নের সংখ্যার
সহিত পাঠের মিল আছে।)

১৩। বিচারকর্ত্তাদের আমলে ইস্রায়েলীয় লোকদের সঙ্গে যিহোবার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা কিরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতে পারে?

ছাত্র।—

"অনেক বার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধারিলেন,
কিন্তু তাহারা পরামর্শ পূর্ব্বক বিদ্রোহী হইল,
ও আপনাদের অপরাধে ক্ষীণ হইয়া পড়িল।"
গীত ১০৬; ৪৩।

১৪। রূতের কি চমৎকার কথায় নয়মীর প্রতি অনুরাগ ও যিহোবার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল?

"তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে, তোমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া যাইতে আমাকে অনুরোধ করিও না; তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তথায় যাইব; এবং তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও তথায় থাকিব, তোমার লোকই আমার লোক, তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।"
(রূৎ ১; ১৬।)

১৫। কি মধুর অঙ্গীকার ও গম্ভীর চেতনা বাক্য এলি ও তাঁহার পুত্রগণের এবং আমাদের বিষয়েও উক্ত হইয়াছে?

"যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব, কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে।" (১ শমূ ২; ৩০।)

১৬। পলেষ্টীয়দিগের হাত হইতে ইস্রায়েলকে ঈশ্বর উদ্ধার করিলে, সেই ঘটনার স্মরণার্থ শমূয়েল কি করিয়াছিলেন?

"তখন শমূয়েল একখান প্রস্তর লইয়া মিস্‌পীর ও শেনের মধ্য স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং 'এই পর্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন,' এই বলিয়া তাহার নাম এবন-এষর (সাহায্যের প্রস্তর) রাখিলেন।" (১ শমূ ৭; ১২।)

১৭। কোন্ বিষয়টী উপেক্ষা করাতে শৌলের পতন হইয়াছিল?

"সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে?" (১ শমূ ১৫; ২২।)

১৮। শৌলের দুর্ভাগ্য ও দায়ূদের সৌভাগ্য হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

"দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে।" (গীত ৩৭; ৯।)

১৯। দায়ূদের আমলে কি একটী মধুর অঙ্গীকার ঈশ্বর করিয়াছিলেন?

"তোমার কুল ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।" (২ শমূ ৭; ১৬।)

২০। যে সকল পাপ ও দুর্ঘটনা তাঁহার রাজত্ব কালে ঘটিয়াছিল, সে সকল স্মরণ করিতে করিতেও দায়ূদ কি রূপে আপনার প্রতি ঈশ্বরের চমৎকার দয়া স্বীকার করিয়াছেন?

"তিনি আপন রাজাকে মহা পরিত্রাণ দেন,
আপন অভিষিক্তের প্রতি দয়া করেন,
যুগে যুগে দায়ূদের ও তাঁহার বংশের প্রতি দয়া করেন।"
(২ শমূ ২২; ৫১।)

২১। রাজ্য মধ্যে শলোমনের বল বিক্রম এবং সমৃদ্ধির কারণ কি ছিল?

"দায়ূদের পুত্র শলোমন আপন রাজ্যে আপনাকে বলবান করিলেন, এবং তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহাকে অতিশয় মহান্ করিলেন।" (২ বংশা ১; ১।)

২২। বাহুল্য জাগতিক সুখভোগ বিষয়ে শলোমনের দ্বারা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

"উদ্বেগের সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা বরং সদাপ্রভুর ভয়ের সহিত অল্পও ভাল।" (হিতো ১৫; ১৬।)

২৩। রহবিয়ামের রাজত্ব কালের আরম্ভেই সুসংর্গের উপকারিতার কি দৃষ্টান্ত আছে?

"জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে,
কিন্তু যে হীনবুদ্ধিদের বন্ধু, সে ভগ্ন হইবে।" (হিতো ১৩; ২০।)

২৪। কিসের দ্বারা সিংহাসন স্থায়ী হয়?

"দুষ্টতার অনুষ্ঠান রাজাদের ঘৃণাস্পদ;
যেহেতুক ধাৰ্ম্মিকতায় সিংহাসন স্থির থাকে।" (হিতো ১৬; ১২।)

১৩-১৫ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলীর ১ম ও ২য় ভাগের শিরোনাম কি কি?

২। ১৩, ১৪, ও ১৫ পাঠের শিরোনাম কি কি?

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির পাশে পাশে এই সকল পাঠের প্রধান প্রধান বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া যাও।

বিচা ২; ৬—৩; ৬। সেই সময়ের মোটামুটি বিবরণ।

বিচা ৪ অধ্যায়। দবোরা ও বারক কর্ত্তৃক উদ্ধার।

বিচা ৭ অধ্যায়।

বিচা ১১; ২৯-৪০।

বিচা ১৫ অঃ, ১৬; ২৩-৩১।

রূৎ ১ অধ্যায়।

রূৎ ২-৪ অধ্যায়।

১ শমূ ২; ১২-৩৬।

১ শমূ ৩; ১-৪। ১।

১ শমূ ৪; ১-১৮।

৪। এই সকল পাঠ হইতে বিচারকর্ত্তাদিগের আমলের সাধারণ অবস্থা কি জানা যায় ?

৫। পাপের প্রতিফলই যে পাপের দণ্ড, পাপের দণ্ড দেওয়ার যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আছে, এবং পাপহেতু সত্য অনুতাপই যে পাপের ক্ষমা লাভ, এই সকল পাঠ হইতে তাহা কিরূপে জানা যায় ?

১৬ ও ১৭ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

৬। ১৬ ও ১৭ পাঠের শিরোনাম কি কি ?

৭। এই দুই পাঠে যে প্রধান প্রধান বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পদগুলির পাশে পাশে লিখিয়া যাও।

১ শমূ ৮ অধ্যায়।

১ শমূ ৯ ; ১-১৪।

১ শমূ ৯ ; ১৫—১০ ; ১৬।

১ শমূ ১১ অধ্যায়।

১ শমূ ১৩ ; ১—১৪ ; ৪৬।

১ শমূ ১৫ অঃ।

৮। সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষক, তাঁহারা যদি মন দিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তবে কি হয় ? আর না করিলেই বা কি হয় ?

৯। বিচারকর্ত্তাদিগের আমলে লোকেরা জাতীয় কি উচ্চ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল? সকল সময়েই কে ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন?

১৮-২০ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

১০। ১৮, ১৯ ও ২০ পাঠের শিরোনাম কি কি?

১১। এই কয়টী পাঠে যে প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পদগুলির পাশে পাশে লিখিয়া যাও।

১ শমূ ১৭; ১—১১, ৫২-৫৪।

১ শমূ ১৮; ৬—১৯; ১।

১ শমূ ২৬ অধ্যায়।

২ শমূ ১ অধ্যায়।

২ শমূ ২ অধ্যায়।

২ শমূ ৫ অধ্যায়।

২ শমূ ৬ অধ্যায়।

২ শমূ ৭ অধ্যায়।

২ শমূ ৮ অধ্যায়।

২ শমূ ১৫; ১—১৯; ১৫।

১ রাজা ১; ৫-৩১।

১ রাজা ১; ৩২—২; ১১।

১২। দায়ূদের কি কি বিশেষ গুণ ছিল? দোষই বা কি কি ছিল?

১৩। শৌলের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হয়েন, তখন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? দায়ূদের যখন মৃত্যু হয়, তখনই বা রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল? যিরূশালেমের বিষয়ে তিনি কি কি করিয়াছিলেন?

২১ হইতে ২৩ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

১৪। ২১, ২২ ও ২৩ পাঠের শিরোনাম কি কি?

১৫। নিম্নলিখিত পদগুলির পাশে পাশে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা লিখিয়া যাও।

১ রাজা ৩ অধ্যায়।

১ রাজা ৪ অধ্যায়।

১ রাজা ৮; ১-২১।

১ রাজা ৮; ৫৪-৬৬।

১ রাজা ৫; ১-১২। ৯; ১০-১৪।

১ রাজা ৯; ১৬। ১০; ১-১৩, ২৮, ২৯।

১ রাজা ১১; ২৬-৪৩।

১ রাজা ১২; ১-২৪।

১ রাজা ১৪; ২১-৩১।

১৬। শলোমনের রাজত্ব কালের কি কি বিশেষ ভাব ছিল? প্রথমটা তিনি কিরূপ লোক ছিলেন? কাহাদের সংসর্গপ্রভাবে তিনি মন্দ কার্য্য করেন?

১৭। শলোমনের শাসন দ্বারা সাধারণ লোকদের কি হইয়াছিল? বিদেশী রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করাতে শলোমনের ধর্ম্মভাবের কিরূপ দোষ জন্মিয়াছিল? কিসেতে করিয়া রাজ্যটী ভাগ হইয়া গেল?

সাধারণ প্রশ্ন।

১৮। এই ত্রৈমাসিক পাঠে কোন্ তিন জন খুব বড় লোকের নাম করা হইয়াছে? কিরূপে তাঁহারা আপন আপন নামের মাহাত্ম্য রাখিয়া গিয়াছেন? এই তিন জনের মধ্যে কে মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবের বেশী উত্তেজক? কেমন করিয়া উত্তেজক?

১৯। এই কালের মধ্যে এমন কি কি চরিত্রের লোকের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, যাহাদের দৃষ্টান্ত ধরিয়া চলা ভাল? আবার তাঁহাদের বিবরণ হইতে সাবধান হইবার কথাও আছে কি না?

২০। এই সময়ে সে কালের কোন্ কোন্ অঙ্গীকার সফল হইয়াছিল? আর কি কি নূতন অঙ্গীকারই বা করা হইয়াছিল?

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস

বিষয়ে পাঠাবলী।

চারি ভাগে বিভক্ত।

তৃতীয় ভাগ।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের উৎপত্তি হইতে পতন

পর্য্যন্ত। জাতীয় পতনের কাল।

টীকা ৬১।—অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৯৩১ সালে রাজ্যটী ভাগ হইয়া যায়। ইহার পরে, ২০০ শত বৎসর কাল, বা খ্রীঃ পূঃ ৭২২ সালে, শমরিয়া আক্রান্ত হওন ও উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটীর বিনাশ পর্য্যন্ত, উভয় রাজ্যের ইতিহাস একই রূপ। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যটী ইহার পরেও ১৩৬ বৎসর, বা খ্রীঃ পূঃ ৫৮৬ সাল পর্য্যন্ত ছিল। প্রথমে উত্তরাঞ্চলীয় পরে দক্ষিণাঞ্চলীয়, রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিব, দুইটীর বিবরণ একসঙ্গে লিখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে।

(পরিশিষ্টে মন্তব্য ২০ দেখ।)

---

২৫ পাঠ। যারবিয়াম হইতে আহাব পর্য্যন্ত

উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ইতিহাস। ইস্রায়েল সমাজে ব্যালের উপাসনা। ১ রাজা ১২; ২৫—১৪; ২০। ১৫; ২৫—১৬; ৩৪।

টীকা ৬২।—রাজ্যটী দুই ভাগ হইয়া গেলে যারবিয়ামের অধীনে যে দশ গোষ্ঠী ছিল, তাহারা ইস্রায়েল নামই রাখিল। কিন্তু ইফ্রয়িম বংশীয় লোকদিগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়াতে ভাববাদীগণের গ্রন্থে সকলেই ইফ্রয়িম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমে শিখিমে, পরে তির্সাতে রাজধানী হইয়াছিল

কিন্তু অম্রি রাজা হইলে পর শমরিয়া নামে নূতন রাজধানী স্থাপিত করেন, এই নগরের চারি দিকে গড়বন্দী ছিল।

কিছু কাল রাজত্ব করিবার পর যারবিয়াম বুঝিতে পারিলেন যে, যিরূশালেমের মন্দিরে গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা যদি লোকেরা করিতে থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার রাজ্য বেশী দিন টিকিবে না, এবং নিজেও নির্ভাবনায় থাকিতে পারিবেন না। অতএব তিনি নিজ রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তর সীমানায় কয়েকটী সোণার গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করতঃ লোকদিগকে সেই সকলের আরাধনা করিতে আদেশ দিলেন। হারোণের নির্ম্মিত গোবৎসের ন্যায় এই গোবৎসের উপাসনাও প্রকারান্তরে যিহোবার উপাসনা বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও এই গোবৎসের উপাসনা করিতে করিতে লোকেরা প্রকাশ্যরূপে বালদেবের উপাসনা করিতে লাগিল।

তাহাতে যারবিয়ামকে যে ঈশ্বর আর ইস্রায়েলের রাজপদে রাখিতে চাহেন না, তাহা শীঘ্রই বলিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে তিনি ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন, তাহাতে অন্যায় অত্যাচার, রাজপরিবারস্থ লোকদের হত্যা, নানা বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ হইল। কোন কোন যুদ্ধে রাজার জয়লাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরাজয়ই বেশী হইয়াছিল।

লেবী বংশীয় ও অন্যান্য অনেক ইস্রায়েলীয় লোক যিহূদা রাজ্যে চলিয়া যাওয়াতে যারবিয়াম হইতে আহাবের রাজত্ব কালের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে লোকদের বড় দুরবস্থা হইল; লেবী বংশীয় ও অন্যান্য অনেক ইস্রায়েলীয় যিহোবার আরাধনা ত্যাগ করিয়া যারবিয়ামকৃত গোবৎসের পূজা করিতে চাহে নাই।

বচন-রত্ন।—“দুষ্টগণ...বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।”(গী ১; ৪।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ১ রাজা ১৩; ১-১০।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...১ রাজা ১২; ২৫-৩৩। যারবিয়ামের বিপথগমন।
মঙ্গলবার...১ রাজা ১৩; ১-১০। যারবিয়াম ও যিহূদার ভাববাদী।
বুধবার.....১ রাজা ১৩; ১১-৩২। বৈথেলের প্রাচীন ভাববাদী।
বৃহস্পতি...১ রাজা ১৪; ১-২০। যারবিয়ামের সহিত অহিয়র কথা।
শুক্রবার...১ রাজা ১৫; ২৫-৩২। যারবিয়ামের বংশলোপ।

শনিবার …১ রাজা ১৫ ; ৩৩—১৬ ; ১৪। } বাশার বংশলোপ।

রবিবার …১ রাজা ১৬ ; ১৫-৩৪। ইস্রায়েলে আরও বিপ্লব।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। এই পাঠাবলীর প্রথম ভাগের শিরোনাম কি? ২। এক্ষণে যে পাঠ আলোচনা করিতে আরম্ভ করা গেল; ইহারই বা শিরোনাম কি? ৩। কি কি কারণে শলোমনের রাজ্য প্রবল, আর কি কি কারণে দুর্ব্বল হইয়াছিল? ৪। যারবিয়াম কে? ৫। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল কেন? ৬। একই ভাবে দুটী রাজ্য কত কাল চলিয়াছিয়াছিল (টীকা ৫৯)? ৭। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যটী তার পরে আর কত কাল চলিয়াছিল? ৮। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যকে কি বলিত (টীকা ৬২)? ৯। কোথায় কোথায় এই রাজ্যের রাজধানী ছিল? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

(ভূমিকায় এই সকল পাঠের বিষয়ে মন্তব্য দেখ।)

সোমবার।

১। যারবিয়ামের বিপথগমন।

১ রাজা ১২ ; ২৫-৩৩।

১। রাজ্যটী ভাগ হইয়া গেলেও উভয় রাজ্যস্থ লোকদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে একতা ছিল, যারবিয়াম কি অভিপ্রায়ে সেই একতা নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন? (১ রাজা ১২ ; ২৬, ২৭।)

২। কি উপায়ে তিনি এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন?

১ রাজা ১২ ; ২৮, ২৯।

১ রাজা ১২ ; ৩১। ১৩ ; ৩৩।

১ রাজা ১২ ; ৩২, ৩৩।

৩। প্রতিমা স্থাপন করাতে লোকেরা কি করিল? (১ রাজা ১২ ; ৩০।)

মঙ্গলবার।

২। যারবিয়ামের সঙ্গে অহিয়র কথা।

১ রাজা ১৪ ; ১-২০।

৪। যারবিয়ামের দণ্ডের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছিল বল, আর তিনি যিহোবার ইচ্ছা জানিবার জন্য কাহাকে কাহার্ কাছে পাঠাইয়াছিলেন? (১ রাজা ১৪ ; ১-৪।)

৫। অহিয় ভাববাদীকে যিহোবা যারবিয়ামের কাছে কি কথা বলিতে কহিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বল। (১ রাজা ১৪ ; ৭-১১।)

৬। এই কথা যে সত্য, তাহার কি নিদর্শন অবিলম্বেই পাওয়া গিয়াছিল? (১ রাজা ১৪ ; ১২, ১৩, ১৭, ১৮।)

৭। যারবিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিপথে যাওয়াতে ইস্রায়েলকে কি দণ্ড দিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছিল? (১ রাজা ১৪ ; ১৫, ১৬।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। ইস্রায়েলে নানা বিপ্লব।

১ রাজা ১৫ ; ২৫—১৬ ; ৩১।

৮। নাদব্ ও যারবিয়ামের বংশের কি হইয়াছিল বল। (১ রাজা ১৫ ; ২৫-৩০।)

৯। বাশার রাজত্বকাল কিরূপ ছিল? (১ রাজা ১৫; ৩৪।)

১০। তাঁহার এবং তাঁহার বংশীয়দিগের উপর কিরূপ দণ্ড ঘোষণা হইয়াছিল? (১ রাজা ১৬; ১-৪।)

১১। কাহার্ দ্বারা ও কি রূপে সেই দণ্ড কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল? (১ রাজা ১৬; ৮-১৩।)

১২। সিম্রি কিরূপে সিংহাসন হারাইয়াছিল? (১ রাজা ১৬; ১৯-১৯।)

১৩। অম্রি যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, সেটীর নাম কি? (১ রাজা ১৬; ২৪ ও টীকা ৬২ দেখ।)

১৪। তাঁহার রাজত্ব কাল কিরূপ ছিল? (১ রাজা ১৬; ২৫, ২৬।)

১৫। কি কি বিষয়ে আহাব পূর্ব্ব রাজাদের অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর্ম্ম করেন? (১ রাজা ১৬; ২৯-৩৩।)

১৬। ইস্রায়েলের প্রথম আট রাজার নাম বল।

(১) ১ রাজা ১২; ২০।

(২) ১ রাজা ১৫; ২৫।

(৩) ১ রাজা ১৫; ৩৩।

(৪) ১ রাজা ১৬; ৬।

(৫) ১ রাজা ১৬; ১৫।

(৬) ১ রাজা ১৬ ; ২১।

(৭) ১ রাজা ১৬ ; ২৩।

(৮) ১ রাজা ১৬ ; ২৯।

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। কি বিষয়ে সাত জন রাজা একই প্রকার ছিলেন? তাঁহাদের রাজত্ব কালে রাজ্যের অবস্থা সাধারণতঃ কিরূপ ছিল?

১৮। যারবিয়ামের প্রধান দোষ কি (১ রাজা ১২ ; ২৮। ১৫ ; ২৬, ৩৪। ১৬ ; ১৯ ইত্যাদি)? কোন দৃশ্য নিদর্শন, বা প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলে স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করা হয় কেন?

১৯। যে স্থলে রাজনীতি মানিলে ধর্ম্মনীতির ব্যাঘাত হয়, ও ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলিলে রাজনীতির ব্যাঘাত হয়, সে স্থলে কোন্ নীতি মানিয়া চলা উচিত (প্রে ৫ ; ২৯)? ধর্ম্ম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হাত দেওয়া উচিত নহে কেন?

২০। কি কারণে রাজনীতিক বিষয়, বা কথা ধর্ম্মনীতি অনুসারে নিষ্পত্তি করা উচিত?

২১। ঈশ্বরের কোন্ প্রতিজ্ঞাটী যারবিয়াম অহঙ্কারসহ অবহেলা করিয়াছিল (১ রাজা ১১ ; ৩৮)? এই অপবিত্র উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ফল কি হইয়াছিল? ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রকার অন্যথা করাই অমঙ্গলের মূল কেন?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যারবিয়ামের পাপ ; তাহাতে করিয়া ইস্রায়েল জাতির শেষ কি হইয়াছিল? ২। যারবিয়ামের বেদির বিষয়ে ভাববাণী (১ রাজা

১৩ ; ১, ২) ও তিন শত বৎসর পরে তাহার সিদ্ধি (২ রাজা ২৩ ; ১৫, ১৬)। ৩। বৈথেলের প্রাচীন ভাববাদী কিরূপ লোক ছিলেন, ও তাঁহার অভিপ্রায় কি ছিল (১ রাজা ১৩ ; ১১-৩২) ? ৪। উত্তরাঞ্চলের-রাজধানী শমরিয়া নগরে হওয়াতে কি স্থবিধা হইয়াছিল ? ৫। লেবীয়-দিগের চলিয়া যাওয়া ; তাহাতে করিয়া যিহূদার উপকার ও ইস্রায়েলের ক্ষতি। ৬। বিপ্লব দ্বারা যে রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহার অস্থায়ী ভাব।

---

২৬ পাঠ। এলিয় ভাববাদী। যিহোবার বিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ। ১ রাজা ১৭ ১৯-২১ অঃ। ২ রাজা ১ ; ১—২ ; ১৮।

টীকা ৬৩।—প্রতিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া যিহোবার আরাধনা করিতে গিয়া যারবিয়াম ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা যিহোবার আরাধনা মাটী করিয়া ফেলেন। কিন্তু পূর্ব্ব পাঠে দেখাইয়াছি যে আহাব সিংহাসনে বসিয়া সীদোনীয়দের ইৎবাল রাজার কন্যা ঈষেবলকে বিবাহ করেন, তাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম লোকেরা অনেকটা ছাড়িয়া দেয়। ঈষেবল রাজাকে ভুলাইয়া স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম ব্যাল বা মলক দেবের পূজা প্রচলিত করান, এমন ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই। যিহোবার বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাঁহার ভাববাদীগণকে হত করান ; অনেকে পলাইয়া গিয়া লুকাইয়া থাকেন।

যিহোবার আরাধনা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কিছু কাল অবাধে চলিল, অবশেষে এলিয় ভাববাদী দেখা দিলেন। ইব্রীয়দিগের ইতিহাসে ইহাঁর তুল্য অদ্ভুত লোক অল্পই পাওয়া যায়। ইনি অকস্মাৎ আহাব রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া, যিহোবা দেশের উপর যে দণ্ড বর্ত্তাইবেন, তাহা ঘোষণা করিলেন। সাড়ে তিন বৎসর অনাবৃষ্টির পর কর্ম্মিল পর্ব্বতে সেই চমৎকার ঘটনায় ব্যালের যাজকেরা অপদস্থ ও এলিয়ের জয়লাভ হইল। কিন্তু এলিয়-কর্ত্তৃক যিহোবার ক্ষমতা ও ব্যালের অক্ষমতা প্রকাশ, এবং ব্যালের যাজকগণের বিনাশ দ্বারা কিছু কাল লোকদের ভয় হইয়াছিল মাত্র। ঈশ্বরের দয়া ও সাবধানসূচক বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া রাজা প্রজা উভয়েই দুষ্কর্ম্মে রত রহিল।

বচন-রত্ন।—“পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমরা কত কাল দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে ?

সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার অনুগামী হও।” (১ রাজা ১৮ ; ২১।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—১ রাজা ১৮ ; ২১-৩৯।

নিত্যকার পাঠ্য।

সোমবার…১ রাজা ১৭ অধ্যায়। এলিয়, ও আকাল।
মঙ্গলবার…১ রাজা ১৮ ; ১-২০। আহাবের সহিত এলিয়ের কথা।
বুধবার …১ রাজা ১৮ ; ২১-৪৬। এলিয় ও ব্যালের ভাববাদীগণ।
বৃহস্পতি …১ রাজা ১৯ অধ্যায়। এলিয়ের হোরেবে পলায়ন।
শুক্রবার…১ রাজা ২১ অধ্যায়। আহাব ও নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র।
শনিবার…২ রাজা ১ অধ্যায়। এলিয় ও অহসিয়ের পীড়া।
রবিবার…২ রাজা ২ ; ১-১৮। এলিয়ের স্বর্গারোহণ।

সাপ্তাহিক পাঠের আভাস।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। শলোমনের রাজ্য ভাগ হইয়া গেলেও কি বন্ধনে সকলে আবদ্ধ ছিল ? ২। এই বন্ধন কাটিয়া ফেলিবার জন্য যারবিয়াম কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ? ৩। তাহা করাতে যারবিয়াম ও তাঁহার বংশকে ঈশ্বর কি দণ্ড দেন ? ৪। যারবিয়াম পাপ করাতে প্রজাদিগের কি হইয়াছিল ? ৫। তাহাতে করিয়া আহাবের আমলে আরও ভারী কি পাপ কর্ম্ম হইয়াছিল ? ৬। যারবিয়াম ও আহাবের সময় মধ্যে কয় জন রাজা ইস্রায়েলে রাজত্ব করেন ? তাঁহারা কাহারা ? ৭। তাঁহাদের রাজত্ব কাল মোটের মাথায় কিরূপ ছিল ? ৮। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। আহাবের সহিত এলিয়ের কথা।

১ রাজা ১৮; ১২০।

টীকা ৬৪।— আহাবের নিকট প্রথম বার উপস্থিত হইয়া এলিয় (১ রাজা ১৭; ১) বলিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল দেশে অনাবৃষ্টি হইবে। ইহাতে যে কেবল জাতীয় পাপের দণ্ড দেওয়া হইল, তাহা নহে; ব্যাল দেবতা, হিন্দুদের লক্ষ্মীর ন্যায়, ভূমিতে শস্য জন্মাইতেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, অনাবৃষ্টি হইবে বলাতে তাহারও শক্তির পরীক্ষা হইল। এই অনাবৃষ্টি কালে তিনি প্রথমে করীৎ (১ রাজা ১৭; ১) নামক স্রোতের কাছে, পরে সারিফতে (১ রাজা ১৭; ৮-২৪) লুকাইয়া ছিলেন। সাড়ে তিন বৎসর পরে (লূক ৪; ২৫) যখন অনাবৃষ্টি ও তাহার দরুণ আকাল নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ঈশ্বর এলিয়কে আবার আহাবের কাছে যাইতে বলিলেন।

১। দ্বিতীয় বার এলিয় আহাবের নিকট উপস্থিত হইলে কি কি হইয়াছিল, সংক্ষেপে বল। (১ রাজা ১৮; ১-১৬।)

২। এলিয় আহাব্‌কে কি করিতে বলেন? (১ রাজা ১৮; ১৭-২০।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। এলিয় ও ব্যালের ভাববাদীগণ।

১ রাজা ১৮; ২১-৪৬।

৩। ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিহোবা ও ব্যালের ক্ষমতা কিরূপে পরীক্ষা করণের প্রস্তাব এলিয় করেন? (১ রাজা ১৮; ২১; ২৪।)

৪। ব্যালের ভাববাদীগণ এই কথা শুনিয়া কি করিয়াছিল, এবং

এলিয় কিরূপে তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, বল। (১ রাজা ১৮ ; ২৫-২৯।)

৫। পাছে লোকে মনে করে যে যিহোবার উত্তর কোন প্রকার চালাকির ফল, এই জন্য এলিয় কি কি করিয়াছিলেন ?

১ রাজা ১৮ ; ৩০।

১ রাজা ১৮ ; ৩১ ৩৩।

১ রাজা ১৮ ; ৩৩-৩৫।

৬। সমস্ত আয়োজন হইলে এলিয় কি করেন ? (১ রাজা ১৮ ; ৩৬-৩৭।)

৭। কিরূপে যিহোবা আপন দাসকে উত্তর দেন, আর তাহাতে লোকদের কি হইয়াছিল ? (রাজা ১৮ ; ৩৮-৪০।)

৮। বাল্‌কে লোকে প্রকৃতির দেবতা বলিয়া মানিত, এ বিষয়েও যে যিহোবাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহার কি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল ? (১ রাজা ১৮ ; ৪১ ; ৪৫।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। হোরেব পর্ব্বতে এলিয়ের পলায়ন।

১ রাজা ১৯ অধ্যায়।

৯। এলিয় বালের ভাববাদীগণকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া ঈষেবল কি ভয় দেখাইয়াছিল ? (১ রাজা ১৯ ; ১, ২।)

১০। এই কথা শুনিয়া, এমন যে সাহসী এলিয়, তিনি কি করিলেন ? (১ রাজা ১৯ ; ৩, ৪।)

১১। প্রান্তরে তিনি কিরূপে শক্তি পাইয়া কোন্ স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন? (১ রাজা ১৯; ৫-৮।)

১২। হোরেব পর্ব্বতে তাঁহাকে ঈশ্বর কি জানাইয়াছিলেন? (১ রাজা ১৯; ৯-১৪।)

১৩। তিনি তথায় কি আজ্ঞা পাইয়াছিলেন? (১ রাজা ১৯; ১৫-১৭।)

১৪। কিসের দ্বারা ঈশ্বর এলিয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইস্রায়েলের অবস্থা এলিয় যত দূর মন্দ মনে করিয়াছিলেন, ফলে তত মন্দ ছিল না। (১ রাজা ১৯; ১৮।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৫। যিহোবার ক্ষমতা এবং ব্যালের অক্ষমতা প্রমাণ করিবার জন্য এলিয় প্রথমে যে কথা বলেন, তাহাতে কি ফল দর্শে (টীকা ৬৪)? কর্ম্মিল পর্ব্বতে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ব্যালের অক্ষমতা কি রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল?

১৬। যিহোবার ও ব্যালের ক্ষমতা প্রকাশ্য রূপে পরীক্ষা করণার্থ এলিয় যে প্রস্তাব করেন, তাহা করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন (১ রাজা ১৮; ৩৬)? সেই দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? (১ রাজা ১৮; ৩৬—৩৮, ৪১-৪৫ ও যাকো ৫; ১৭)?

১৭। লোকদিগের মীমাংসার জন্য এলিয় কি গুরুতর প্রশ্ন করেন (বচনরত্ন)? তদ্রূপ কি প্রশ্ন লোকদিগের সাক্ষাতে এখন উপস্থিত আছে?

১৮। ঈশ্বরীয় ক্ষমতা প্রত্যক্ষ হইলে কিছু কাল লোকদিগের কি

ভাব হয়? কত দিন সে ভাব থাকে? রাজার কি ভাব হয়? কিরূপে সম্পূর্ণ বদল হইতে পারে?

১৯। এলিয় কি নিরাশ হইয়া বর্ত্তমান মন্দ অবস্থা বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন (১ রাজা ১৯; ১০ ও ১ রাজা ১৮; ১৩। ১৯; ১৮ মিলাইয়া দেখ)? ধর্ম্ম বিষয়ক নিরাশ ভাবের সচরাচর কি ফল হইয়া থাকে,? ইহার উত্তম প্রতিকার কি সে হয়?

২০। হোরেব পর্ব্বতের গুহায় যখন ছিলেন, তখন এলিয়কে কি গুরুতর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? বর্ত্তমান সময়ে যে "কু" ও "সু," এই উভয়ের ঘোর বিরোধ চলিতেছে, সে বিষয়ে ইহা হইতে কি উৎসাহ পাওয়া যায়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। ব্যাল নামক প্রতিমা ও তাহার পূজা। ২। আহাব কি প্রকার লোক ছিল? ৩। নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে আহাবের উপরে ঈষেবলের আধিপত্য কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে? ৪। ওবদিয় কি প্রকার লোক ছিলেন? ৫। এলিয়ের চেহারা কিরূপ এবং তিনি কি প্রকার লোকই বা ছিলেন? ৬। কর্ম্মিল পর্ব্বত, এবং এলিয় যেখানে হোম করিয়াছিলেন, সেই স্থান। ৭। ইস্রায়েলের সমাজে এলিয় কিরূপ কার্য্য করেন, এবং কত দূর সফল হয়েন? ৮। আহাবের প্রেরিত দূতের সহিত এলিয়ের ব্যবহার। ৯। এলিয়ের স্বর্গে নীত হওন। ১০। পুরাতন নিয়মে যাহা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলের সহিত মোশি ও এলিয়ের সম্বন্ধ এবং খ্রীষ্টের রূপান্তর গ্রহণ কালে তাঁহাদের আবির্ভাব।

---

২৭ পাঠ। ইলীশায়ের বিবরণ। যেহূর বিদ্রোহ।

শমরিয়ায় ব্যালের পূজা রহিত।

২ রাজা ২; ১৯-২৫। ৩; ৪-২৭। ৪, ৫, ৯, ১০ অঃ।

টীকা ৬৫।—ইলীশায়ের মেজাজ ও কার্য্য এলিয়ের বিপরীত ছিল। যিহোবার বিষয়ে এলিয়ের অত্যন্ত উদ্যোগ ছিল, তাই লোকে তাঁহাকে দুই চক্ষে

দেখিতে পারিত না, অথচ ভয় করিত। অগ্নিদেব ব্যালের বিরুদ্ধে তিনি যিহোবার "আগ্নেয় ভাববাদী" ছিলেন। যে সময়ে ও যে যে স্থানে লোকে মনেও করে নাই যে তিনি আসিবেন, এমন সময়ে ও স্থানে তিনি দেখা দিয়া ঈশ্বরীয় দণ্ড ঘোষণা করিতেন। তিনি কোন দরিদ্রের বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, তাহাও ইস্রায়েল দেশের সীমার বাহিরে। কিন্তু ইলীশায়ের অধিকাংশ আশ্চর্য্য কার্য্যই লোকের উপকারজনক ছিল। তিনি ৫০ বৎসরের অধিক কাল পরিচর্য্যা কার্য্য করিতে করিতে পরে পরে যিরিহো, শমরিয়া, ও দোথনে বাস করেন। লোকের সঙ্গে বিলক্ষণ মিশিতেন, তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেন। তিনি রাজাদের বিশ্বাসী মন্ত্রী হয়েন, এবং যুদ্ধের সময়ে ইস্রায়েল জাতির প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। ইলীশায় দম্মেশকেও বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, এবং হসায়েল্‌কে জানাইয়াছিলেন যে তিনি অরামের রাজা হইবেন (২ রাজা ৮; ৭-১৩)। তাঁহার কোন কোন পরামর্শ ও কার্য্য সামান্য বটে, কিন্তু কতকগুলি অতি মহৎ।

ঈষেবলের গর্ব্ভস্থ আহাবের পুত্র যোরামের রাজত্ব কাল শেষ হইলে পর ইলীশায় তৎকালের রাজনীতি বিষয়ে হাত দেন। ইলীশায় এক শিষ্য ভাববাদীকে দিয়া যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করত এলিয় পূর্ব্বাহ্লে যে সকল ঘটিবে করিয়া বলিয়াছিলেন, আহাবের বংশে তাহা ঘটাইতে যেহূকে বলিয়া দেন। যিষ্রিয়েলে ও শমরিয়ায় আহাবের বংশীয় ও পক্ষীয় যত লোক ছিল, যেহূ তাহাদিগকে অল্প দিনের মধ্যেই মারিয়া ফেলিলেন। এদিকে তিনি যিহুদার প্রায় সমস্ত রাজপরিবার নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আহাবের বংশীয়দিগের সহিত আদান প্রদান হওয়াতে এই রাজপরিবার নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ব্যালের যাজক ও ভাববাদীদিগকে ভুলাইয়া শমরিয়াতে ব্যালের মন্দিরে আনিয়া সকলকে বধ করেন। পরে ব্যালের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া মাটীতে পুতিয়া রাখেন, এবং প্রকাণ্ড মন্দিরটীও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। এই প্রকারে যেহূ "সদাপ্রভুর নিমিত্তে" আপন "উদ্যোগ" প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বচন-রত্ন।—"যাহারা ইতর দেবতাকে উপহার দেয়, তাহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবে।" (গীত ১৬; ৪।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ২ রাজা ৫; ১-১৯।

টীকা ৬৬।—এই পাঠের ইতিহাসঘটিত মূল বিষয়। আহাবের বংশসম্বন্ধে যে সকল ভাববাণী ছিল, যেহূর দ্বারা তাহার নির্ব্বংশ হওয়াতে সেই

সকল ভাববাণীর সিদ্ধি, ও শমরিয়াতে ব্যালের উপাসনা উঠিয়া যাওয়া, এই বিষয়টীর এই অংশের বিষয়েই প্রশ্ন করা গেল।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার···২ রাজা ২ ; ১৯-২৫। ৪ ; ১-৭, ৩৮-৪৪। ৬ ; ১-৭।	ইলীশায়ের কার্য্য বিষয়ে ছোট ছোট বিচরণ।
মঙ্গলবার···২ রাজা ৩ ; ৪-২৭।	ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মোয়াবের বিদ্রোহ।
বুধবার ···২ রাজা ৪ ; ৮ ; ৩৭।	শূনেমীয়া নারী ও তাহার পুত্র।
বৃহস্পতি···২ রাজা ৫ অধ্যায়।	নামানের আরোগ্য লাভ।
শুক্রবার···২ রাজা ৯ ; ১-২৮।	যেহূর অভিষেক, যোরাম ও অহসেয়ের নিধন।
শনিবার···২ রাজা ৯ ; ৩০—১০ ; ১৪।	যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজবাটী ভগ্ন।
রবিবার···২ রাজা ১০ ; ১৫-৩৬।	

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি ছিল ? ২। পূর্ব্বেকার রাজাদের অপেক্ষা আহাব কিসে প্রভু পরমেশ্বরের গোচরে বেশী পাপ করিয়াছিলেন। ৩। এলিয় গিয়া আহাবকে প্রথমে কি কথা বলেন ? ৪। ইহার কত পূর্ব্বে এলিয় আর এক বার রাজার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন ? ৫। ইস্রায়েলে যিহোবার আরাধনা পুনরায় চালাইবার জন্য এলিয় শেষ চূড়ান্ত চেষ্টা কি করিয়াছিলেন ? ৬। তাহার ফল দেখিয়া রাজার কি ভাব হইয়াছিল ? ৭। কিরূপে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের জয় বলেতে হয় না। ৮। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, বচন-রত্ন, ও আলোচ্য বিষয় কি ? ৯। ইলীশায় ভাববাদীর চরিত্রের বিশেষ ভাব কি ছিল, বল (টীকা ৬৫)।

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। যেহূর অভিষেক ও যোরাম এবং অহসিয়ের নিধন। ২ রাজা ৯; ১-২৮।

টীকা ৬৭।—যোরামকে যিহোরামও বলা যাইত, ইনি আহাবের পুত্র, ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন, আর আহাবের পৌত্র অহসিয়ও যিহূদার রাজা ছিলেন।

১। কোন ভাববাদীর পুত্রকে ইলীশায় কি করিতে বলিয়াছিলেন? (২ রাজা ৯; ১-৩।)

২। কি অভিপ্রায়ে যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষেক করা হইয়াছিল? (২ রাজা ৯; ৪-১০।)

৩। সেনাদলের কর্ম্মচারিদের কাছে যেহূ ফিরিয়া আইলে কি কথা হইয়াছিল?

৪। যেহূর কাছে সমস্ত শুনিলে পর কর্ম্মচারিরা কি করিল, আর যেহূ নিজেই বা কি করিলেন? (২ রাজা ৯; ১৩-১৬।)

৫। যেহূ যিষ্রিয়েলে রাজবাটীর নিকট গেলে রাজা যে দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি কি করেন? (২ রাজা ৯; ১৭-২০।)

৬। ইস্রায়েলের রাজা যোরাম ও যিহূদার রাজা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অহসিয় রথে চড়িয়া যেহূর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কি ঘটিয়াছিল? (২ রাজা ৯; ২১-২৮।)

বুধবার।

২। ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজবাটী ভগ্ন।

২ রাজা ৯; ৩০—১০; ১৪।

৭। ঈষেবলের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল? তাহাতে করিয়া কি ভাববাণী সফল হইয়াছিল? (২ রাজা ৯; ৩০-৩৭।)

৮। আহাবের আত্মীয় স্বজনগণের বিনাশ কিরূপে হইয়াছিল, সংক্ষেপে বল। (২ রাজা ১০; ১-১১,১৭।)

৯। অহসিয়ের ভাইয়েরা কিরূপে যেহুর হাতে পড়িয়াছিল, আর তাহাতে কি হইয়াছিল? (২ রাজা ১০; ১২-১৪।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। শমরিয়ায় ব্যালের উপাসনা উঠিয়া যাওয়া।

২ রাজা ১০; ১৫-৩৬।

১০। যিহোনাদবের সহিত যেহুর সাক্ষাৎ হইলে কি কি হইয়াছিল, বল। (২ রাজা ১০; ১৫, ১৬।)

১১। ব্যালের উপাসকদিগকে হাত করিবার জন্য যেহূ কি ফিকির খাটাইয়াছিলেন? (২ রাজা ১০; ১৮-২১।)

১২। কাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, কাহাদিগকে সেখানে থাকিতে বারণ করা হইয়াছিল? (২ রাজা ১০; ২২-২৫।)

১৩। সমস্ত আয়োজন হইলে যেহূ কেমন করিয়া ইস্রায়েলের মধ্য হইতে ব্যালকে "উচ্ছিন্ন" করেন? (২ রাজা ২০; ২৫-২৮।)

১৪। "সদাপ্রভুর নিমিত্ত" যেহূর "যে উদ্যোগ" ছিল, তাহা কোন্ বিষয়ে কাজে লাগে নাই ? (২ রাজা ১০ ; ২৯-৩১।)

১৫। তাঁহার রাজত্ব কালে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের কি ক্ষতি হইয়াছিল ? (২ রাজা ১০ ; ৩২, ৩৩।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যে ব্যালের পূজা কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল ? কি রূপে ব্যালের উপাসনা যিহূদাতেও প্রবেশ করিয়াছিল (২ রাজা ৮ ; ১৬-১৮। ২ বংশা ২২ ; ২-৪) ? আহাবের বংশীয় রাজাদের হাতে থাকিলে এই সকল রাজ্যে ধর্ম্মের কি দশা হইত ?

১৭। আহাব্-পরিবারে সমস্ত নষ্টের মূল কে ছিল, বল দেখি ? এই বংশীয়দের কি ভাল হইবার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ? নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে এত বড় বংশটা নির্ব্বংশ করার এত আবশ্যক হইয়াছিল কেন ? বিপ্লবের প্রয়োজন হয় কখন্ ?

১৮। দেশে পৌত্তলিকতার যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে যেহূ যদি একটু নরম হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে কি হইত বলিয়া বোধ হয় ? বিখ্যাত বদমায়েস্‌দিগের বেলা. দয়া ও বিলম্ব না করিয়া আইন মত কাজ করিলে মনুষ্যসমাজের পক্ষে বড়ই দয়ার কার্য্য হয় কেন ?

১৯। ঈষেবলের আচরণ ও মৃত্যু হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ? কুসংসর্গে বেড়াইলে যে কি ফল হয়, অহসিয়ের দুর্দ্দশা হইতে সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ? "যিহোবার নিমিত্তে" যেহূর যে "উদ্যোগ" ছিল, সে উদ্যোগের পবিত্রতা বিষয়ে কি বল ?

২০। কি বিষয়ে ইলীশায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। মোয়াবের রাজা মেশা ও মোয়াবীয় প্রস্তর। ২। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে যিহোবার ভাববাদীগণের আদর। ৩। যেহূকে অভিবেক

করণার্থ ঈশ্বর এলিকে ভার দেন (১ রাজা ১৯; ১৬), তবে তিনি নিজে সে কার্য্যটী করেন নাই কেন? যেহূ যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কত দূর ন্যায়সঙ্গত ছিল? ৫। কি কি ভাবে তাঁহার কার্য্য ভাল বলিতে পারা যায় না? ৬। যেহূর অভিপ্রায় ও স্বভাব কিরূপ ছিল। ৭। যিহোনাদব ও রেখবীয়গণ।

---

২৮ পাঠ। অরামীয় যুদ্ধ। দ্বিতীয় যারবিয়ামের দ্বারা রাজনীতিক ক্ষমতার উদ্ধার, আমোষ ভাববাদী।

১ রাজা ২০ অ। ২২; ১-৪০। ২ রাজা ৬; ৮—৮; ১৫। ১৩ অ। ১৪; ২৩-২৯। আমো ১-৯ অধ্যায়। খ্রীঃ পূঃ ৯০০-৭৪৪।

টীকা ৬৮।—উত্তরাঞ্চলীয রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে অরামীয যুদ্ধই প্রধান বিষয়। শলোমনের মৃত্যুর প্রায ৩০ বৎসর পরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইযা প্রায ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিযাছিল। তবে মধ্যে মধ্যে কিছু কাল থামিয়া থাকিত বটে। এক সমযে (প্রায খ্রীঃ পূঃ ৮০০ সালে), ইস্রাযেলের আমলে অরামীযেরা ইস্রাযেল রাজ্যের অনেকটা দখল করিযা বসিযাছিল, এবং রাজ্যটীও এক প্রকার অধীনে রাখিযাছিল বলিযা বোধ হয। পরে ইস্রাযেলীযেরা মাথা খাড়া করিযা উঠিযা দ্বিতীয যারবিযামের আমলে অরামীযদিগের ক্ষমতা নষ্ট করত আপনাদের রাজ্যের অনেকটা উদ্ধার করিয়া লয়। এই সকল যুদ্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম বিন্‌হদদের সঙ্গে যুদ্ধ (প্রায় ৯০০ খ্রীঃ পূঃ)। যিহূদার রাজা আসার সহিত ইস্রায়েলের রাজা বাশার যুদ্ধ চলিতেছিল, এমন সময়ে আসা রাজার অনুরোধে বিন্‌হদদ্ ইস্রায়েলের রাজ্যের উত্তরাংশ জয় করত কয়েকটী নগর হস্তগত করেন (১ রাজা ১৫; ১৬-২১)। এই খানে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে বিবাদ চলিয়াছিল।

২। দ্বিতীয় বিন্‌হদদের সঙ্গে যুদ্ধ (৮৭৫ (?) ৮৪৫ খ্রীঃ পূঃ) এলিয় ও ইলীশায় ভাববাদীদ্বয়ের জীবিত কালে এই সকল যুদ্ধ ঘটে। ইহার পরে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, ইস্রায়েলের ইতিহাসে সেই সকল বিশেষ প্রধান যুদ্ধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু উক্ত দুই জন ভাববাদীর কার্য্যের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ থাকাতে, ঘটনা গুলি একটু বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ফলে অরামীয়

যে সকল যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বাইবেলে লিখিত আছে, সে সকল এলিয় ও ইলীশায়ের আমলের যুদ্ধ।

আহাবের রাজত্ব কালে দ্বিতীয় বিন্‌হদদ্ দুই বার ইস্রায়েল রাজ্য দখল করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত ও তাঁহার বহু সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল (১ রাজা ২০ অ)। যিহূদার রাজা যিহোশাফটের সাহায্যে আহাব্ আবার এই সকল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন, কিন্তু নিজে যুদ্ধে হত ও তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় (১ রাজা ২২ ; ১-৪০)। দীর্ঘ কাল ধরিয়া পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গামা ও লুটপাট চলিয়াছিল, এক বারকার দাঙ্গাতে অরামীয়েরা একটী ইস্রায়েলীয়া বালিকাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারই পরামর্শ মতে ইলীশায়ের কাছে আশাতে নামান আরোগ্য পাইয়াছিল (২ রাজা ৫ অঃ)। পরে বিন্‌হদদ্ অনেক বার যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু ইলীশায় ভাববাদী আগেই ইস্রায়েলের রাজাকে তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা বলিয়া দেওয়াতে সেই সকল যুদ্ধযাত্রার কোন ফল হইতে পারে নাই (২ রাজা ৬ ; ৮-১২।)।

৩। হসায়েলের সহিত সর্ব্বনাশক যুদ্ধ (৮৪৪-৭৯৯ খ্রীঃ পূঃ)। হোরেব্ পর্ব্বতে এলিয়ের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল (১ রাজা ১৯ ; ১৫-১৭) এবং ইলীশায় আগেই বলিযাছিলেন (২ রাজা ৮ ; ১২, ১৩) যে, দ্বিতীয় বিন্‌হদদের স্থলাভিষিক্ত হসায়েল ইস্রায়েলের পক্ষে কশাঘাতস্বরূপ হইবে। এই কথা ঠিক ফলিযাছিল, যেহূ ও যিহোয়াহস্ রাজার রাজত্ব কালে হসায়েল বার বার ইস্রায়েলের উপর জয় লাভ ও অত্যাচার করিয়া, রাজ্যটীর দুর্দ্দশার একশেষ করিযাছিলেন (২ রাজা ১০ ; ৩২, ৩৩। ১৩ ; ৩-৭)।

৪। যোয়াশ ও দ্বিতীয় যারবিয়ামের যুদ্ধ জয় (৭৯৯-৭৪৪ খ্রীঃ পূঃ)। হসায়েলের দ্বারা ইস্রায়েলের নিতান্ত দুর্দ্দশা হইলেও যোয়াশ তাহা হইতে স্বদেশীয়দিগকে উদ্ধার করেন (২ রাজা ১৩ ; ২৫), তাঁহার পুত্র দ্বিতায় যারবিয়াম কয়েক বার যুদ্ধে হসায়েলের পুত্র তৃতায় বিন্‌হদদের উপর জয় লাভ করিয়া, অরাম দেশ অধিকার করেন, এবং শলোমনের সময়ে ইস্রায়েল রাজ্যের যতটা উন্নত অবস্থা ছিল, প্রায় ততটা করিয়া তুলেন (২ রাজা ১৪ ; ২৫-২৮।)

এই কালের ভাববাদিগণ।—এই কালে ভাববাদীগণের উদ্যোগ অতি চমৎকার ছিল। তাঁহাদের আশা ছিল, পুনরায় যিহোবার আরাধনা ইস্রায়েল-সমাজে প্রচলিত করিতে পারিবেন, এই জন্য ইস্রায়েলের এত পাপ সত্তেও যত্ন করিতে ক্রুটি করেন নাই। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে ইস্রায়েল রাজ্যটীর পক্ষে ঈশ্বরের সাধ্যসাধনা করাতে তাহা বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। দ্বিতীয় যারবিয়ামের অধিকার কালে ভাববাদীরা ভাববাণী লিখিয়া প্রকাশ করিতে

আরম্ভ করেন। আমোষ ও হোশেয় ভাববাদীর ভাববাণী অতি প্রথমে লিখিত হয়।

বচন-রত্ন।—"ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক।" (২ রাজা ৬; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। ২ রাজা ৬; ৮-২৩।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ৬৯।—১ রাজা ২০; ১-২২ পদের সার মর্ম্ম। দ্বিতীয় বিন্হদদ্ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। দেশটী জয় করিতে করিতে শমরিয়া পর্য্যন্ত গিয়া পরাজিত হয়েন। তাঁহার বিস্তর সৈন্য মারা পড়ে। এই পরাজয়ের কথা ভাববাদী আগে থাকিতেই বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি রাজাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন যে, বিন্হদদ্ আগামী বৎসর আবার আসিবেন, অতএব প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

সোমবার···১ রাজা ২০; ২৫-৪০। { দ্বিতীয় বিন্হদদের দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল দেশ জয়।

মঙ্গলবার···১ রাজা ২২; ১-৪০। { অরামের বিপক্ষে ইস্রায়েল ও যিহূদার ঐক্য।

টীকা ৭০।—২ রাজা ৬; ৮—৮; ১৫ পদের সার মর্ম্ম। দ্বিতীয় বিন্হদদ্ ইলীশায়কে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধরিতে পারেন নাই, ভাববাদি তাঁহার সমস্ত কথা ইস্রায়েলের রাজাকে বলিয়া দেন (৬; ৮-২৩), এই জন্য তিনি সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করত শমরিয়া অবরোধ করেন; খাদ্য দ্রব্যের অভাব হেতু নগরবাসীদিগের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে শত্রুপক্ষীয়দিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিবার পরামর্শ স্থির হইলে ইলীশায় বলেন যে, শত্রুরা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে; ফল এমন হইল যে, অকস্মাৎ ভয় পাইয়া অরামীয়েরা পলাইয়া গেল, যাইবার সময়ে কিছুই লইয়া যাইতেও পারিল না। ইহার পরে ইলীশায় দম্মেশকে গিয়া হসায়েলকে বলেন যে, তুমি রাজা হইবে (৮; ৭-১৫)।

বুধবার ···২ রাজা ১৩ অধ্যায়। { ইস্রায়েলের উপর হসায়েলের অত্যাচার।

বৃহস্পতি···২ রাজা ১৪; ২৩-২৯। { দ্বিতীয় যারবিয়াম কর্ত্তৃক অরামীয় ক্ষমতা নষ্ট।

শুক্রবার ... আমো ১ ও ২ অ। আমোষের খেদোক্তি।
শনিবার ... আমো ৪ ও ৬ অ। নিকটবর্ত্তী দণ্ডের বিষয়ে ভাববাণী।
রবিবার ... আমো ৭ ও ৮ অ। দণ্ড ও বন্দী অবস্থার দর্শন।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

১। এলিয়ের পরে কে ভাববাদী হয়েন? ২। কি কি ভাবে তিনি এলিয় হইতে ভিন্ন ভাবের লোক ছিলেন? ৩। তাঁহার কয়েকটী আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় বল? ৪। কি বিশেষ অভিপ্রায়ে যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল? ৫। আহাবের সন্তান-দিগের সম্বন্ধে যে কার্য্য করিতে ভার পাইয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন? ৬। কিরূপে তিনি শমরিয়াতে ব্যাল্-পূজার উচ্ছেদ করেন? ৭। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি? আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি? ৮। অরামীয়দের সঙ্গে যে বার বার ইস্রায়েলের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বল। (টীকা ৬৮ দেখ)? ৯। তাহা কি চারি ভাগে বিভক্ত? ১০। এই সকল যুদ্ধ যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে রাজ্যের সঙ্গে ভাববাদীগণের কি সম্বন্ধ ছিল? ১১। কিসের জন্য দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্ব কাল ভাববাদীগণের কার্য্যহেতু বিশেষ বিখ্যাত?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। দ্বিতীয় বিন্‌হদদ্‌কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল-রাজ্য দখল। ১ রাজা ২০ : ২৩-৪৩। (প্রায় ৮৬০ খ্রীঃ পূঃ।)

১। কোন্ সময়ে অরামীয়দিগের সঙ্গে ইস্রায়েলের প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়? (টীকা ৬৮ দেখ।)

২। দ্বিতীয় বিন্‌হদদ্ দ্বিতীয় বার আহাব্ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে সে যুদ্ধের ফল কি দাঁড়াইয়াছিল? (১ রাজা ২০ ; ২৬-৩০।)

৩। পরাজিত শত্রুর সহিত আহাব্ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? (১ রাজা ২০ ; ৩১–৩৪।)

৪। দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে কোন্ ভাববাদী কি বলিয়া আহাব্‌কে ভৎর্সনা করেন? (১ রাজা ২০ ; ৩৫–৪৩।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। অরামীয়ের বিপক্ষে ইস্রায়েল ও যিহূদার ঐক্য।

১ রাজা ২২ ; ১–৪০ ও ২ বংশা ১৮ অ (৮৫৪ খ্রীঃ পূঃ)।

৫। যিহোশাফটের সঙ্গে আহাব্ ভাব করিয়াছিলেন কেন? (১ রাজা ২২ ; ১-৪।)

৬। আহাব্ যাহা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ভাববাদীরা যে তাহাতে সায় দিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে জানা যায়? (১ রাজা ২২ ; ৫, ৬, ১০-১২।)

৭। সদাপ্রভু মীখায়ের দ্বারা কি বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন? (১ রাজা ২২ ; ১৪, ১৭।)

৮। কি দর্শনের দ্বারা মীখা জ্ঞাত হয়েন যে, আহাবের ভাববাদীরা যিহোবার নাম করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে? (১ রাজা ২২ ; ১৯-২৩।)

৯। মীখা সাবধান করিয়া দিলেও তাঁহার কথা না শুনাতে কি ঘটিয়াছিল? (১ রাজা ২২ ; ২৯-৩৭।)

বৃহস্পতিবার।

৩। হসায়েলের অত্যাচার। ২ রাজা ১৩ অ।

(খ্রীঃ পূঃ ৮৪৩ ও ৭৯৯ সালের মধ্যে।)

১০। যিহোয়াহস্ রাজার আমলে হসায়েল ইস্রায়েলের উপরে অত্যাচার করাতে কি হইয়াছিল? (২ রাজা ১৩ ; ৩, ৪, ৭, ২২, ২৩।)

১১। ইলীশায়ের মৃত্যুকালে যোয়াসের সঙ্গে তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, সংক্ষেপে বল। (২ রাজা ১৩; ১৪-১৯।)

১২। অরামীয়দিগের সহিত পরে যোয়াশের যুদ্ধ হওয়াতে ইলীশায়ের ভাববাণী কিরূপে সফল হইয়াছিল? (২ রাজা ১৩, ২৫।)

শুক্রবার।

৪। দ্বিতীয় যারবিয়ামকর্ত্তৃক অরামীয় ক্ষমতা নষ্ট।

২ রাজা ১৪; ২৩–২৯। (খ্রীঃ পূঃ ৭৮৪ ও ৭৪৪ সালের মধ্যে।)

১৩। দ্বিতীয় যারবিয়াম যুদ্ধ দ্বারা ইস্রায়েলরাজ্য কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন? (২ রাজা ১৪, ২৫, ২৮।)

১৪। এই প্রকার আশ্চার্য্য রূপে যে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? (২ রাজা ১৪; ২৬, ২৭।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৫। বিন্‌হদদ্‌কে অত সহজে ছাড়িয়া দেওয়াতে আহাবের পাপ—কেবল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নহে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও হইয়াছিল কেন (১ রাজা ২০; ২৮-৪২)? কি প্রকার দুর্ব্বলতা পাপজনক?

১৬। আহাবের সহিত ভাব করাতে যিহোশাফটের পাপ হইল কেমন করিয়া (২ বংশা ১৯; ১, ২)? যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলে, ঈশ্বরের প্রকাশ্য শত্রুদের সহিত তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? ঈশ্বরের ভক্ত ও ঈশ্বরের শত্রু, এই দুই জনে ভাব হইলে সচরাচর কি দাঁড়ায়?

১৭। ইলীশায় নিজ দেশের কতটা মঙ্গল করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (২ রাজা ১৩; ১৪-১৯)? যথার্থ দেশহিতৈষী কাহারা?

১৮। যোয়াশ যখন ভাববাদীর কথার মানে বুঝিয়াছিলেন, তখন কেন আরও বেশী বার আঘাত করিলেন না? আমাদের বিশ্বাসের যথার্থ পরিমাণ কি?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। অবোধের ন্যায় বিন্‌হদদ্‌কে দয়া করাতে রাজার নিজের ও দেশের ক্ষতি। ২। ইস্রায়েল্‌ রাজ্যে যিহোবার নামে ভাক্ত ভাববাদীগণ। ৩। মিথ্যাবাদী আত্মার বিষয়ে ঈশ্বর হইতে মীখার দর্শনপ্রাপ্তি। ৪। হিত্তীয় ও মিস্রীয় রাজগণ (২ রাজা ৭; ৬)। ৫। মোয়াবীয় শিলালিপি ও অশূরীয় প্রাচীন লেখা হইতে আহাব্‌ রাজার রাজত্ব কালের যাহা যাহা জানা যায়। ৬। দায়ূদ ও শলোমনের রাজ্য বড় ছিল, কি দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজ্য বড় ছিল? ৭। আমোষ ভাববাদী ও তৎকালে তাঁহার কার্য্য।

---

২৯ পাঠ। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের শেষ, অশূরীয়দের দ্বারা লোকদের বন্দী হওয়া। হোশেয় ভাববাদী।

হোশে ৬—১৪ অ। ২ রাজা ১৫;
৮—৩১। ১৭ অঃ।

টীকা ৭১। প্রদীপ নিবিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেমন খুব জ্বলিয়া উঠে, উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটীর বিনাশ হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্ব কাল তেমনি হইয়াছিল। বাহিরে উন্নতির লক্ষণ প্রচুর, কিন্তু তাহাতে করিয়া ভিতর ভাগ দুরাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। যিহোবার ভাববাদীরা তাহা বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন। এমনই সময়ে হোশেয় ভাববাদী অতি আগ্রহ-সহকারে ইস্রায়েলের আশু ও সম্পূর্ণ বিনাশের বিষয়ে ভাববাণী বলেন (হোশে ৪-১৩ অ)।

কাহাদের দ্বারা এই সর্ব্বনাশ হইবে, ভাববাদীরা তাহাও প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে কালে অশূরীয়েরা বড় যুদ্ধপ্রিয় লোক ছিল, ক্রমেই বলশালী হইয়া এশিয়া খণ্ডের পশ্চিমাংশ হস্তগত করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। অশূররাজ দ্বিতীয় শল্‌মনেষর বলপূর্ব্বক যেহূর নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। কিন্তু ইস্রায়েল ও অশূরীয়া রাজ্যদ্বয়ের মধ্যস্থলে

অরামীয় সমবেত রাজগণ ছিল। অরামীয়েরা ইস্রায়েলের দারুণ অনিষ্ট করিত (এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি) বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অশূরীয়দের আক্রমণ হইতে ইস্রায়েল রাজ্যটী রক্ষা করিত। অশূরিয়ার সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ চলিল, কালে অরামীয়েরা দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে বিজয়ী দ্বিতীয় যারবিয়ামের দ্বারা পরাজিত হইল।

যারবিয়ামের মৃত্যুতে ইস্রায়েলে আবার অরাজকত্ব উপস্থিত হইল। অশূরীয় সৈন্যদল দেশ জয় করিতে আশাতে মনহেম রাজা তাহাদিগকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হয়েন, এই টাকা তিনি স্বীয় রাজ্যস্থ ধনবান লোকদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আদায় করেন। মনহেমের পুত্র পকহিয় কেবল দুই বৎসর রাজত্ব করেন, শেষে পেকহ তাঁহাকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দেন; ইঁহার রাজত্ব কালে দ্বিতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর ইস্রায়েল রাজ্যের উত্তরাংশের খানিকটা কাড়িয়া লয়েন। পেকহ সিংহাসনচ্যুত ও হোশেযকর্ত্তৃক হত হয়েন, পরে হোশেয, অশূরীয রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা হয়েন। কিন্তু হোশেয় মিস্রীয়দিগের সাহায্যে অশূরীয অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করাতে চতুর্থ শল্মনেষর সসৈন্যে আসিয়া ইস্রায়েল রাজ্য জয ও শমরিয়া নগর অবরোধ করেন। পরে তিন বৎসর বহু চেষ্টার পর, তদীয় পরবর্ত্তী রাজা সর্গোন নগরটী হস্তগত করেন। তখন অশূরীয়েরা নগরের প্রধান প্রধান লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখে, আর ইস্রায়েল রাজ্যেরও এইখানে শেষ হয়। পরে এক প্রকার বর্ণসঙ্কর লোক আসিয়া উত্তর দেশের নগর সকলে বসতি করত বিকৃত ভাবে ধর্ম্মোপাসনা আরম্ভ করে।

বচন-রত্ন।—"আর আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও না. বা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। কিন্তু আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিও, তাহাতে তিনিই তোমাদের যাবতীয় শত্রুর হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" (২ রাজা ১৭; ৩৮, ৩৯।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—২ রাজা ১৭; ৭-২৩।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার... হোশে ৬ অ। ইফ্রয়িমের বাহ্য অনুতাপ।
মঙ্গলবার... হোশে ৮ অ। ইফ্রয়িমের আশু দণ্ড।

বুধবার ... হোশে ১০ অ। অশূরীয় বন্দীত্ব বিষয়ে ভাববাণী।
বৃহস্পতি ... হোশে ১৪ অ। ইফ্রয়িমের বাঁচিবার একমাত্র উপায়।
শুক্রবার ... ২ রাজা ১৫ ; ৮-৩১। ইস্রায়েলে অরাজকত্ব।
শনিবার ... ২ রাজা ১৭ ; ১-২৩। হোশেয়ের রাজত্ব, শমরিয়ার পতন।
রবিবার ... ২ রাজা ১৭ ; ২৪-৪১। বর্ণসঙ্কর জাতি ও বিকৃত উপাসনা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। এই সকল যুদ্ধ কি কি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে? ৩। কোন্ অংশের বিবরণ বিলক্ষণ বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে, কেন হইয়াছে? ৪। এই সময়ে অরামের বিরুদ্ধে কাহাদের সহিত মিত্রতা করা হইয়াছিল? ৫। এই সকল যুদ্ধ কালে ইলীশায় ইস্রায়েলের যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটী ঘটনার কথা বল। ৬। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রধান ভাববাদী কে ছিলেন? ৭। তাঁহার ঘোষণার তাৎপর্য্য কি? ৮। তাঁহার পরে কোন্ তিন জন মহান্ ভাববাদী হয়েন? ৯। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। ইস্রায়েলে অরাজকত্ব। ২ রাজা ১৫ ; ৮-৩১।

(খ্রীঃ পূঃ ৭৪৪—৭৩৪।)

১। যেহূর বংশের শেষ রাজা কি প্রকার লোক ছিলেন? (২ রাজা ১৫ ; ৮-১২।)

২। তাঁহার উত্তরাধিকারী শল্লূম হত হয়েন কিরূপে? (২ রাজা ১৫ ; ১৩-১৫।)

৩। মনহেমের রাজত্ব কাল কিরূপ ছিল? (২ রাজা ১৫; ১৭,১৮।)

৪। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা কি? (২ রাজা ১৫; ১৯, ২০।)

৫। পকহিয়ের রাজত্ব কালের বিবরণ সংক্ষেপে বল। (২ রাজা ১৫; ২৩-২৫।)

৬। পেকহের রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা কি কি? (২ রাজা ১৫; ২৯।)

বুধবার।

২। হোশেয়ের রাজত্ব ও শমরিয়ার পতন।

২ রাজা ১৭; ১-২৩। (খ্রীঃ পূঃ ৭৩৪—৭২২।)

৭। হোশেয় কেমন করিয়া সিংহাসন পায়েন এবং তাঁহার রাজত্ব কাল কিরূপ ছিল?

২ রাজা ১৫; ৩০।

২ রাজা ১৭; ২।

৮। অশূরিয়ার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল? (২ রাজা ১৭; ৩। টীকা ৭১ দেখ।)

৯। অশূরীয় রাজা তাঁহার উপর রাগ করেন কেন, আর তাহাতে কি হইয়াছিল?

২ রাজা ১৭; ৪।

২ রাজা ১৭; ৫, ৬। (টীকা ৭১ দেখ।)

বৃহস্পতিবার।

৩। বর্ণসঙ্কর জাতি ও বিকৃত উপাসনা।

২ রাজা ১৭ ; ২৪-৪১।

১০। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হইতে যাহাদিগকে বন্দী করিয়া অশূরীয়েরা লইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাদের স্থলে কাহারা আসিয়া বসতি করে? (২ রাজা ১৭ ; ২৪।)

১১। দেশে কিসের উৎপাত হইযাছিল? নূতন নিবাসিরা সেই উৎপাত হইবার কি কারণ দর্শাইয়াছিল? (২ রাজা ১৭ ; ২৫, ২৬।)

১২। ইহার প্রতিকারের কি উপায় ও তাহার ফল কি হইয়াছিল?

২ রাজা ১৭ ; ২৭, ২৮।

২ রাজা ১৭ ; ২৯, ৩৩।

শুক্র ও শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৩। অবশেষে যে সকল দুর্ঘটনাহেতু ইস্রায়েল রাজ্যটীর একবারে বিনাশ ঘটে, সেই সকল ঘটিবার কি কারণ দর্শান হইয়াছিল (২ রাজা ১৭ ; ৭, ৮,)? লোকেরা যে যিহোবার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিত, তাহা কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল (২ রাজা ১৭ ; ৯-১২)?

১৪। সদাপ্রভুর সহিত তাহারা যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিরূপে তিনি লোকদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন (২ রাজা ১৭ ; ১৩)? সদাপ্রভু এই জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল (২ রাজা ১৭ ; ১৪-১৭)?

১৫। হোশেয় ভাববাদীর দ্বারা ঈশ্বর এই লোকদিগকে কি বিষয়ে চেতনা দেওয়াইয়াছিলেন (হোশে ৫ ; ৮, ৯, ১৪। ৮ ; ১-৪। ১০ ;

৭, ৮, ১৩-১৫)? ভাববাদী কেমন করিয়া অনুতাপ করণার্থ লোক-দিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (হোশে ১৪; ১, ৪-৯)?

১৬। যখন লোকেরা নিতান্তই ফিরিল না, তখন ঈশ্বর কি করিলেন (২ রাজা ১৭; ১৮, ২০-২৩)? কি করিলে ইস্রায়েল জাতি রক্ষা পাইত? এমন কি, অশূরীয়দিগের দ্বারাও পদদলিত হইত না (বচন-রত্ন)?

১৭। দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্ব কালে ইস্রায়েলের সাংসারিক বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে কি হইল (টীকা ৭১ দেখ)? কোন জাতির বা কোন ব্যক্তির ধনের বাহুল্য ও ভোগ-বিলাসের বৃদ্ধি হইলে সেই জাতির বা সেই ব্যক্তির প্রায়ই পতন হয় কেন?

১৮। কেবল সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগী হইলে শেষে যে কি দাঁড়ায়, "যারবিয়ামের পাপ" দ্বারা সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ও আত্মিক আরাধনা অবহেলা করিলে যে কি বিপদ ঘটে, সেই বিষয়েই বা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

১৯। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ইতিহাস হইতে ঈশ্বরের পাপ ঘৃণা করণ বিষয়ে কি জানা যায়? পাপীর বিষয়ে ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা এবং পাপী অনুতাপ করিলে তিনি যে বড় সন্তুষ্ট হয়েন, সে বিষয়েই বা কি জানা যায়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। হোশেয়ের বর্ণনা অনুসারে ইস্রায়েলের আত্মিক অবস্থা। ২। ইস্রা-য়েলের প্রতি যিহোবার সদয় ভাব বিষয়ে হোশেয়ের উক্তি। ৩। অশূ-রীয় সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও আদিম ইতিহাস। ৪। দ্বিতীয় তিগ্লৎ-পিলেষরের রাজত্বকাল। ৫। ইস্রায়েলের কত লোককে অশূরীয়েরা নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে অশূরীয় যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কি জানা যায়? ৬। দশ গোষ্ঠী কি বাস্তবিকই হারাইয়া গিয়াছিল? ৭। "শমরীয়দিগের" উৎপত্তি।

৩০ পাঠ। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য। রহবিয়াম হইতে উষিয়ের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত। চূড়ান্ত উন্নতির কাল। (খ্রীঃ পূঃ ৯৩১—৭৩৯।)

১ রাজা ১৫, ১-২৪। ২২, ৪১-৫০। ২ রাজা ৮; ১৬-২৯। ১১, ১২ অ। ১৪, ১—১৫, ৭। ২ বংশা ১৩, ১—১৮, ১। ১৯ ২৬ অধ্যায়।

টীকা ৭২। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের বিবরণ শেষ হইল, এক্ষণে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের বিবরণ প্রথম হইতে লিখিব (টীকা ৬১ দেখ)।

টীকা ৭৩।—দ্বিতীয় ভাগে ২৩ শ পাঠে রহবিয়ামের রাজত্ব কালের (খ্রীঃ পূঃ ৯৩১-৯১৫) বিবরণ যথেষ্ট বলিয়াছি। ইহার পরে অবিয রাজা হয়েন (খ্রীঃ পূঃ ৯১৫-৯১৩). তিনি ইস্রায়েলকে পরাজয় করণার্থ খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আসা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন (খ্রীঃ পূঃ ৯১৩-৮৭৩), তাঁহার আমলে প্রজাদেরও মঙ্গল হইয়াছিল। তিনি অতি উদ্যোগ সহকারে ধর্ম্মবিষয়ে সংশোধন করেন, তাঁহার সৈন্যবল এমন ছিল যে, তিনি কূশ দেশীয় সেরহ রাজাকে সসৈন্যে পরাজিত করেন (২ বংশা ১৪, ৯-১৫)। বোধ হয়, এই সেরহ আর কেহ নয়, মিসর দেশীয় শাসকের পুত্র ওসোর্কেন। ইস্রায়েলের বাশা যিহূদা রাজ্যের খানিকটা দখল করিবার চেষ্টা করিলে, আসা রাজা সৈন্যদলে নির্ভর না করিয়া, অথবা যিহোবার সাহায্য না চাহিয়া, অরামীয় বিন্‌হদদ্ রাজার সঙ্গে মিত্রতা করেন (টীকা ৬৮, ১ দেখ)। ইহাতে হনানি নামক দর্শক রাজাকে তীব্র ভৎসনা করিয়াছিলেন (২ বংশা ১৬, ৭-৯)।

যিহোশাফট (খ্রীঃ পূঃ ৮৭৩-৮৪৯) এমন পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন যে, অন্য রাজারা তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন। ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা হইয়াছিল (২ বংশা ১৮, ১) আবার ঈষেবলের গর্ভজাত আহাবের কন্যা (২ রাজা ৮; ১৬-১৮) অথলিয়ের সহিত যিহোশাফটের পুত্র যোরামের বিবাহ হওয়াতে সেই বন্ধুতা পাকা হইয়া গিয়াছিল। ইহাই এই সময়কার প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা।

যোরাম (খ্রীঃ পূঃ ৮৪৯-৮৪২) অথলিয়কে বিবাহ করিলে তাঁহার গর্ভে অহসিয়ের জন্ম হয় (৮৪২), ইহাঁরা উভয়েই অথলিয়ের কুপরামর্শে চলিতেন। অথলিয় যিহূদা দেশে ব্যাল পূজা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যেহূ যৎকালে আহাবের বংশীয় সকলকে বধ করেন (২ রাজা ১০, ১-১৪)।

তৎকালে অহসিয মারা যাওযাতে, রাজমাতা অথলিয রাজমুকুট ধারণ করিযা অমনি শিশু যোযাশ ব্যতীত দাযূদবংশের অবশিষ্ট আর সকলকে বধ করেন। এই শিশুটীকে যিহোবার মন্দিরে লুকাইযা রাখা হইযাছিল (২ রাজা ১১, ১-৩)। অবশেষে অথলিয (খ্রীঃ পূঃ ৮৪২-৮৩৭) সিংহাসনচ্যুতা হযেন, যিহোযাদা নামক যাজক ষড়যন্ত্র করিযা অথলিযকে তাড়াইযা দিযা, বালক যোযাশকে (খ্রীঃ পূঃ ৮৩৭-৭৯৮) সিংহাসনে বসাইযা দেন (২ রাজা ১১, ৪-১৬)। পুনরায যিহোবার সহিত জাতীয নিযম পালিত হইতে লাগিল, ও বালের প্রতিমা সকল নষ্ট হইল। নিজ রাজত্বের শেষভাগে যোযাশ যৌবন কালের জ্ঞান-পথ পরিত্যাগ করিযা বিপথে গমন করেন এবং যে ভাববাদী এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিযাছিলেন, তাঁহাকে বধ করেন (২ বংশা ২৪, ২০-২২)। ইহার অল্প কাল পরে অরামীয হসায়েল রাজা যিহূদা দেশ জয করেন, কিন্তু করস্বরূপ বিস্তর টাকা দেওযাতে দেশটী ছাড়িযা চলিযা যান (২ রাজা ১২, ১৭, ১৮)।

অমৎসিয (খ্রীঃ পূ ৭৯৮ ৭৭০) যিহোবার বিশুদ্ধ উপাসনা রক্ষা করেন নাই। ইদোমীযদিগকে যুদ্ধে পরাজয করতে (২ বংশা ২৫, ৫ ১৩) অহঙ্কারে ফুলিযা গিযা ইস্রাযেলের যোযাশ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হযেন। যোযাশ রাজা এপ্রকার যুদ্ধে হাত দিতে চাহেন নাই, কিন্তু অবশেষে সৈন্য সামন্ত লইযা যিহূদা দেশে গমন করত অমৎসিযকে যুদ্ধে হারাইযা দেন, এবং মন্দিরে যে সকল ধনরত্ন ছিল, তাহা লুটিযা আনেন, আর যিরূশালেম নগরের উত্তর দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিযা ফেলেন (২ বংশা ২৫, ১৭-২৪)। উষিয, বা অসরিয (৭৮১-৭৩৯) দীর্ঘকাল, ও ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে রাজত্ব করেন, কিন্তু শেষ কালে কুষ্ঠরোগ হওযাতে তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িযা দিতে হইযাছিল। ইহাঁর রাজত্বকালে যিহূদা রাজ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিশালিনী হইযাছিল। এই সমযে, দ্বিতীয যারবিযামের যত্নে, ইস্রাযেল রাজ্যেরও চূড়ান্ত উন্নতি হয (২ বংশা ২৬ শ অঃ)।

বচন-রত্ন।—"তাহাদের যাত্রাকালে যিহোশাফট দাঁড়াইযা কহিলেন, হে যিহূদা, হে যিরূশালেমনিবাসীগণ, আমার কথা শুন, তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে স্থিরবিশ্বাস কর, তাহাতে সুস্থির হইবে।" (২ বংশা ২০, ২০।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—২ বংশা ২০, ২০-৩০।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...১ রাজা ১৫ ; ১-২৪।	অবিয় ও আসার রাজত্ব কাল।
মঙ্গলবার...২ বংশা ১৭ ; ১—১৮ ; ১।	যিহোশাফটের সমৃদ্ধি ও উদ্যোগ আহাবের সঙ্গে মিত্রতা।
বুধবার ... ২ বংশা ২১, ১—২২ ; ৯।	যোরাম ও অহসিয় ; মিত্রতার কুফল।
বৃহস্পতি... ২ রাজা ১১ ; ১-২০।	অথলিয় রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
শুক্রবার...২ রাজা ১১ ; ২১—১২ ; ২১।	যোয়াশ ও মন্দির মারামত।
শনিবার... ২ বংশা ২৫ অধ্যায়।	অমৎসিযের জয় ও পরাজয়।
রবিবার .. ২ বংশা ২৬ অধ্যায।	উষিয়ের সমৃদ্ধি ও কুষ্ঠরোগ।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্ব কালে ইস্রায়েল রাজ্যের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক অবস্থাই বা কিরূপ ছিল ? ২। হোশেয় সমগ্র জাতির কি আশু দণ্ডের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন ? ৩। ইস্রায়েলের সহিত অরামের বিবাদ চলিয়া আসিলেও কেমন করিয়া সেই অরামের দ্বারা আরও বলবান শত্রুর আক্রমণ হইতে ইস্রায়েল রক্ষা পাইত ? ৪। মনহেম ও পেকহর রাজত্ব কালে অশূরীযদিগের ক্ষমতা ইস্রায়েলে কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছিল ? ৫। কি কি ঘটনাতে শমরিয়ার পতনে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের বিনাশ হয় ? ৬। ইহার ভিতরে কি কোন প্রকার অধর্ম্ম ছিল না ? ৭। অদ্য-কার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। যিহোশাফটের সমৃদ্ধি ও উদ্যোগ; আহাবের সঙ্গে মিত্রতা। ২ বংশা ১৭; ১—১৮, ১।

টীকা ৭৪।—যদিও উষিয়ের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের বলবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল, তথাপি আহাবের বংশীয়দিগের সহিত যিহোশাফট ও তদীয় পরবর্ত্তী রাজগণের মিত্রতা থাকাতে যিহূদা দেশে পাপাচারের পথ সুগম, এবং সেই হইতে ইস্রায়েল জাতির ধর্ম্মবিষয়ে শোচনীয় অবনতি হয়। এই সময় হইতে পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব পুনঃ পুনঃ হয়, তাহাতে করিয়া, ভাববাদীগণের ও ধার্ম্মিক রাজাদিগের বিস্তর যত্ন সত্ত্বেও, লোকদিগের ধর্ম্মভাব ক্ষীণ হইয়া যাওয়াতে রাজ্যটী অধঃপাতে যায়। এই জন্য আহাবের সহিত যিহোশাফটের মিত্রতা ও তাহার ফল এই পাঠের প্রধান আলোচনার বিষয় হইল।

১। যিহোশাফটের সৌভাগ্যের মূল কি? (২ বংশা ১৭; ৩-৫।)

২। যিহোবার পক্ষে তাঁহার কি কি বিশেষ উদ্যোগের বিবরণ শাস্ত্রে লেখা আছে?

৬ পদ।

৭-৯ পদ।

৩। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও উদ্যোগের দুই একটী ফলের কথা বল।

১০ পদ।

১১ পদ।

১২, ১৩ পদ।

৪। তাঁহার রাজত্ব কালের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক ঘটনা কি? (২ বংশা ১৮; ১ ও ১ রাজা ২২; ১-৪ এবং টীকা ১৩ এবং মঙ্গল ও বুধবারের আলোচ্য বিষয় ও ২৮ পাঠ দেখ।)

৫। এই মিত্রতা কিসে করিয়া আরও পাকা হইয়া গিয়াছিল? (টীকা ১৩ ও ২ রাজা ৮; ১৬-১৮ দেখ।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। যোরাম ও অহসিয়; মিত্রতার কুফল।

২ বংশা ২১; ১—২২; ৯।

৬। যিহূদায় যোরাম কি রূপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন? (২ বংশা ২১; ১-৪।)

টীকা ১৫।—ইস্রায়েল রাজ্যে বার বার হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল বটে, কিন্তু যিহূদা রাজ্যে এ প্রকার হত্যাকাণ্ড এই প্রথম। (১ রাজা ১৫; ২৮, ২৯। ১৬; ১১, ১২। ২ রাজা ১০; ৬—৯, ১১, ১৭ ইত্যাদি)।

৭। কি পাপহেতু এলিয় ভাববাদী যোরামকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন? (২ বংশা ২১; ১২, ১৩।)

৮। প্রজারা তাঁহাকে কিরূপ লোক মনে করিত? (২ বংশা ২১; ১৯, ২০।)

৯। যোরাম ও তদীয় পুত্র অহসিয়ের কুবুদ্ধি-দাতা কে ছিল? (২ বংশা ২১; ৬। ২২; ২-৪।)

১০। দুষ্ট আহাব্‌ বংশীয়দিগের উপর যিহোবার অভিশাপ বর্ত্তিয়াছিল, তাহাতে যিহূদার রাজপরিবারের কিরূপে অনিষ্ট হইয়াছিল? (২ রাজা ২২; ৭-৯, পাঠ ২৭, ও বুধবারের আলোচ্য বিষয় দেখ।)

বৃহস্পতিবার।

৩। অথলিয় রাণীর বিপক্ষে বিদ্রোহ।

২ রাজা ১১ ; ১-২০।

১১। অথলিয় যিহূদার সিংহাসন আক্রমণ করিলে শিশু যোয়াশের প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল ? (২ রাজা ১১ ; ১-৩।)

১২। কি উপায়ে যিহোয়াদা ভাববাদী ছয় বৎসর পরে যোয়াশকে অভিষেক করাইয়াছিলেন ? (২ রাজা ১১ ; ৪-১২।)

১৩। অথলিয়ের কি হইয়াছিল ? (২ রাজা ১১ ; ১৩-১৬।)

১৪। রাজ্যের মঙ্গলার্থ যিহোয়াদা কি কি করিয়াছিলেন ? (২ রাজা ১১ , ১৭, ১৮।)

শুক্রবার।

৪। যোয়াশ ও মন্দির মারামত।

২ রাজা ১১ ; ২১—১২ ; ২১।

১৫। যোয়াশের রাজত্বকাল মোটের মাথায় কিরূপ ছিল ? (২ রাজা ১২ ; ১-৩।)

১৬। মন্দিরের বিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল ? (২ রাজা ১২ ; ৪-১২।)

১৭। শেষ কালে তাঁহার রাজ্যের কি বিপদের ভয় হইয়াছিল, এবং কিরূপে তাহা হইতে রক্ষা হয় ? (২ রাজা ১২ ; ১৭, ১৮।)

১৮। এই বিপদ কেন ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে ? (২ রাজা ২৪ ; ১৭-২৪।)

টীকা ৭৬।—অমৎসিয় ও উষিয়ের রাজত্ব কালের বিশেষ বিবরণ ৭৩ টীকাতে পাইবে।

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৯। রাজ্যটীর রক্ষা ও পালনের জন্য কি কি করা উচিত, তাহা যিহোশাফট জানিতেন কি না, সে বিষযে বচন-রত্ন হইতে কি শিক্ষা পাওযা যায় (২ বংশা ২০; ২০)? তবে কেন তিনি আহাবের সঙ্গে মিত্রতা করেন? নিজেদের আচরণ বিষয়ে আমরা ইহা হইতে কি শিক্ষা পাইতে পারি?

২০। এই প্রকার মিত্রতা দ্বারা কিরূপে, ক্রমে ক্রমে দায়ূদের সিংহাসনে ঈষেবলের কন্যা বসিয়াছিল, বলিয়া যাও। পাপের প্রকৃতি ও ক্ষমতা এবং পাপ হইতে দূরে থাকার আবশ্যকতা বিষয়ে ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

২১। এই পাঠে যে সময়ের বিবরণ আছে, সেই সময়ের মধ্যে দায়ূদ বংশের কত দূর পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইযাছিল (২ বংশা ২২; ১০, ১১)? ঈশ্বর যে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করেনই করেন, তাহা কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল (২ বংশা ২১; ৭)?

২২। এই সংসারের সহিত "কুটম্বিতা" করিলে ঈশ্বরের ভক্তদের কি হয়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। রাজাবলী ও বংশাবলী পুস্তকে যিহোবার বিষয়ে ঋষিয়ের কি প্রকার ভাব ছিল বলিয়া লিখিত আছে? ২। আহাবের সহিত এ প্রকার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা করার যিহোশাফটের কি অভিপ্রায় ছিল? ৩। যোরামের স্বভাব চরিত্র ও আধিপত্য। ৪। অথলিয়ের স্বভাব চরিত্র ও আধিপত্য। ৫। একটা দুষ্টা স্ত্রী লোকের (ঈষেবলের) দোষে রাজপরিবারের ও জাতিগণের অনিষ্ট। ৬। উষিয়ের কুষ্ঠরোগ এবং রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তকের লেখকগণের সে বিষয়ে মতামত।

---

৩১ পাঠ। আহসের রাজত্বকাল। রাজনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক অবনতির কাল। (৭৩৪-৭১৫ খ্রীঃ পূঃ।)

২ রাজা ১৫ ; ৩২—১৬ : ২০। ২ বংশা ২৭ অঃ। যিশা ১-৬ অঃ।

টীকা ৭৭।—উষিয় দীর্ঘ কাল (৭৮১—৭৩৯ খ্রীঃ পূঃ) রাজত্ব করিয়া দেশের বড উন্নতি করেন, কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিলে, যোথম অল্প কাল (৭৩৯-৭৩৪) রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজত্ব কাল ১৬ বৎসর, উষিয় পীড়িত হইয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন যোথম তাঁহার পরিবর্ত্তে, কিন্তু তাঁহার নামে, রাজকার্য্য চালান, বোধ হয়, সে কালও এই ১৬ বৎসরের অন্তর্গত। পিতা সাধারণের হিতকর যে সকল কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, যোথম সে সকল করিতেন, এবং পিতার সুদৃষ্টান্ত মতে চলিতেন।

যোথমের পুত্র আহস্ যে সময়ে রাজা হয়েন (৭৩৪-৭১৫), সে সময়টী বড ভাল ছিল না। তৎকালে অরামীয় রেৎসীন্ আর ইস্রায়েলের পেকহ এক ঐক্য হইয়া, বোধ হয়, যিহূদার রাজাকে আপনাদের দলে আনিয়া, অশূরীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন (পরিশিষ্টে মন্তব্য ২১ দেখ)। ইহাঁদের এই প্রকার কল্পনা হেতু যোথমের রাজত্ব কালের শেষাংশে যিহূদা দেশের শান্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আহস যুবকমাত্র, বহুদর্শিতা বড় একটা ছিল না; এই অবস্থায় তিনি রাজ্যভার পাইলে, তাঁহারা আসিয়া রাজ্যটী আক্রমণ এবং তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া আপনাদের মনের মত এক জনকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য যিরূশালেম অবরোধ করেন (যিশা ৭ ; ৬)। আহস যদি যিহোবার উপর নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু ইনি সকল যিহূদী রাজা অপেক্ষা দুর্ব্বল ও অক্ষম ছিলেন ; যিহোবার উপরে নির্ভর না করিয়া অশূরের রাজা দ্বিতীয় তিগ্লৎ-পিলেষরের কাছে কাতর ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিগ্লৎ-পিলেষর এই সূত্রে অরাম ও ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমণ করত দম্মেশক সমেত ঐ দুই রাজ্যের কতক কতক দখল করিয়া বসেন (খ্রীঃ পূঃ ৭৩২। ২৯ পাঠে, ২ রাজা ১৫ ; ২৯ পদের টীকা দেখ)। এই স্থানে আহস্ তিগ্লৎ-পিলেষরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাধ্যসাধনা করেন। শেষে দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন রকমের পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

যিশায়াহ ভাববাদী।—যিহূদার উপর দিয়া যে সকল বিপদ যাইবে, ইহা ভাবিয়া, সেই সময়েও যিহোবা এমন এক প্রতিভাসম্পন্ন লোক উৎপন্ন

করেন যে, তেমন লোক যিহুদা বা আর কোন রাজ্যে কখনই উৎপন্ন হয় নাই। উষিয়ের রাজত্ব কালের শেষ বৎসরে যিশায়াহ ভাববাদীর পদ ও কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে যে সকল পাপ বেশি প্রচলিত ছিল, সেই সকলের দোষ দেখাইয়া তিনি প্রথমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পৌত্তলিকতার দিকে যে যিহুদার বহু কালের টান ছিল, অনুকূল সময়েও তাহা নির্ম্মূল করা অতি কঠিন ব্যাপার ছিল। তাহাতে আবার যিহোশাফট ও তাঁহার বংশীয়গণ আহাব বংশের সহিত কুটুম্বিতা করাতে পৌত্তলিকতার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল (পাঠ ৩০ দেখ)। উষিয় ও যোথম পৌত্তলিকতা নিবারণের জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যিহুদী ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান গুলি খুব ধুম ধামে সম্পন্ন হইত। কিন্তু সে সকলের ভিতরে কিছুই সার ছিল না। অগণ্য পশুবলি, ধূপ ধূনার মেঘাকার ধূমরাশি, অমাবস্যাপালন ও উৎসবাদি যিহোবার অতি ঘৃণার বিষয় হইয়াছিল, কারণ যাহারা এই সকল করিত, তাহারা ঘোর উপদ্রবী ও নরঘাতক ছিল। আহসের রাজত্ব কালে আবার লোকে প্রকাশ্যরূপে প্রতিমাপূজা করিতে আরম্ভ করে। যিশায়াহ স্বীয় সময়ে প্রচলিত পৌত্তলিকতা, কুশাসন প্রণালী, দোষ এই সকল দেখাইয়া দিয়া অহঙ্কারী পুরুষ ও চপলা স্ত্রীলোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। বৃথা তিনি লোকদিগকে কদাচরণ ত্যাগ করিতে, ও "সদাচরণ শিক্ষা" করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যখন লোকেরা নিতান্তই কথা শুনিল না, তখন যিশায়াহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বিচারসিদ্ধ দণ্ডদ্বারা পরিষ্কৃত না হইলে আর এ জাতির রক্ষা নাই, বিচার-সিদ্ধ দণ্ড-ভোগের পরে বিশ্বস্ত যে অল্প লোক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের হইতে এক গৌরবান্বিত জাতি হইয়া উঠিবে।

বচন-রত্ন।— "আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি, তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্ল বর্ণ হইবে, লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় হইবে।" (যিশা ১, ১৮।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।— যিশা ৫, ১-১৭।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার ..	২ রাজা ১৫, ৩২-৩৮। ২ বংশা ২৭ অধ্যায়।	যোথমের সুখের রাজত্বকাল।
মঙ্গলবার ..	যিশা ৬ অধ্যায়।	যিশায়াহের আহ্বান।

টীকা ৭৮।—যিশায়াহের আহ্বানের কথা যিশায়াহ পুস্তকের প্রথমে নাই, না থাকিলেও, তাহাই তাঁহার কার্য্যের আরম্ভ। এই জন্য এই সকল পাঠের প্রথমেই তাহা দেওয়া গেল। যোথমের রাজত্ব কালে, যে বৎসর উষিয়ের মৃত্যু হয়, বোধ হয়, ইহা সেই বৎসর ঘটিয়াছিল (যিশা ৬ ; ১ ও টীকা ৭৭ দেখ)।

বুধবার...... ২ রাজা ১৬ অধ্যায়। { আহসের রাজত্বকাল, অশূরিয়ার সহিত যিহূদার বন্ধুতা।

টীকা ৭৯।—আহসের রাজত্ব কালেই, বোধ হয়, যিশায়াহের প্রথম কালের কয়েকটী উপদেশ (২-৫ অধ্যায়) দত্ত হইয়াছিল। এই জন্য এ স্থলে সেগুলির আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ সকল উপদেশে রাজ্যটীর তৎকালের অবস্থা ও ঈশ্বরীয় ভাবী দণ্ডের কথা আছে। অনুযোগ (যিশা ১ অঃ) বোধ হয়, পরে লিখিত হইয়াছিল।

বৃহস্পতি	যিশা ১ম অধ্যায়।	অনুযোগ।
শুক্রবার ...	যিশা ২য় অধ্যায়।	যিহোবার দণ্ডের ফল।
শনিবার...	যিশা ৩ ; ১—৪ ; ১।	যিরূশালেমের দুষ্ট অধ্যক্ষ ও চপলা স্ত্রীলোক।
	যিশা ৪ ; ২-৬।	বিশ্বাসির ভাবী গৌরব।
রবিবার ..	যিশা ৫ ; ১-৭।	যিহোবার দ্রাক্ষাক্ষেত্র।
	যিশা ৫ ; ৮-৩০।	যিহূদার পাপ ও ঐশ্বরিক ক্রোধ।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের শিরোনাম কি? ২। ঐ পাঠে যে সময়ের বিবরণ আছে, সেই সময়ের মধ্যে ইস্রায়েলের রাজাদের সঙ্গে তুলনা করিলে যিহূদার রাজারা কি প্রকার লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়? ৩। এই সময়কার বিখ্যাত দুই জন রাজার নাম বল। ৪। এই সময়ে যিহূদা রাজ্যের ইতিহাসের খুব প্রধান ঘটনা কি? ৫। ইহার কয়েকটী গৌরবান্বিত ফল কি হইয়াছিল? ৬। ইহার রাজনীতিক ফলে যিহূদার রাজপরিবারের ও প্রজাদের কি হইয়াছিল? ৭। অথলিয়কে সিংহাসন

হইতে তাড়াইয়া দিবার পর রাজ্যের কি কি বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হয় ?
৮। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয়, ও বচন-রত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোমবার।

১। যোথমের সুখের রাজত্বকাল।

২ রাজা ১৫ ; ৩২ ৩৮। ২ বংশা ২৭ অঃ।

২। যিশায়াহের আহ্বান।

যিশা ৬ অঃ। (৭৮ টীকা দেখ)।

১। যোথমের রাজত্বকাল মোটের মাথায় কিরূপ ছিল, এবং কি কি কার্য্যহেতু তাহা বিখ্যাত, বল। (২ বংশা ২৭ ; ২-৬।)

পদ ২, ৬।

পদ ৩, ৪।

পদ ৫।

২। যে দর্শনপ্রাপ্তি হইতে যিশায়াহের পরিচর্য্যা কার্য্যের সূত্রপাত হয়, তাহা সংক্ষেপে বল। (যিশা ৬, ১-৭।)

৩। কি প্রকারে তাঁহাকে ডাকা হয় ? (যিশা ৬ ; ৮, ৯।)

মঙ্গলবার।

৩। আহসের রাজত্বকাল। ২ রাজা ১৬ অঃ।

৪। যিহূদা দেশের পূর্ব্ব রাজগণের রাজত্বকাল অপেক্ষা আহসের রাজত্বকাল কি বিশেষ বিষয়ে ভিন্ন ছিল ? (২ রাজা ১৬ ; ২ ৪।)

৫। কি সে করিয়া ইস্রায়েল্, অরাম ও অশূরের সংশ্রবে আহসকে আসিতে হইয়াছিল? (২ রাজা ১৬; ৫-৯। টীকা ৭৬ এবং যিশা ৭; ১, ২, ৫, ৬।)

৬। আহস্ রাজা দম্মেশকে তিগ্লৎ-পিলেষর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াতে কি কুফল ফলিয়াছিল? (২ রাজা ১৬; ১০-১৬।)

বুধবার।

৪। অনুযোগ। যিশা ১ অঃ।

৭। লোকেরা কি দোষ করিয়াছে বলিয়া যিহোবা দুঃখ করিয়াছিলেন? (যিশা ১; ২, ৩।)

৮। যিহোবার এই কথা যে ঠিক, এ বিষয়ে ভাববাদী কিরূপে সাক্ষ্য দিযাছিলেন? (৪-৬ পদ।)

৯। লোকদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কিরূপ ছিল, কেন? (১৪, ১৫ পদ।)

১০। ঈশ্বরের নিকট উক্ত ধর্ম্ম কার্য্য গ্রাহ্য হইবার জন্য লোকদিগকে কি কি করিতে বলা হইয়াছিল? (১৬, ১৭ পদ।)

১১। ভয় দেখাইতে দেখাইতে ঈশ্বর আবার কিরূপে করুণা করিতেও চাহিয়াছিলেন? (১৮, ১৯ পদ।)

১২। লোকেরা কুকার্য্যেই লাগিয়া থাকিলে ঈশ্বর কি করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন? (২০, ২৪-২৮ পদ।)

বৃহস্পতিবার।

৫। যিহোবার দ্রাক্ষাক্ষেত্র। যিশা ৫; ১-৭।

৬। যিহূদার পাপ ও ঈশ্বরীয় ক্রোধ।

যিশা ৫; ৮-৩০।

১৩। নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য যিহোবা কি কি করিয়াছিলেন, তাহাতে কি ফল ফলিয়াছিল? (যিশা ৫; ১-৪।)

১৪। এই বার তিনি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে কি করিতে চাহেন? (৫-৭ পদ।)

১৫। কি বিশেষ ছয়টী পাপের দরুণ সন্তাপ হইবে, বলা হইয়াছিল? (পরিশিষ্টে ব্যাখ্যার টীকা দেখ।)

পদ ৮-১০।

পদ ১১-১৬।

পদ ১৮, ১৯।

পদ ২০।

পদ ২১।

পদ ২২, ২৩।

১৬। যিহোবা লোকদিগকে যে দণ্ড দেন, যিশায়াহ তাহা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন? (যিশা ৫; ২৪, ২৫।)

১৭। অশূরীয় সৈন্যের আগমন তিনি কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন? (যিশা ৫; ২৬-৩০।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। ঈশ্বরের আসল গুণ কি, এবং এই পাঠে কিরূপে তাহা খুব স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে (যিশা ৬; ৩)? ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের মনোনীত লোক, তবে কিরূপে এই গুণ তাহাদিগেতে প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল (যাত্রা ১৯. ৬)? এই জাতির কি প্রকার স্বভাব চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছিল?

১৯। ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকাশিত হইলে পর যিশায়াহের কি হইয়াছিল (৬, ৫)? ইহা শুনিলে আমাদের কি হওয়া উচিত?

২০। যিশায়াহকে কি বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহাকে কি অভিপ্রায়ে প্রেরণ করা হইয়াইছিল, অথবা তাহা তাঁহার প্রচারের ফল, পরে বহুবৎসর বৃথা পরিশ্রমের পর বুঝিতে পারিয়াছিলেন? প্রচারণের এ প্রকার ধারণা কোন ব্যক্তির পরিচর্য্যা কার্য্যের আরম্ভে বা পরে হওয়া উচিত (খ্রীষ্টের [মথি ১৩, ১৩ ১৫] এবং পৌলের [প্রে ২৮, ২৬] কার্য্য মিলাইয়া দেখ)? ঈশ্বরের তত্ত্ব কথা মানুষের মনে গাঁথিয়া দেওয়া এত কঠিন বিষয় কেন?

২১। যিহোবার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিষয়ক দৃষ্টান্ত কথাটী আমাদের বিষয়ে কিরূপে খাটান যাইতে পারে? যিহূদার জাতীয় পাপের সঙ্গে কিরূপে আমাদের জাতীয় পাপের তুলনা হইতে পারে?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। ধর্ম্ম বিষয়ে যিহূদার অবস্থা, ও এ বিষয়ে যিশায়াহের পূর্ব্ব উক্তি। ২। সাধারণ উপাসনা প্রণালীর অবস্থা (যিশা ১, ১০-১৭)। শাসনকর্ত্তাদিগের ভ্রষ্ট অবস্থা (যিশা ৩, ১-১৫)। ৪। স্ত্রীলোকদিগের বিলাসপরায়ণতা ও সাংসারিক ভাব (যিশা ৩, ১৬-২৪)। ৫। যিরূশালেম কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় (যিশা ২; ২-৫)। ৬। যিরূশালেম তখন কিরূপ ছিল (যিশা ২; ৬—৪; ১)। ৭। ভাবী যিরূশালেম (যিশা ৪, ২-৬)।

৩২ পাঠ। হিষ্কিয়ের রাজত্বকাল। ভাল করিবার চেষ্টাতেই জাতীয় সর্ব্বনাশ।

২ রাজা ১৮; ১৩—২০; ২১। ২ বংশা ২৯-৩১।

টীকা ৮০।—যিহূদার রাজগণের মধ্যে হিষ্কিয় (খ্রীঃ পূঃ ৭১৫-৬৮৭ প্রধান ছিলেন। হিষ্কিয় যখন রাজা হয়েন, তখন যিহূদার অবস্থা বড় মন্দ; প্রজারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের দ্বারা ভ্রষ্ট, এবং বিদেশীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান, যত্ন ও উদ্যোগগুণে রাজ্যটীর কিছু কাল ধ্বংস হয় নাই। তিনি মন্দিরটী পরিষ্কার ও মারামত করিয়া দেওয়ান, তাহাতে আবার বলিদানাদি কার্য্য আরম্ভ হয়, মন্দিরের পরিচর্য্যা কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আবার যাজকগণ নিযুক্ত হয়েন। খুব সমারোহে নিস্তারপর্ব্ব পালিত ও দশ গোষ্ঠীর যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই সময়ে দেবপ্রতিমা ও দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে যে যিশায়াহের দ্বারা রাজা অনেক উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজত্বকালের (খ্রীঃ পূঃ ৭০১) মাঝা-মাঝি হিষ্কিয় সাংঘাতিক পীড়া-গ্রস্ত হয়েন, বাবিল হইতে রাজদূত আইসেন, যিহূদার ভাবী বন্দিত্বের পূর্ব্ববাণী এবং সন্‌হেরীব্‌ রাজাকর্ত্তৃক দেশাধিকার (২ রাজা ১৮; ১৩)।

দ্বিতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর রাজার আমলে আহস্‌ অশূরীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করেন, হিষ্কিয় সেই অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করাতে অশূরীয়েরা আসিয়া দেশটী জয় করে (৩১ পাঠ)। যিশায়াহ আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তথাপি তিনি অশূরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ না করিতে যিরূশালেমস্থ চতুর রাজনীতিজ্ঞদিগকে অনেক করিয়া লওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছু কাল তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইয়াছিল, কিন্তু নীনবীতে এক জন নুতন রাজা (খ্রীঃ পূঃ ৭০৫) হইলে, যিরূশালেমে যাঁহারা অশূরীয়দিগের বিপক্ষ ছিলেন, বাবিলীয়দিগের পরামর্শে সাহসী হইয়া হিষ্কিয় রাজাকে মিসরের সহিত মিত্রতা করিয়া, অশূরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দেন। ইতিমধ্যে অশূরীয়েরা আসিয়া দেশটী হস্তগত করিয়া ফেলে, মিস্রীয়েরা সাহায্য করিতে অক্ষম হয়।

এ সময় বড়ই সঙ্কটের সময়। সন্‌হেরীবের সৈন্যগণ যিহূদা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি হিষ্কিয়ের অনেক টাকা দণ্ড করেন, তাহার উপর,

পূর্ব্ব কথার অন্যথা করিয়া, যিরূশালেম নগরটী চাহেন। পূর্ব্বে যিশায়াহের কথা লোকে উড়াইয়া দিত, এক্ষণে তাঁহার কথায় কাণ দিতে লাগিল। অশূরীয়দের অত্যাচার হইতে মুক্তি হইবে বলিয়া তিনি ভাববাণী প্রচার করত বিপন্ন রাজা ও লোকদিগকে সান্ত্বনা দান করেন, এবং ঈশ্বরনিন্দাকারী শত্রুদিগকেও শক্ত শক্ত কথা বলেন। অশূরীয় সৈন্যদলের বিনাশ হওয়াতে তাঁহার কথা শীঘ্রই সফল হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, ... আমাদিগকে নিস্তার কর, তাহাতে, হে সদাপ্রভো, তুমি, কেবল তুমিই যে ঈশ্বর, ইহা .. ... যাবতীয় রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।" (২ রাজা ১৯, ১৯)।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—২ রাজা ১৯, ২০ ৩৪।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার ..২ বংশা ২৯, ১ ১৯।	মন্দির শুচি করণ।
মঙ্গলবার ২ বংশা ২৯, ২০-৩৬।	মন্দিরে সেবাকার্য্যের বন্দোবস্ত।
বুধবার ... ২ বংশা ৩০ অ।	নিস্তারপর্ব্ব পালন।
বৃহস্পতি ...২ বংশা ৩১ অ।	পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ। দশমাংশ ও হোমাদির নিয়ম।
শুক্রবার ..২ রাজা ২০ অ।	হিষ্কিয়ের পীড়া ও বাবিল হইতে রাজদূতের আগমন।

টীকা ৮১।—হিষ্কিয়ের পীড়ার কথা সন্‌হেরীবের আক্রমণের পরে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যাওয়া উচিত, কারণ রাজা আরোগ্যলাভ করিলে যখন বাবিলীয় রাজদূতেরা তাঁহাকে মঙ্গলবাদ দিতে ও তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে চাহেন (২ রাজা ২০; ১৩), তখন যিরূশালেম নগর ও মন্দির লুঠ হয় নাই, কিন্তু ১৮, ১৪-১৬ পদে লেখা আছে যে, সন্‌হেরীব্ রাজাকে সন্তুষ্ট করণার্থ মন্দিরস্থ সোনা রূপা সমস্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই জন্য ২ রাজা ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ের পূর্ব্বে এই পাঠে ২০ অধ্যায় দেওয়া গেল।

শনিবার .২ রাজা ১৮; ১৩—১৯, ৭।	সনহেরীবের আক্রমণ ও যিশায়াহের ভাববাণী।

রবিবার ...২ রাজা ১৯, ৮—৩৭। { সন্‌হেরীবের দর্প ও যিশায়াহের ভর্ৎসনা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। যিহুদার রাজা আহস্ কি প্রকার লোক ছিলেন? ২। এই রাজত্ব কালের আরম্ভে কোথাকার রাজার সঙ্গে মিত্রতা করাতে যিহুদার বিপদাশঙ্কা হইয়াছিল? ৩। কিছু কালের জন্য এই বিপদ কিরূপে এড়ান গিয়াছিল? ৪। এই মিত্রতা করাতে যিহুদার কি হইয়াছিল? ৫। যিশায়াহ কিরূপে ভাববাদীর কার্য্যের জন্য আহুত হইয়াছিলেন, সে বিবরণ বল। ৬। যিহুদার ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থার তিনি কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন? ৭। কি কি পাপের বিষয় তিনি বিশেষ ঘৃণার ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন? ৮। এই জাতির পাপ সিন্দূরবর্ণ হইলেও যিহোবা কি করিতে প্রস্তুত, এ বিষয়ে যিশায়াহ কি বলিয়াছিলেন? ৯। নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপর যিহোবার ক্রোধ হইয়াছিল কেন? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় এবং বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। হিষ্কিয়ের পীড়া ও বাবিলীয় রাজদূত।

২ রাজা ২০ অ ও যিশা ৩৮ ও ৩৯ অ দেখ। (টীকা ৭৮)।

১। পীড়া কালে যিশায়াহ হিষ্কিয় রাজার কাছে কি সংবাদ লইয়া আইসেন, আর তাহাতে তাহার কি হইয়াছিল? (২ রাজা ২০, ১—৩)।

২। দ্বিতীয় সংবাদ কি, এবং তাহাতে কি কি অঙ্গীকার ছিল? (২ রাজা ২০, ৪-৬)।

৩। এই সকল অঙ্গীকার যে ফলিবে, সে বিষয়ে কি অভিজ্ঞান (চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছিল? (২ রাজা ২০; ৮-১১।)

৪। হিষ্কিয় রাজা বাবিলীয় রাজদূতগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? (২ রাজা ২০; ১২, ১৩।)

৫। দূতগণ চলিয়া গেলে, যিশায়াহ কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং হিষ্কিয় কি উত্তর দিয়াছিলেন (২ রাজা ২০; ১৪, ১৫।)

৬। তাহাতে যিহূদা রাজ্যের কি দণ্ড হইবে, বলা হইয়াছিল? (২ রাজা ২০; ১৬-১৮।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। সন্‌হেরীবের আক্রমণ ও যিশায়াহের ভাববাণী।

২ রাজা ১৮; ১৩-১৯; ৭ ও যিশা ৩৬; ১-৩৭; ৭।

৩। সন্‌হেরীবের দর্প ও যিশায়াহের ভর্ৎসনা।

২ রাজা ১৯; ৮-৩৭ ও যিশা ৩৭; ৮-৩৮।

৭। হিষ্কিয় রাজা বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করাতে সন্‌হেরীব্ রাজা তাহার কি দণ্ড করিয়াছিলেন? (২ রাজা ১৮; ১৩-১৬।)

৮। সন্‌হেরীব্ যিরূশালেম ছাড়িয়া দিয়া দুঃখ করত পুনরায় কি করিয়াছিলেন? (২ রাজা ১৮; ১৭।)

টীকা ৮২।—যে সকল তর্ক করিয়া ও ভয় দেখাইয়া সন্‌হেরীবের কর্ম্মচারিরা হিষ্কিয়কে যিরূশালেম ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে (১৮-৩৭ পদে) সেই বিষয় লিখিত আছে।

৯। সন্‌হেরীবের কর্ম্মচারীদের ভয়সূচক কথা শুনিয়া হিষ্কিয় কি করিলেন?

২ রাজা ১৯; ১।

২ রাজা ১৯; ২-৪।

১০। কি ভাববাণী বলিয়া অমনি যিশায়াহ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন? (২ রাজা ১৯; ৬, ৭।)

১১। যিরূশালেম ছাড়িয়া দিবার জন্য ইহার পরে সন্‌হেরীব আর কি কি কথা বলিয়া পাঠান? (২ রাজা ১৯; ১০-১৩।)

১২। সন্‌হেরীবের পত্র পাইয়া হিষ্কিয় কি করিয়াছিলেন? (২ রাজা ১৯; ১৪-১৯।)

১৩। কি প্রকারে সন্‌হেরীব্ ঈশ্বরের অবমাননা করেন, এবং তাহাতে তাঁহার কি হইবে করিয়া যিশায়াহ বলেন?

২২-২৪ পদ।

৩২-৩৪ পদ।

১৪। এই কথা কিরূপে ফলিয়াছিল? (৩৫-৩৬ পদ।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৫। হিষ্কিয়কে যখন বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার মরণ নিকট, তখন তিনি যে প্রার্থনা করেন, তাহার সার কি (২ রাজা ২০; ৩)? এই প্রার্থনার উত্তর কিরূপে দত্ত হইয়াছিল? এখনও কি লোকে প্রার্থনার এই প্রকার উত্তর পাইয়া থাকে?

১৬। মৃত্যু হইবে শুনিয়া হিষ্কিয়ের এমন দারুণ উদ্বেগ হইয়াছিল কেন (পরিশিষ্টের টীকা) ? মৃত্যুর পরে কি হইবে, এই বিষযে হিষ্কিয়ের যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত পৌলের ধারণার তুলনা করিলে, কি বোধ হয় (যিশা ৩৮ ; ১০-১২ ; ১৮ ও রোম ৮ ; ৩৮, ৩৯। ফিলি ১, ২৩। ২ তীম ৪, ৭, ৮ মিলাইয়া দেখ) ? এ প্রকার ভিন্ন ভাবের কারণ কি (২ তীম ১ ; ১০ দেখ) ?

১৭। হিষ্কিয সম্বন্ধীয আর কোন্ কোন্ বিষযে ধার্ম্মিক লোকের প্রার্থনার উপকারিতা প্রকাশ পাইযাছে (২ রাজা ১৯ ; ১-৭, ১৫—২০, ৩৪) ? বিপদের দ্বারা হিষ্কিযের চরিত্রের কি কি উত্তম গুণ প্রকাশ পাইযাছিল ? দুঃখের সময়ে কি করা ভাল ?

১৮। পীড়া হইতে আরোগ্য হইলে পর, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও মঙ্গল ভাব প্রকাশ করিবার কি সুযোগ হিষ্কিয পাইযাছিলেন, অথচ করেন নাই (২ রাজা ২০ ; ১২, ১৩) ? ইহা দ্বারা ঈশ্বর হিষ্কিযকে কি জানাইতে চাহিয়াছিলেন (২ বংশা ৩২, ৩১) ? আমাদের কি প্রার্থনা করা উচিত (মথি ৬ ; ১৩) ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১ হিষ্কিয়ের রাজত্ব কালের ঘটনা সকলের তালিকা। ২। হিষ্কিয়ের প্রশংসাগীতে প্রকাশিত পরকাল সম্বন্ধীয় ভাব (যিশা ৩৮ ; ১০-২০)। আহসের "সূর্য্য ঘড়ি" ও ছায়া সরিয়া যাওয়া। ৪। বাবিলীয় বন্দীত্ব বিষযে যিশাযাহের ভাববাণী। ৫। সন্হেরীবের রাজত্বকাল। ৬। সনহেরীবের সৈন্যগণের নিধন।

---

৩৩ পাঠ। যিহূদার রাজনীতিজ্ঞ ও ভাববাদী

যিশায়াহ। আহস্ ও হিষ্কিয়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ।
মীখা ভাববাদী। যিশা ৭-১১, ৩১ অধ্যায়।
যিশা ৪, ৮—৫ ; ১৫।

টীকা ৮৩। ভাববাদীর প্রধান কার্য্য ছিল প্রচার করা—অর্থাৎ যিহোবার বিষয়ে কথা বলা—যিহোবার সহিত যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা পালন

করার আবশ্যকতা লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। ইস্রায়েল্ জাতি যত কাল বিশ্বস্তরূপে নিয়ম পালন করিয়াছিল, তত কাল তাহাদিগকে অন্য জাতির মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় নাই, বা তাহাদের বিপক্ষতা প্রযুক্ত ইস্রায়েলের কোন বিপদ ঘটে নাই। অতএব যিহোবার উপর নির্ভর করাতেই ইস্রায়েল নিরাপদ ছিল, অন্য জাতির সহিত মিত্রতা করাতে নহে।

কিন্তু যিরুশালেমস্থ রাজনীতিজ্ঞেরা এ কথা বুঝিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, পরজাতিগণের সঙ্গে মিত্রতা না করিলে নিজেদের দেশ রক্ষা পাইবে না। এই সংসারবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে দেশের প্রকৃত হিতৈষী যে ভাববাদিগণ, তাঁহাদের ঐক্য হইত না; এই জন্য তাঁহারা আপত্তি করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যিহোবার লোকেরা পরজাতীয় লোকদিগের সঙ্গে মিশিলে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, তাহারা পৌত্তলিকদের তুল্যমূল্য হইবে, এবং ইস্রায়েল জাতির পতনের পথ সহজ হইবে।

আমোসের (আমোষ ভাববাদী নহে) পুত্র যিশায়াহ এই প্রকার ভাববাদী রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ভাববাণীর মত গম্ভীর ও উচ্চ ভাবের ভাববাণী আর নাই। লোকে সচরাচর যে সকল পাপ করিত, তিনি প্রথমে (২ ৫ অং, ৩১ পাঠ) সেই সকল পাপের উল্লেখ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে তাহাতে অরামীয়, ইফ্রয়িম (আহসের আমলে) ও সন্হেরীবের অশূরীয় সৈন্যগণের দ্বারা দেশ অধিকার (হিষ্কিয়ের আমলে, পাঠ ৩২) বিষয়ই বেশীর ভাগ দেখিতে পাই। আহস যখন ভয় পাইয়া ২য় তিগ্লৎপিলেষরের সাহায্য চাহিবার প্রস্তাব করেন, তখন যিশায়াহ (অং ৭) বড়ই আপত্তি করেন, এবং বলেন যে, অরাম ও ইফ্রয়িম বরং পদে আছে, কিন্তু অশূর বিষম শত্রু। হিষ্কিয় যখন মিস্রীয়দিগের সঙ্গে মিত্রতা করিতে যান, তখনও যিশায়াহ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কথা শুনেন নাই। যিশায়াহ বড় দূরদর্শী লোক ছিলেন, এই দুই ঘটনায়ই তিনি একমাত্র উপকারী রাজনীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই পরমার্শ অগ্রাহ্য করাতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল।

হিষ্কিয়ের রাজত্ব কালে মীখাও ভাববাণী প্রচার করেন। যিশায়াহ রাজধানীতে ছিলেন, এবং রাজার পরামর্শদাতা ছিলেন, কিন্তু মীখা কি করিতেন?—যিরুশালেমস্থ ধনীদিগের দ্বারা মফস্বলস্থ যে সকল লোক উৎপীড়িত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের কাছে প্রচার করিতেন। যিশায়াহ যিরুশালেমে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার ভাববাণীতে রাজনীতির ভাগ বেশী, মীখার ভাববাণীতে রাজনৈতিক কথা তত নাই।

বচন-রত্ন।—"স্থিরবিশ্বাসী না হইলে তোমরা কোন ক্রমে স্থির থাকিতে পারিবে না" (যিশা ৭, ৯।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। যিশা ১১, ১-১০।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার	যিশা ৭ অধ্যায়।	অরাম ও ইফ্রয়িমের যুদ্ধ। শিশু ইম্মানূয়েল।
মঙ্গলবার	যিশা ৮, ১-১৮। ,, ৮, ১৯-৯, ৭।	যিশায়াহ ও তাঁহার পুত্রগণ অভিজ্ঞান স্বরূপ। ঘোর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলো।
বুধবার …	যিশা ৯, ৮-১০, ৪। যিশা ১০, ৫-১৯।	উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের পতন নিকট। অশূরের দর্পচূর্ণ।
বৃহস্পতি …	যিশা ১০; ২০ ৩২।	অল্প লোকের রক্ষা। অশূরীয়দের আগমন নিকট।
শুক্রবার …	,, ১০, ৩৩-১১, ১৬।	অশূরীয়দের পরাজয়। ইস্রায়েলের একতা।
শনিবার…	যিশা ৩১ অধ্যায়।	যিহোবার যিরূশালেম রক্ষা।
রবিবার …	মীখা ৪, ৮—৫, ১৫।	বৈৎলেহমের বিজয়ী রাজা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। মোটের মাথায় হিষ্কিয় কি প্রকার লোক ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বই বা কিরূপ ছিল? ২। তাহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে কি কি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল? ৩। যে সকল অবস্থায় তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বল। ৪। আরোগ্য হইলে কে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন? কি অভিপ্রায়ে দেখা করেন? ৫। আক্রমণের আরম্ভেই সন্‌হেরীব্ হিষ্কিয়ের নিকট হইতে কি কি আদায় করিয়াছিলেন? ৬। তাঁহার কর্ম্মচারীরা আর কি দাবি করিয়াছিলেন?

৭। সন্হেরীবের অহঙ্কার ও দর্পে হিষ্কিয়ের কি হইয়াছিল ? ৮। যিশায়াহ কি বলিয়াছিলেন ? তাঁহার কথা কিরূপে ফলিয়াছিল ? ৯। এই পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। অরাম ও ইফ্রয়িমের যুদ্ধ, এবং শিশু ইম্মানূয়েল।

যিশা ৭ অধ্যায়।

১। অরাম ও ইফ্রয়িম যুদ্ধ করিতে আসিতেছে শুনিয়া আহস্ ও তাঁহার প্রজারা কিসের মত "আলোড়িত" হইয়াছিলেন ? (যিশা ৭; ১, ২।)

২। যিশায়াহ যিহোবার কি কথা আহস্‌কে গিয়া বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বল। (পদ ৩-৯।)

৩। যিশায়াহের কথা অবিশ্বাস করিয়া আহস্ অশূরের সঙ্গে মিত্রতা করাতে ভাববাদীর কথা যে সত্য, প্রভু তাহার কি অভিজ্ঞান দিয়াছিলেন ? (পদ ১০-১৪।)

৪। দুই তিন বৎসরের মধ্যে কি ঘটিবে, অর্থাৎ শিশু "ইম্মানূয়েলের" বড় হইয়া ভাল মন্দ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কি ঘটিবে করিয়া যিশায়াহ বলিয়াছিলেন ? (পদ ১৬, ১৭।)

৫। পরে যে অশূরীয়েরা (৩০-৩৫ বৎসর) আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিবে, যিশায়াহ তাহাদের কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন ? (১৮-২০ পদ।)

৬। অশূরীয়েরা আসিলে দেশের যে দুর্দ্দশা হইবে, যিশায়াহ তাহা কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন ? (২১-২৫ পদ।)

বুধবার।

২। যিহোবার যিরূশালেম রক্ষা।

যিশা ৩১ অধ্যায়।

৭। যিহূদিরা সনহেরীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মিসরের আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিলে সে বিষয়ে যিশায়াহ কি বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন? (যিশা ৩১ ; ১-৩।)

৮। কি প্রকারে অশূরীয়দিগের আক্রমণ হইতে ঈশ্বর যিরূশালেম রক্ষা করিবেন করিয়া যিশায়াহ বলিয়াছিলেন? (৪, ৫ পদ।)

৯। অশূরীয় সৈন্যদলের নিধন বিষয়ে যিশায়াহ কি ভাববাণী বলিযাছিলেন? (৮, ৯ পদ।)

বৃহস্পতিবার।

৩। বৈৎলেহমের বিজয়ী রাজা।

মীখা ৪ ; ৮—৫ ; ১৫।

১০। কোথা হইতে ইস্রায়েলের নিস্তারকর্ত্তা আসিবেন, তাঁহার কিরূপ বর্ণনা হইয়াছে? (মীখা ৫ ; ২।)

১১। তিনি আসিলে পর পুনর্ম্মিলিত ইস্রায়েল ও অশূরের কি হইবে?

পদ ৪, ৫।

পদ ৬।

১২। "যাকোবের অবশিষ্টাংশের" প্রভাব সপক্ষ ও বিপক্ষ জাতীয় লোকেরা কিরূপ অনুভব করিবে?

পদ ৭।

পদ ৮।

১৩। জাতিগণের উপরে ইস্রায়েল্ বিজয়ী হইলে যুদ্ধের অস্ত্র এবং বিগ্রহদিগের কি হইবে?

শুক্র ও শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৪। শিশু "ইম্মানূয়েলের" অভিজ্ঞান যে সময়ে দেওয়া হইয়াছিল, সে সময়ে কোন্ আশু রাজনীতিক ঘটনার বিষয়ে ইহা বলা হইয়াছিল? অরাম ও ইস্রায়েলের শীঘ্র পতনের কথা বলিয়া আহস্‌কে সান্ত্বনা দানকালে যিশায়াহ তখনকার কোন ঘটনার, কিম্বা বহুকাল পরের কোন্ ঘটনার বিষয়ে অভিজ্ঞান চাহিয়াছিলেন, কি বোধ হয়? তবে যিশায়াহের কথার একটী অর্থ কি বলিয়া বোধ হয়? কোন্ শিশুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (পরিশিষ্টের টীকা দেখ)?

১৫। ইম্মানূয়েলসম্বন্ধীয় এই ভাববাণীর আর কি অর্থ পরে জানা গিয়াছিল (মথি ১, ২৩)? এই বালক কি প্রকার লোক হইবেন, যিশায়াহ বলিয়াছিলেন (যিশা ৮, ৮। ৯, ৬, ৭)?

১৬। যিশায়াহ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে বালকবিষয়ক অভিজ্ঞান বেশী প্রয়োজনীয়, কিম্বা বালকের মাতাবিষয়ক অভিজ্ঞান বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়? যিশায়াহের ভাববাণীর কোন্ অংশের উপর মথি বেশী জোর দিয়াছেন? কেন জোর দিয়াছেন?

১৭। আগামী মুক্তিদাতার বিষয়ে মীখা ভাববাদী কি বলিয়াছেন (মীখা ৫, ২-৪)? নূতন-নিয়মের কোন পুস্তকে মীখার কথার উল্লেখ আছে (মথি ২, ৫, ৬)? যিশায়াহ ও মীখার কথা তবে কাহার্ বিষয়ে খাটিয়াছে?

১৮। যিশায়াহের উক্ত পক্ষীদম্পতির (৩১; ৫) দৃষ্টান্ত কি শোচনীয় বিষয়ে নূতন নিয়মে (মথি ২৩, ৩৭) উক্ত হইয়াছে? আপন ভক্তদিগের উপর যে ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? এই বিষয়টী অন্যত্র (গী ১০৩, ১৩। মথি ৭; ১১) কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যিশায়াহ রাজনীতিজ্ঞ ও দেশহিতৈষী। ২। যিশায়াহ কবি। ৩। ইম্মানূয়েল্ সম্বন্ধীয় ভাববাণী ৭; ১৪-১৭। ৮; ৫-১০। ৯; ৬, ৭। ৪। ১১, ১-৯ পদে উক্ত মশীহের রাজত্ব। ৫। "অবশিষ্ট," বা "পবিত্রবংশ" বিষয়ে যিশায়াহের মত কি?

---

৩৪ পাঠ। জাতিগণের ভাববাদী যিরমিয়।

যিহূদার লোকদিগকে রক্ষা করণার্থ তাঁহার চেষ্টা। যির ১, ২, ৪, ৬ অধ্যায়।

টীকা ৮৪। যোশিয়ের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে, অথবা ব্যবস্থা পুস্তক পাওয়া গেলে পর যে মহৎ সংস্কার কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার আহূত হওন ও প্রচার কার্য্য, যোশিয় রাজার দ্বারা যে সকল সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে হইয়াছিল, এই জন্য বর্ত্তমান পাঠে সেই সকলের আলোচনা করা গেল। পুরাতন নিয়মে যিরমিয়ের মত সাহসী পুরুষের উল্লেখ আর নাই, এই জন্য তাঁহার চরিত্রের বিষয়ও আলোচনা করিলাম।

দক্ষিণাঞ্চলায় রাজ্যটী উৎসন্ন যাইবার পূর্ব্বে বহু দিন যে সকল শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল, যিরমিয় নিজ পরিচর্য্যা কালের অধিকাংশ কাল তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। পুরাতন নিয়মে আর কাহারও বিষয় এত বিস্তারিত রূপে জানা যায় না। অনেক ভাববাদীকে কেবল অরণ্যে রোদন করিতে হইয়াছে। যিরমিয়ের মুখের কথা যেমন, কার্য্যও তেমনি। তিনি ধীর শান্ত লোক ছিলেন, একা থাকিতেই ভাল বাসিতেন, অন্যায় দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, আবার আমোদ ও মনোকষ্ট অনুভব করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গী ও ভালবাসার কাঙ্গালি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ নগরবাসিরা তাঁহার প্রাণ লইবার যোগাড় করিয়াছিল (১১; ২১); স্ত্রী পুত্র বিষয়ে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল (১৬; ২); তিনি নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে অভিশাপ দিত (১৫; ১০); তিনি শান্তি ভাল বাসিতেন, বিবাদ বিসংবাদ ঘৃণা করিতেন, তথাপি সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না (১; ১৭-১৯); স্বজাতীয় লোকদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিয়া শত্রুর সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া বিনা দোষে অভিযুক্ত ও তাঁহাকে কদর্য্য কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া মরিতে হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে তিনি এমন দৃঢ় ছিলেন যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইতেন না।

এই সাধু ও শান্তিপ্রিয় লোকটাকে "সদাপ্রভুর হস্ত" কর্ত্তৃক প্রতি দিন পৌত্তলিক, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, চোর, ডাকাইত, ও ব্যভিচারিদিগের সঙ্গে (৯ ; ১-৬) থাকিয়া অতি শোচনীয়রূপে মরিতে হইয়াছিল। যোশিয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশের হিতকর বিষয়ে নীরব থাকিতে হইয়াছিল। লোকদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়া যে মনকে প্রবোধ দিবেন, তাহাও পারিতেন না (৭ ; ১৬। ১১ ; ১৪)। প্রাণ বধের ষড়যন্ত্র হইতেছে শুনিয়া এলিয় পলাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যিরমিয়কে, যেখানে ছিলেন, সেই খানে থাকিয়া লোকের উপহাস, বিদ্রূপ ও তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। লোকেরা অবাধ্য ও ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া তাঁহার কথায় কান দিত না। তিনি স্বজাতীয়দিগকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই।

যিরমিয়ের আমলে তিনটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল ; (১) যোশিয়ের রাজত্বের প্রথমাংশে স্কুথীয় লোকেরা এশিয়া-খণ্ডের মধ্য-প্রদেশ হইতে দলে দলে আসিয়া লুট পাট করিয়াছিল।

(২) নীনবির পতন, এবং অশূরীয় রাজ্যের পতন। (৩) কর্কমীশের যুদ্ধ, এই যুদ্ধে কল্‌দীয় লোকেরা মিস্রীয়দিগকে হারাইয়া দিয়া এশিয়া দেশের পশ্চিমাংশ দখল করিয়া লয় (৩৬ পাঠে হবক্‌কূক ১ ; ৬ পদের ব্যাখ্যা দেখ)। প্রথম ঘটনাটী যদিও যিরিমিয় ১—৬ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয় নাই, তথাপি পরে "উত্তর দিকের অমঙ্গলের" কথা তাঁহার লেখায় বিলক্ষণ পাওয়া যায়। মিসরের সাহায্যে নির্ভর করিতে যিরমিয় বার বার বারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে কল্‌দীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিলে ভাল হইত।

বচন-রত্ন।—"সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথে পথে দাঁড়াইয়া দেখ, এবং কোন্‌টা কোন্‌টা চিরন্তন মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বল, উত্তম পথ কোথায় ? আর সেই পথে চল, তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণে বিশ্রাম পাইবে।" (যির ৬ ; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ — যির ২ ; ১-১৯।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার…যির ১ অধ্যায়।	যিরমিয়ের আহ্বান ও কার্য্য।
মঙ্গলবার…যির ২ ; ১-১৭।	যিহোবার প্রতি যিহূদার অকৃতজ্ঞতা।
বুধবার ….যির ২ : ১৮-৩৭।	যিহূদার জঘন্যরূপে যিহোবাকে বর্জ্জন।
বৃহস্পতি… যির ৪ ; ৩-১৮।	উত্তর দিকের অমঙ্গলের কথা।
শুক্রবার… যির ৪ ; ১৯-৩১।	আগামী দুর্দ্দশা ভাবিয়া দুঃখ।
শনিবার… যির ৬ ; ১-২১।	শত্রুর আগমন ও চেতনা বাক্য।
রবিবার … যির ৬ ; ২২-৩০।	শত্রুগণের বর্ণন।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। ভাববাদীর প্রধান কর্ত্তব্য কি ? ২। তবে ভাববাদীরা রাজনীতি বিষয়ে কথা কহিতেন কেন ? ৩। যিশায়াহের সময়ে যিহূদা দেশে কি দুইটী রাজনীতিক ব্যাপার ঘটিযাছিল ? ৪। অরাম-ইফ্রয়িম যুদ্ধের সহিত যিশায়াহের কোন্ প্রধান ভাববাণীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল ? ৫। যিরূশালেমের যথার্থরূপে রক্ষা যাহাতে হইতে পারে, তাহা যিশায়াহ কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, ৬। যিরমিয় কি প্রকার লোক ছিলেন (টীকা ৮৪ দেখ) ? ৭। প্রভু তাঁহার জন্য কি প্রকার কার্য্য নিরূপণ করিযাছিলেন ? যিরমিয়ের সমযে কি তিনটী প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল ? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। যিরমিয়ের আহ্বান ও কার্য্য। যির ১ অ।

১। যিরমিয় কে ? এবং তাঁহার পরিচর্য্যা কার্য্যের আরম্ভ কখন্ ? (যির ১ ; ১,২।)

২। ঈশ্বর কাহাদিগের নিকট তাঁহাকে ভাববাদী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন? (যির ১; ৫।)

৩। ইহাতে যিরমিয়ের ভয়, ও পরে অভিষেক বর্ণন কর। (যির ১; ৬-৯ ও যিশা ৬; ১-৯ মিলাইয়া দেখ।)

৪। বিশেষ করিয়া বল, কি অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? (যির ১; ১০, ১৭-১৯।)

৫। বাদাম গাছের ডাল কিসের অভিজ্ঞান স্বরূপ ছিল? (পদ ১১,১২।)

৬। ধূমযুক্ত পাকস্থালী কিসের চিহ্ন ছিল? (পদ ১৩-১৬।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। যিরূশালেমের সম্মুখে শত্রু উপস্থিত;

যিরমিয়ের চেতনা বাক্য। যির ৬; ১-২১।

৭। শত্রু যিরূশালেমের প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে নগরবাসিদিগকে যিরমিয় কি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন? (যির ৬; ১।

৮। যিরূশালেম আক্রমণ বিষয়ে শত্রুদিগের কি প্রকার উৎসাহ তাহাদের কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল? (যির ৬; ৪, ৫ পদের ব্যাখ্যা দেখ।)

৯। রাজধানীর এই বিপদ ঘটিয়াছিল কেন? (পদ ৭।)

১০। যিহোবার কথা ইস্রায়েলগণ শুনিত কি? (পদ ১০।)

১১। বিদ্রোহী ইস্রায়েলের বিষয়ে যিরমিয়ের মনের ভাব কিরূপ ছিল? তাহাদের প্রতিকূলে তিনি কি ভাববাণী বলিয়াছিলেন? (পদ ১১, ১২।)

১২। ভয় নিবারণের জন্য ভাক্ত ভাববাদী ও যাজকেরা লোক-দিগকে কিরূপে প্রবঞ্চনা করিত? (পদ ১৪।)

১৩। প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রামলাভের যে উপায় ঈশ্বর যিরমিয়ের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কি? (পদ ১৬।)

১৪। প্রভু পরামর্শ ও চেতনা দিলে লোকেরা কি উত্তর দিয়াছিল? (পদ ১৬, ১৭।)

১৫। যিহোবার কথা অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে, বলা হইয়াছিল? (পদ ১৯ ২১।)

টীকা ৮৫।—এই সকল আদিম ভাববাদী হয় ত স্কুথীয় লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কারণ তাহারা তৎকালে পালেষ্টিনা দেশে লুট পাট করিতে-ছিল। কিন্তু যোশিয় রাজার (পাঠ ৩৫) ধর্ম্মসঙ্গত রাজত্ব কাল যেন ভাবী বিনাশের পূর্ব্বে একটু সুখের রাজত্ব হইয়াছিল, সুতরাং ২৫-৩০ বৎসর পরে যিরমিয়ের কথা সফল হয়, কলদীয়েরা নগরটী ধ্বংস করিয়াছিল (পাঠ ৩৭, ৩৯)

শনিবার।

পাঠের শিক্ষা ও আলোচনার প্রশ্ন।

১৬। ঈশ্বর ডাকিলে যিরমিয় কি করিয়াছিলেন, যিশায়াহই বা কি করিয়াছিলেন? (যিশা ৬, ১-৯।) ঈশ্বরের বাক্য আজ কাল আমাদের কাছে কিরূপে আইসে? কেমন করিয়া জানিতে পারা যায় যে ঈশ্বর স্বীয় কার্য্যের জন্য আমাদিগকে ডাকিয়াছেন? কি কার্য্যের ভার তিনি দিতে চাহেন, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়?

১৭। সেই ভয়ানক কার্য্যে হাত দেওয়ার সময়ে যিরমিয়কে কি বলিয়া ঈশ্বর ভরসা দিয়াছিলেন (১, ১৯)? খ্রীষ্টের শিষ্যদিগের তরেও তদ্রূপ কি সান্ত্বনার কথা আছে (মথি ২৮, ২০)? ঈশ্বরের এই বর্ত্তমানতা কিসে জানা যায়?

১৮। কেমন করিয়া যিহোবার "বাক্য" তাঁহার মনুষ্য দাসের প্রমুখাৎ কেবল কথার কথা নহে, ক্ষমতাযুক্ত কথা বলিয়া বোধ হয় (১; ৯, ১০)? আপনার "বাক্যের" বিষয়ে যীশু কি বলিযাছেন (যোহ ৬; ৬৩)? কথার মধ্যে কেমন করিয়া এমন শক্তি থাকিতে পারে?

১৯। যির ৬; ১৪ এবং যিশা ৪৮; ১৮ পদে যে "শান্তির" কথা আছে, এই দুই শান্তিতে ভিন্নতা কি? আসল আধ্যাত্মিক শান্তির মূল কি? কাহাদের কিছুতেই শান্তি নাই (যিশা ৪৮; ২২)? যির ৬; ১৬ পদের "উত্তম পথ" ও 'চিরন্তন মার্গ" মানে কি? আধুনিক উন্নতিতে কি সেই দুই পথের কিছু উনিশ বিশ হইয়াছে?

বিশেষ আলোচনা এবং চিন্তার বিষয়।

১। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে স্কুথীয়দিগের আক্রমণ। ২। যিরমিয়ের বাল্যকাল ও স্বজনগণ। ৩। যিরমিয়ের স্বাভাবিক ভাব। ৪। ভাববাদীর কার্য্যে আহূত হইলে পর তাঁহার স্বভাব কিরূপ হইয়াছিল? ৫। যোশিয়ের সহিত যিরমিয়ের সম্বন্ধ। ৬। যিরমিয়ের সময়ে যিরূশালেমস্থ রাজনীতিজ্ঞদিগের দল। যিরমিয় খ্রীষ্টের নিদর্শন।

পাঠ ৩৫। যোশিয় এবং ব্যবস্থাপুস্তক।

নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে দিন কতকের জন্য সুলক্ষণ।
দ্বিং বিং ৬ ও ২৯ অঃ। ২ রাজা ২১; ১-২৩;
৩৫। যির ১১; ১-৮।

টীকা ৮৬।—৩৩ ও ৩৪ পাঠে দুই জন মহান্ ভাববাদীর কার্য্যবিবরণ আরম্ভ করিয়া দিয়া যে বিষয় স্থগিত রাখিয়াছিলাম, এই পাঠে তাহা পুনরায় আলোচনা করা যাইবে। ভাববাদীদ্বয়ের কার্য্য বিবরণ এই ইতিহাস হইতে কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় না, তাই এরূপ করিতে হইয়াছিল।

অশূরীয়দিগের হাত হইতে নিস্তার পাইলে পর যিহিষ্কেল যে কয় বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার লিখিত বিবরণ নাই। তাঁহার পরে তদীয়

পুত্র মনঃশি রাজা হয়েন, ইহাঁর ন্যায় যিহূদার কোন রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই, প্রতিমাপূজা বিষয়েও ইহাঁর তুল্য উদ্যোগ আর কাহারও ছিল না, অত্যাচার করতঃ নির্দ্দোষ লোকের রক্তপাত করিয়া যিরূশালেম নগরও ইহাঁর মত কেহ প্লাবিত করেন নাই। তাঁহার পুত্র আমোন্ পিতার কুপথে চলিতেন, দুই বৎসরেরও কম কাল রাজত্ব করিয়া তিনি হত হয়েন।

যোশিয় যিহূদার শেষ ধার্ম্মিক রাজা, অনেক বিষয়ে বড়ই ভাল ছিলেন। স্বীয় রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে ইনি বিপুল উদ্যোগ সহকারে মন্দির মারামত করিতে আরম্ভ করেন। মারামত যে সময়ে চলিতেছিল, সেই সময়ে এক অতি বিশেষ ঘটনা ঘটে—ব্যবস্থাপুস্তক পুনরায় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে যাহা যাহা লিখিত ছিল, তাহা জানাইলে রাজা নিতান্তই উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত হয়েন। লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ব্যবস্থাগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনান হইল। উহা মানিয়া চলিলে যে মঙ্গল, ও অমান্য করিলে যে অভিশপ্ত হইতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফল এই হইল যে, যিহোবার সহিত পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল, তাহা আবার প্রতিষ্ঠিত হইল, যিরূশালেম ও যিহূদা দেশকে পৌত্তলিকতারূপ মলিনতা হইতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হইল, পূর্ব্বেকার উদ্যোগী রাজারা পৌত্তলিকতার যে সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও নষ্ট করা হইল। উত্তরাঞ্চলায় রাজ্যে যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও ইহাতে যোগ দিল। এই জন্য অতি সমারোহে নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল। এই সকল কার্য্যে যিরূশালেমের নিবাসিরা বড় ব্যস্ত ছিল, সন্দেহ নাই।

মগিদ্দোতে মিসররাজ ফরৌণ নখোর হাতে যোশিয় হত হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও উদ্যোগ হইতে যে যিহূদার ভাবী মঙ্গলের আশা উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা নিবিয়া গেল। কয়েকটী ঘটনাতে করিয়া ইস্রায়েল জাতিকে গভীরতর দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইয়াছিল। যাহারা যিহোবাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহাদের চক্ষে যোশিয় দায়ূদের যথার্থ সন্তান ও ভাবি সর্ব্বনাশের বাধাস্বরূপ ছিলেন।

বচন-রত্ন।—"দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম। যদি সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে অবধান না কর, তবে অভিশাপগ্রস্ত হইবে।" দ্বিং বিং ১১ ; ২৬-২৮।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। দ্বিং বিং ৬ ; ৪-১৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...২ রাজা ২১ অধ্যায়।	মনঃশি ও আমোষের কুশাসন।
মঙ্গলবার...২ রাজা ২২ অধ্যায়।	ব্যবস্থাপুস্তক উদ্ধার।
বুধবার.....দ্বিঃ বিঃ ৬ অধ্যায়।	ব্যবস্থাপালন।
বৃহস্পতি... দ্বিঃ বিঃ ২৯ অধ্যায়।	নিয়ম লঙ্ঘনের মন্দ ফল।
শুক্রবার...যির ১১ ; ১-৮।	যিরমিয় কর্ত্তৃক নিয়ম ঘোষণা।
২ রাজা ২৩ ; ১-৩।	নিয়ম প্রতিষ্ঠিত।
শনিবার ... ২ রাজা ২৩ ; ৪ ২০।	পৌত্তলিকতার চিহ্ন লোপ।
রবিবার ... ২ রাজা ২৩; ২১-৩৫।	যোশিয়ের নিস্তারপর্ব্ব। যিহোয়াসের শোচনীয় রাজত্বকাল।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। যিরমিয় স্বভাবতঃ কি প্রকার লোক ছিলেন? ২। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার কিরূপ ভাব হইত? ৩। ভাববাদীর কার্য্যের জন্য আহূত হইলে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল? ৪। যোশিয়ের রাজত্ব কালের আরম্ভেই "উত্তর দিকের অমঙ্গল" বলিয়া কি বিপদের কথা লক্ষ্য করেন বলিয়া বোধ হয়? ৫। বিপদ কালে ভাক্ত ভাববাদীরা কি বলিয়া লোকদিগকে সান্ত্বনা করিত? ৬। যথার্থ বিশ্রাম ও যথার্থ শান্তির পথ যিরমিয় কিরূপে দেখাইয়া দিতেন? ৭। মনঃশির রাজত্বকাল কিরূপ ছিল (টীকা ৮৬)? আমোনের রাজত্বকাল কিরূপ ছিল? অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। ব্যবস্থাপুস্তকের উদ্ধার। ২ রাজা ২২ অঃ।

২। যিরমিয়কর্ত্তৃক নিয়ম ঘোষণা। যির ১১ ; ১-৮।

টীকা ৮৭।—হিল্কিয়কর্ত্তৃক পুস্তকখানি প্রাপ্ত।—পুরাতন নিয়মের প্রথম পঞ্চ পুস্তক একত্র মন্দিরে রাখা হইত, হিল্কিয় যে পুস্তক খানি পান, এত কাল লোকে সেই খানিকে মন্দিরের পুস্তকই মনে করিত। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা মনে করেন, সে আর কিছুই নহে, কেবল একখণ্ড "দ্বিতীয় বিবরণ মাত্র"। আবার অনেকে বলেন, সম্পূর্ণ দ্বিতীয় বিবরণও নহে, কেবল ১২ হইতে ২৬ অধ্যায় মাত্র। পুস্তকখানি প্রাপ্তির পরে ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল সংস্কার হইয়াছিল, সে সকল দ্বিতীয় বিবরণে লিখিত নিয়মসঙ্গত, দ্বিতীয় বিবরণে যে নিয়ম নাই, এমন নিয়মসঙ্গত নহে। হিল্কিয় যে পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় বিবরণই বটে, কারণ যিরমিয়ের লেখাতে উক্ত পুস্তকের অনেক কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর যিরমিয়ের লেখা অনেকটা উক্ত পুস্তকের লেখার সদৃশ। ইহাতে বোধ হয়, দ্বিং বিবরণ পুস্তক ভাববাদীর মনে বড় লাগিয়াছিল। হিল্কিয় যে ব্যবস্থা পুস্তক উদ্ধার করেন, ২ রাজা ২৩ ; ২ পদে তাহাকে "নিয়ম পুস্তক" বলে। বোধ হয়, যিরমিয় এই "নিয়ম" ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে আর যাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় বিবরণের সারভাগ ছিল।

১। কোন্ সময়ে এবং কিরূপে যোশিয় (রাজাবলির লিখিত বিবরণ অনুসারে) ধর্ম্ম বিষয় ও অন্যান্য বিষয় শুধরাইতে আরম্ভ করেন? (২ রাজা ২২ ; ৩-৬।)

পদ ৩।

পদ ৪-৬।

২। হিল্কিয় কি বাহির করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে করিয়া যোশিয়ের কি হইয়াছিল?

পদ ৮।

পদ ১১।

৩। এই পুস্তকে যে সকল কথা লেখা ছিল, তাহা যে সত্য, তাহা কিরূপে জানা গিয়াছিল? (পদ ১৪-২০।)

৪। যিরমিয়ের প্রমুখাৎ “নিয়মের” বিষয়ে কি করিতে লোকেরা অনুরুদ্ধ হইয়াছিল ? (যির ১১ ; ১-৫।)

৫। যিরমিয়কে কি করিতে বলা হইয়াছিল ? (যির ১১ ; ৬-৮।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। পৌত্তলিকতার চিহ্নলোপ।

ও যোশিয়ের নিস্তারপর্ব্ব। ২ রাজা ২৩ ; ১-৩৫।

৬। “ব্যবস্থা পুস্তক” বা “নিয়মপুস্তক” পাওয়া গেলে পর যে নানা বিষয়ে সংস্কার হইয়াছিল, তাহার প্রথমেই কি হইয়াছিল ? (২ রাজা ২৩ ; ১, ২।)

৭। তার পরে কি করা হইয়াছিল ? (পদ ৩।)

৮। মন্দির শুচি করণার্থ যথন যাহা করা হইয়াছিল, বলিয়া যাও।

পদ ৪।

পদ ৬।

পদ ৭।

পদ ১২।

৯। পৌত্তলিকতাঘটিত অপবিত্রতা হইতে যিরূশালেম ও নিকটবর্ত্তী স্থান শুচি করণার্থ কি কি করা হইয়াছিল ?

পদ ৮।

পদ ১০।

পদ ১১।

পদ ১২।

পদ ১৩-১৪।

১০। সমস্ত দেশ হইতে প্রতিমাপূজা তুলিয়া দেওয়ার জন্য কি করা হইয়াছিল ?

পদ ৮।

পদ ১৫।

১১। পৌত্তলিক যাজকদিগের কি দশা হইয়াছিল ?

পদ ৫।

পদ ২০।

১২। যোশিয় বৈথেলে গেলে পূর্ব্বেকার কি বিখ্যাত ঘটনা মনে পড়িয়াছিল ? (পদ ১৬-১৮ ও ১ রাজা ১৩ ; ১-৩ মিলাইয়া দেখ।)

১৩। সেই বৎসর কি মহৎ জাতীয় পর্ব্ব পালিত হইয়াছিল ? কিরূপে তাহা পালিত হইয়াছিল ? (পদ ২১—২৩ ও ২ বংশা ৩৫ ; ১-১৯।)

১৪। হিল্‌কিয় যে পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আর কি কি আজ্ঞা পালিত হইয়াছিল ? (পদ ২৪।)

১৪। যোশিয় কি প্রকার লোক ছিলেন, এবং যিহূদার বিনাশ

বিষয়ে তাহাতে করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন সম্বন্ধে কি সুবিধা হইয়াছিল ?

পদ ২৫।

পদ ২৬, ২৭।

১৬। কিরূপে যোশিয়ের রাজত্ব কালের শেষ হইয়াছিল ? (পদ ২৯, ৩০ ও ২ বংশা ৩৫ ; ২০-২৫ মিলাইয়া দেখ।)

১৭। যোশির পবে কে রাজা হয়েন এবং তাঁহার কি দশা ঘটিযাছিল ? (পদ ৩১-৩৪।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। কিসেতে করিযা যোশিয রাজা সকল বিষয় শুধরাইতে আরম্ভ করিযাছিলেন ? এই পুস্তকে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ তিনি কিরূপে পাইযাছিলেন (২ রাজা ২২ ; ১৪-১৬) ? ঈশ্বর পাপেব বিষযে যে ভয় দেখান, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে কি ফল হয় ?

১৯। আমরা এই সংসারে যে রূপে চলিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন, সে রূপে চলিতে যে জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা কেমন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে ? অনেক বাড়ীতে বাইবেল আর পাঁচ খানা বই চাপা থাকে ; বাইবেল পড়া হয় না ও প্রার্থনাও হয় না, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করতঃ ব্যবহার করিলে কি মঙ্গল হইতে পারে ?

২০। স্বীয় রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করণার্থ যোশিয় কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

২১। কিরূপে যিরমিয় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্ম বিষয়ে যে উদ্যোগ, ইহা কেবল বাহ্যে (১১ ; ৯-১১) ? দেশের সমস্ত লোককে

এক বারে ধর্ম্ম পথে আনিতে চেষ্টা করিলে কি ফল হয়? সমাজের কোথা হইতে ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নতির আরম্ভ হইলে তাহা স্থায়ী হয়? কিসের দ্বারা তাহা হইতে পারে?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যে সকল কারণে যোশিয় ধর্ম্ম বিষয়ে এ প্রকার উদ্যোগী লোক হইয়াছিলেন। ২। হিল্কিয় মন্দিরে যে পুস্তক পাইযাছিলেন। ৩। এই পুস্তক পাওয়াতে করিয়া পরে যিহূদী জাতির কি ভাব হইয়াছিল। ৪। পুনরায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যোশিয় যে সকল কার্য্য করেন, তাহা কিরূপ ছিল, হিষ্কিয়ের সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, আবার মনঃশিই বা কি করিয়াছিল। ৫। ইহাতে কোন ফল না হইবার কারণ।

---

৩৬ পাঠ। নহূম, সফনিয় ও হবক্‌কূক। ইহাঁরা

ভাবী সর্ব্বনাশ ঘোষণাকারী ভাববাদী। নহূম ১-৩ অধ্যায়।
সফনিয় ১-৩ অঃ। হবক্ ১-৩ অঃ।

টীকা ৮৮।—যোশিয় স্বজাতীয় লোকদিগকে শুধরাইবার জন্য যে অতিশয় উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাহ্য উন্নতি হইয়াছিল মাত্র, কাজেই হিষ্কিয়ের বেলা যেমন হইয়াছিল, তেমনি আবার প্রতিমা-পূজার দিকে লোকের বড় টান হইল। যিরূশালেম রাজধানীতে অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, মত্ততা ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব হইল। ব্যবস্থাটী দুষ্ট লোকের পক্ষে চাল ও ধার্ম্মিক লোকের ভয়ের কারণ হইল। যিহোবার যে আরাধনা হইত, সে নাম মাত্র (হবক্ ১ ; ৩, ৪। সফ ১ ; ৪-৬। ৩ ; ১-৪)।

যে সকল ভাববাদী যিহোবার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর-শিক্ষিত শিক্ষক, ও চালক ছিলেন, ঈশ্বরের চেতনাদায়ী সংবাদ লোক-দিগকে আনিয়া দিতেন। সময়ের লক্ষণালক্ষণ তাঁহারা বিচার করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহাদের বিবেচনায় যিহোবাই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ছিলেন, তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং পাপ ঘৃণাকারী। ইস্রায়েল তাঁহার নিজস্ব প্রজা। ইহাঁদের সৎস্বভাবের দ্বারা নিজের স্বভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করণার্থ তিনি ইস্রায়েলকে মনোনীত করেন। ইস্রায়েল

আপনার স্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের স্বভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া পাপে পড়িয়া যাওয়াতে আশু বিনাশের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

যে সকল ভাববাদী পতিত ইস্রায়েলের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা জানিতেন, কিন্তু যিরমিয় ও হবক্কূক যোশিয় রাজার যত্ন বিফল হইতে দেখিয়া, ইস্রায়েলের ভাবি বিনাশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ধর্ম্ম বিষয়েও এই রূপ,—এ দিকে বলক্ষয় হইয়া আসাতে যিহূদা শত্রুর সঙ্গে আর পারিয়া উঠিত না, আবার বড় বড় রাজারা রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত, সুতরাং যিহূদার দশা যে ইস্রায়েলের দশার মত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। লোকে যিহোবার বার্ত্তাবাহী ভাববাদীগণের কথায় কাণ দিল না। ভাল হইবার উপায় করিয়া দিলেও তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইল, সুতরাং দণ্ড পাইতেই হইল।

ঈশ্বরের মনোনীত লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের আর অনেক জাতিকেও ঐ দণ্ডের ভাগী হইতে হইল। যিশায়াহের আমলে অশূরীয়দিগের হাতে যিহূদার নিবাসিগণকে বড় দুঃখ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অহঙ্কার, দর্প, নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত, এ সকলেরও প্রতিফল পাইতে হইয়াছিল (যিশা ১০; ৫-১৯)। নহূম নীনবীর দুর্দ্দশার বিষয়ে ভাববাণী বলেন; সফনিয় নীনবী ও যিরূশালেমের দুর্দ্দশার বিষয়ে, এবং হবক্কূক যিরূশালেম ও কল্দিয়ার পতন বিষয়ে ভাববাদী বলেন। নীনবী ধ্বংস হইলে পর অশূরীয়দিগের পরিবর্ত্তে কল্দীয়েরা বিজয়ী ও জাতিগণের শাসনকর্ত্তা হইল।

বচন-রত্ন।—"ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে।" (হবক্ ২; ৪।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—হবক্ ৩ অধ্যায়।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...নহূ ১ অধ্যায়।	নীনবীর পতন বিষয়ে ভাববাণী।
মঙ্গলবার...নহূ ২ ও ৩ অধ্যায়।	নীনবীর আক্রান্ত হওনের বর্ণনা।
বুধবার ... সফ ১ অধ্যায়।	দণ্ড অতি নিকট।
বৃহস্পতি... সফ ২; ১—৩; ৭।	জাতীয় পাপ।
সফ ৩; ৮-২০।	বিশ্বাসীগণের প্রতি প্রতিজ্ঞা।
শুক্রবার ... হবক্ ১ অধ্যায়।	হবক্কূকের জ্ঞানপ্রার্থনা।

শনিবার ... হবক্ ২ অধ্যায়। যিহোবার উত্তর। [ভাব
রবিবার ... হবক্ ৩ অধ্যায়। দণ্ড ও মুক্তি দানার্থ যিহোবার আবি-

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। হিষ্কিয়ের পরে কে রাজা হযেন, এবং তাঁহার রাজত্বকাল কিরূপ ছিল? ২। যোশিয় রাজার রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে কিসে করিয়া "নিয়ম পুস্তক" বাহির হইয়া পড়িয়াছিল? ৩। এই পুস্তক পড়িয়া রাজার কি ভাব হইয়াছিল? ৪। তিনি কি করিয়াছিলেন? ৬। রাজা পুনরায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত কবিলে ধর্ম্মভাব কত দিন লোকের ছিল? ৭। লোকেরা আবার প্রতিমাপূজায় রত হইলে সময়ের লক্ষণালক্ষণ ভাববাদীরা কিরূপে বুঝাইয়া দিতেন? ৮। অদ্যকার পাঠের শিরো-নাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। জাতীয় পাপ। সফ ২; ১—৩; ৭।

১। দুর্দ্দশার দিন আসিতেছে দেখিয়া যিহোবার ভয়কারীদিগকে সফনীয় কি বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন? (সফ ২; ১-৩।)

২। এই দুর্দ্দশা কি পরিমাণে পলেষ্টীয়দিগকে ভুগিতে হইবে, বলা হইয়াছিল? (পদ ৪-৭।)

৩। মোয়াব্ ও আম্মোনের কি দুর্দ্দশা হইবে, বলা হইয়াছিল? (পদ ৮-১১।)

৪। নীনবীর বিনাশ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে? (পদ ১৩-১৫।)

৫। যিরূশালেমে তৎকালে প্রচলিত কদাচারের সফনীয় কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? (সফ ৩; ১-৪।)

৬। অনুতাপ না করাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের যে দণ্ড হইযাছিল, তাহাতে যিরূশালেমের কি হইযাছিল? (পদ ৫-৭।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। হবক্কূকের জ্ঞান প্রার্থনা। যিহোবার উত্তর।

হবক্ ১ ও ২ অধ্যায়।

৭। ভাববাদী কি দেখিযা যিহোবার কাছে এমন করিযা প্রার্থনা করিযাছিলেন? (হবক্ ১, ২-৪।)

৮। হবক্কূক যে সকল কুকার্য্য দেখিযা দুঃখ কবিযাছেন, সে সকল দমনের জন্য যিহোবা কাহাকে উৎপন্ন কারতে প্রতিজ্ঞা করেন? (৫, ৬।)

৯। দণ্ড দান কালে লোকদের যে দশা হইবে, তাহা যিহোবা কি রূপে বর্ণন করিযাছেন? (পদ ৭-১১।)

১০। যিহোবার উত্তর শুনিযা উদ্বিগ্ন হইযা ভাববাদী কি বলিযা-ছিলেন? (পদ ১২। পরিশিষ্টের টীকা দেখ।)

১১। তাঁহার উত্তরে উদ্বিগ্নতার আর কি হেতু প্রকাশ পাইয়াছে? (১৩-১৭। পরিশিষ্টের টীকা দেখ।)

১২। যিহোবার নিকট হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব হইলেও ভাব-বাদী কি করিবেন করিয়া বলেন? (হবক্ ২; ১।)

১৩। যিহোবার উত্তর শেষটা কেমন করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইযাছিল, এবং ভাববাদী যে বচনকলাপ লিখিযা রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই বা কি? (পদ ২, ৩। পরিশিষ্টের টীকা দেখ।)

১৪। কল্‌দীয়দিগের দ্বারা যে সকল জাতি উৎপীড়িত হইযাছিল, তাহারা কি জন্য সেই কল্‌দীয়দিগকে পাঁচ প্রকার সন্তাপ হইবে বলিযা অভিশাপ দিবে?

পদ ৬-৮।

পদ ৯-১১।

পদ ১২-১৪।

পদ ১৫-১৭।

পদ ১৮, ১৯।

১৫। কিন্তু ভাববাদী অবশেষে কি বলিযাছেন? (২০ পদ ও ৩, ১৬-১৯ পদ মিলাইযা দেখ।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। ভাববাদীগণের লেখাতে যিহোবার সহিত জাতিগণের সম্বন্ধ বিষয়ে কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইযাছে?

১৭। দুষ্ট লোকের দ্বারা স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া লওয়াতে ধার্ম্মিক ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার কি ব্যাঘাত হয? ঈশ্বর যাহা চাহিযাছিলেন, তাহা করাতে এই সকল লোককে ঈশ্বর দণ্ড দেন, তাহাতে কি তাঁহার ন্যায়পরতার ব্যাঘাত হইযাছিল?

১৮। সকলেরই কিরূপ আচার ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়ে

হবক্কুক কি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন? প্রথম কালের খ্রীষ্টীয় কোন্ মতের (রোম ১; ১৭। ও গালা ৩; ১১) সহিত ভাববাদীর কথা মিলে? তবে পুরাতন ও নূতন নিয়ম মতে কিসে করিয়া আমরা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারি?

১৯। এই মত হইতে কি মহান্ সংস্কারের সূত্রপাত হয়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। নীনবীর পতন ও অশূরীয় সাম্রাজ্যের বিপর্য্যয়। ২। বাবিলীয় সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। ৩। নহূমের ভাববাণীর আরও আলোচনা, এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার কৃত নীনবীর পতনের বর্ণনা মিলাইয়া দেখ। ৪। সফনীয় ভাববাদীর পুস্তকের আরও আলোচনা। ৫। "হবক্কুকের স্তোত্রের" আরও আলোচনা।

---

৩৭ পাঠ। নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক যিরূশালেম আক্রান্ত, নগরের প্রধান লোকেরা বন্দীভাবে নীত।

২ রাজা ২৩; ৩৬—২৪; ১৭। যির ৭-৯ অঃ, ১০; ১৭-২৫। ১৩; ১-১৯। ২২; ২০-৩০। ২৫; ১৫-৩৮। ২৬ ও ৩৬ অঃ।

টীকা ৮৯।—যিহূদার কালক্রমে যে পতন হইবে, ভাববাদীগণ ইহা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পতন কাল উপস্থিত। মেগিদোতে ফরৌণ-নখোর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যোশিয় রাজা মারা পড়িলে (৬০৯ খ্রীঃ পূঃ) তদীয় পুত্র যিহোয়াস্‌কে (যাঁহাকে শল্লুমও বলে, যির ২২; ১১) লোকেরা রাজপদে অভিষিক্ত করে। কিন্তু নখোর তাহাতে অমত হওয়াতে তিনি তাঁহার ভ্রাতা যিহোয়াকীমকে সিংহাসন দেন।

যিহোয়াকীমের রাজা হইবার কিছু দিন পরেই যিরমিয়ের কষ্ট আরম্ভ হয়। তাঁহাকে নীরব করিবার জন্য অনাথোৎ নগরবাসিরা তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল (যির ১১; ২১)। পরে ইনি মন্দিরে গিয়া যে বক্তৃতা করেন (৭-৯। ১০, ১৭-২৫। ৩৪ পাঠের মন্তব্য দেখ), তাহাতে

লোকেরা অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা যাহার দুষ্কর্ম্ম করি না কেন, মন্দিরটীর অনুরোধে যিহোবা (৭ ; ৪, ৮-১১ যিরূশালেম নগর রক্ষা করিবেন। অতি স্পষ্টরূপে ও হৃদয়ভেদী কথায় যিরমিয় এই লোকদের ভুল দেখাইয়া দেন; লোকেরা কোন মতে পাপ ত্যাগ না করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন শীলোর (৭ ; ১২-১৫) ন্যায় এই মন্দির ভূমিসাৎ হইবে। তাহার পরে যে দাঙ্গা উপস্থিত হয়, তাহাতে রাজকর্ম্মচারিরা আসিয়া যিরমিয়কে বাঁচান, নহিলে লোকেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিত।

এই সময়ে মিসর ও বাবিল একত্র প্রভুত্ব বৃদ্ধির জন্য আঁকু পাঁকু করিতেছিল। যিরূশালেম নগরে যাঁহারা প্রধান লোক ছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মিসরের সঙ্গে বন্ধুতা না করিলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু যিরমিয় বুঝিতে পারিযাছিলেন যে, ঈশ্বর নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বারাই দণ্ড দিবেন, এই জন্য কল্‌দীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিতে পরামর্শ দেন। এই কারণে লোকেরা তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠে। কর্কমীশে যুদ্ধ কালে (৬০৪ খ্রীঃ পূঃ) নবূখদ্‌নিৎসর ফরৌণ-নখোকে পরাজিত করেন। ইহাতে প্রাচীন জগতে অনেক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয। অশূরিয়ার ত পতন হইয়াছে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করাতে হবক্কূকের বর্ণিত রাক্ষসবৎ কল্‌দীয়েরা পশ্চিম-এশিয়াতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইযা উঠে। যিরমিয় যিরূশালেমে কল্‌দীয়-দিগের পক্ষ ও যিহোযাকীম মিস্রীযদিগের পক্ষ ছিলেন, এই জন্য এই উভযের মধ্যে অনৈক্য ছিল। এক্ষণে সেই অনৈক্য ভাব আরও পাকিয়া উঠিল। যিরমিয় পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসরের নিজ ভাববাণী সকল লিখিতে লাগিলেন, এবং পাছে লোকে প্রকাশ্যরূপে কল্‌দীয়দিগের বিপক্ষতা করে, এই জন্য ঐ সকল ভাববাণী প্রকাশ্যরূপে পাঠ করাইতেন। যিহোয়াকীম রাগ করিয়া ভাববাণীর কাগজ পোড়াইয়া ফেলিলেন, এবং যিরমিয়কে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন (৩৬ অ)। কিন্তু ভাববাদীর কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল, নবূখদ্‌নিৎসরের বিপক্ষে কেহ হাত তুলে নাই।

অনুমান ৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে যিহোয়াকীম নবূখদ্‌নিৎসরের করদ রাজা হয়েন, কিন্তু তিন বৎসর পরে বিদ্রোহী হয়েন। ইহার অল্প কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার পুত্র যিহোয়াখীমকে পিতার বিদ্রোহিতার ফলভোগ করিতে হইল। দিন কতক অবরোধ করিবার পর নবূখদ্‌নিৎসর রাজা যিরূশালেম নগর দখল ও রাজা যিহোয়াখীমকে ও কয়েক সহস্র প্রধান লোককে ধরিয়া বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যান।

বচন-রত্ন।—"তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করিবেন। আর তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতে তোমাদের চরণে উছোট লাগিবে।" (যির ১৩; ১৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। যির ৭; ১-১৫।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যির ৭ অধ্যায়। মন্দিরে যিরমিয়ের বক্তৃতা।

টীকা ৯০।—এই বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ ৮, ৯ ও ১০; ১৭-২৫ পদে পাইবে।

মঙ্গলবার...যির ২৬ অধ্যায়। মন্দিরে বক্তৃতা করিবার ফল।

বুধবার....যির ২৫; ১৫-৩৮। ক্রোধরূপ দ্রাক্ষারসের পাত্র বিষয়ে উপদেশ।

বৃহস্পতি...যির ৩৬; ১-১৮। ভাববাণী লিখিত ও পঠিত।

শুক্রবার...যির ৩৬; ১৯-৩২। যিরমিয়ের ভাববাণীর নিন্দা।

শনিবার। যির ১৩; ১-১৯। উপদেশ অগ্রাহ্য ও লোকেরাও অগ্রাহ্য। যির ২২; ২০-৩০।

রবিবার...২ রাজা ২৩; ৩৬—২৪; ১৭। যিরূশালেম অববোধ ও প্রথম বার বাবিলে যিহূদীরা নীত।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। আপনার লোকদিগকে সতর্ক করিবার ও চালাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বর কাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতেন? ২। যিহোবার সেবায় ক্রটি হইলে যিহূদার কি কি ঘটিবে করিয়া ভাববাদীরা বলিতেন? ৩। পূর্ব্ব পাঠে কোন্ তিন জন ভাববাদীর বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে? ৪। নহূম কাহার্ বিপরীতে ভাববাণী বলিয়াছিলেন? ৫। সফনিয় যিহূদা ও যিরূশালেমের বিষয়ে কোন্ বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বলিয়াছিলেন (৩; ৫-৭)? ৬। লোকদিগকে দণ্ড দিবার জন্ত

শীঘ্রই যিহোবা কাহাকে পাঠাইবেন করিয়া হবক্কূক বলিয়াছিলেন? ৭। কোন্ যুদ্ধে জয় লাভ করাতে বাবিল পশ্চিম এশিয়াতে অবশেষে কর্তৃত্ব স্থাপিত করে? (টীকা ৮৯ দেখ)? ৮। এই সময়ে যিরূশালেমে কয়টা দল ছিল, যিরমিয় ইহার কোন্ দলস্থ ছিলেন? ৯। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। ভাববাণী লিখিত ও পঠিত। যির ৩৬; ১-১৮।

২। যিরমিয়ের ভাববাণীর নিন্দা। যির ৩৬; ১৯-৩২।

১। যিহোযাকীম রাজার রাজত্ব কালের চতুর্থ বৎসরে যিরমিয় প্রভু হইতে কি আজ্ঞা পাইযাছিলেন? (যির ৩৬; ১-৩।)

২। এই সময়ে যিহূদার রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (টীকা ৮৯।)

৩। কে এই পুস্তক লিখিযাছিলেন, এবং এই পুস্তকের বিষয়ে লেখককে কি করিতে বলা হইয়াছিল? (পদ ৪-৮।)

৪। কি উপলক্ষে কাহাদিগকে এই সকল ভাববাণী প্রথমে পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল? (পদ ৯, ১০।)

৫। পরে কাহাদের কাছে এই পুস্তক পাঠ করা হয়, এবং যিরমিয় ও তাঁহার লেখককে কি পরামর্শ দেওয়া হইযাছিল? (১১-১৯ পদ।)

৬। পুস্তক খানিতে কি কি লেখা আছে, তাহা জানিতে পারিয়া

যিহোয়াকীম রাজার রাগ হইয়াছিল, সে রাগ কি রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল?
পদ ২২, ২৩।

পদ ২৬।

৭। তাহাতে যিরমিয় প্রভু হইতে আর কি আজ্ঞা পান? (পদ ২৭-৩২।)

বুধ ও বৃহস্পতিবার।

৩। উপদেশ অগ্রাহ্য, লোকেরাও অগ্রাহ্য।

যির ১৩; ১-১৯। ২২; ২০-৩০।

৮। মসিনার পটুকার বিবরণ সংক্ষেপে বল। (যির ১৩; ১-৭।)

৯। সেই মসিনার পটুকা যিহূদী জাতির পক্ষে কিসের নিদর্শন হইয়াছিল? (পদ ৮-১১।)

১০। যিরমিয় সময় থাকিতে লোকদিগকে কি কি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন? (পদ ১৫, ১৬।)

১১। শীঘ্রই যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সে জন্য তিনি কিরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন? (পদ ১৭।)

১২। রাজা ও রাজমাতার কাছে তিনি কি বিশেষ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন? (পদ ১৮, ১৯।)

১৩। যিরূশালেম-নিবাসিরা অনুতাপ না করিয়া কঠিনমনা হওয়াতে, যিহোয়াখীম ও রাজমাতার বিষয়ে যিরমিয় কি কি ভাববাণী বলিয়াছিলেন? (যির ২২; ২৪-২৭।)

শুক্রবার।

৪। যিরূশালেম অবরোধ ও প্রথম বার বাবিলে যিহূদীরা নীত। ২ রাজা ২৩, ৩৬—২৪; ১৭।

১৪। নবূখদ্‌নিৎসরের সহিত আচরণ বিষয়ে যিহোয়াকীম রাজার কি এক বড় ভুল হইয়াছিল? (২ রাজা ২৪; ১।)

১৫। তৎপুত্র যিহোয়াখীমের আমলে তাহাতে করিয়া কি ঘটিয়াছিল?

পদ ১০।

পদ ১২, ১৫।

পদ ১৩।

পদ ১৪, ১৬।

পদ ১৭।

১৬। কি কারণে, কে যিহূদার এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন? (পদ ৩, ৪।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। কি অভিপ্রায়ে যিহোয়াকীম যিরমিয়ের ভাববাণী নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? আজ কাল লোকে কি নানা উপায়ে ঈশ্বরীয় বাক্য চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে?

১৮। যিহোয়াকীমের শেষ দশার বিষয়ে যিরমিয় কি বলিয়াছিলেন (যির ২২; ১৯)? যাহারা ঈশ্বরীয় বাক্যের বিরোধী, তাহাদের কি হইয়া থাকে?

১৯। মসিনার পটুকার দৃষ্টান্ত মতে যিহোবার সহিত ইস্রায়েলের কি সম্বন্ধ ছিল (যির ১৩ : ১১)? সেই আধোয়া পটুকা কেমন করিয়া যিরমিয়ের পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইযাছিল (যির ১৩ ; ৭)? কেমন করিয়া লোক ঈশ্বরের সে[illegible] অযোগ্য হইয়া থাকে (হিতো ৩০ ; ১২)? কেমন করিযা লোক ঈশ্বরেব পরিচর্য্যা কার্য্যের যোগ্য হইতে পারে (প্রকা ৭ ; ১৪)?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। নবূখদ্‌নিৎসব রাজা কিরূপ লোক ছিলেন। ২। কত দূর পর্য্যন্ত জয় করিযাছিলেন? ৩। যিহোযাকীম বাজা কি প্রকার লোক ছিলেন? ৪। যির ৩৫ অধ্যাযে লিখিত রেখবীয়দিগেব বিবরণ হইতে শিক্ষালাভ। ৫। ৪৬ অধ্যাযে বর্ণিত যিরমিযেব মিসর দেশসম্বন্ধীয ভাববাণীর আরো আলোচনা। ৬। যির ১৩, ১-৭ পদে লিখিত ঘটনাটী কি বাস্তব ঘটনা, না লক্ষণস্বরূপ দর্শন।

পাঠ ৩৮। যিহিস্কেল বন্দীগণের মধ্যে।

যিরূশালেম শীঘ্র ধ্বংস হওযার বিষয়ে ভাববাণী।
যির ২৯ অ। যিহি ১ ; ১-৩, ১৫। ৭ ও ২৪ অঃ।
৩৩, ১—২৯। ৩৫ অঃ।

টীকা। ৯১।—নবুখদ্‌নিৎসর যে সকল যিহুদীকে কয়েদ করিয়া লইয়া যান, তাঁহাদের মধ্যে যিহিস্কেল নামে এক জন যুবক ছিলেন, সাদকের যাজকীয় বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি কবার নদীতীরস্থ তেল-আবীব নামক স্থানে নির্ব্বাসিত আর সকল যিহুদীর সঙ্গে বাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করিতেন। পাঁচ বৎসর পরে, এই স্থানে, তিনি ভাববাদীর কার্য্যের জন্য আহূত হয়েন। কম হইলেও ২২ বৎসর কাল তিনি এই খানে থাকিয়া ভাববাদীর কার্য্য করেন, তাঁহার শেষ কালের ভাববাণী (২৯ ; ১৭ ২১) বন্দী দশার ২৭শ বৎসরে উক্ত হইয়াছিল . তাঁহার নিজের বিষয়ে অতি অল্পই জানা যায়। যোশিয়ের আমলে যে সকল মঙ্গলকর পরিবর্ত্তন হয়, বোধ হয়, সেই সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে, মন্দিরে ব্যবস্থা পুস্তক পাওয়া গেলে পর, সেই পুস্তকের শিক্ষা দ্বারা চালিত যাজকদিগের দ্বারা তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার

চরিত্রে যাজকীয় পূর্ব্বভাব যতটা দেখা যায়, আর কোন ভাববাদীর জীবনে ততটা দেখা যায় না।

তাঁহার প্রথমকার ভাববাণীগুলি (টীকা ৯২ দেখ) বাবিলস্থ বন্দীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে; ভাক্ত ভাববাদীরা [illegible]দিগকে আশ্বাস দিয়া বলিত যে, বন্দীরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, এব ; ৩৬—২৪ [illegible]ক প্রভুর উদ্যোগ প্রযুক্ত ও প্রাচীরের দৃঢ়তা প্রযুক্ত যিরূশালেম নগ[illegible] শত্রুর হাতে পড়িবে না। এই প্রকার ভাববাণী দ্বারা যে নিতান্ত অনিষ্ট হইয়াছিল, যিহিষ্কেল তাহা দেখাইয়া দিয়া, নগর ও মন্দিরের আশু বিনাশ ঘোষণা করিয়াছেন। এ কার্য্যে যিরমিয় তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; তিনি যিরূশালেমে থাকিতে পাইয়াছিলেন। তথায় থাকিয়া বন্দীদিগকে পত্র লিখিয়া (যির ২৯ অঃ), ভাক্ত ভাববাদীগণের বৃথা আশ্বাসে উচাটন না হইয়া, সন্তোষ-সহকারে দীর্ঘ নির্ব্বাসন কাল যাপন করিতে পরামর্শ দিতেন।

প্রথম প্রথম যিহিষ্কেলের কথায় লোকে বড় বিরক্ত হইত, কিন্তু যিরূশালেমের পতন দ্বারা তাঁহার ভাববাণী সফল হওয়াতে, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য ও কথার ঐক্য হেতু লোকের কাছে তাঁহার খুব সমাদর হইল, এবং নির্ব্বাসিত যিহূদী সমাজে তাঁহার খুব মান বাড়িল। বলা বাহুল্য যে, পরবর্ত্তী পাঁচ শত বৎসরকাল তাঁহার শিক্ষার প্রভা যিহূদীদিগের ধর্ম্মজীবনে জাজ্বল্যমান ছিল।

বচনরত্ন।—"সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার প্রীতি নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতেই আমার প্রীতি।" (যিহি ৩৩; ১১।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যিহি ৩৩; ১-১১।

নিত্যকার পাঠ।

টীকা ৯২।—যিহিষ্কেলের ভাববাণী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—(১) ১-২৪ অধ্যায়ে যিরূশালেমের আশু অবরোধের বিষয়ই বেশীর ভাগ দেখিতে পাই। খ্রীঃ পূঃ ৫৯২ সালে যিহিষ্কেলের আহ্বান হইতে ৫৮৭ খ্রীঃ পূঃ সালে যিরূশালেম অবরোধের আরম্ভ পর্য্যন্ত যে সময়, সেই সময় মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। (২) যিরূশালেমের অবরোধ, তেল আবীবে উক্ত নগরের পতন-সংবাদ ঘোষণা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিদেশীয় লোকদিগের বচনকলাপ বিষয়ে যে সকল কথা হইয়াছিল, ২৫-৩২ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। (৩) ৩৩—৪৮ অধ্যায়ে নগর পতনের পর, ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপিত হওয়ার ভাববাণী আছে।

সোমবার ..যির ২৯ অঃ।   প্রথম বন্দীদিগের প্রতি যিরমিয়ের পত্র।
মঙ্গলবার...যিহি ১ অঃ।   যিহোবার মহিমা-দর্শন।

বুধবার .. যিহি ২ ; ১—৩ ; ১৫। } যিহিস্কেলের আহ্বান ও কার্য্যস্থল।

বৃহস্পতি...যিহি ৭ অঃ। ইস্রায়েলের অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশার ঘোষণা।

শুক্রবার...যিহি ২৪ অঃ। নগরের বিনাশ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ভাববাণী।

শনিবার ...যিহি ৩৩; ১-২৯। প্রহরী ও তাহার কথা।

রবিবার ...যিহি ৩৫ অঃ। ইদোম ধ্বংস হইবার কথা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। কি জন্য যিরমিয় স্বীয় ভাববাণী লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন? ২। তাহার পরিচর্য্যা কালের কত বৎসর ধরিয়া এই ভাববাণী উক্ত হইয়াছিল? ৩। কত কাল পরে বারুক সর্ব্বসাধারণকে এই সকল লিখিত ভাববাণী পড়িয়া শুনান? ৪। যিহোয়াকীম রাজার সহিত যিরমিয়ের কি প্রকার ভাব ছিল? ৫ যিরমিয়ের ভাববাণী পুস্তকের বিষয়ে যিহোয়াকীম কি কি করিয়াছিলেন? ৬। যিহোযাকীম কি করাতে নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেম নগর আক্রমণ করেন? ৭। নগর জয় করিলে পর নগরবাসি লোকদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করেন? ৮। যিহিস্কেল কে (টীকা ৯১)? ৯। তাঁহার ভাববাণী কয় ভাগে বিভক্ত (টীকা ৯২)? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম কি? আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্নই বা কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। যিহিস্কেলের আহ্বান ও কার্য্যস্থল।

যিহি ২ ; ১—৩ ; ১৫।

১। যিহোবার মহিমায় দর্শন পাইলে পর (১ম অঃ), যিহিস্কেল কাহার্‌ কাছে প্রেরিত হইয়াছিলেন? (যিহি ২ ; ৩-৫।)

২। তাঁহাকে কি কি উপদেশ দত্ত হইয়াছিল?

পদ ৬।

পদ ৭।

৩। তিনি কি আশ্চর্য্য আজ্ঞা পাইয়াছিলেন? (যিহি ২; ৮—৩; ৩।)

৪। ঈশ্বর হইতে আগত যে বার্ত্তা তিনি ঘোষণা করিতেন, লোকেরা কি তাহা শুনিত? (পদ ৫-৭।)

৫। ইস্রায়েলের কোন্ লোকদিগের নিকট তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন? (পদ ১১।)

৬। কিরূপে, কোন্ স্থানে সেই লোকদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়? (পদ ১২ ১৫।)

বুধবার।

২। যিরূশালেমের বিনাশবিষয়ে পুনরায় ভাববাণী। যিহি ২৪শ অঃ।

৭। এই সময়ে লোকদিগের কি ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া যিহিস্কেল বিশেষরূপে ভাববাণী কহেন? (টীকা ৯১ ও যিহি ২৯ অধ্যায় মিলাইয়া দেখ।)

৮। নিজ ভাববাণী যে অবশ্য ফলিবে, তাহা প্রকাশ করণার্থ যিহিস্কেল কি অভিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, নবূখদ্‌-নিৎসর যেন যিরূশালেম অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন? (যিহি ২৪; ৩-৫ ও ব্যাখ্যার টীকা দেখ।)

৯। স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে যিহিস্কেল যে আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাসিতদিগের পক্ষে কিসের অভিজ্ঞানস্বরূপ ছিল? (১৫-২৪ পদ ও ব্যাখ্যার টীকা দেখ।)

১০। যিরূশালেম শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিলে যিহিষ্কেলের নিজের কি ঘটিবার কথা ছিল? (পদ ২৫-২৭। ৩, ২২-২৭ ও ব্যাখ্যার টীকা দেখ।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। প্রহরী ও তাহার ঘোষণা। যিহি ৩৩; ১-২৯।

১১। কতক লোক নষ্ট হইলেও, যিহিষ্কেলের মতে, প্রহরী নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই বিষয়ে, নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যের দায়ীত্ব-সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া যিহিষ্কেল কি বলিয়াছেন? (যিহি ৩৩; ১ ৫।)

১২। কি অবস্থায় সে দোষী বলিয়া গণ্য হয়? (পদ ৬।)

১৩। ঈশ্বর আর দয়া করিবেন না, এই ভাবিয়া নিরাশ হইয়া, যাহারা বলিয়াছিল, পৈতৃক পাপের দরুণ আমরা মারা যাইব, কি বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন? (পদ ১০, ১১।)

১৪। "প্রভুর পথ সরল নয়" বলিয়া যাহারা দুঃখ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঈশ্বর কি বলিয়াছিলেন? (পদ ১৭ ২০।)

১৯। যিরূশালেম শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, এই সংবাদ আসিবার সন্ধ্যাকালে যিহিষ্কেলের কি হইয়াছিল? (পদ ২১, ২২ ও ২৪, ২৭। ৩, ২৬, ২৭ দেখ।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৬। যিহিষ্কেল ভাববাদীর কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া কিসের উপর নির্ভর করিত (যিহি ২, ৬, ৭)? আমরা লোকদিগের কাছে সত্যটী উপস্থিত করিলেও যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে অকৃতকার্য্য

হওযার জন্য দোষী কাহারা? লোকেরা সত্যটী পায়ে ঠেলিলে বাস্তবিক কাহার্ বিরুদ্ধাচরণ হয় (যিহি ৩; ৭)?

১৭। এ জীবনের শোক দুঃখ কাঁহা হইতে ঘটিয়া থাকে (যিহি ২৪; ১৬)? ঈশ্বরেতে যাহারা ভরসা বাঁধিয়া আছে, এই ঘটনা দ্বারা তাহাদেব কিরূপ সাস্ত্বনা হওযা উচিত? আত্মীয় জনের মৃত্যুতে শোক করা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ (যোহ ১১; ৩৫)? ঈশ্বর যখন আমাদিগকে শোক করিতে নিষেধ করেন না, তখন আমাদের শোক কিরূপ হওয়া উচিত (১ থিষ ৪, ১৩, ১৪)?

১৮। ঈশ্বরেব বিচাবমতে ধার্ম্মিক কি করিলে নষ্ট হয়, এবং দুষ্ট লোক কি কবিলেই বা বাঁচিযা যায (যিহি ৩৩, ১৮, ১৯)? সত্য অনুতাপ করিলে ঈশ্বরেব ক্ষমা আপনি প্রকাশ পায় (৩৩; ১৪-১৬)? ক্ষমা কবিতে পারিলে যে তিনি আনন্দিত হয়েন, তাহা কেমন করিযা প্রকাশ পায (৩৩, ১১। লুক ১৫; ৭)?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যিহিস্কেলের জীবনেব নানা অবস্থা। ২। যিশাযাহ ও যিরমিযের সঙ্গে যিহিস্কেলেব সম্বন্ধ। ৩। বাবিলীয বন্দিদিগের সহিত যিহিস্কেল যে ভাবে ছিলেন। ৪। যিহিস্কেল ও যিশাযাহ কর্ত্তৃক ঈশ্বরেব দশন প্রাপ্তির বিষয তুলনা করিয়া দেখ। ৫। যিহিস্কেলের ভাববাণী মোটের মাথায কিরূপ ছিল। ৬। অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহাব সম্বন্ধ।

---

৩৯ পাঠ। যিরূশালেমের বিনাশ,

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের শেষ। বাবিলীযগণকর্ত্তৃক লোকদিগের বন্দীদশায নীত হওন।

২ রাজা ২৪; ১৮-২৫; ২২। যির ২১; ১-১০। ২৩; ১-৮ অঃ ২৮, ৩৪, ৩৭, ৩,৮ ৩৯; ১৫-১৮।

টীকা ৯৩।—নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেম নগর দখল করিয়া যিহোয়াকীমের স্থলে মত্তনিয়কে রাজা করেন, এবং তাঁহার নাম বদল করিয়া সিদিকিয় রাখেন। সিদিকিয়কে দুষ্ট না বলিয়া দুর্ব্বল বলিলেই ভাল হয়। কয়েক বৎসর তিনি নবূখদ্‌নিৎসরের করদ রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে বাবিলীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়াতে যিহুদা ও তন্নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট রাজ্যের লোকেরা সকলে একমত হইয়া মিসরের সাহায্যে নবূখদ্‌নিৎসরের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার আশায় নাচিয়া উঠিল। কিন্তু প্রথম প্রথম সিদিকিয় আর সকলের সঙ্গে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, এমন কি, দূত পাঠাইয়া নবূখদ্‌নিৎসরের নিকট স্বীয় বশ্যতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মিসরের অনুকূল এক দল লোকের জিদে বিদ্রোহী হয়েন। নবূখদ্‌নিৎসর অমনি এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া যিরূশালেম নগর অবরোধ করিয়া ফেলেন। এমন সময়ে মিস্রীয় সৈন্যগণ আসিতেছে শুনিয়া অল্প কাল নগর ছাড়িয়া দিয়া মিস্রীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যান। তাহাতে সিদিকিয় ও তাঁহার মন্ত্রীগণ মনে করিযাছিলেন, নবূখদ্‌নিৎসর আর বুঝি ফিরিয়া আসিবেন না। কিন্তু অল্প দিন পরে, মিস্রীয় সৈন্যগণকে হারাইয়া, বা তাড়াইয়া দিয়া তিনি আবার আসিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর প্রথমে যখন আসিযাছিলেন, তাহার ১৮ মাস পরে, আকালে ও মারীভয়ে অনেক কষ্ট পাইবার পর নগরবাসীরা ধরা দিল। সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিযা যাহাকে পাইল, তাহাকেই বধ করিল। মন্দির ও নানা অট্টালিকা দগ্ধ করিল, এবং নগরটী একবারে নষ্ট করিযা ফেলিল। যে সকল লোক বাঁচিযাছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে আট শত বত্রিশ জন লোককে বন্দী করিয়া বাবিলে লইযা গেল। রাজা সিদিকিয়ও তাহাদের মধ্যে ছিলেন, নবূখদ্‌নিৎসর তাঁহার অতি কঠিন দণ্ডের আদেশ করেন। এই রূপে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যটীর শেষ হইল, সেই অবধি যিহুদীরা আর স্বাধীন জাতি বলিযা গণ্য নহে।

এই সকল ঘটনা যিরমিয়ের সময়ে ঘটিয়াছিল। কল্‌দীয়েরা দেখা দিলেই রাজা ও প্রজা নিতান্ত ভীত হইয়া, যিহোবার ক্রোধ নিবারণের জন্য, যে সকল দাসকে অন্যায় পূর্ব্বক গোলামীতে রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু কল্‌দীয়েরা যখন মিস্রীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল, তখন উক্ত মুক্ত দাসদিগকে পুনরায় গোলামীতে আনিল। যিরমিয় এই প্রকার নির্লজ্জ কপটতার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিতেন, এবং বলিতেন যে কল্‌দীয়েরা ফিরিয়া আসিলে যিরূশালেম নগরে ঈশ্বর খড়্গ, আকাল ও মহামারী প্রেরণ করিবেন। যিরমিয় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনাথোতে যাইতে উদ্যত হইলে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুর পক্ষীয় লোক বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে রাখিয়া দিল। ইহার পরের অবরোধ কালে দিন কতক তাঁহার কষ্টের লাঘব হইয়াছিল, পরে অন্য এক দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অতি জঘন্য কারা-

গায়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এবেদ-মেলকের অনুগ্রহে তিনি রাজপুত্রগণের দ্বেষহিংসা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। যিরমিয় আবার বলিতে লাগিলেন, যদি আর বিপদ ঘটাইতে না চাও, তবে এই বেলা শত্রুর শরণ লও। কিন্তু রাজা ভাববাদীর পরামর্শ মতে কাজ করিতে চাহিলেনও না, পারিলেন ও না, কাজেই ভাববাদীর কথিত ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিল।

বচন-রত্ন।—"বাবিলীয় নদী সকলের তীরে,
তথায় আমরা বসিতাম, ও রোদন করিতাম,
যখন সিয়োন্‌কে স্মরণ হইত।" গীত ১৩৭ ; ১।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ। — বিলা ৫ অধ্যায়।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...	যির ২৮ অধ্যায়।	হনানিয় ও আশু প্রত্যাগমন।
মঙ্গলবার	যির ২১, ১-১০। " ২৩ ; ১-৮।	সিদিকিয় ও তাহার মন্ত্রীগণকে অভিশাপ।
বুধবার ...	যির ৩৪ ; ১-৭। যির ৩৪ ; ৮-২২।	সিদিকিয়ের ভাবি দুর্দ্দশা। ইব্রীয় দাসগণের সহিত ব্যবহার।
বৃহস্পতি ...	যির ৩৭ অধ্যায়।	দোষারোপ ও কারাবাস। সিদিকিয়ের প্রথম বার গোপনে যিরমিয়ের সঙ্গে কথা।
শুক্রবার...	যির ৩৮ ; ১-১৩। যির ৩৯ ; ১৫-১৮।	কারাকূপে নিক্ষিপ্ত, এবেদ-মেলেক কর্ত্তৃক মুক্তি।
শনিবার	যির ৩৮ ; ১৪-২৮।	যিরমিয়ের সহিত সিদিকিয়ের দ্বিতীয় বার গোপনে কথা।
রবিবার...	২ রাজা ২৪ ; ১৮। ২৫ ; ২২।	যিরূশালেমের বিনাশ ও যিহুদাবংশের নির্ব্বাসন।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ন।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১। যিহিষ্কেল কে? এবং তাঁহার বিষয়ে কি কি জানা যায়?

২। ভবিষ্যতে যিরূশালেমের কি হইবে, এবং নির্ব্বাসিত লোকদিগকে কত কাল বিদেশে থাকিতে হইবে, এই বিষয়ে যিরূশালেমস্থ ও বাবিলে নির্ব্বাসিত যিহূদীদিগের কি আশা ভরসা ছিল? ৩। নগরটী ধ্বংস হইবার আগে যিহিষ্কেলের প্রধান কার্য্য কি ছিল? ৪। এ কার্য্যে কে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন? কিরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন? ৫। যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যিরূশালেমের অবরোধ ও বিনাশ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেটী বল ত! ৬। এই সংবাদ শুনিলে বন্দিদিগের কি হইবে, কিরূপে তিনি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন? ৭। যিহোয়াকীমকে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিলে কাহাকে যিহূদার রাজপদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল? ৮। নবূখদ্‌নিৎসর দ্বিতীয় বার সসৈন্যে আসিয়া যিরূশালেম অবরোধ করিয়াছিলেন কেন (টীকা ৯৩)? ৯। কাহাদের দ্বারা বাধা পড়িয়াছিল? ১০। দাসদিগের সহিত ব্যবহার দ্বারা যিরূশালেম নিবাসিদিগের ধর্ম্মভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়? ১১। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় এবং বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। যিরমিয়ের নামে দোষারোপ ও তাঁহার কারাবাস। সিদিকিয়ের তাঁহার সঙ্গে প্রথম বার গোপনে আলাপ। যির ৩৭ অঃ।

১। মিস্রীয় সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া কল্‌দীয় সেনারা কিছু দিনের জন্য সরিয়া গেলে, কি ঘটিবে করিয়া যিরমিয় বলিয়াছিলেন? (টীকা ৯৩। যির ৩৭; ৭-১০।)

২। যে অবস্থায় যিরমিয়কে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল, তাহা বল (পদ ১১-১৫।)

৩। যিরমিয়ের সহিত সিদকিয়ের প্রথম বার গোপনে আলাপের বিবরণ ও তাহার কি ফল হইয়াছিল, বল। (পদ ১৭-২১।)

মঙ্গলবার।

২। যিরমিয় কারাকূপে নিক্ষিপ্ত। এবেদ-মেলক-কর্ত্তৃক প্রাণরক্ষা। যির ৩৮; ১-১৩। ৩৯; ১৫-১৮।

৪। যিরমিয় পুনঃ পুনঃ শত্রুর হাতে নগর সমর্পণ (৩৮; ১-৩) করিতে পরামর্শ দেওয়াতে তাঁহার নামে কি দোষারোপ হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে কি করা হইয়াছিল?

যির ৩৮; ৪।

যির ৩৮; ৫, ৬।

৫। কেমন করিয়া এবেদ-মেলেক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে বিবরণ বল। (পদ ৭-১৩।)

৬। এই সদয় কার্য্যের জন্য কি পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঈশ্বর যিরমিয়ের দ্বারা এবেদ-মেলককে বলিয়াছিলেন? (যির ৩৯; ১৫-১৮।)

বুধবার।

৩। যিরমিয়ের সহিত সিদিকিয়ের দ্বিতীয় বার গোপনে কথা। যির ৩৮; ১৪-২৮।

৭। দ্বিতীয় বার যখন গোপনে কথা হয়, তখন যিরমিয় রাজাকে শেষ কি পরামর্শ দিয়াছিলেন? (যির ৩৮; ১৪-১৮।)

৮। ভাববাদীর পরামর্শ মতে কাজ না করিলে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন? (পদ ১৯-২৩।)

৯। সেই কথোপকথনের ফল কি দাঁড়াইয়াছিল? (পদ ২৪-২৮। টীকা ৯৩ দেখ।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৪। যিরূশালেমের বিনাশ এবং যিহূদাবংশের নির্ব্বাসন। ২ রাজা ২৪ ; ১৮—২৫ ; ২২।

১০। সিদিকিয়ের রাজত্বকালের বিষয়ে কি কি প্রধান ঘটনার উল্লেখ আছে? (২ রাজা ২৪ ; ১৮-২০। ২ বংশা ৩৬ ; ১১-১৬ পদ মিলাইয়া দেখ।)

১১। যিরূশালেমের পতন ও সিদিকিয়ের কি কি ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিয়া যাও। (২ রাজা ২৫ ; ১-৭।)

১২। নগর ও মন্দিরের কি দশা হইয়াছিল? (পদ ৮-১০। ও ২ বংশা ৩৬ ; ১৭ মিলাইয়া দেখ।)

১৩। রাজাটীর পতন হইলে যে সকল যিহূদী বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের দশা কি হইয়াছিল? (পদ ১১, ১২)।

১৪। মন্দিরে যে সকল দামী বাসন ও অলঙ্কার ইত্যাদি ছিল, সে সকল কি হইল? (পদ ১৩-১৫।)

১৫। যে যিহূদী বড় লোকেরা বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল, তাহাদের দশা কি হইল? (পদ ১৮-২১ ও যির ৩৯ ; ৭ দেখ।)

১৬। দেশে অবশিষ্ট যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা রূপে কে নিযুক্ত হয়েন? (পদ ২২।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। সিদিকিয় যিহোবার সাহায্য চাহিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার কথা মানিয়া চলিতে চাহেন নাই—কিসে তাহা জানা যায়, বল

ত? কি করিলে ঐ প্রকার ভুল আমাদেরও করা হয়? এরূপ যাহারা করে, তাহাদের অন্তঃকরণের অবস্থা কিরূপ বোধ হয়?

১৮। কল্‌দীয়দিগের দ্বারা অবশেষে নগর অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যিরূশালেম হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া কি যিরমিয় ভাল কাজ করিয়াছিলেন? কর্ত্তব্য কার্য্যের স্থলে তাঁহাকে রাখিবার জন্য প্রভু কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? মনে কর, বড় কষ্টকর স্থানে রহিয়াছি, পলাইতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু পলাইতে পারি না, এ স্থলে আমাদিগের বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, বোধ হয়?

১৯। এবেদ মেলক ত বিধর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার সহিত যিরমিয়ের স্বদেশীয়, ঈশ্বরের মনোনীত যিহূদী জাতির (মথি ২১; ৩১, ৩২ দেখ) চরিত্রের তুলনা করিলে কি বোধ হয়? যিরমিয়ের সহিত এবেদ-মেলকের ব্যবহার হইতে ঈশ্বর-রাজ্যের বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (মথি ১০; ৪১, ৪২)?

২০। বাস্তবিক কিসের দরুণ যিরূশালেমের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং লোকদিগকে বন্দী হইয়া বিদেশে যাইতে হইযাছিল (২ রাজা ২৪; ১৯, ২০ ও ২ বংশা ৩৬; ১৩-১৭)? কোন মনুষ্য বা কোন জাতি যদি ভ্রমবশতঃ মনে করে যে, আমার বা আমাদের কাজের জন্যই ঈশ্বর আমাকে বা আমাদিগকে মনোনীত করেন, নিজ কার্য্য সাধনের জন্য মনোনীত করেন না, তাহাদের দশা কিরূপ হয়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যিহূদী সমাজের প্রধান লোকেরা মিসরের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিলেন; সেই বিষয় বিবেচনা কর, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে। ২। নগরটী রক্ষা করণের অভিপ্রায়ে যিরমিয় নবূখদ্‌নিৎসরের শরণ লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে কি ভাল হইত? ৩। প্রকৃত ধর্ম্মভাবে জলাঞ্জলি দিয়া যে জাতি মন্দির ও বাহ্য অনুষ্ঠানে নির্ভর করে, সে জাতির দশা, দুই দিন আগেই হউক, বা দুই দিন পরেই হউক, কিরূপ হয়? ৪। পুরাতন নিয়মের ধর্ম্মবিষয়ক বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উঠিয়া যাওয়াতে ভাল হইয়াছিল, কি মন্দ হইয়াছিল? ৫। যদি যিরূশালেম

নগর ধ্বংস হইতে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে কি যিহোবার ধর্ম্ম এত দিন থাকিত ?

---

৪০ পাঠ। তৃতীয় ভাগের সমালোচনা। পাঠ

২৫-৩৯। জাতীয় পাপে জাতীয় জীবনের বিনাশ।

টীকা ১৪। তৃতীয় ভাগস্থ প্রধান প্রধান ঘটনার সার। এই ভাগে ইতিহাসের বিষয় বিস্তর, এই জন্য কেবল ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ হইবে।

১। দুইটী রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এবং ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস। যারবিয়াম ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তনের আরম্ভ করিয়া দেন, তাহাতে শেষে অনেক কাণ্ড হয়। তাহাতে করিয়া অবিলম্বেই যারবিয়ামের বংশ লোপ, এবং পরে অরাজকত্ব উপস্থিত হয়। তাহাতে করিয়া আহাব ও ইযেবলের রাজত্ব কালে ব্যাল দেবের উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে লোকদের অনেকটা সাহায্যলাভ হইয়াছিল; পরে যিহোশাফটের সঙ্গে মিত্রতা এবং যিহোশাফটের পুত্রের সঙ্গে আহাবের কন্যার বিবাহ হওয়াতে উক্ত ব্যালোপাসনা যিহুদা দেশে প্রচলিত হয়। এলিয় ও ইলীশায় এই বিদেশী পৌত্তলিকতা দূর করিয়া দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষে ইস্রায়েলের রাজবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়, এবং যেহূ কর্ত্তৃক যিহূদার রাজবংশও প্রায় নিধন হইলে পর যেহূ ইস্রায়েল রাজ্যে যারবিয়ামের গোবৎসপূজা প্রচলিত করেন, এবং যিহূদা রাজ্যে যিহোবার নামমাত্র উপাসনা যোয়াশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাহ্যে যিহোবার পবিত্র উপাসনা হইতে থাকিলেও প্রতিমাপূজার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মন্দ বিষয় ও কদাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার নিবারণ কিছু হয় নাই। কড়া নিয়ম হওয়াতেও মন্দ বিষয়ের যে দিন দিন প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার নিবারণ হয় নাই। দুর্দ্দান্ত অশূরীয়দিগের আক্রমণে শীঘ্রই উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যে জোর করিয়া অনেক বিষয় সংশোধনের চেষ্টা হইয়াছিল। হিষ্কিয় ও যোশিয় এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল উত্তরাঞ্চলে যেরূপ, সেই রূপই হইল। পাপের প্রতি মনের একান্ত টান থাকিলেও এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক যিহোবার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করিলেও লোকের বিশ্বাস এই ছিল যে, যিহোবা এমন অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন যে, যিরূশালেম নগর ও মন্দির কোন মতে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না। নবূখদ্‌নিৎসর দেশটী

জয় করিয়া প্রধান প্রধান লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া দুঃখ দেওয়াতে এই মিথ্যা ভরসা দূর হইয়া গিয়াছিল।

২। দুইটী রাজ্যের রাজনৈতিক সম্বন্ধ।—(১)পরস্পর।—প্রথমতঃ প্রায় ৭ বৎসর কাল ইস্রায়েলের সহিত যিহুদার যুদ্ধ চলিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আহাব্ ও যিহোশাফট মিত্রতা করেন। যিহুদার ভাববাদীরা এই মিত্রতার অনুমোদন করেন নাই। আর ইহাতে করিয়া দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যটীর অনিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অরামীয় ও অশূরীয় আক্রমণ হইতে দেশ দুটী রক্ষা রক্ষণার্থে, এই মিত্রতার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া যেন বোধ হয়। এই মিত্রতা কিছু কাল বিলক্ষণ চলিয়াছিল, অবশেষে যিহুদার রাজা অমৎসিয় গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ উপস্থিত করাতে ইস্রায়েলের রাজা যোয়াশ তাঁহাকে হারাইয়া দেন। আপনারা নিয়ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলে পাছে বহিঃশত্রু আসিয়া আক্রমণ করে, এই ভয়ে কিছু কাল আর যুদ্ধ হয় নাই। পরে অরাম ও ইস্রায়েল রাজ্যের পতনের অল্প কাল পূর্ব্বে উক্ত দুই রাজ্যের সেনাগণ আসিয়া যিহুদা দেশ জয় করতঃ অশূরিয়ার বিরুদ্ধে আপনাদের সহিত মিত্রতা করিতে বাধ্য করে।

(২) অরাম, অশূরিয়া ও বাবিলের সহিত।—শলোমনের আমলে তদীয় রাজ্যের উত্তরাঞ্চল অরাম রাজ্যের নানা অঞ্চল বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এই সকল অঞ্চল বাহুবলে জয় করত অধীনে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু শলোমনের রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে এই সকল অঞ্চলের লোকেরা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং মধ্যে মধ্যে ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমণ করিতেও লাগিল। কিন্তু এ দিকে অশূরীয় লোকদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিলে এই সকল ছোট ছোট রাজ্যকে আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিনহদদ্ রাজার অধীনে এক দলভুক্ত হইতে হইল। আহাব কিছু কাল এই সমবেত জাতিগণের সঙ্গে এককই যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পরে যিহুদার রাজা যিহোশাফটের সহিত যোগ দিলে পরাজিত হয়েন। অরামের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে বার বার ইস্রায়েলেরই ক্ষতি হইল। শেষে দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্ব কালে পড়তা ফিরিয়া গেল, এবং শলোমনের পরে রাজ্যের যতটা অন্যে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রায় সে সকলই পুনরায় পাওয়া গেল। অরাম রাজ্যের পতন হওয়াতে।অশূরীয়দিগের দ্বারা শীঘ্রই ইস্রায়েল রাজ্যের বিনাশের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

অরাম ও ইস্রায়েল একঐক্য হইয়াছিল, এই যুক্ত রাজ্যের আক্রমণ হইতে যিহুদা রাজ্য রক্ষা করণের মানসে, যিশায়াহ ভাববাদীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করত, অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষরের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া তাঁহার করদ রাজা হয়েন। পরে যিহিষ্কেল মিসরের সাহায্যে অশূরীয়দিগের এই অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টা করাতে অশূরীয়েরা আসিয়া যিহুদা দেশ দুই তিনবার দখল করিল, তাহাতে যিশায়াহ কর্ত্তৃক কথিত মহানিন্দার সফল হইল।

অশূরিয়ার যত অবনতি, বাবিলের ততই শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে বাবিল দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের ভয়ঙ্কর শত্রু এবং জয়কারী হইয়া উঠিল।

(৩) **মিসরের প্রতি।**—অরামীয়দিগের হইতে যেমন উত্তর দিকে ইস্রায়েলকে কষ্ট পাইতে হইত, তত পরিমাণে না হইলেও, মিস্রীয়দিগের হইতে দক্ষিণ দিকে যিহূদাকে কষ্ট পাইতে হইত। রহবিয়ামের রাজত্ব কালে শীশক রাজা দেশটী জয় করেন, এবং যিরূশালেম লুঠ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে আসা রাজা মিস্রীয়দিগকে খুব হারাইয়া দেন। ইহার ৩০০ শত বৎসরের মধ্যে অথবা ফরৌণ-নখো কর্ত্তৃক অশূরিয়া দেশ আক্রমণের পূর্ব্বে মিস্রীয়েরা আসিয়া আক্রমণ করে নাই। ফরৌণ-নখোর যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে যোশিয় মগিদ্দোতে মারা পড়েন। শমরিয়ার পতন হইলে পর মিসর ও তদীয় প্রতিযোগী মেসো-পতামিয়া, অশূরিয়া ও বাবিলনিয়ার মধ্যস্থলে যিহূদাই প্রধান বাধা স্বরূপ ছিল। এই জন্য মিস্রীয়েরা নিজেদের রক্ষার জন্য যিহূদা দেশ রক্ষা করিত। মিস্রীয়েরা নানা রূপে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিত, কিন্তু কার্য্যকালে সাহায্য করিত না।

বচন-রত্ন।—"ধাম্মিকতা জাতিকে উন্নত করে,
কিন্তু পাপ লোকবৃন্দের কলঙ্ক।" (হিতো ১৪, ৩৪)

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার.. হোশে ৭ অধ্যায়।	দুষ্টতাহেতু শমরিয়ার অধোগতি।
মঙ্গলবার...যিশা ৮; ৫-১৮।	ইম্মানূয়েলের দেশ উৎসন্ন।
বুধবার ....যিশা ২৮ অধ্যায়।	শমরিয়া ও যিরূশালেমের আপতিত দুর্দ্দশা।
বৃহস্পতি... যির ২২; ১-১৯।	যিহোযাহশ এবং যিহোয়াকীমের শোচনীয় মৃত্যু।
শুক্রবার... যির ২৪ অধ্যায়।	যিহোযাকীমের অধীন বন্দীদিগের সহিত যিহূদার লোকদের অনুকূল তুলনা।
শনিবার ... যির ২৭ অধ্যায়।	নবূখদ্‌নিৎসরের দিগ্বিজয় বিষয়ে যিরমিয়ের ভাববাণী।
রবিবার ... বিলা ১ অধ্যায়।	সিয়োনের বিনাশ বিষয়ে বিলাপ।

বচন-রত্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

২৫। **শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী**।—উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের পরিবর্ত্তন, এবং রাজবংশের বিলোপ কি প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে?

"দুষ্টগণ...বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।" (গীত ১, ৪।

২৬। কেমন করিয়া এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য এলিয় ইস্রায়েল্‌কে কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র করিয়াছিলেন?

"পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমরা কত কাল দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে? সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হন, তবে তাহার অনুগামী হও, কিন্তু বাল্‌ যদি ঈশ্বর হয়, তবে তাহার অনুগামী হও।" (১ রাজা ১৮; ২১।)

২৭। যেহূ কর্ত্তৃক ইস্রায়েলের ও যিহূদার ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজবংশের নিধন হওয়াতে, কি পাপের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল?

"যাহারা ইতর দেবতাকে উপহার দেয়, তাহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবে।" (গীত ১৬; ৪।

২৮। কি প্রধান কথা মনে রাখিয়া চলিলে শত্রুর আগমনে ইস্রায়েল্‌ জাতিকে অনাবশ্যক ভয়ে ভীত হইতে হইত না?

" ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গী অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক।" (২ রাজা ৬, ১৬।)

২৯। ঈশ্বর যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, সে নিয়ম মানিয়া চলিলে ইস্রায়েল্‌ চিরকাল বলবান ও সুখী থাকিতে পারিত। ভাল, সে নিয়ম কি?

"আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও না, বা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। কিন্তু আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিও, তাহাতে তিনিই তোমাদের যাবতীয় শত্রুর হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" (২ রাজা ১৭; ৩৮, ৩৯।)

৩০। যিহোশাফট যখন অম্মোন, মোয়াব, ও ইদোমের অগণ্য সৈন্যের

সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থে আপন সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন কিসে করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তিনি ইস্রায়েলের যথার্থ আত্মরক্ষার বিষয় জানেন ?

"তাহাদের যাত্রা কালে যিহোশাফট দাঁড়াইয়া কহিলেন; হে যিহূদা, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, আমার কথা শুন, তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে স্থির বিশ্বাস কর, তাহাতে সুস্থির হইবে।" (২ বংশা ২০;২০।)

৩১। যিশায়াহের প্রমুখাৎ যিহোবা কিরূপে যিহূদার লোকদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন করিয়া বলিযাছিলেন ?

"আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি ; তোমাদের পাপ সিন্দূর বর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় হইবে।" (যিশা ১ ; ১৮।)

৩২। জাতীয় বিপদের সময়ে যিহিষ্কেল কি কারণ দর্শাইয়া ঈশ্বরের সাহায্য চাহিয়াছিলেন ?

"হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনতি করি, সম্প্রতি তুমি তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার কর ; তাহাতে, হে সদাপ্রভো, কেবল তুমিই যে ঈশ্বর, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।" (২ রাজা ১৯ ; ১৯।)

৩৩। ঈশ্বরীয় শাসন প্রণালীর কোন্ মতানুসারে, অরাম ও ইস্রায়েলের আক্রমণকালে যিশায়াহ আহস্‌কে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য না চাহিয়া অশূরিয়ার সাহায্য চাহিতে লওয়াইতে চেষ্টা পাইযাছিলেন ?

"স্থির বিশ্বাসী না হইলে তোমরা কোন ক্রমে স্থির থাকিতে পারিবে না।" (যিশা ৭ ; ৯।)

৩৪। কেমন করিয়া যিরমিয় যিহূদী লোকদিগকে যথার্থ শান্তি ও সুখের পথে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

"সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথে পথে দাঁড়াইয়া দেখ এবং কোন্‌টা কোন্‌টা চিরন্তন মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বল, উত্তম পথ কোথায় ? আর সেই পথে চল ; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণে বিশ্রাম পাইবে।" (যির ৬ ; ১৬।)

৩৫। মন্দিরে যে নিয়ম-পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল, ও যাহা রাজার কাছে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে মনোনীত জাতিকে কোন্ দুইটী বিষয়ের কথা বলা হইয়াছিল ?

"দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম, যদি সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে অবধান না কর, তবে অভিশাপগ্রস্ত হইবে।" (দ্বিং বিং ১১ ; ২৬-২৮।)

৩৬। হবক্কূক ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান চাহিলে, তাহাতে কাহাদের ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হইবার কথা ঈশ্বর বলেন ?

"ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে।" (হব ২ ; ৪।)

৩৭। নবূখদ্নিৎসরের প্রথম বার যিরূশালেম নগর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যিরমিয় স্বদেশীয় লোকদিগের কাছে শেষ কি অনুরোধ করিয়াছিলেন ?

"তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করিবেন। আর তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতে তোমাদের চরণে উছোট লাগিবে।" (যির ১৩ ; ১৬।)

৩৮। নগর অবরোধের পরে যাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় নীত হইতে হইযাছিল, তাহাদের কেহ কেহ বলিত, কোন মতে আমাদের রক্ষা নাই, আমাদের বিনাশ হইবেই। তাহাদের বিষয়ে ঈশ্বর কি করিবেন করিয়া যিহিস্কেল বলিয়াছিলেন ?

"প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার প্রীতি নাই ; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতেই আমার প্রীতি। ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির, কেন মরিবে ?" (যিহি ৩৩ ; ১১, ১২।)

৩৯। একটী গীতে বন্দীদিগের মনের ভাব কি প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"বাবিলীয় নদী সকলের তীরে,
তথায় আমরা বসিতাম ও রোদন করিতাম,
যখন সিয়োন্‌কে স্মরণ হইত।" (গীত ১৩৭ ; ১।)

১০। ইস্রায়েলের দুইটী জাতির দুর্দ্দশা হইতে কোন্ কথাটী খুব ফলিয়াছে?

"ধার্ম্মিকতা জাতিকে উন্নত করে,
কিন্তু পাপ লোকবৃন্দের কলঙ্ক।" (হিতো ১৪ ; ৩৪।)

টীকা ৯৫।—এই ভাগের পাঠের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না দিয়া দুইটী রাজ্যের রাজগণের নামের তালিকা দেওয়া গেল ; নামের পরে জায়গা রহিল, তাহাতে ছাত্রেরা প্রত্যেক রাজার ভাল মন্দ চরিত্রের বিষয়, এবং যদি জায়গায় কুলায়, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব কালের বিশেষ ঘটনার বিষয় ছোট ছোট অক্ষরে লিখিবে। খুব সংক্ষেপে লিখিবে, যেন ঘটনার উল্লেখ মাত্রে সমস্ত মনে পড়ে। ইস্রায়েলের রাজগণের তালিকায় প্রথম দুই নামের নীচে যেমন লিখিয়াছি, ঐরূপে রাজাদের চরিত্রের কথা লিখিতে হইবে। সমস্তটা লেখা হইয়া গেলে দৃষ্টি করিবামাত্র ইস্রায়েলের এই জটিল সময়ের আবশ্যকীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি এক বারে ছাত্রের চক্ষে পড়িবে। মনে রাখিও, এক এক রাজ্যে ২০ টী করিয়া রাজা ছিল।

২৫ পাঠের মন্তব্যে (পরিশিষ্টের ২০ মন্তব্য) যে তালিকা দেওয়া গেল, এক এক জনের রাজত্ব কাল সেই তালিকার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। যিনি এক বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহার বেলা বৎসর পূরা হইয়া দুই চারি মাস হইলে পূরা এক বৎসরই ধরিয়া লওয়া গিয়াছে, সুতরাং এক এক রাজার রাজত্ব কাল, ও সকলের মোট রাজত্ব কাল ঠিক দিলে মিলিবে না। আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে, রাজা নাবালক থাকিলে যিনি তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেন, বাইবেলে সে কালের জন্য কখনও তাঁহাকে, কখনও বা নাবালক রাজাকেই রাজা বলা হইয়াছে। উষিয়ের পিতা এবং যোথমের পিতা যখন রাজকার্য্য চালাইতেন, এমন কালের জন্য উষিয় ও যোথমকেই রাজা বলা হইয়াছে।

ইস্রায়েলের রাজগণ। ২১০ বৎসর।	
১। যারবিয়াম, প্রথম। ২১ বৎসর। মন্দ কাজ করেন। সুবর্ণ গোবৎসের আরাধনা। বৈথেলে অহিয় সতর্ক করিয়া দেন।	১১। যেহু। ২৮ বৎসর।
২। নাদব। ২ বৎসর। মন্দ কর্ম্ম করেন। বাশা কর্ত্তৃক হত।	১২। যিহোয়াহস্। ১৭ বৎসর।
৩। বাশা। ২৪ বৎসর।	১৩। যোয়াশ্। ১৬ বৎসর।
৪। এলা। ২ বৎসর।	
৫। সিম্রি। ৭ দিবস।	
৬। তিব্নি ও অম্রি। ৪ বৎসর।	১৪। যারবিয়াম, দ্বিতীয়; ৪১ বৎসর।
৭। অম্রি ৮ বৎসর।	১৫। সখরিয়। ৬ মাস। ১৬। শল্লূম। ১ মাস।
৮। আহাব্। ২২ বৎসর।	১৭। মনুহেম। ৬ বৎসর।
	১৮। পকহিয়। ২ বৎসর।
	১৯। পেকহ। ৪ বৎসর।
৯। অহসিয়। ২ বৎসর।	
১০। যোরাম। ১২ বৎসর।	২০। হোশেয়। ১৩ বৎসর।

যিহূদার রাজগণ। ৩৪৩ বৎসর।

১। রহবিয়াম। ১৭ বৎসব।

২। অবিয়। ৩ বৎসর।

৩। আসা। ৪১ বৎসর।

৪। যিহোশাফট্। ২৫ বৎসর।

৫। যোরাম। ৮ বৎসর।

৬। অহসিয়। এক বৎসরের কম।

৭। অথলিয়। ৬ বৎসর।

৮। যোয়াশ। ৪০ বৎসর।

৯। অমৎসিয়। ২৯ বৎসর।

১০। উষিয়। ৪৩ বৎসর।

১১। যোথম। ১৬ বৎসর।

১২। আহস্। ২০ বৎসর।

১৩। হিষ্কিয়। ২৯ বৎসর।

১৪। মনঃশি। ৪৭ বৎসর।

১৫। আমোন। ২ বৎসর।

১৬। যোসিয়। ৩১ বৎসর।

১৭। যিহোয়াস্। ৩ মাস।

১৮। যিহোয়াকীম। ১১ বৎসর।

১৯। যিহোয়াখীন। ৩ মাস।

২০। সিদিকিয়। ১১ বৎসর।

সাধারণ প্রশ্ন।

১। যে যে কারণে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটীর পতন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রধান কোন্‌টী? অরামীয় যুদ্ধের দ্বারা এই রাজ্যের দীর্ঘকাল কি হইয়াছিল? কোন্ রাজার আমলে এই রাজ্যের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল? অরাম রাজ্য এক বারে ধ্বংস হইয়া গেলে যিহূদা রাজ্যের ভাবি বিষয়ে কি ঘটিয়াছিল?

২। ব্যাল-পূজা করাতে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের কি দশা হইয়াছিল? এই পূজার প্রতিবাদ করণার্থ এলিয় কি প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন? ইলীশায় ও যেহূ কি কবিয়াছিলেন?

৩। শমরিয়া নগর কে স্থাপিত করিয়াছিলেন? অবশেষে কে শমরিয়া নগর অবরোধ করতঃ উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য নষ্ট করিয়া ফেলেন? কত লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল? যাহারা রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের কি হইয়াছিল?

৪। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে না রাখার বিষয়ে কি কারণ দর্শান যাইতে পারে? মণ্ডলীর দ্বারা রাজ্যের কি ন্যায়সঙ্গত উপকার হইতে পারে? গবর্ণমেণ্টই বা মণ্ডলীর কি ন্যায়সঙ্গত উপকার করিতে পারেন?

৫। রহবিয়ামের আমলে কোন্ দেশের লোকেরা আসিয়া যিরূশালেম নগর জয় করতঃ লুট করিয়াছিল? কোন্ যিহূদি রাজা এই বিদেশী লোকদিগকে চূড়ান্তরূপে হারাইয়া দিয়াছিলেন? আহসের রাজত্ব কালে কোন্ দুই রাজা একযোগে যিহূদা দেশ জয় করিয়াছিলেন, কি অভিপ্রায়ে জয় করিয়াছিলেন? যিহিষ্কেলের আমলে এক বার কে দেশটী জয় করিয়াছিল, আর কি রূপে রাজ্যটী সে বিপদ হইতে রক্ষা পায়? অবশেষে কাহারা যিরূশালেম নষ্ট করে, এবং লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়?

৬। যিহোশাফট আহাবের সহিত মিত্রতা করাতে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যটীর কি হইয়াছিল? ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (১ করি ১৫; ৩৩)?

৭। কাহার্ কাহার্ দ্বারা দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রধান প্রধান মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল? জোর করিয়া ভাল কার্য্যে প্রজাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করাতে কি মন্দ দাঁড়াইয়াছিল? লোকের চিরস্থায়ী মঙ্গল কেবল কিসে হইতে পারে?

৮। পাপের প্রতিফল বিষযে এই দুইটী রাজ্যের বিবরণ পাঠ কবিলে কি শিক্ষা পাওযা যায? যিহোবার ধৈর্য্য ও প্রেম এবং দযা কিরূপে প্রকাশ পাইযাছিল? আজি কালিকাব লোকের আচরণ বিষযে এই ইতিহাসের কোন্ কোন্ শিক্ষা বিলক্ষণ খাটে?

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস বিষয়ে পাঠাবলী।

চারি ভাগে বিভক্ত।

চতুর্থ ভাগ।

ইস্রায়েলের নির্ব্বাসন ও বন্দীদশা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মনোনীত লোকদিগের পরাধীনতা।

৪১ পাঠ। পলেষ্টিয়া ও মিসর দেশস্থ অবশিষ্ট

ইস্রায়েলগণ। জাতীয় দুর্দ্দশা হইতে শিক্ষা লাভ হইল না।

যির ৩৯ ; ১-১৪। ৪০-৪৪ অ।

টীকা ৯৬।—যিরূশালেমস্থ আর সকল বন্দীর যে দশা, যিরমিয়েরও সেই দশা হইয়াছিল, শত্রুরা তাঁহাকেও বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য আর সকল বন্দীর সহিত শিকলে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু মিস্পার নূতন শাসনকর্ত্তা গদলিয়ের অধীনে যিহুদিদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল, অবিলম্বে খালাস পাইয়া যিরমিয় তথায় চলিয়া যান।

ইহার অল্প কাল পরেই ইশ্মায়েল নাম জনৈক রাজকুমার (ইনি অম্মোনীয়-দিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন) ষড়যন্ত্র করিয়া, গদলিয়কে, আর অনেককে, এবং কল্দীয় সেনাগণকে বধ ও উপনিবেশের যে সকল লোক জীবিত ছিল, তাহাদিগকে বন্দী করতঃ অম্মোন দেশে চলিয়া যান। পথে যোহানন্ নাম কোন যিহূদী রাজপুত্র আসিয়া বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। ফিরিয়া আসিলে পর উঁহাদের ভয় হইল, পাছে গদলিয়ের বধ হেতু নবূখদ্নিৎসর প্রতিশোধ

লয়েন, এই জন্য মিসরের দিকে যাত্রা করিল। যিরমিয় বিশেষ করিয়া বারণ করিয়াছিলেন। লোকেরা ইহাতে রাগ করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহাকে আপনাদের সঙ্গে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিল।

যে সকল যিহুদী মিসর দেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রতিমাপূজায় আশক্ত হওয়াতে যিরমিয় তাহাদিগকে তীব্র ভৎর্সনা (৪৪ অ) করেন, এবং বলিয়া দেন যে, মিসর দেশের লোকে যতই কেন সাহায্য করুক না, নবূখদ্‌নিৎসর তোমাদিগের বিনাশ করিবেই করিবে। পরে যিরমিয়ের কি হইল, কিছু জানা যায় না। একটা কথা আছে যে, লোকে তাঁহাকে ঢিল মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"তোমরা সদাপ্রভুর কথা না মানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিযাছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি ইহা ঘটিল।" (যির ৪০ ; ৩।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যির ৪০ ; অ।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যির ৩৯ ; ১-১৪। যিরূশালেম অবরোধসম্বন্ধীয় ঘটনা।
মঙ্গলবার...যির ৪০ ; অ। যিরমিয়ের নিষ্কৃতি ও মিস্‌পাতে উপনিবেশ
বুধবার ... যির ৪১ ; অ। গদলিযের হত্যা ও মিসরে পলায়ন।
বৃহস্পতি... যির ৪২ ; অ। যিহূদা ছাড়িয়া যাওযাতে যিরমিয়ের ভর্ৎসনা।
শুক্রবার...যির ৪৩ ; অ। মিসরে উপস্থিত ও দুর্দ্দশা বিষয়ে যিরমিয়ের ভাববাণী।
শনিবার...যির ৪৪ ; ১-১৪। } মিসরে প্রতিমাপূজা করাতে যিরমিয়ের ভৎসনা।
রবিবার...যির ৪৪ ; ১৫-৩০ }

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

৩। এই পাঠাবলীর প্রথম ভাগের শিরোনাম কি? দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগেরই বা শিরোনাম কি? ২। রাজ্যটী ছিন্ন ভিন্ন হইবার

পূর্ব্বে ইস্রায়েল গোষ্ঠীর সকলের বা কতক কতকের উপর কোন্ চারি জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন? ৩। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যে কয় জন রাজা রাজত্ব করেন? দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যে কয় জন রাজা রাজত্ব করেন? ৪। ইস্রায়েলের প্রধান রাজা কাহারা? যিহূদার প্রধান রাজাই বা কাহারা? ৫। অবশেষে যিরমিয় ভাববাদীর দশা কি হইয়াছিল (টীকা ৯৬ দেখ)? ৬। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। যিরমিয়ের মুক্তি ও মিস্পায় উপনিবেশ।

যির ৪০ অঃ।

১। যিরূশালেম ধ্বংস হইলে পর কিছু কাল যিরমিয়ের অবস্থা কিরূপ ছিল? (যির ৪০; ১ ও টীকা ৯৬ মিলাইয়া দেখ।)

২। যিহূদিদিগের এই যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, কল্‌দীয় রক্ষক সেনাপতি তাহার কি কারণ দর্শান? (পদ ২, ৩।)

৩। সেনাপতি তখন যিরমিয়কে কি করিতে বলেন?

পদ ৪।

পদ ৫।

৪। মুক্তি পাইলে পর যিরমিয় কোথায় গিয়াছিলেন? পদ ৬।

৫। কেমন করিয়া মিস্পায় উপনিবেশ হইয়াছিল, সে বিবরণ বল (পদ ৭-১২।)

৬। গদলিয়কে কি বলা হইয়াছিল, সে কথা শুনিয়া তিনি কি করিয়াছিলেন? (পদ ১৩-১৬।)

বুধ ও বৃহস্পতিবার।

২। গদলিয়ের হত্যা ও মিসরে পলায়ন।

যির ৪১ অঃ।

৭। যোহাননের কথা গদলিয় অগ্রাহ্য করাতে মিস্পার উপনিবেশের কি বিপদ ঘটিয়াছিল? (যির ৪১; ১-৩।

৮। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে যে সকল লোক নৈবেদ্যাদি লইয়া যাইতেছিল, ইশ্মায়েল্ তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? (পদ ৪-৯।)

৯। উপনিবেশের অবশিষ্ট লোকদিগের বিষয়ে ইশ্মায়েল্ কি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল? (পদ ১০।)

১০। কেমন করিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল? (পদ-১১-১৪।)

১১। অবশেষে লোকেরা মিস্পায় ফিরিয়া না গিয়া কি করিতে মনস্থ করিয়াছিল? (১৩-১৪।)

শুক্রবার।

৩। মিসরে উপস্থিত ও বিপদের বিষয়ে ভাববাণী।

যির ৪ অ।

১২। যিরমিয় দেশ ছাড়িয়া যাইতে বারণ করাতে পলাতকদিগের কর্ত্তা ব্যক্তিরা সে কথা শুনিয়া কি বলিয়াছিল? (৪৩; ১-৪।)

১৩। লোকেরা যে যিরমিয়ের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছিল, আর কিসে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং স্বয়ং যিরমিয়কে তাহারা কি করিয়াছিল? (পদ ৫-৭।)

১৪। পলেষ্টিয়া দেশ ছাড়িয়া যে যিহূদীরা মিসরে গিয়াছিল, তাহাদের দুর্দ্দশার বিষয়ে যিরমিয় তফন্‌হেষে কি ভাববাণী বলিয়াছিলেন? (পদ ৮-১৩।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৫। যিরূশালেম নগর ধ্বংস হওনের দ্বারা বাবিলীয় রক্ষক সেনাপতির কি জ্ঞানলাভ হইয়াছিলেন (যির ৪০; ২,৩)। এই বিশ্বাসী সেনাপতির যে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, যিহোবার নিজের লোকদিগের সে জ্ঞানলাভ হইল না কেন?

১৬। কল্‌দীয় লোকেরা যে যিরমিয়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সে জন্য তিনি বাস্তবিক কাহার কাছে ঋণী? তিনি ভাববাদীর কার্য্য আরম্ভ করিলে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাতে সফল হইয়াছিল (যির ১; ৮,১৯)? ইহা পূর্ব্বে কিরূপে সফল হইয়াছিল?

১৭। অবশিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন লোকদের যে গদলিয়ের উপর বিশ্বাস ছিল, তাহা কিসে জানা গিয়াছিল (যির ৪০; ৭-১২)? তাহার চরিত্রের উচ্চভাব কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল? (যির ৪০; ১৩-১৬)?

১৮। জাতীয় বিপদ ঘটাইয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন; মিস্পার উপনিবেশের অবশিষ্ট লোকেরা যে সে শিক্ষার অর্থ বুঝিতে পারে নাই, তাহা কিসে জানা গিয়াছিল (যির ৪৩; ১-৪)? ঈশ্বরের করুণা ও দণ্ড দ্বারা ঈশ্বর যে শিক্ষা দেন, তাহা যাহারা অগ্রাহ্য করে, তাহাদের শেষটা নিতান্তই কি হয়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। যিহোবা যিশায়াহকে যে কথা বলিয়াছিলেন, নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বারা তাহার সফলতা (৬; ১১,১২)। ২। গদলিয় কি প্রকার লোক ছিলেন? ৩। গদলিয়কে বধ করাতে ইশ্মায়েলের উদ্দেশ্য। ৪। যাত্রীদিগকে বধ করাতে তাহার উদ্দেশ্য। ৫। অবশিষ্ট অবিশ্বাসী যিহূদীদিগকে পলেষ্টিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল (যির ২৪; অ)। ৬। নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক মিসর জয়ের বিষয়ে ভাববাণী (যির ৪৩; ৮-১৩)।

৪২ পাঠ। দানিয়েল ও তাঁহার সঙ্গীগণ,

বাবিলস্থ বন্দীদিগের কাহিনী। দানি ১–৬ অ।

টীকা ৯৭।—এক বার যুদ্ধ করিতে আসিয়া নবূখদ্‌নিৎসর কেমন করিয়া দানিয়েল ও তাঁহার তিন জন বন্ধুকে যিরূশালেমে ধরিয়া বাবিলে লইয়া গিয়াছিলন, দানিয়েলের পুস্তকে সেই বিবরণ লেখা আছে। বন্দীদিগের মধ্য হইতে ইহাঁদিগকে মনোনীত করা হয়; বোধ হয়, বাবিলীয় রাজ-পুত্র ও বড় লোকদিগের ছেলেদের সঙ্গে একত্র তিন বৎসর কাল লেখা পড়া ইত্যাদি শিখাইয়া শেষে ইহাঁদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল। এই তিন বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহারা অতি সদাচরণ করেন, পৈতৃক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসঙ্গত ক্রিয়া কলাপ যত্নসহকারে পালন করেন, তাহাতে তাঁহাদের উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারী বড় সন্তুষ্ট হয়েন।

রাজার দরবারে কতকগুলি লোক থাকিত, স্বপ্নের অর্থ করিয়া দেওয়া তাহাদের কার্য্য ছিল। কিন্তু তাহারা ঠিক অর্থ করিতে পারিত না। একদা দানিয়েল ঠিক অর্থ করিয়া দেওয়াতে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব পদে ও বাবিলস্থ যাবতীয় বিদ্বান্ লোকদের অধিপতিপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অনুরোধে তাঁহার তিন জন বন্ধুও উচ্চপদ পাইয়াছিলেন।

এই যুবকেরা ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এই জন্য "স্বর্গের ঈশ্বর" সহায় হওয়াতে তাঁহারা শত্রুগণের উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাতে এই পৌত্তলিক দেশের লোকেরা যিহোবার প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়াছিল।

কলদীয়, মিদীয় ও পারসীক রাজদরবারে পরে পরে দানিয়েলের বিলক্ষণ পদোন্নতি হইয়াছিল। মিদীয় রাজ দারিয়াবস্ দানিয়েলকে সাম্রাজ্যের তিন জন অধ্যক্ষের কর্ত্তা করেন (৬; ২, ৩)। কোরস্ বিজয়ী হইলেও দানিয়েল পদচ্যুত হন নাই (৬; ২৮)। তাঁহার শেষ উক্তি কোরসের রাজত্ব কালের তৃতীয় বৎসরে (খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫) উক্ত হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"আমরা যাঁহার সেবা করি," আমাদের সেই ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন্, তিনি আপনকার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেও করিতে পারেন।" (দানি ৩; ১৭, ১৮।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—দানি ১ অ।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...দানি ১ অ। { দানিয়েল ও তাঁহার বন্ধুগণের কলদীয় বিদ্যা শিক্ষা।

মঙ্গলবার...দানি ২ ; ১-২৪। নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন।
বুধবার.....দানি ২ ; ২৫-৪৯। স্বপ্নের অর্থ কথন ও পুরস্কার।
বৃহস্পতি...দানি ৩ অ। স্বর্ণপ্রতিমা ও অগ্নিকুণ্ড।
শুক্রবার...দানি ৪ অ। দ্বিতীয় স্বপ্নের অর্থ কথন।
শনিবার...দানি ৫ অ। বেল্‌শৎসরের ভোজ।
রবিবার...দানি ৬ অ। দারিয়াবসের হুকুম ও সিংহের গর্ত্ত।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। যিরূশালেম নগর ধ্বংস হইলে পর যিরমিয়ের কি দুর্দ্দশা ঘটিবার উপক্রম হইযাছিল? ২। কেমন করিযা তিনি রক্ষা পান? ৩। মিস্‌-পার যিহূদী উপনিবেশ কিসে করিয়া বাড়িয়া উঠিযাছিল? কিসে করিয়া এই উপনিবেশ উচ্ছন্ন হইযাছিল? ৫। অবশিষ্ট যিহূদীদের যিরমিয়ের প্রতি রাগ ও যিহোবার প্রতি অবজ্ঞা কিসে প্রকাশ পাইযাছিল? ৬। তাহারা যিবমিযেব কি করিয়াছিল? ৭। যাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিসরে গিযাছিল, মিসরে তাহাদের বিষয়ে কি কি ঘটিবে বলিয়া যিরমিয ভাববাণী বলেন? ৮। দানিয়েল কে? কি কাজের জন্য তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইযাছিল (টীকা ৯৭ দেখ)? অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম, মঙ্গল ও বুধবার।

১। নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন ও তাহার অর্থ কথন।

দানি ২ অ।

১। আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিবার পর গণকদিগের সঙ্গে রাজা নবূখদ্‌-নিৎসরের যে কথা হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বল। (দানি ২ ; ১-১১।)

২। এই প্রকার কথাবার্ত্তার কি ফল দাঁড়াইয়াছিল ? (পদ ১২,১৩।)

৩। রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিয়া দানিয়েল কি করিয়াছিলেন ? (পদ ১৪-১৬।)

৪। কি প্রকার নিগূঢ় কথা দানিয়েলকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল ? (পদ ১৭-১৯।

৫। স্বপ্নের কথা শুনিলে পর দানিয়েলের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল ? (পদ ২০-২৩।)

৬। রাজা কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ? (পদ ৩১-৩৫।

৭। দানিয়েল ইহার কি অর্থ করিয়াছিলেন ? (পদ ৩৬ ৪৫।)

৮। দানিয়েলের কথা শেষ হইল রাজা কি করিলেন ? (পদ ৪৬-৪৮।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

২। দারিয়াবসের আজ্ঞা ও সিংহের গর্ত্ত। দানি ৬।

৯। মিদীয় দারিয়াবসের আমলে দানিয়েল কি পদে ছিলেন ? (দানি ৬ ; ১-৩।)

১০। দানিয়েল উচ্চপদ পাওযাতে কতক গুলি লোকে হিংসা করিয়া তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য কি ফন্দী করিয়াছিল ? (পদ ৪-৯।

১১। রাজা দুষ্ট লোকদের পরামর্শ মতে কাজ করিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া দানিয়েল কি করিয়াছিলেন ? (পদ ১০।)

১২। দারিয়াবস্ যথন টের পাইলেন যে, পাকে চক্রে ফেলিয়া লোকেরা দানিয়েল্‌কে বধ করাইতেছে, তথন তিনি কি করিলেন ? (পদ ১১-১৬।)

১৩। দানিয়েলের উদ্ধার এবং তাঁহার শত্রুদের বিনাশ কিরূপে হইয়াছিল, বল। (পদ ১৭-২৪।)

১৪। দানিয়েলের উদ্ধারের পর রাজা কি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন? (পদ ২৫-২৭।

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৫। নবূখদনিৎসরের স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতিমার স্বর্ণময় মস্তক দ্বারা কোন্ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বুঝায় (দানি ২; ৩৭, ৩৮)? প্রতিমার অন্যান্য অংশ দ্বারা পরবর্ত্তী কোন্ তিনটী বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বুঝায় বলিয়া বোধ হয় (ভাষ্যের টীকা দেখ)? "পর্ব্বত হইতে বিনাহস্তে খনিত প্রস্তর," ইহার অর্থ কি?

১৬। দানিয়েল স্বপ্নের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়াতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং পৌত্তলিকদিগের দেবতার ক্ষমতা বিষয়ে নবূখদ্নিৎসরের কি জ্ঞান লাভ হইয়াছিল (দানি ২; ৪৭)? জগতের সৃষ্টি ও শাসন কার্য্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বিষয়ে উক্ত দর্শনদ্বারা কি জানা গিয়াছিল (দানি ২; ৪৪)? এক্ষণকার ঘটনার সহিত উক্ত উদ্দেশ্যের কিরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায়? আমাদের এক এক জনের সহিত?

১৭। রাজা দানিয়েলের অনিষ্টকর বিধিপত্রে সহি দিয়াছেন, শুনিয়া দানিয়েল যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কি শিক্ষা পাওয়া যায়? প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে যদি দানিয়েল জানালার পরদা টানিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই কার্য্যের বিপক্ষে বা সপক্ষে কথা বলিবার কি কি কারণ দর্শান যাইতে পারিত? বিপদ হইতে রক্ষা। পলাইবার বা প্রাণ বাঁচাইবার অনুরোধে যদি কেহ অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তাহা হইলে আমাদের কি উত্তর দেওয়া উচিত? (বচন রত্ন দেখ)?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। দানিয়েল নামক পুস্তক কে লিখিয়াছিল। কবে লিখিয়াছিল? ২। দানিয়েলের পুস্তক কিরূপ? ৩। কল্‌দীয়গণ ও বাবিলের গণকগণ। ৪। কল্‌দীয় বিদ্যা। ৫। বেল্‌শৎসর রাজার বিষয়ে বাইবেলে যাহা লেখা আছে, বাবিলীয় ইতিহাসের সহিত তাহার ঐক্য।

৪৩ পাঠ। ফিরিয়া আসার বিষয়ে ভাববাণী।

অবশিষ্ট বন্দীগণ জাতীয় শাসন দ্বারা সংশোধিত ও যিরূশালেম পুনঃ স্থাপিত হইবে।

যিশা ৪৮; ১-১১। ৪৪; ২৪—৪৫; ১৩। যির ২৫; ১-১৪। ২৯; ১০-১৪। ৩১; ৩১-৪০। অ ৩৩। ৫০, ২১-৪৬। যিহি ৩৪; ৭-৩১। অ ৩৭।

টীকা ৯৮।—যিরূশালেম ও যিহূদার বিনাশ বিষয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীর সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার ভাববাণী কথিত হইয়াছিল; মনোনীত জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ভোগের পরে যে এক গৌরবান্বিত অবস্থা হইবে, ভাববাদীরা তাহা যেন দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই সুখের ভাগী সমগ্র যিহূদী জাতি হইবে না, কিন্তু কতকগুলি যিহূদী বন্দী দশায় বহু কাল কঠিন শাসন দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের শরণাগত হইবে, হইয়া সেই সুখের ভাগী হইবে। যিশা ৪; ২ ও ৩ ও ২; ৬—৪; ১ মিলাইয়া দেখ।

"অবশিষ্ট লোকদের" বা "পবিত্র বংশের" পুনঃস্থাপন যিশায়াহের এক প্রধান ভাববাণী, ১; ৯। ৬, ১৩। ১০; ২০-২২। ১১; ১১, ১৬ দেখ। পরবর্ত্তী ভাববাদীরা, যেমন সখরিয় (৩, ১১ ২০) ও যিরমিয় (৩০-৩৩ অ) এই বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন। যিরমিয় বলিয়াছিলেন, ৭০ বৎসর কাল বন্দিত্বের পর অবশিষ্ট ধার্ম্মিক লোকেরা ফিরিয়া আসিবে (২৫; ১১, ১২)। এই প্রকার ফিরিয়া আসাকে যিহিস্কেল মেষপালকের মেষগণকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার (৩৪, ১১-১৫) এবং শুষ্ক অস্থি জীবিত হওনের (৩৭; ১-১৪) সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে যিহোবার অটল নিয়মের ফলে ইহা হইবে। সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন বন্ধ হইতে পারে না, তেমনি যিহূদিদিগের বিপথ-গমন ও বিদ্রোহ দ্বারা উক্ত সদয় নিয়ম ভঙ্গ হইতে পারে নাই। কোরস্ নামে এক রাজা বাবিল জয় করিবেন, এবং তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর বন্দীদিগকে আপনাদের দেশে পুনঃস্থাপিত করিবেন, ইহাও উল্লেখিত হইয়াছিল (যিশা ৪৪, ২৮)।

বচন-রত্ন।—"কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই সকল দিনের পরে আমি ইস্রায়েলকুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব এবং তাহারা আমার প্রজা হইবে।" (যির ৩১; ৩৩।

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—যিশা ৪০; ১-১১।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার......	যির ২৫ ; ১-১৪। যির ২৯ ; ১০-১৪।	বন্দীদশা কত কাল থাকিবে।
মঙ্গলবার......	যির ৩১ ; ৩১-৪০।	যিহোবার নূতন নিয়ম।
বুধবার........	যির ৩৩ অ।	পুনঃ স্থাপনের গৌরব ও নিয়মের চিরস্থায়িত্ব।
বৃহস্পতি......	যিহি ৩৪ ; ৭-৩১।	সু-মেষ-পালক।
শুক্রবার......	যিহি ৩৭ অঃ।	শুষ্ক অস্থির দর্শন।
শনিবার	যির ৫০ ; ২১-৪৬।	বাবিলের ভাবি বিনাশ।
রবিবার......	যিশা ৪০ ; ১-১১।	বন্দিত্বের শেষ।
	যিশা ৪৪ ; ২৪ —৪৫ ; ১৩।	ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্ত্তা কো-রস্।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। দানিয়েল কে ? ২। কি গুণে তিনি বিখ্যাত ছিলেন ? ৩। কি ঘটনাতে করিয়া বাবিলের রাজদরবারে তাঁহার উচ্চপদ লাভ হইয়াছিল ? ৪। পরে যাহা ঘটিবে, নবূখদ্‌নিৎসর সে বিষয়ে প্রথমে কি স্বপ্ন দেখেন ? ৫। দানিয়েল সেই স্বপ্নের কি অর্থ করিয়াছিলেন ? ৬। মিদীয় দারিয়াবসের আমলে দানিয়েলের বিপক্ষে কতক লোকে কি ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ? ৭। শত্রুদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা দেখিয়া, দানিয়েল কি করিয়াছিলেন, তাহার ফলই বা কি হইয়াছিল ? ৮। যিহুদার ও যিরূশালেমের বিনাশবিষয়ক ভাববাণীর সঙ্গে কোন্ কোন্ ভাববাণীর বিলক্ষণ তুলনা হইতে পারে (টীকা ৯৮ দেখ) ? ৯। যিশাযাহের ভাববাণীর কোন্‌গুলি বিশেষ প্রধান ? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি ?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। যিহোবার নূতন নিয়ম। যির ৩১ ; ৩১-৪০।

১। মিসর দেশ হইতে চলিয়া আসিবার পর ঈশ্বর ইস্রায়েলের সঙ্গে যে নিয়ম করেন (যির ৩১ , ৩৩, বচন-বস্তু,) ইহাকে পুরাতন নিয়ম বলে, এবং বন্দিদশা হইতে ফিরিয়া দেশে আসিলে পর আর এক নিয়ম করেন, তাহাকে নূতন নিয়ম বলে, এই দুই নিয়মের মধ্যে প্রধান ভিন্নতা কি, দেখাইয়া দেও।

২। এই নূতন নিয়ম হইতে কি হইবে ? (পদ ৩৪।)

৩। এই নিয়ম যে অটল, তাহা যিহোবা কিরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ? (পদ ৩৫-৩৭।)

৪। পুনঃস্থাপিত যিরূশালেমের বিষয়ে কি পূর্ব্ববাণী ছিল ? (পদ ৩৮-৪০।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। শুষ্ক অস্থির দর্শন। যিহি ৩৭ অ।

৫। যিহিষ্কেলের দর্শন, তাঁহার প্রতি আজ্ঞা ও তাঁহার ভাববাণীর ফল সংক্ষেপে বর্ণন কর। (যিহি ৩৭ ; ১ ১০।)

৬। সদাপ্রভু কেমন করিয়া ভাববাদীকে এই দর্শনের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ? (পদ ১১-১৪।)

৭। বন্দিত্ব অবস্থায় লোকদিগের সাক্ষাতে কি নিদর্শন দেখাইতে ভাববাদী আদিষ্ট হইয়াছিলেন ? (পদ ১৬, ১৭।)

৮। স্বজাতীয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে এই নিদর্শনের অর্থ কি রূপে বুঝাইয়া দিতে ভাববাদী আদিষ্ট হইয়াছিলেন ? (পদ ১৮-২০।)

৯। পুনঃস্থাপিত ইস্রায়েলের বিষয়ে কি সাতটী বিষয় উক্ত হইয়াছে ?

পদ ২১

পদ ২২।

পদ ২৩।

পদ ২৪।

পদ ২৫।

পদ ২৬।

পদ ২৭, ২৮।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। বন্দি দশার শেষ ও ঘোষণা।

যিশা ৪০ ; ১-১১।

৪। ইস্রায়েলের উদ্ধারকারী কোরস্।

যিশা ৪৪ ; ২৪—৪৫ ; ১৩।

১০। ভাববাণীতে বন্দিদশার অবসান কিরূপে ঘোষণা হইয়াছিল ? (যিশা ৪০ ; ১, ২।)

১১। বন্দিদিগের স্বদেশে ফিরিয়া আসার বিষয় ভাববাণীতে কি রূপে বর্ণিত হইয়াছে ? (পদ ৩-৫।)

১২। যিহোবা তাহাদিগের নিকট কি ঘোষণা করিয়াছিলেন? (৯-১১।)

১৩। যিরূশালেম, যিহূদার নগর সকল ও কোরসের বিষয়ে ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্ত্তা যিহোবা দৃঢ় করিয়া কি বলিয়াছিলেন? (যিশা ৪৪; ২৬-২৮।)

যিরূশালেম।

নগর সকল।

কোরস্।

১৪। কাহার্ গুণে আপন "অভিষিক্ত" কোরস্ জয়ী হইয়া আসিযাছিল করিয়া ঈশ্বর বলেন? (যিশা ৪৫; ১-৫।)

১৫। যে সকল বাবিলীয় যিহূদী আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, সদাপ্রভু তাহাদের মুক্তির জন্য কোন বিধর্ম্মী রাজাকে মনোনীত করিতে পারেন না; ভাববাদী তাহাদিগকে কেমন করিয়া ভৎর্সনা করিযাছিলেন? (পদ ৯।

১৬। যিহূদিদিগের নিন্দাবাদ সত্ত্বেও কোরসের বিষয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তার ও মানুষের কি মত ছিল? (পদ ১২, ১৩।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। ঈশ্বরের সহিত কি প্রকার সম্বন্ধ রাখিলে যিহূদিদিগের পুণ্য ভূমিতে ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল (টীকা ৯৮ দেখ)? নূতন যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহার অবলম্বন কি (যির ৩১; ৩৩ ও পরিশিষ্টের টীকা দেখ)? এই নূতন নিয়মের দ্বারা কি বিশেষ

অধিকার ভোগ করিবার কথা ছিল (পরিশিষ্টের টীকা, পদ ৩৪ দেখ)? এই নিয়মের নিদর্শন স্বরূপ শেষে কি স্থিরীকৃত হইয়াছিল (লূক ২২; ২০)?

১৮। নূতন নিয়ম যে চিরস্থায়ী, তাহার নিদর্শন কি (যির ৩১; ৩৫-৩৭ ও ৩৩; ১৯-২৬। লূক ২১; ৩৩ দেখ)? ইহা হইতে ঈশ্বরভক্ত-দের কি সান্ত্বনা লাভ করা উচিত?

১৯। যিহূদীদের ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে যে সকল বন্দীর সন্দেহ ছিল, যিহিষ্কেলের "শুষ্ক অস্থির" দর্শন দ্বারা তাহাদের বিষয়ে কি বুঝায়? এই দর্শন দ্বারা কি বোধ হয় যে, যিহিষ্কেলের আমলে মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে (যিহি ৩৭; ৩) সাধারণতঃ লোকদের বিশ্বাস ছিল? ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় ত বিশ্বাস করিতেই হইবে, তাহা ব্যতীত আর কিসে পুনরুত্থানের ভরসা বাঁধিতে পারা যায় (যোহ ৫; ২৫। ১১; ২৫ ইত্যাদি)?

২০। বাইবেলে কোরসের নামে কি কি উচ্চ উপাধির ব্যবহার হইয়াছে (যিশা ৪৪; ২৮। ৪৫; ১ ও পরিশিষ্টের টীকা দেখ)? কি অভিপ্রায়ে কোরস্‌কে ঈশ্বর মনোনীত করিয়াছিলেন? বড় ভাল মানুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মনোনীত করা হইয়াছিল, এমন আভাস কি কোরসের বিষয়ে কোথাও পাওয়া যায়? কোরসের জীবনের বিষয়ে ঈশ্বর এক কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে কি জানা যায় যে, আমাদের জীবনের বিষয়েও তাঁহার কোন কল্পনা আছে?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। নির্ব্বাসন কালের সহিত যিশায়াহ ৪০-৬৬ অধ্যায়ের সম্বন্ধ। ২। এই সকল অধ্যায়ে "যিহোবার দাস" এই কথা। ৩। যিহি ৩৭; ১৫-২৮ পদ পাঠে কি বোধ হয় যে, বাস্তবিকই দায়ূদের রাজ্য পুনরায় স্থাপিত হইবে, ভাববাদী এই আশা করিয়াছিলেন? ৪। ভাবি মুক্তির আশায় বাবিলস্থ বন্দীদিগের মনের ভাব। ৫। কোরসের বিষয়ে তাহাদের ভাবগতিক। ৬। কোরস্‌ কিরূপ লোক ছিলেন,

বাইবেলে যেমন লেখা আছে। ৭। গ্রীক পুস্তকে যেমন বর্ণিত হইয়াছে।

---

৩৪ পাঠ। প্রথম বার প্রত্যাগমন ও মন্দিরের পুনঃনির্ম্মাণ। হগয ও সখরিয ভাববাদী।

ইস্রা ১; ১—২; ২। ২; ৬৪—৪; ৫, ২৪। ৫, ৬ অঃ। হগ ১; ১—২; ৯। সখ ১; ৭—৬; ১৫।

টীকা ৯৯।—যিরমিয় বলিয়াছিলেন, ৭০ বৎসর নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিতে হইবে, কোরস বাবিল দখল করিলে পর কিছু দিনের মধ্যেই সে কাল পূর্ণ হয়। রাজত্বের প্রথম বৎসরেই (ইস্রা ১; ১) তিনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া যিহুদীদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দান করেন।

রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলেও যিহুদীরা সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া গেল না। বাবিলে অনেকে ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া সুখে সচ্ছন্দে ছিল, তাহা ছাড়িয়া নানা কষ্ট সহিয়া বহুকালের পতিত নগরে ও দেশে গিয়া বাস করিতে চাহিল না। নির্ব্বাসন কষ্টে যাহাদের মন ফিরিয়াছিল, এই প্রকার ৫০ হাজার লোক স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল মাত্র। সংখ্যা নিতান্ত অল্প বটে, কিন্তু যে সকল বিশ্বাসী লোক দেশেই থাকিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ধরিলে বড় কম বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু দেশস্থ যিহুদীরা অপর জাতীয় লোকের সঙ্গে বৈবাহিক আদান প্রদান করাতে এক প্রকার বর্ণসঙ্কর হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যাগত যিহুদীরা তাহাদের সঙ্গে মিশিত না।

যিরূশালেমে পঁহুছিয়াই প্রত্যাগত যিহুদীরা পুনরায় বেদি নির্ম্মাণ করতঃ নিত্য বলিদানাদি অনুষ্ঠান পুনঃ স্থাপন করিল। পর বৎসর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল, তৎকালে পূর্ব্বগৌরব মনে পড়াতে অনেকে কাঁদিল, আবার ভাবি গৌরবের আশায় অনেকে আনন্দধ্বনি করিল। এই সময়ে, আপনাদের উপাসনা প্রণালী দূষিত (২ রাজা ১৭; ২৪-৪১) হইলেও শমরীয় লোকেরা যিহোবাকে মান্য করিত, তাই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিতে চাহিল। যিহুদীরা তুচ্ছ ভাবে তাহাদের সাহায্য লইতে না চাওয়াতে, তাহাদের মনে বড় হিংসাভাব জন্মিল, পরে পারস্য রাজধানীতে লোকের যোগাড় হইলে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের নিষেধক আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

১৫ বৎসর চলিয়া গেল, এমন সময়ে হগয় ও সখরিয় ভাববাদীদ্বয় কর্ত্তৃক লোকেরা উত্তেজিত হইলে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আবার আরম্ভ হইল। এমন সময়ে অরাম দেশের পারসিক শাসনকর্ত্তা তত্তনয় কহিলেন, কাহার আজ্ঞায় এ কার্য্য হইতেছে? দারিয়াবসের নিকট আপিল করাতে কোরসের হুকুম

বহাল রহিল, এবং নির্ম্মাণ কার্য্যে যিহূদিদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিবার হুকুম হইল। কিছু কম সাড়ে চারি বৎসরে মন্দিরটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল, সুতরাং নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে দ্বিতীয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বচন-রত্ন।—"আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে; ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে, আমরা রক্ষা পাইয়াছি।"

(গীত ১২৪ ; ৭।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—গীত ১২৪ ও ১২৬।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার	ইষ্রা ১ ; ১—২ ; ২। ইষ্রা ২ ; ৬৪-৭০।	কোরসের আজ্ঞা ও সরুব্বাবিলের সঙ্গে প্রত্যাগত।
মঙ্গলবার	ইষ্রা ৩ ; ১-৭।	বলিদান ও পর্ব্বাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
	ইষ্রা ৩ ; ৮— ৪ ; ৫, ২৪।	মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য বন্ধ।
বুধবার......	হগ ১ ; ১—২ ; ৯।	কর্ম্ম সমাপ্তির জন্য আহ্বান। মন্দিরের পরবর্ত্তী গৌরব।
বৃহস্পতি ...	সখ ১ ; ৭—২ ; ১৩।	যিরূশালেমের ভাবি গৌরবের দর্শন।
শুক্রবার ...	সখ ৩ ও ৪ অধ্যায়।	যিহোশূয় ও সরুব্বাবিলের বিষয়ে দর্শন।
শনিবার ...	সখ ৫ ও ৬ অধ্যায়।	আরও দর্শন; যিহূদীদিগকে উৎসাহ দান।
রবিবার...	ইষ্রা ৫ ; ১-৫।	নির্ম্মাণকার্য্য পুনরারম্ভ।
	ইষ্রা ৬ অধ্যায়।	মন্দির নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। পূর্ব্ব পাঠের বিষয় কি? ২। যিহোবার পূর্ব্ব নিয়ম হইতে শেষ নিয়ম ভিন্ন কিসে? ৩। যিহিষ্কেলের দর্শনের কি মহান্ নিদর্শন

দ্বারা বাবিলস্থ নিরাশ বন্দিরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রভু তাহা-দিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন? ৪। কি কি ভাববাণী দ্বারা প্রভু জানাইয়াছিলেন যে, বন্দিদশার শেষ হইয়া আসিয়াছে? ৫। ঈশ্বরমনোনীত উদ্ধারকর্ত্তা রূপে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছিল? ৬। বন্দিদশা কত দিন ছিল (টীকা ৯৯)? ৭। যিহূদীরা সকলে ফিরিয়া পলেষ্টিয়া দেশে আসে নাই কেন? ৮। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল, নির্ব্বাসনের কষ্ট ভোগ দ্বাবা তাহাদের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? ৯। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। কোরসের আজ্ঞা ও সরুব্বাবিলের সঙ্গে

প্রত্যাগত। ইস্রা ১; ১—২; ২। ২; ৬৪-৭০।

১। বাবিলের রাজা হইয়া প্রথম বৎসরেই পারস্য-রাজ কোরস্ কি ঘোষণা করাইয়া দিয়াছিলেন? (ইস্রা ১, ১, ২।)

২। রাজাজ্ঞাতে কোরস্ কি কি করিতে অনুমতিদান ও কি কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন?

পদ ৩।

পদ ৪।

৩। এই সুযোগে কি প্রকার লোকেরা ফিরিয়া আসিয়াছিল? (পদ ৫।)

৪। যাহারা বাবিলে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা কি রূপে সাহায্য করিয়াছিল?

৫। কোরস্ যে যিহূদিদিগের দুঃখে দুঃখিত ছিলেন, তাহা কিসে প্রকাশ পাইযাছিল? (পদ ৭-১১।)

৬। কোন্ দুই জন লোক যিহূদিদিগের সর্ব্ববাদীসম্মত দলপতি ছিলেন? (পদ ৮; ১১। ৩, ২। ৫, ২। এবং ১, ৮ পদের ব্যাখ্যা দেখ।)

৭। কত লোক ফিবিযা আসিযাছিল, এবং পূর্ব্বকার তালিকায যে মোট সংখ্যা (ইষ্রা ২, ৬৪, ৬৫ ও ব্যাখ্যাব টীকা) দেওযা হইযাছে, তাহার সঙ্গে মিলাইযা দেখিলে কি বোধ হয?

বুধবার।

২। বলিদান ও অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ইষ্রা ৩, ১-৭।

৩। মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন কার্য্য বন্ধ।

ইষ্রা ৩, ৮—৪, ৫, ২৪।

৮। বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইযা যিরূশালেমে আসিলে পর লোকে সর্ব্ব প্রথমেই কি করিযাছিল? (ইষ্রা ৩, ২-৫।)

৯। ইহার কত দিন পবে মন্দিরের ভিত স্থাপিত হইযাছিল, এবং তখন লোকদের মনের ভাব কি প্রকার ছিল?

পদ ৮।

পদ ১০-১৩।

১০। কাজ বন্ধ হইযাছিল কেন? কত দিন পবেই আবার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল?

ইষ্রা ৪ ; ১-৫।

পদ ২৪ ও টীকা ৯৯ দেখ।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৪। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরারম্ভ। ইষ্রা ৫ অঃ।

৫। মন্দির নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। ইষ্রা ৬ অ।

১১। পরে কাহাদের যত্নে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ ও নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল? (ইষ্রা ৫ ; ১, ২। ৬, ১৪।)

১২। কেমন করিয়া আবার কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল? (৫, ৩-৫।)

টীকা ১০০।—৬-১৭ পদের সার মর্ম্ম।—এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে অরামীয় শাসনকর্ত্তার রিপোর্ট আছে। ইহাতে যিরূশালেমস্থ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যের কথা আছে। তাহা ছাড়া, কোরস্ মন্দির নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন, শাসনকর্ত্তা দারিয়াবসের নিকট তাহা জানিতে চাহেন। আর এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে রাজার আদেশ প্রার্থনা করেন।

১৩। কাগজ পত্র তদন্ত করিবার পর মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের বিষয়ে কোরসের কি রাজাজ্ঞা পাওয়া গিয়াছিল? (ইষ্রা ৬ ; ৩-৫।)

১৪। অরামীয় শাসনকর্ত্তার পত্রের দারিয়াবস্ কি উত্তর দিয়াছিলেন? (ইষ্রা ৬ ; ১২।)

১৫। মন্দিরের পুনঃনির্ম্মাণকার্য্যে কত বৎসর লাগিয়াছিল? (৬ ; ১৫ ও ৪ : ২৪ মিলাইয়া দেখ।)

১৬। প্রতিষ্ঠা কালীন উপাসনার বিবরণ বল। (পদ ১৬-১৮।)

১৭। আর কি কি পর্ব্ব পালন করা হইয়াছিল ? (পদ ১৯-২২।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা

১৮। কোরস্ যিহূদিদিগের বিষয়ে যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে কোন্ কোন্ ভাববাণী (যিশা ৪৪ ; ২৮) লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ? এই সকল ভাববাণী কে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় (দানি ৬ ; ২৮) ? আর কি কি কারণে তিনি এ কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ?

১৯। শমরীয়দিগের সাহায্য গ্রহণ করিলে বাবিল হইতে প্রত্যাগত যিহূদিদিগের ধর্ম্মের কি দশা হইত বলিয়া বোধ হয় ? সাহায্য না লওয়ার একটী ফল কি দাঁড়াইযাছিল (যোহন ৪ ; ৯) ?

২০। পারসিক শাসনকর্ত্তার মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করাইবার ক্ষমতা ছিল, ভাল, তাঁহার আচরণ দ্বারা কিসে জানা যায় যে, মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে ঈশ্বরের হাত ছিল (ইস্রা ৫ ; ৫) ?

২১। দ্বিতীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বলিদানাদি হইয়াছিল, প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা কালীন বলিদানাদির সঙ্গে সে সকলের তুলনা করিলে কি বোধ হয় (ইস্রা ৬ ; ১৭ ও ২ বংশা ৭ ; ৫ মিলাইয়া দেখ) ? কি প্রকার বলিদানাদি ঈশ্বর গ্রাহ্য করিয়া থাকেন (দ্বিঃবিং ১৬ ; ১৭। ২ করি ৮ ; ১২) ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। পরাজিত জাতি সকলের বিষয়ে কোরসের রাজনীতি। ২। নির্ব্বাসন কালে যে যে কারণে যিহূদীদিগের স্বভাবের ও উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ৩। হগয়ের ভাববাণী। ৪। সখরিয়ের ভাববাণী। ৫। স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর যিহূদাস্থ যিহূদীদিগের অবস্থা (হগয় ভাববাদী পূর্ব্বেই যেমন বলিয়াছিলেন।)

৪৫ পাঠ। ইষ্টের ও মর্দ্দখয়। পারস্য দেশে যিহুদীদের বাসকালের ঘটনা বিশেষ।

ইষ্টের ১-১০।

টীকা ১০১।—দারিয়াবস রাজার ষষ্ঠ বৎসরে দ্বিতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে পর ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল যিহুদার নূতন রাজ্যের বিষয়ে কোন কথা নাই। এই কালের মধ্যে পারসিক রাজধানীতে এমন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে করিয়া উক্ত রাজ্যস্থ যিহুদীবংশ নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোরস্ রাজার আজ্ঞা ক্রমে কেবল কতক যিহুদী পলেষ্টিযায় ফিরিয়া আসিযাছিল। রাজ্যটী বাবিলীয় রাজবংশের হস্ত হইতে পারসিক রাজার হস্তে গেলে শূসন নগর রাজধানী হয়। এই নগরে অনেক যিহুদী বাস করিত। এই নগরে হদসা, বা ইষ্টের নামে এক পরমা সুন্দরী যুবতী ছিলেন। একদা রাজা অক্ষশ্বেরশ স্বীয় পাটরাণী বষ্টীকে পদচ্যুত করিয়া ইষ্টেরকে উক্ত পদে মনোনীত করেন। ইষ্টের মর্দ্দখয়ের পিতৃব্যের কন্যা; মর্দ্দখয তাঁহাকে আপনার পোষ্য পুত্ত্রী রূপে লালনপালন করিয়াছিলেন, মর্দ্দখয রাজবাটীর কর্ম্মচারী ছিলেন। ইষ্টেরের পাটরাণীর পদ পাইবার অল্প কাল পরেই কোন কোন লোকে রাজার প্রাণবধের ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু মর্দ্দখয়ের বুদ্ধি গুণে সে চেষ্টা বিফল হয়।

এই সময়ে রাজার এক জন প্রিয় পাত্র ছিল, তাহার নাম হামন্; হামন্ উচ্চপদ পাইয়া নিতান্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠিল। মর্দ্দখয় তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে অসম্মত হওয়ায় হামনের বড় রাগ হইল। সে মর্দ্দখয়ের উপর রাগ করিয়া রাজ্যস্থ সমস্ত যিহুদী নষ্ট করণার্থ রাজার হুকুম বাহির করিল। মর্দ্দখয় গিয়া ইষ্টের রাণীকে ধরিলেন, তাঁহার কথা মত ইষ্টের রাজাকে লওয়াইয়া হামনের ষড়যন্ত্র বিফল করিলেন, মর্দ্দখয়কে ফাঁসি দিবার জন্য হামন্ যে ফাঁসি কাষ্ঠ তৈয়ার করিযাছিল, তাহাতে তাহারই ফাঁসি হইল, মর্দ্দখয় হামনের পদ পাইলেন। রাজার আজ্ঞা কোন মতে অন্যথা হইতে পারে না; এই জন্য, যিহুদিদিগকে বধ করণার্থ যে দিন ধার্য্য হইযাছিল, সেই দিন যিহুদীদিগকে আদেশ করা হইল, তোমরা যেমন করিযা পার আপনাদিগকে বাঁচাও। হামনের দশ পুত্ত্র কাটা গেল, তাহা ছাড়া যিহুদিদিগের ৭৫০০০ শত্রু মারা গেল। এই ঘটনার স্মরণার্থ পূরীম নামক পর্ব্ব স্থাপিত হইল (ইষ্টের ৩; ৭)। গোঁড়া যিহুদীরা যদিও এই পর্ব্বে উৎসাহ দিত না, তথাপি এইটী সকলের অপেক্ষা লোকরঞ্জন পর্ব্ব রূপে পালিত হইয়া আসিয়াছে।

বচন-রত্ন।—"গুলি বাঁট কোলে ফেলা যায়,
কিন্তু তাহার সমস্ত নিষ্পত্তি সদাপ্রভু হইতে হয়।"
(হিতো ১৬; ৩৩।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—ইষ্টের ৪ অধ্যায়।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...ইষ্টের ১ অ।	বষ্টীব পদচ্যুতি।
মঙ্গলবার ..ইষ্টের ২ অ।	ইষ্টের রাণী। মর্দ্দখয়েব বুদ্ধিকৌশল।
বুধবার......ইষ্টের ৩ অ।	যিহূদীবিনাশের ষড়যন্ত্র।
বৃহস্পতি···ইষ্টের ৪, ৫ অ।	ইষ্টেরের সাধ্যসাধনা ও প্রথম ভোজ।
শুক্রবার...ইষ্টের ৬ অ।	মদখয়ের পুরস্কারলাভ, হামনের অপমান।
শুক্রবার...ইষ্টের ৭ অ।	ইষ্টেরের দ্বিতীয় ভোজ, হামনের প্রাণদণ্ড।
শনিবার....ইষ্টের ৮, ১০ অ।	মর্দ্দখয়ের পদোন্নতি, যিহূদী রক্ষার উপায়।
রবিবার ....ইষ্টের ৯ অ।	যিহূদী উদ্ধার ও পূরীম পর্ব্ব।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। প্রথম বার ফিরিয়া আসিবার কালে দলপতি কাহারা ছিলেন? ২। বাবিল হইতে আন্দাজ কত যিহূদী যিহূদা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৩। ফিরিয়া আসিলে পর প্রথমেই যে সকল জিনিষ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে গুলি কি? ৪। কত দিন পরে মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল? ৫। কিসে করিয়া কাজ বন্ধ হইয়াছিল? ৬। পরে কিসে করিয়া কার্য্যারম্ভ ও কার্য্য শেষ হইয়াছিল? ৭। ইষ্টের কে? ও কিসে করিয়া তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছিল। (টীকা ১০১)? ৮। হামন্ যিহূদীদিগকে দেখিতে পারিত না কেন? সে যিহূদীদিগকে কি করিতে চাহিয়াছিল? ৯। এই পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোম ও মঙ্গলবার।

১। ইষ্টেরের সাধ্যসাধনা ও প্রথম ভোজ।

ইষ্টের ৪, ৫।

টীকা ১০২।—পূর্ব্ব অধ্যায় সকল যত্নপুর্ব্বক পাঠ করিলে, এই কাহিনীটীর বিস্তারিত বিবরণ, ও যে যে ঘটনা হেতু হামনের রাগ জন্মে, এবং সে যিহুদী-বিনাশের ষড়যন্ত্র করে, সে সকল জানা যায়।

১। হামনের ষড়যন্ত্রের কথা ইষ্টের কিরূপে জানিতে পান, এবং মর্দ্দখয় কি করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন? (ইষ্টের ৪, ১-৯।)

২। ইষ্টের ইহাতে কি উত্তর করেন? (পদ ১০, ১১।)

৩। কি তিন অভিপ্রায়ে, নিজের প্রাণসংশয় হইলেও, স্বদেশীয় লোকদিগের জন্য রাজার সাধ্যসাধনা করিতে মর্দ্দখয় ইষ্টেরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন? (পদ ১৩, ১৪।)

১।

২।

৩।

৪। তিনি সাহস করিয়া কি উত্তর করেন? (পদ ১৬।)

৫। রাজার সাধ্যসাধনা করণার্থ তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? (ইষ্টের ৫; ১-৪।)

৬। ইষ্টের প্রথম ভোজে রাজাকে কি অনুরোধ করিয়াছিলেন? (৫-৮ পদ।)

৭। হামন্ গৃহে আসিলে মর্দ্দখয়ের উপর তাঁহার রাগ কিসে প্রকাশ পাইয়াছিল ? (পদ ৯-১৪।)

বুধবার।

২। ইষ্টেরের দ্বিতীয় ভোজ, ও হামনের প্রাণদণ্ড। ইষ্টের ৭ অধ্যায়।

টীকা ১০৩।—৬ষ্ঠ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। পর রাত্রে যখন প্রকাশ পাইল যে, রাজার প্রাণরক্ষা করাতে (২ ; ২১-২৩) মর্দ্দখযকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই, রাজা হামনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কহিলেন, রাজা যাহার সম্মানে প্রীত, তাহার বিষয়ে কি করা যায় ? হামন্ জানিত যে সে একাই কেবল রাজার প্রিয় পাত্র, তাই সেইরূপ উত্তর করিল। কিন্তু রাজা তাহাকে অমনি যাইয়া মর্দ্দখয়কে সেই সকল সম্মান দিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজার আজ্ঞা পালন করিয়া হামন্ গৃহে গেল, সেখানে এই অপমান তাহার সর্ব্বনাশের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইল। এমন সময়ে রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া তাহাকে ইষ্টেরের দ্বিতীয় ভোজে লইয়া গেল।

৮। দ্বিতীয় ভোজে ইষ্টেব রাজাকে কি অনুরোধ করিয়াছিলেন ? (ইষ্টের ৭ ; ১-৪।)

৯। হামনেব দুষ্টামীর কথা ইষ্টের প্রকাশ করিয়া বলিলে পর রাজা ও হামনের কি কি হইল ? (পদ ৫-৮।)

১০। হামনের দশা কি হইল ? (পদ ৯, ১০।)

বৃহস্পতিবার।

৩। মর্দখয়ের পদোন্নতি ও যিহূদীদিগের রক্ষার উপায়। ইষ্টের ৮-১০ অ।

১১। অহশ্বেরশ কিরূপে মর্দ্দখয়ের নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ও ইষ্টের রাণীর গুণের আদর করেন? (ইষ্টের ৮; ১, ২, ১৫। ১০; ২, ৩।)

১২। স্বজাতীয়দের রক্ষার জন্য ইষ্টের রাণী আর যে সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বল। (পদ ৩-৮।)

১৩। হামন্ যিহূদিদিগের বিরুদ্ধে যে রাজাজ্ঞা বাহির করিযাছিল, সে আজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে, সুতরাং হামন্ সেই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে কি ফিকির খাটাইল? (পদ ৯-১৪।)

শুক্রবার।

৪। যিহূদিদিগের নিস্তার ও পূরীম নামক ভোজ।

ইষ্টের ৯ অধ্যায়।

১৪। যিহুদিদিগকে বিনাশ করিবার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে, যাহা ঘটিযাছিল, সে বিবরণ বল। (ইষ্টের ৯, ১-১২।)

১৫। শূসন নগরে ও পারস্য রাজ্যের আর আর নগরে আর কি কি হইযাছিল? (পদ ১৩-১৬।)

১৬। গোলমাল থামিযা গেলে পর যিহূদিরা কিরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও কি ভোজ প্রতিষ্ঠা করিযাছিল?

পদ ১৭-১৯।

পদ ২০, ৩২।

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। ক্ষমতা পাইলে তাহার অপব্যবহার বিষয়ে হামনের আচরণ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অহঙ্কারে মাতিলে ও প্রতিশোধ

লইতে চাহিলে যে কি ঘটে, সে বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? প্রতিফলার্থক দণ্ড কি? হামনের ভাগ্যে তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল (গীত ৭; ১৫)?

১৮। ইষ্টের রাণীর কি কি গুণ ছিল, যাহা শারীরিক রূপ লাবণ্য ও উচ্চপদ অপেক্ষাও ভাল? মর্দ্দখয়ের বিষয়ে তিনি কিরূপ বুদ্ধি খাটাইয়াছিলেন? স্বদেশীয় লোকদিগের বিষয়ে? ইষ্টের রাণীর আচরণ হইতে কি কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

১৯। সম্মান পাইয়া মর্দ্দখয় কিরূপে চলিয়াছিলেন? কি প্রকার নীতিসূত্র অনুসারে, অর্থাৎ কি ভাবে তাঁহার রাজাজ্ঞা সকলের কোন কোন অংশের বিচার করিতে হইবে (ইষ্টের ৮; ১১, ১৩)? এই বিবরণ পাঠে কি বোধ হয় যে, রাজার প্রথম আজ্ঞা অনুসারে যিহূদীদিগকে কেহ আক্রমণ করিয়াছিল? কি ভাবে যিহূদিরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল (৯; ৫)? তাহাদের এই আচরণ কি ভাল হইয়াছিল?

২০। ইষ্টের পুস্তকে ঈশ্বরের নাম নাই। তবু ইহাতে কি রূপে ঈশ্বরের পরিণামদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছে? কিরূপে বাহ্য জগতে ও মনুষ্যের ইতিহাসে ঈশ্বর আপনার বর্ত্তমানতা প্রকাশ করেন?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। অক্ষশ্বেরশ (প্রথম অক্ষশ্বেরশের) রাজার আমলে পারস্য-রাজ্য কত বড় ছিল। ২। ইষ্টের পুস্তকে ও গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত অক্ষশ্বেরশের চরিত্র। ৩। গ্রীসের সঙ্গে অক্ষশ্বেরশের যুদ্ধ। ৪। পারস্য-রাজবাটীতে ইষ্টের কি ভাবে ছিলেন? ৫। ইষ্টের পুস্তক কবে, কাহার দ্বারা ও কি অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছিল? ৬। লিখন-প্রণালির বিশেষ ভাব।

---

৪৬ পাঠ। দ্বিতীয় বার প্রত্যাগমন; এবং পুনরায় প্রাচীর নির্ম্মাণ। ইস্রা ও নহমিয়ের দ্বারা সুবন্দোবস্ত।

ইস্রা ৭ অ। ৮; ১৫-৩৬। ১০; ১-১৭।

নহি ২-৬ অধ্যায়।

টীকা ১০৪।—১০১ টীকাতে দেখাইয়া দিয়াছি যে, প্রথম দারিয়াবসের রাজত্ব কালের ৬ষ্ঠ বৎসরে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে (ইস্রা ৬; ১৫)

প্রথম অক্ষশ্বেরশের সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত (ইস্রা ৭ : ৭), ৫০ বৎসরের অধিক কাল, যিহুদী উপনিবেশের বিষয়ে কোন লিখিত ইতিহাস নাই। অর্তক্ষস্তের অনুমতিক্রমে ইস্রা নামক এক জন বিখ্যাত যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপক কতকগুলি যিহুদীকে লইয়া বাবিল হইতে যিরূশালেমে গমন করেন। মনোযোগ সহকারে ব্যবস্থা অধ্যয়ন করাতে, ব্যবস্থাপালন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল। "ইস্রায়েলকে বিধি ও শাসন শিক্ষা" দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৫০০ শত পরিবার তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া যিরূশালেমে আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার মন্ত্রীগণ ও ধনী যিহুদীরা (যাহারা বাবিলে ছিল) অনেক টাকা দিয়াছিলেন। ইস্রা যিরূশালেমে আসিয়া "পবিত্র বংশের" (৯; ১-৩) অধোগতি দেখিয়া বড় ব্যথিত হয়েন। অনেক যিহুদীর বিধর্ম্মী স্ত্রী ছিল। ইস্রা প্রথমেই এই সকল স্ত্রী ও তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ হইতে পৃথক থাকিতে আদেশ করেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর (৪৪৪ খ্রীঃ পূঃ) পরে প্রথম অর্তক্ষস্তের পানপাত্রবাহক নহমিয় যিরূশালেমস্থ যিহুদিদিগের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ শুনিয়া, তাহাদের মঙ্গল করণার্থ যিরূশালেমে যাইতে অনুমতি পান। তিনি যিহুদার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং অনেক ক্ষমতা পান। যিরূশালেমে আসিয়া তিনি নিরাশ যিহুদিদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলেন, এবং সকল বিষয়ের সুধারা করেন। সাধারণের মঙ্গলার্থ নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তিনি প্রথমেই নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্যে হাত দেন। এটী সহজ কাজ নহে। নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ৫২ দিনে এ কার্য্য শেষ হয়। এই সময়ে একটী শোচনীয় কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে মহাজন তাহাকে সপরিবারে গোলাম করিয়া রাখিত। নহমিয় এ প্রথা তুলিয়া দেওয়ান। নহমিয় নিজে পরোপকারী ছিলেন, তাহাতে করিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত, এই কারণে তিনি যিহুদিদিগের নানা উপকার করিতে পারিয়াছিলেন।

বচন-রত্ন।—"এই রূপে আমরা প্রাচীর গাঁথিলাম...কারণ কার্য্য করিতে লোকদিগের মন ছিল।" (নহি ৪; ৬।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—নহি ৬; ১-১৬।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার .. ইস্রা ৭, ১-২৬। ইস্রার কার্য্য।

মঙ্গলবার {ইস্রা ৭, ২৭, ২৮। / ইস্রা ৮, ১৫-৩৬।} ইস্রার সঙ্গে দ্বিতীয় বার প্রত্যাগমন।

বুধবার .... ইস্রা ১০, ১-১৭। বিধর্ম্মী স্ত্রী গ্রহণ।

বৃহস্পতি ..	নহি ২ অধ্যায়।	নহিমিয়ের আগমন।
শুক্রবার ...	নহি ৪ অধ্যায়।	প্রাচীর নির্ম্মাণে বাধা।
শনিবার ...	নহি ৫ অধ্যায়।	ঋণীদিগের মঙ্গলসাধন।
রবিবার ...	নহি ৬ অধ্যায়।	বাধা সত্তে প্রাচীর নির্ম্মিত।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা ও প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। ইষ্টের কে? ২। মর্দ্দখয় কে? ৩। হামন্ কে? ৪। অক্ষশ্বেরশের ভোজ (ইষ্টের ১; ৫) ও শত্রুদিগের উপর যিহূদিগণের সম্পূর্ণ জয়লাভ পর্য্যন্ত ঘটনা সমূহের বিবরণ বলিয়া যাও, এবং দেখাইয়া দেও যে হামন্‌কে জব্দ করণার্থ ঈশ্বর বহুকাল পূর্ব্বে মন্ত্রণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৫। পূরীম নামক যিহূদী পর্ব্ব কি ঘটনার স্মরণার্থ স্থাপিত হইয়াছিল? ৬। ব্যবস্থার বিষয়ে ইস্রার কি ভাব ছিল (১০৪ টীকা)? ৭। যিরূশালেমে গিয়া তিনি যিহূদীদিগকে কি অবস্থায় পাইয়াছিলেন? ৮। প্রথম বার শরুব্বাবিলের সঙ্গে ফিরিয়া আসার কত বৎসর পর ইস্রার সঙ্গে যিহূদিরা ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৯। ইস্রার ফিরিয়া আসিবার কত বৎসর পরে নহিমিয় আসিয়াছিলেন? ১০। অদ্যকার পাঠের শিরোনাম, আলোচ্য বিষয় ও বচনরত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। শাস্ত্রাধ্যাপক ইস্রার কার্য্য। ইস্রা ৭; ১-২৬।

১। কাহার্ বংশে ইস্রার জন্ম হয়, ও কি হেতু তিনি বিখ্যাত ছিলেন? (ইস্রা ৭; ১-৬।)

২। কি অভিপ্রায়ে তিনি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন? (পদ ১০ ও পদ ১৪, ২৩ মিলাইয়া দেখ।)

৩। কেমন করিয়া রাজার পত্র দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সাধনে ইষ্রা সমর্থ হইয়াছিলেন?

পদ ১৭, ১৮।

পদ ২০-২২।

পদ ২৪।

পদ ২৫।

পদ ২৬।

মঙ্গলবার।

২। ইষ্রার সঙ্গে দ্বিতীয় বার প্রত্যাগমন।

ইষ্রা ৭; ২৭, ২৮। ৮; ১৫-৩৬।

৪। অহবা নদীর তীরে সকল লোক একত্র হইলে ইষ্রা কি করিয়াছিলেন? (ইষ্রা ৮; ২১, ২২।)

৫। কাহারা সোনা ও রূপা দিয়াছিল, এবং পথে কাহাদের হাতে ইষ্রা সে সকল সমর্পণ করিয়াছিলেন?

পদ ২৫।

পদ ২৪, ২৮-৩০।

৬। যিরূশালেম পর্য্যন্ত যাত্রার বিবরণ বল, আর তথায় পঁহুছিলে কি হইয়াছিল, তাহাও বল। (পদ ৩১-৩৬।)

৭। যিরূশালেমে ইষ্রা কি কি কার্য্যে হাত দেন? (টীকা ১০৪ ও ৯ অধ্যায়। ১০ : ১-১৭ দেখ।)

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। যিরূশালেমে নহমিয়ের আগমন। নহি ২ অ।

৪। বাধা সত্ত্বেও প্রাচীর নির্ম্মিত। ৩ অ।

৮। যিরূশালেম হইতে নহিমিয় কি সংবাদ পান, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল? (টীকা ১০৪ ও নহি ১ অ দেখ।)

৯। অর্তক্ষস্ত নহিমিয়কে কি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে নহিনিয় সাহস করিয়া কি অনুরোধ করিয়াছিলেন?

নহি ২ ; ১, ২।

নহি ২ ; ৩-৮।

১০। নহিমিয় যিরূশালেমে আসিযা পঁহুছিলে যিহূদিদিগের শত্রুগণের কি ভাব হইয়াছিল? (পদ ৯, ১০।)

১১। পঁহুছিবার অনতিবিলম্বেই তিনি কি গুপ্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন? (পদ ১২-১৬।)

১২। পরে নগরবাসী প্রধান লোকদিগর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে কোন্ কার্য্যটী অবিলম্বে করিবার প্রস্তাব করেন, কেন করেন? (পদ ১৭,১৮)।

টীকা ১০৫।—নহিমিয় ৩-৫ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম।—যাহারা উদ্যোগী ছিল, নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্য কেমন করিয়া তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে সেই বিবরণ আছে। প্রাচীর নির্ম্মাণ বিষয়ে শত্রুপক্ষীয় লোকেরা বিস্তর বাধা উপস্থিত করিয়াছিল, নহিমিয় কি প্রকারে সে সকল অতিক্রম করেন, চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ লিখিত আছে। মন্দির যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন নহিমিয় দরিদ্র যিহুদিদিগের কষ্টের অনেকটা লাঘব করেন। পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তাদের দৌরাত্ম্যে অনেকের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া ধনী যিহুদিদিগের গোলাম হইয়াছিল (৫ অ)।

১৩। সন্বল্লট্ ও আর আর শত্রুগণ যখন বুঝিতে পারিল যে, প্রকাশ্য রূপে প্রতিরোধ করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করা যাইতে পারে না, তখন তাহারা কিরূপে নহিমিয়কে হাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল? (নহি ৬; ১-৪।)

১৪। এ উপায়ে কিছু না হওয়াতে কি জন্য সন্বল্লট এক "মুক্ত পাত্র" নহিমিয়ের কাছে পাঠাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তুমি যিহূদিদিগকে রাজবিদ্রোহী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছ? (৫-৯ পদ।)

১৫। কেমন করিয়া তাহারা নহিমিয়ের অনুগত লোকদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, তিনি নিতান্ত ভীরু লোক? (পদ ১০-১৪।)

১৬। প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে কত দিন লাগিয়াছিল, নির্ম্মাণ হইয়া গেলে তাহা দেখিয়া শত্রুদিগের কি ভাব হইয়াছিল? (১৫, ১৬ পদ।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৭। ইষ্রার কোন্ বিশেষ গুণটী এখনও অনুকরণের যোগ্য (ইষ্রা ৭; ১০)? আর কি বিষয়ে তিনি প্রশংসাযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন (৮; ২১-২৩)? ঈশ্বরে যে একান্ত নির্ভর ছিল, প্রভু ইষ্রাকে কেমন করিয়া তাহার পুরস্কার দিয়াছিলেন (৮; ৩১)?

১৮। পারস্য দেশের রাজা ও রাণীর সাক্ষাতে নহিমিয় যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রার্থনা করিবার স্থান ও সুযোগ বিষয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (নহি ২; ৪)? সন্বল্লট ও অন্য শত্রুরা যখন ভুলাইয়া স্থুলাইয়া নহিমিয়কে প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্যে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন নহিমিয় তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় (৬; ৩)? কি একটী

কাজ করিলে ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে, শীঘ্র কৃতকার্য্য হওয়া যায় (৪ ; ৬, বচন-রত্ন) ?

১৯। ইষ্রা ও নহিমিয় পারসীক রাজার নিকট হইতে যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, সে অনুগ্রহ কাহার্ গুণে লাভ হইয়াছিল করিয়া তাঁহারা বলেন (ইষ্রা ৭ ; ২৭, ২৮। নহি ২ ; ১৮) ? ইহা করাতে তাঁহাদের ন্যায্য কাজ হইয়াছিল কেন (হিতো ২১ ; ১) ? জীবনের সমস্ত কার্য্যে পরামর্শ পাইবার ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার জন্য কাহার্ উপরে নির্ভর করিতে পারা যায় ?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। প্রথম অতক্ষস্ত হয় ত রাজনীতিক কোন কারণে ইষ্রার যিরূশালেমে ফিরিয়া যাওয়ার বিষয়ে অনুকূল ছিলেন। ২। যিরূশালেমে প্রবাস কালের প্রথম অংশে ইষ্রাব কার্য্য। ৩। সঙ্করবিবাহ বিষয়ে তাঁহার কার্য্য। ৪। প্রথম অতক্ষস্তের আমলে পারসিক রাজবাটীর অবস্থা। ৫। রাজার পান-পাত্রবাহকের পদ ও ক্ষমতা। ৬। যিহূদার উপনিবেশের অবনতির কারণ। ৭। অবিলম্বে প্রাচীর গাঁথিবার কারণ। ৮। যিরূশালেমস্থ যিহূদিদিগের সাংসারিক অবস্থা।

---

৪৭ অধ্যায়। ঈশ্বরের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার যথোচিত পালনেই জাতীয় উন্নতি। মালাখি ভাববাদী। নহিমিয় ৭ ; ৭৩—৯ ; ৩৮। ১৩ ; ৪ ৩১। মালা ১-৪ অ।

টীকা ১০৬।—প্রাচীরের কার্য্য শেষ হইবার অল্প কাল পরেই, কোন মাঠে লোকদিগের এক সভা হইল। এই সভায় লেবীয়দিগের সাহায্যে ইষ্রা ব্যবস্থা গ্রন্থ লোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অধিকাংশ লোকেই ব্যবস্থার বিষয়ে কিছু জানিত না। এই জন্য তাহাদিগের কাছে ব্যবস্থার ব্যাখ্যা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ব্যবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল, তখন আপনারা যে তাহার কতদূর লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া লোকেরা কাঁদিয়া ফেলিল। ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সকলে এক দিন উপবাস করিল, এবং ব্যবস্থা

পালন করার বিষয়ে নিয়ম পত্র স্বাক্ষরিত ও দলপতিগণের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল, আর সকলে শপথ করিয়া তাহা স্থিরীকৃত করিল। ঈশ্বরের গৃহে সেবা কার্য্য নিয়মিতরূপে চালাইবার ও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত লেবীয়দিগের ভরণপোষণের জন্য লোকেরা ব্যবস্থানুযায়ী দশমাংশ ও নৈবেদ্যাদি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল (১০; ৩২-৩৯)।

নহিমিয় যিরূশালেমে কয়েক বৎসর ছিলেন। পারস্য রাজধানীতে তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। গণ্ডগোলকারিদিগের দলপতি ইলিয়াশীব যাজক, ইহাঁর এক পৌত্র সন্‌বল্লটের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে সন্‌বল্লট যিহুদিদিগের বিষম শত্রু ছিল। আরও অনেকে বিধর্ম্মীদিগের কন্যা বিবাহ করিয়াছিল। বিধর্ম্মী টোবিয় মন্দির মধ্যে স্থান পাইল। সাধারণ লোকে আর মন্দিরে নৈবেদ্যাদি লইয়া যাইত না। দশমাংশ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল, কাজেই লেবীয় ও গায়কগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য উপায় দেখিতে লাগিল। কিছু কাল (কত কাল, তাহা জানা যায় না) পরে নহিমিয় আবার অকস্মাৎ যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্য্য উদ্যোগ-সহকারে ঐ সকল কদাচারের নিবারণ করেন। টোবিয়কে মন্দির হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, যিহুদিরা প্রতিজ্ঞা করিল যে আর বিধর্ম্মী লোকের কন্যা বিবাহ করিবে না। আবার দশমাংশ আদায় হইতে লাগিল, আর সাব্বৎ দিবস বিষয়ে কঠিন নিয়ম স্থির হইল।

বোধ হয়, এই সকল ঘটনা সমূহের দ্বারাই মালাখির ভাববাণী সফল হইয়াছে। ব্যবস্থা লঙ্ঘন ও ব্যবস্থার নিন্দা করাতে মালাখি ভাববাদী যাজকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন (মন্তব্য ২৯ দেখ)। ঈশ্বরের সেবা করা নিষ্ফল, এই কথা বলাতে ও দশমাংশ দেওয়া বন্ধ করতঃ ঈশ্বরের ধন আত্মসাৎ করাতে তিনি লোকদিগকেও তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, লোকেরা যদি ঈশ্বরের সেবা করে, ও দশমাংশ দান করে, তাহা হইলে, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে লোকদিগের উপর অপরিমেয় সাংসারিক মঙ্গল বর্ষণ করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "নিয়মের দূত" আসিবেন, আসিয়া রৌপ্য পরিষ্কারকের অগ্নির ন্যায় লোকদিগকে পরিষ্কার করিবেন, আর আজ্ঞাবহগণকে আরও পুরস্কার দান করিবেন, কিন্তু অনাজ্ঞাবহদিগকে কঠিন দণ্ড দিবেন। মালাখি পুস্তকের শেষে বিচার দিনের বিষয়ে স্পষ্ট ভাববাণী আছে। এই অবধি চারি শত বৎসর পরে সেই বিচারকর্ত্তা,—সুখের বিষয় এই যে, তিনি আবার জগতের ত্রাণকর্ত্তাও—জগতে আসিয়াছিলেন।

বচন-রত্ন।—"অবিকল দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; হাঁ, তোমরা একবার ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। অবশ্য আমি গগনস্থ দ্বার সকল

মুক্ত করিয়া তোমাদের জন্য অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব।”
(মালা ৩; ১০।)

স্কুলে, বা ক্লাসে পাঠ্য শাস্ত্রাংশ।—মথি ২; ১৭—৩; ১২।

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার... নহি ৭; ৭৩—৮; ১৮।	ব্যবস্থা পাঠ ও পর্ব্বপালন।
মঙ্গলবার...নহি ৯; ১-২০।	উপবাস দিন ও অনুতপ্ত লোক।
বুধবার ... নহি ৯; ২১-৩৮।	
বৃহস্পতি... নহি ১৩; ৪-৩১।	দ্বিতীয় বার আগমন কালে ব্যবস্থা পালনের কড়া নিয়ম।
শুক্রবার ... মালা ১; ১—২; ৯।	যাজকদের দ্বারা ধর্ম্মধাম অপবিত্র।
শনিবার ... মালা ২; ১০—৩; ৬।	ইস্রায়েলের বিশ্বাসঘাতকতা ও যিহোবার দূত।
রবিবার ... মালা ৩; ৭—৪; ৬।	ধার্ম্মিকদিগের জন্য বহু সৌভাগ্যের প্রতিজ্ঞা।

সাপ্তাহিক পাঠের সার।

রবিবার অপরাহ্ণ।

আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রশ্ন।

১। ইস্রা কে? কি উদ্দেশ্যে তিনি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন? ২। কাহা হইতে তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন? ৩। তাঁহার সঙ্গে কত জন বাবিলীয় যিহূদী যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৪। যিরূশালেমে আসিয়া তিনি কি কি মঙ্গলকর কার্য্যে হাত দেন? ৫। নহিমিয় কে? এবং কিসে করিয়া তিনি যিরূশালেমে আসিতে উত্তেজিত হয়েন? ৬। আসিয়া প্রথমেই তিনি কোন্ কার্য্যটী সম্পন্ন করেন? ৭। সমাজের হিতকর কি কি কার্য্য তিনি করেন? ৮। মালাখি কি সমাচার ঘোষণা করেন? এবং নহিমিয় পারস্য রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, মালাখির কথা কিরূপে সেই অবস্থার উপযোগী হইয়াছিল (টীকা

১০৬)? ৯। অদ্যকার পাঠের বিষয় কি, আলোচ্য বিষয় এবং বচন-রত্ন কি?

লিখিত উত্তরের প্রশ্নসহ পাঠের সার।

সোমবার।

১। ব্যবস্থা পাঠ ও পর্ব্বপালন।

নহিমিয় ৭; ৭৩—৮; ১৮।

১। প্রাচীর পুনর্ব্বার গাঁথা হইয়া গেলে যিরূশালেম নগরের কোথায় কোন্ সময়ে লোকদের সাধারণ সভা হইয়াছিল? (নহি ৭; ৭৩ ৮; ১।)

২। এই সভায় যাহা যাহা হইয়াছিল, অল্প কথায় বল। (নহি ৮; ২-৮।)

৩। কথা শুনিয়া লোকেরা বিষণ্ণ হইযাছে, ইহা বুঝিতে পারিয় নহিমিয়, ইস্রা ও লেবীয়েরা কি করিয়াছিলেন? (পদ ৯-১২।)

৪। দ্বিতীয় দিন ব্যবস্থা পাঠে যাহা জানা গিয়াছিল, তাহার দরু কি হইয়াছিল? (পদ ১৩-১৬।)

মঙ্গল ও বুধবার।

২। দ্বিতীয়বার যিরূশালেমে আসিলে নহিমিয়-

কর্ত্তৃক ব্যবস্থা পালন বিষয়ে কড়া নিয়ম।

নহি ১৩; ৪-৩১।

৫। নহিমিয় যিরূশালেম হইতে চলিয়া গেলে কি হইয়াছিল (নহি ১৩; ৪, ৫ ও পদ ২৮, ২৯ এবং টীকা ১০৬ দেখ।)

৬। ফিরিয়া আসিয়া কোন কার্য্যটী প্রথমে করেন? (পদ ৮, ৯।

৭। দশমাংশ ও নৈবেদ্যাদি বন্ধ হইয়া গেলে লেবীয় ও মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের কি কষ্ট হইয়াছিল? (পদ ১০।)

৮। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইয়াছিল? (পদ ১১-১৩।)

৯। সংক্ষেপে বল, কেমন করিয়া লোকে সাব্বৎ দিবস অপবিত্র করিত এবং নহিমিয় কিরূপে তাহা পালন করাইলেন? (পদ ১৫-২২।)

১০। যাহারা বিজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিল, নহিমিয় তাহাদিগকে কি করিয়াছিলেন? (পদ ২৩-২৫।)

১১। এই সময়ে তিনি যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহা অবশেষে সংক্ষেপে বলিয়াছেন? (পদ ৩০, ৩১।)

বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

৩। ধার্ম্মিকদিগের জন্য বহু সৌভাগ্যের প্রতিজ্ঞা।

মালা ৩; ৭—৪; ৬।

১২। কি জন্য মালাখি লোকদিগকে ভৎসনা করিয়াছেন? (মালা ৩; ৭-৯ ও টীকা ১০৬ দেখ।)

১৩। যাহারা ব্যবস্থানুযায়ী আয়ের দশমাংশ নিয়মিত রূপে দান করিত, তাহাদিগের কাছে তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? (মালা ৩; ১০-১২।)

১৪। যাহারা প্রভুকে ভয় করিয়া চলে, অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা মানে, তাহাদিগের বিষয়ে তিনি কি বলিয়াছেন? (মালা ৩; ১৬, ১৭।)

১৫। তাহাদিগের বিষয়ে কি কি বিশেষ প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে? (মালা ৩; ১৮—৪; ৩।)

১৬। পুরাতন নিয়মের শেষ উপদেশ কথা কি কি? (মালা ৪; ৪।)

১৭। শেষ প্রতিজ্ঞা কি? (মালা ৪; ৫ ও ৩; ১ দেখ।)

শনিবার।

আলোচনার প্রশ্নসহ পাঠের শিক্ষা।

১৮। অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিষয়ে ইস্রা ও নহিমিয়ের কিরূপ ভাব ছিল (টীকা ১০৪ ও ১০৬ দেখ)? মালাখির কি ভাব ছিল (মালা ১; ৬-৮, ১৩। ৩; ৭-১০)? প্রথম কালের ভাববাদিগের কি ভাব ছিল (যিশা ১; ১০-১৭। ৫৮ অ। মীখা ৬; ৬-৮। যির ৭; ২১-২৩)? এই ভিন্নতার কারণ কি?

১৯। মালাখি ৩; ১০-১২ পদে যে যে আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞা আছে, সে সকল কি প্রকার আশীর্ব্বাদ? এক্ষণে মন প্রাণের সহিত প্রভুর সেবা করিলে আমরাও তদ্রূপ কি কি আশীর্ব্বাদ লাভের আশা করিতে পারি (মথি ৬; ৩১ ৩৪)?

২০। মালাখির মতে "নিয়মের দূত" অর্থাৎ মশীহের বিশেষ কার্য্য কি (মালা ৩; ১-৩)? আগতপ্রায় ব্যক্তির বিষয়ে যোহন বাপ্তাইজক কি বলিয়াছেন (মথি ৩; ১০-১২)? কি প্রধান বিষয়ে এই সকল বিবরণ অসম্পূর্ণ?

২১। নূতন নিয়মের শেষ কথার সহিত পুরাতন নিয়মের শেষ কথার তুলনা করিলে কি বোধ হয় (মালা ৪; ৬। প্রকা ২২; ২১)? এই ভিন্নতার মূল কোথায়?

বিশেষ আলোচনা ও চিন্তার বিষয়।

১। ইস্রা কি প্রকার লোক ছিলেন ও কি কি কার্য্য করেন। ২। নহিমিয় কি প্রকার লোক ছিলেন, কি কি কার্য্য করেন? ৩। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে ও পরে ব্যবস্থাই ছিন্ন ভিন্ন যিহূদিদিগের একতার কারণ। ৪। ইহার ফল ইস্রা ও নহমিয় পুস্তকে যেমন লেখা

আছে। ৫। যিহিস্কেলের লেখা ও শিক্ষার গুণে ব্যবস্থা বিষয়ে লোকের এই পরিবর্ত্তিত ভাব কতটা হইয়াছে?

---

৪৮ পাঠ। আলোচনা। পাঠ ৪১—৪৭।

নির্ব্বাসন ও প্রত্যাগমনের সময়। পাঠাবলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

টীকা ১০৭। ৪র্থ ভাগের প্রধান প্রধান ঘটনার সার মর্ম্ম। ১। যিরূশালেম নগর ধ্বংস হইলে পর (৫৮৬ খ্রীঃ পূঃ) যে সকল যিহুদী দেশে ছিল, তাহারা মিস্পাতে গিয়া গদলিয়ের আশ্রয় লইল। কিন্তু তিন চারি বৎসর পরে তত্রত্য কল্‌দীয় সৈন্যগণকর্ত্তৃক গদলিয় হত হইলে, এই বর্দ্ধনশীল উপনিবেশের লোকেরা ছড়াইয়া পড়িল। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা কল্‌দীয়দিগের অত্যাচারে পলাইয়া মিসরে গেল; যিরমিয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

২। সকল সময়ে না হউক, নির্ব্বাসনের প্রথমাংশে বাবিলে যিহুদীরা এক প্রকার সচ্ছন্দ অবস্থায় ছিল। কোন কোন যিহুদী, যত দূর সম্ভব, উচ্চ পদ ও ক্ষমতাও পাইয়াছিল, দানিয়েল ও তাঁহার বন্ধুদের বিবরণই তাহার প্রমাণ।

৩। ৫০ বৎসর পরে, কোরস্ বাবিল অধিকার করিলে (৫৩৬ খ্রীঃ পূঃ), বন্দিদশার শেষ হয়। এই রাজার অনুমতি ক্রমে শরুব্বাবিল ও যিহোশূয় ৫০,০০০ যিহুদীকে লইয়া যিহুদায় গিয়া, যিরূশালেমে বেদী পুনরায় নির্ম্মাণ করেন, বলিদানাদি অনুষ্ঠান পুনঃস্থাপিত এবং দ্বিতীয় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শমরীয় লোকদের কুচক্রান্ত হেতু নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, হগয় ও সখরিয়ের যত্নে ১৫ বৎসর পরে, অনুমান ৫১৬ খ্রীঃ পূঃ, নির্ম্মাণ কার্য্যের পুনরায় আরম্ভ হয়।

৪। এই সময়ে যিহুদীয় ইতিহাসের ৫০ বৎসরের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইষ্টের পুস্তক এই সময়ে লিখিত ও পূরীম নামক পর্ব্ব এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল।

৫। ৪৫৮ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ইষ্রা পাঁচ ছয় হাজার যিহুদী লইয়া যিহুদায় আইসেন; ইহাকে দ্বিতীয় প্রত্যাগমন বলে। ইহার ১৪ বৎসর পরে (৪৪৪ খ্রীঃ পূঃ) নহিমিয় বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়া, যিরূশালেমে আইসেন। তিনি যিরূ-শালেম নগরের প্রাচীর পুনরায় নির্ম্মাণ করেন, এবং ছিন্ন ছিন্ন ও ভ্রষ্ট যিহুদী সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করেন। এই দুই জনেই ব্যবস্থার যথারীতি পালন বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। এস্থলে মনে রাখা উচিত যে, যিহিস্কেল উক্ত কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যান, এবং মালাখির ভাববাণীরও উদ্দেশ্য তাই।

৬। এই স্থলে পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপসংহার। কিন্তু বাবিলীয় নির্ব্বাসন দ্বারা যে আশ্চর্য্য উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার আলোচনা এস্থলে করা উচিত। নির্ব্বাসনের আরম্ভে যিহুদিরা দ্বৈতবাদী ছিল, অর্থাৎ অনেক দেবতা মানিত, যিহোবার ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিত না, বরং আশেপাশের পৌত্তলিক জাতি সকলের অনুকরণ করিতে চাহিত; নির্ব্বাসনের শেষা-শেষি যিহুদীরা গোড়া একেশ্বরবাদী, ব্যবস্থানুগত, পরজাতি ঘৃণাকারী; এই ঘৃণা এত দূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে করিয়াই তাহাদের জাতীয়তা রক্ষিত হইয়াছিল। বাবিলীয় যিহুদী সমাজেই এই প্রকার পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষিত হয়। তাহারা অন্ধের ন্যায় ব্যবস্থার আক্ষরিক অর্থ মানিয়া চলা বড় ভাল মনে করিত। নির্ব্বাসনরূপ শাসন দ্বারা সকল দেশস্থ যিহুদীরা প্রতিমাপূজারূপ পাপকার্য্য হইতে রক্ষা পাইয়া চিরতরে ব্যবস্থার অযথা উপাসনায় অনুরক্ত হইয়া আসিয়াছে। ভাববাদী কেহ আদর করিত না। ইস্রা এবং নহিমিয় পুরাতন নিয়ম সঙ্গত ধর্ম্ম চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে উক্ত ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব একবারে লোপ পাইয়া যায়। পুরাতন নিয়মসঙ্গত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে যিহুদা ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, খ্রীষ্টের আগমন জন্য পূর্ব্বায়োজনার্থ এই প্রকার হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

বচন-রত্ন—"আমার নাম ভয় করিয়া থাক যে তোমরা, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য উদিত হইবেন, তাঁহার কিরণ আরোগ্যদায়ক।" (মালাখি ৪; ২।)

নিত্যকার পাঠ।

সোমবার...যিহি ২১; ১-২৭। সদাপ্রভুর শাণিত খড়্গ।
মঙ্গলবার...যিহি ৩৬; ১৬-৩৮। যিহোবার অনুরোধে পুনঃস্থাপন।

টীকা ১০৮।—যিহিষ্কেল ৪০-৪৮ অ। এই কয়েকটী অধ্যায়ে ভাববাদী আত্মা দ্বারা পুনঃ স্থাপিত যিরূশালেমে নীত হইয়া এক নূতন মন্দির দেখিতে পান, তিনি সেই মন্দির ও তন্মধ্যস্থ উপাসনা কার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন (৪০-৪৬ অ)। তৎপরে মন্দিরের সহিত পুণ্য ভূমির সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন, মন্দিরের প্রভাবে কেমন করিয়া মৃত সাগরের তীরবর্ত্তী পতিত ভূমি উর্ব্বরা হইবে (৪৭ অ), এবং কেমন করিয়া নানা গোষ্ঠীকে ভূমি ভাগ করিয়া দিয়া মন্দিরটী সকলের মধ্যস্থলীয় করা হইবে (৪৮ অ), তাহার বর্ণন করিয়াছেন।

বুধবার .... যিহি ৪৭ অধ্যায়। পুনঃস্থাপনের দেশ, প্রতিজ্ঞাত উর্ব্বরতা ও সীমা।

বৃহস্পতি ... যির ৫১ ; ২০-৪৪। কল্‌দিয়ার বিনাশ বিষয়ক ভাববাণী।

শুক্রবার ... যিশা ৫১ ; ১৭। ৫২ ; ১২। ফিরিয়া আসা বিষয়ে আনন্দের ভাববাণী।

শনিবার .. ইষ্রা ৯ অধ্যায়। অসবর্ণ বিবাহ হেতু ইষ্রার মনোদুঃখ।

রবিবার ... নহি ৯ ; ১-৫, ৩৮। নহি ১০ ; ২৮-৩৯। লোকদের পাপ স্বীকার ও নিয়ম করণ।

বচন-রত্ন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

৪১। শি।—যে পৌত্তলিক সেনাপতি যিরূশালেম নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, যিহূদিদিগের এই বিপদ ঘটিবার কারণ বিষয়ে তিনি কি বলেন?

ছাত্রেরা।—"তোমরা সদাপ্রভুর কথা না মানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি ইহা ঘটিল।" (যির ৪০ ; ৩।)

৪২। নবূখদ্‌নিৎসর স্বর্ণ দেবপ্রতিমার পূজা করিতে বলাতে দানিয়েলের তিন বন্ধু কি চমৎকার উত্তর করিয়াছিলেন?

"আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর হে রাজন, তিনি আপনকার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেও করিতে পারেন।" (দানি ৩ ; ১৭, ১৮।)

৪৩। নির্ব্বাসন কষ্ট দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে যিহোবা যে স্বীয় লোকদিগের সঙ্গে নিয়ম করিবেন, যিরমিয় সেই নিয়ম কি রূপে বর্ণন করিয়াছেন?

"কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই সকল দিনের পরে আমি ইস্রায়েল কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব। আমি তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব ; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" (যির ৩১ ; ৩৩।)

৪৪। কোরসের ঘোষণা পত্র অনুসারে যিহূদীরা ফিরিয়া আসিতে পাওয়াতে এক জন নির্ব্বাসিত কবি বন্দীদশার মোচনকে কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন?

"আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষির ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে; ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে, আমরা রক্ষা পাইয়াছি।" (গীত ১২৪ ; ৭।)

৪৫। হামন্ যখন যিহূদি বিনাশের জন্য শুভদিন স্থির করণার্থ গুলি বাঁট করিয়াছিল, তখন কাহার্ দরুণ সে গণিতে পারে নাই?

"গুলি বাঁট কোলে ফেলা যায়,
কিন্তু তাহার সমস্ত নিষ্পত্তি সদা প্রভু হইতে হয়।" (হিতো-১৬; ৩৩)

৪৬। কিসেতে করিয়া যিরূশালেমের প্রাচীর এত শীঘ্র শীঘ্র নির্ম্মাণ করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন করিয়া নহিমিয় বলেন?

"এইরূপে আমরা প্রাচীর গাঁথিলাম,...কারণ কার্য্য করিতে লোক-দের মন ছিল।" (নহি ৪ : ৬।)

৪৭। পার্থিব সৌভাগ্যের অনন্ত ভাণ্ডার বলিয়া মালাখি পুনঃস্থাপিত যিহূদিদিগের কাছে কিসের উল্লেখ করিয়াছেন?

"অবিকল দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, হাঁ, তোমরা একবার ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, অবশ্য আমি গগনস্থ দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের জন্য অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব।" (মালা ৩ ; ১০)।

৪৮। মশীহসম্বন্ধে তাঁহার শেষ ভাববাণী কি?

"আমার নাম ভয় করিয়া থাক যে তোমরা, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য উদিত হইবেন, তাঁহার কিরণ আরোগ্যদায়ক।" (মালা ৪ ; ২।)

৪১-৪৩ পাঠ বিষয়ে প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত পদ সকলের পাশে ৪১-৪৩ পাঠের প্রধান প্রধান বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া যাও।

টীকা ১০৯।—প্রত্যেক পাঠের আলোচ্য বিষয় যেমন দেওয়া হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে গুলিও ব্যবহার করিতে পারে।

যিরি ৪০ অ।

যিরি ৪১ অ।

যিরি ৪৩ অ।

দানি ২ অ।

দানি ৬ অ।

যিরি ৩১ ; ৩১-৪০।

যিহি ৩৭ অ।

যিশা ৪০ ; ১-১১।

যিশা ৪৪ ; ২৪—৪৫ ; ১৩।

২। মিস্‌পার উপনিবেশের বিবরণ সংক্ষেপে বল। মিসরে গমন কালে লোকেরা কাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছিল? তিনি তাহাদিগের বিষয়ে তথায় কি ভাববাণী কহিয়াছিলেন?

৩। দানিয়েল কে? কেমন করিয়া তিনি বাবিলে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন? নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্নে বিনা হস্তে খনিত প্রস্তর কিসের নিদর্শন ছিল?

৪। যিরমিয় ভাববাদীর লেখা মতে বন্দি দশা কত কাল থাকিবার কথা ছিল? যে সকল যিহূদী স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিল, যিহিষ্কেলের দর্শনে শুষ্ক অস্থিময় উপমার দ্বারা তাহারা কি শিক্ষা পাইয়াছিল? আগামী উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া কোন্‌ রাজার উল্লেখ হইয়াছিল?

৪৪ ও ৪৫ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

৫। নিম্নলিখিত পদ গুলির পাশে পাশে ৪৪ ও ৪৫ পাঠের প্রধান প্রধান বিষয় লিখিয়া যাও।

ইস্রা ১; ১—২; ২। ২; ৬৪-৭০।

ইস্রা ৩; ১-৭।

ইস্রা ৩; ৮—৪; ৫, ২৪।

ইস্রা ৫।

ইস্রা ৬।

ইষ্টের ৪ ও ৫ অ।

ইষ্টের ৭ অ।

ইষ্টের ৮ ও ১০ অ।

ইষ্টের ৯ অ।

৬। কোন্ সালে যিহূদীরা বাবিল হইতে প্রথম বার ফিরিয়া স্বদেশে আসিয়াছিল? তৎকালে কত লোক ফিরিয়া আসিয়াছিল? মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য দীর্ঘকাল স্থগিত থাকিলে পর কোন্ দুই জন ভাববাদীর উত্তেজনায় পুনরায় আরম্ভ হইয়াছিল? কখন্ নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ হইয়াছিল?

৭। পারস্য রাজবাটীতে ইষ্টের ও মর্দ্দখয়ের উচ্চ পদলাভ কিসে করিয়া হইয়াছিল? তাঁহাদের দ্বারা যিহূদীদিগের কি উপকার হইয়াছিল?

৪৬ ও ৪৭ পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন।

৮। নিম্নলিখিত পদ সকলের পাশে পাশে ৪৬ ও ৪৭ পাঠের প্রধান প্রধান বিষয় লিখিয়া যাও।

ইষ্রা ৭; ১-২৬।

ইষ্রা ৭; ২৭, ২৮। ৮; ১৫ ৩৬।

নহি ২ অ।

নহি ৬ অ।

নহি ৭; ৭৩—৮; ১৮।

নহি ১৩; ৪-৩১।

মালা ৩; ৭—৪; ৬।

৯। কোন্ সালে ইষ্রার সঙ্গে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসা হইয়াছিল? যিরূশালেমে যাইবার তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল? অনুমান কত লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল?

১০। নহিমিয় যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন কেন? সেখানে তিনি প্রথমে কি প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন? তাঁহার ও ইষ্রার দ্বারা কি কি উপকার হইয়াছিল?

১১। সকলের শেষ ভাববাদী কে? তিনি যে সংবাদ ঘোষণা করেন, তাহার মর্ম্ম কি? "নিয়মের দূতের" বিষয়ে তিনি কি ভাববাণী বলিয়াছিলেন?

টীকা ১১০।—চতুর্থ ভাগের বিষয়ে নিম্নে আরও প্রশ্ন রহিল।

পাঠাবলীর বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন।

টীকা ১১১। ইচ্ছা করিলে এই প্রশ্ন সকল চতুর্থ ভাগের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে পার, অথবা এ গুলিকে এক স্বতন্ত্র পাঠ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পার। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা ভাল করিয়া মনে রাখিবার জন্য প্রশ্নগুলির আলোচনা বিলক্ষণ মন দিয়া করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে ইতিহাসটীর কোন কোন অংশের বিবরণ লিখিতে বলিবে, লেখা হইলে তাহা ক্লাসেই পাঠ করিতে হইবে।

প্রথম ভাগের বিষয়ে প্রশ্ন।

১২। (১) পুরাতন নিয়মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রথম ভাগের শিরোনাম কি? (২) সৃষ্টিকার্য্য হইতে অব্রাহামের আহূত হওন পর্য্যন্ত সমগ্র বিবরণের প্রধান প্রধান ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া যাও। (৩) অব্রাহামের আহূত হওন হইতে ইস্রায়েলের মিসরে গমন পর্য্যন্ত, (৪) মিসরে গমন হইতে সীনয় পর্ব্বতে নিয়ম স্থাপন পর্য্যন্ত, (৫) সীনয় পর্ব্বতে নিয়ম স্থাপন হইতে কনান জয় পর্য্যন্ত বিবরণের প্রধান প্রধান ঘটনা বলিয়া যাও। (৬) মিসর দেশে ইস্রায়েলের দীর্ঘকাল প্রবাস দ্বারা ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল? (৭) প্রান্তরের শাসন দ্বারা কি উপকার হইয়াছিল?

দ্বিতীয় ভাগের বিষয়ে প্রশ্ন।

১৩। (১) দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম কি? (২) তিন চারি জন সুবিখ্যাত বিচারকর্ত্তার নাম বল। (৩) বিচারকর্ত্তৃগণের সময়কে কিসের জন্য আয়োজনের সময় বলা যায়? (৪) লোকদিগকে রাজা চাহিতে হইয়াছিল কেন? (৫) রাজা হইবার জন্য দায়ূদ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কেন? (৬) দায়ূদ হিব্রোণে কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন? (৭) সেই সময়ে ইস্রায়েলে কে রাজা ছিলেন? (৮) দায়ূদের রাজত্ব কালে কি ফল হইয়াছিল? (৯) কাহার রাজত্ব কালে ইস্রায়েল রাজ্যের চূড়ান্ত গৌরব হইয়াছিল? (১০) শলোমনের প্রধান কার্য্য কি? (১১) তাঁহার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল?

তৃতীয় ভাগের বিষয়ে প্রশ্ন।

১৪। (১) তৃতীয় ভাগের শিরোনাম কি? (২) কি কারণে শলোমনের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল? (৩) যারবিয়াম ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন, তাহাতে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটীর কি হইয়াছিল? (৪) আহাবের রাজত্বকাল কি হেতু চিরস্মরণীয়? (৫) যারবিয়ামের রাজত্ব কালই বা কি হেতু চিরস্মরণীয়? (৬) কি কারণে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটী নষ্ট হইয়াছিল? (৭) কে এই রাজ্য জয় করেন, তাহাতে প্রজাদিগের কি হইয়াছিল? (৮) উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের কয়েকটী বিখ্যাত রাজার নাম কর। (৯) যিহোশাফটের কি কার্য্য হেতু যিহূদার ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটে? হিস্কিয়ের রাজত্বকালে কি বিপদ হইতে যিহূদা উদ্ধার পাইয়াছিল? (১১) যোশিয়ের রাজত্ব-কালের কয়েকটী প্রধান ঘটনার নাম কর। (১২) কি হেতু দক্ষিণাঞ্চলস্থ রাজ্যটী ধ্বংস হইয়াছিল? (১৩) কাহার্ দ্বারা যিরূশালেম বিনষ্ট ও যিহূদীরা বন্দী হইয়া নীত হইয়াছিল? (১৪) ইস্রায়েলের প্রধান ভাববাদী কাহারা? যিহূদার প্রধান ভাববাদী কাহারা?

চতুর্থ ভাগের বিষয়ে প্রশ্ন।

১৫। (১) চতুর্থ ভাগের শিরোনাম কি? (২) বন্দীদশা কত দিন ছিল? (৩) নির্ব্বাসনের দ্বারা যিহূদীদিগের কি উপকার হইয়াছিল (১০৭ টীকা দেখ)? (৪) কোন্ যিহূদিদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছিল? (৫) প্রথমে ব্যবস্থা পালন বিষয়ে যে গোঁড়ামী ছিল, শেষে তাহা কিসে পরিণত হইয়াছিল? (৬) পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের উপসংহারে যিহূদিদিগের পক্ষে কি আশার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে? (৭) এই আশা কখন্ সফল হইয়াছিল?

শেষ প্রশ্ন।

১৬। পুরাতন নিয়মের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়িয়া, কি অভি-প্রায়ে ঈশ্বর এই এক জাতিকে মনোনীত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? এই উদ্দেশ্যের সাধন এত কঠিন হইয়াছিল কেন?

১৭। এই ইতিহাসে কোন্‌টী তোমার বিবেচনায় খুব প্রধান শিক্ষা? খ্রীষ্টের আগমনের জন্য জগতের প্রস্তুত হওন বিষয়ে এই ইতিহাসের দ্বারা কিরূপে সাহায্য হইয়াছিল?

"দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন; হাঁ, যাঁহাতে তোমার প্রীতি, দেখ, নিয়মের সেই দূত আসিতেছেন, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।"

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

১। পাঠ। ভূমিকা। ইব্রীয় সাহিত্য; পুরাতন নিয়মান্তর্গত পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাস ও বিষয়; বাইবেলের ভূগোল ও পুরাতত্ত্ব।

মন্তব্য ১।—১ পাঠে এই বিষয়ে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ঘটনাগুলি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য শিক্ষকেরা যদি আরও কয়েকটী প্রশ্ন করেন, ভাল হয় (টীকা ৪)।

১। ইব্রীয় সাহিত্য।

§ ১। পুরাতন নিয়মের সাহিত্যিক ভাব। পুরাতন নিয়ম একখানি মাত্র পুস্তক নহে, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া লিখিত নানা পুস্তকের সংগ্রহ; পুস্তকালয় বিশেষ। সম্ভবতঃ ইব্রীয় জাতির সাহিত্যে বিস্তর পুস্তক ছিল। অনেক লোপ পাইয়াছে, অবশিষ্ট গুলি পুরাতন নিয়মে আছে। পুরাতন নিয়মে ইতিহাস, জীবনচরিত, কাব্য, ব্যবস্থা, দর্শন, বাগ্মীতা, ভাববাণী ও অন্যান্য অনেক প্রকার রচনা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত নিত্যকার পাঠে দেওয়া গিয়াছে।

§ ২। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরীয় ক্ষমতা। পুরাতন নিয়মের সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্ম্মের তত্ত্ব জগতে প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বরীয় প্রকাশিত বাক্য, বা বিশেষ জাতির ঈশ্বরনিশ্বসিত ইতিহাস লিখিত আছে। সুতরাং এ পুস্তক ঈশ্বরীয় পুস্তক, নূতন নিয়মে (২ তীম ৩; ১৫) উহাকে "পবিত্র শাস্ত্রকলাপ বলে।" পুরাতন ও নূতন নিয়ম একসঙ্গে বাইবেল নামে অভিহিত, এই বাইবেল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ধর্ম্মপুস্তক, এই ঈশ্বরীয় পুস্তকের শিক্ষানুসারে মণ্ডলীর ধর্ম্মমত স্থির হইয়াছে।

২। পুরাতন নিয়মস্থ গ্রন্থনিচয়ের ইতিহাস ও বিষয়।

§ ৩। "কেনন্" বলিতে বাইবেলের ইব্রীয় ও গ্রীক পুস্তক সমূহের তালিকা বুঝায়।

§ ৪। ইব্রীয় বাইবেলের ভাগত্রয়।—ইব্রীয় বাইবেলে যে সকল গ্রন্থ আছে, আমাদের প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলীর বাইবেলেও সেই সমস্ত রহিয়াছে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজান। ইব্রীয় বাইবেলে গ্রন্থগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, এই তিন ভাগকে "ব্যবস্থা, ভাববাণী ও শাস্ত্রকলাপ" বলে। ঈশ্বরীয় পুস্তক বলিয়া সাধারণ্যে গ্রাহ্য হইবার শত শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত তিন শ্রেণীর নানা পুস্তক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। আরও বোধ হয়, যে যে গ্রন্থ যে যে সময়ে শাস্ত্রসম্ভব

মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সেই অনুসারে শ্রেণীবিভাগও হইয়াছে। স্পষ্টই বোধ হয় যে, নহিমিয় ৮-১০ অধ্যায়, ব্যবস্থা বা পঞ্চ পুস্তক সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরীয় পুস্তক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ভাববাদী-দিগের গ্রন্থ সকল পরে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এই সকল পুস্তক যিহূদীরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, যথা, প্রাচীন ও আধুনিক; পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট গ্রন্থ সকল আরও পরে গৃহীত হইয়াছে। অবশেষে সংগৃহীত পুস্তক সকল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

§ ৫। সাধারণ শ্রেণীবিভাগ। ইব্রীয় বাইবেলে ২৪ খানি পুস্তক আছে, এই গুলিকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বাইবেলে ৩৯ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা দেখ।

পুরাতন নিয়মের শ্রেণীবিভাগ।

ইব্রীয় বাইবেল।

১। ব্যবস্থা।

আদিপুস্তক।
যাত্রাপুস্তক।
লেবীয়।
গণনা।
দ্বিং বিবরণ।

২। ভাববাদীগণের গ্রন্থ।

প্রাচীন ভাববাদীগণ।—
যিহোশূয়।
বিচারকর্ত্তৃগণ।
১ ও ২ শমূয়েল। ১
১ ও ২ রাজাবলি। ১

আধুনিক ভাববাদীগণ।
যিশায়াহ।
যিরমিয়।
যিহিষ্কেল।

বাঙ্গালা বাইবেল।

১। ব্যবস্থা ও ইতিহাস। ২

ব্যবস্থা বা পঞ্চপুস্তক।—
আদিপুস্তক।
যাত্রাপুস্তক।
লেবীয়।
গণনাপুস্তক।
দ্বিতীয় বিবরণ।

ঐতিহাসিক পুস্তক।—
যিহোশূয়।
বিচারকর্ত্তৃগণ।
রূৎ।
১ ও ২ শমূয়েল।
১ ও ২ রাজাবলি।
১ ও ২ বংশাবলি।
ইষ্রা।
নহিমিয়।
ইষ্টের।

হোশেয়।
যোয়েল।
আমোষ।
অবদিয়।
যোনাহ।
মীখা।
নহূম।
হবক্‌কূক।
সফনিয়।
হগয়।
সখরিয়।
মালাখি।
} ১

৩। শাস্ত্রকলাপ।

গীতসংহিতা।
হিতোপদেশ।
ইয়োব।
পরমগীত।
রূৎ।
বিলাপ।
উপদেশক।
ইষ্টের।
দানিয়েল।
ইষ্রা।
নহিমিয়।
} ১
১ ও ২ বংশাবলী। ১

২। কাব্য ও দর্শন। ৩

ইয়োব।
গীতসংহিতা।
হিতোপদেশ।
উপদেশক।
পরমগীত।
বিলাপ।

৩। ভাববাণী। ৪

প্রধান প্রধান ভাববাদী।
যিশায়াহ।
যিরমিয়।
যিহিষ্কেল।
দানিয়েল।

অপ্রধান ভাববাদী।—
হোশেয়।
যোয়েল।
} ১
আমোষ।
ওবদিয়।
যোনাহ।
মীখা।
নহূম।
হবক্‌কূক্।
সফনিয়।
হগয়।
সখরিয়।
মালাখি।
} ১

১। ইব্রীয় তালিকায় এক পুস্তক বলিয়া গণ্য।

২। ব্যবস্থা, বা পঞ্চপুস্তকে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চপুস্তক ও যিহোশূয়ের পুস্তকে কনান্ জয় পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। জয় করণ হইতে

৩। বাইবেলের ভূগোল।

§ ৬। পুরাতন নিয়ম সংক্রান্ত ইতিহাসের শিক্ষা।—এই ইতিহাস হইতে আমাদের বিস্তর শিক্ষা লাভ হয়। ইহাতে অনেক কাজের কথা আছে, সে সকলের আলোচনা করিলে উপকার বিস্তর। বাইবেলে যে সকল নরনারীর কথা আছে, দোষে গুণে তাহারা আমাদিগেরই মত ছিল; তাহাদের অভাব, পরীক্ষা, আনন্দ ও দুঃখ, আমাদিগেরই মত ছিল; আমাদের ন্যায়, তাহারাও একই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট হইতে বল ও সান্ত্বনা লাভ করিত। অধিকন্তু, পুরাতন নিয়মে যে সকল পাপের বিষয়ে লোককে তিরস্কার করা হইয়াছে, আজিও তাহার অনেক পাপের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সে কালে ভাববাদীরা যেরূপ নির্ভয়ে লোকদিগকে চেতনা দিতেন, আমাদেরও সেই প্রকার চেতনা বাক্যের প্রয়োজন। পুরাতন, নিয়ম মন দিয়া পাঠ কর, বিস্তর আনন্দ ও উপকার লাভ হইবে।

§ ৭। বাইবেল-ভূগোলের আবশ্যকতা।—বাইবেলের ভূগোল বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে বাইবেলের ইতিহাস উত্তম রূপে বুঝিতে পারা যায় না। ভূগোলে জ্ঞান না থাকিলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার অর্থ বোধ হয় না, এবং ঘটনা-স্রোতেরও অনুসরণ করিতে পারা যায় না। যত্ন পূর্ব্বক বাইবেলের ভূগোল আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আজি কালি পুরাতত্ত্ববিদেরা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, বাইবেলের নানা পুস্তকে যে সকল স্থানের

রাজতন্ত্র পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস বিচারকর্ত্তৃগণ ও রূতের পুস্তকে আছে। রাজ্যটী স্থাপনাবধি বাবিলীয় বন্দিত্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস শমূয়েল, রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তকে আছে। ইষ্টের পুস্তকে নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা-বলির বিবরণ আছে।

৩। পদ্যময় পুস্তকের মধ্যে ইয়োব ও পরমগীত নাটক বিশেষ, গীতপুস্তক গীতিকাব্য; আর বিলাপ, হিতোপদেশ পুস্তকও পদ্যময়, এই পুস্তকের ও উপদেশক পুস্তকের বিষয় নীতি শিক্ষা। অনেক গদ্যময় পুস্তকেও কবিতা, গীত, ধর্ম্মগীত ইত্যাদির উদ্ধৃতি আছে।

৪। ভাববাণী পুস্তক সকলে ভাববাদীগণের প্রচারণ ও শিক্ষার সার এবং অনেকটা ইতিহাস আছে। অনেক বার ভাববাদীরা কবির ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। দানিয়েলের পুস্তক ইব্রীয় সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র পুস্তক, ইহাকে আপ-কালিপস্ কহে, নূতন নিয়মের প্রকাশিত বাক্য এই শ্রেণীর।

ও নগরের উল্লেখ আছে, এ উভয়ের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। তাহাতে করিয়া ইতিহাসটীর কথা বিলক্ষণ ভজিয়া যায়।

§ ৮। বাইবেলভূমি।—পুরাতন নিয়মে যে সকল দেশের উল্লেখ হইয়াছে, সে সকল দেশের পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সাগর ও নীলনদের উপত্যকাভূমি, উত্তরে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান হ্রদ, পূর্ব্ব দিকে ফরাৎ নদীর উপত্যকা ও দক্ষিণে আরব দেশের মরুভূমি ও লোহিত সাগর। বাইবেলের লেখকেরা অন্যান্য দেশের বিষয়ও জানিতেন, যেমন ভারতবর্ষ ও গ্রীস। কিন্তু বাইবেলের ভূগোলের প্রধান দেশ পলেষ্টিয়া দেশ, বাইবেল যাঁহারা আলোচনা করেন, এই দেশের বিষয় সম্যক অবগত হওয়া তাঁহাদের প্রয়োজন।

§ ৯। পলেষ্টিয়া দেশের নাম।—(১) কনান। কনান শব্দের অর্থ "নিম্নভূমি।" ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী সমভূমিকেই কনান বলা যাইতে পারে; পলেষ্টিয়া দেশকেও ফৈনীকীয় কনান বলা হইয়াছে। যর্দ্দন নদীর পশ্চিম দিকস্থ নিম্ন ও উচ্চভূমি উভয়কেই আবার কনান বলা যায়। যর্দ্দন নদীর পূর্ব্ব তীরে ইস্রায়েলদের যে অধিকার ছিল, পুরাতন নিয়মের সময়ে সে দেশকে কখনও কনান বলা হয় নাই, সে দুই দেশ গিলিয়দ ও বাসন নামে পরিচিত ছিল।

(২) গ্রীক ভাষাতে যাহাকে পলেষ্টিন বলে, ইব্রীয় ভাষাতে তাহাকে ফিলিষ্টিয়া বলে। এই নামের চারি প্রকার ব্যবহার দেখিতে পাই।—(ক) প্রথমে, বোধ হয়, কেবল সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশকেই ফিলিষ্টিয়া বলা যাইত। (খ) পরে ভূমধ্যস্থ সাগর ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত দেশ ঐ নামে পরিচিত ছিল। (গ) ইহার পরে যর্দ্দনের উভয় তীরস্থ দেশ, ও মোয়াবের যে অংশ মৃত সাগরের কূলবর্ত্তী, সে অংশকেও ফিলিষ্টিয়া বলিত। (ঘ) অবশেষে হর্ম্মোণ পর্ব্বত ও আকাবা উপসাগর পর্য্যন্ত যর্দ্দনের উভয় তীরস্থ দেশ ঐ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে পলেষ্টিয়া বলিলে যর্দ্দনের উভয় তীরস্থ দেশ ও মোয়াবের খানিকটা বুঝায়।

(৩) অন্যান্য নাম।—পুরাকাল হইতে অন্যান্য অনেক নামের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নিবাসিদিগের নামানুসারে "ইব্রীয় দেশ," "ইস্রায়েলের দেশ," ও "যিহূদা" বলা যায়। ধর্ম্মভাবে "পুণ্যভূমি," "প্রতিজ্ঞাত দেশ," "ইস্রায়েলের অধিকার," "ঈশ্বরের অধিকার," এবং "যিহোবার দেশ" বলে। শলোমনের রাজ্য বিভক্ত হইয়া গেলে উত্তরাংশকে "ইস্রায়েল" ও দক্ষিণাংশকে "যিহূদা" বলিত। ইফ্রয়িম বংশীয়দিগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়াতে ইস্রায়েল দেশকে পুনঃ পুনঃ "ইফ্রয়িম" কহিত। নূতন নিয়মে উক্ত দেশের যে সকল রাজনীতিক বিভাগ আছে, সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

§ ১০। পলেষ্টিয়া দেশ কত বড়।—পৃথিবীর ইতিহাসে পলেষ্টিয়া দেশের যেরূপ প্রাধান্য দেখিতে পাই, সে হিসাবে দেশটী দীর্ঘ প্রস্থে বড় ছোট। যর্দ্দনের পশ্চিম দিকের অংশ, দান হইতে বেরশেবা পর্য্যন্ত দীর্ঘে ৭০ ক্রোশ, প্রস্থ গড়ে ২০ ক্রোশ আন্দাজ। এই অংশের স্বাভাবিক সীমানা, উত্তরে লিবানোন পর্ব্বত

শ্রেণী, দক্ষিণে আরব দেশের মরুভূমি, পূর্ব্ব দিকে যর্দ্দনের উপত্যকা এবং পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সাগর। যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে যে ইস্রায়েলের রাজ্য ছিল, তাহার পরিমাণ নানা সময়ে কম ও বেশী হইত।

§ ১১। দেশটীর স্বাভাবিক ভাব।—(১) উত্তর ও দক্ষিণাংশের অবস্থা, দেশটী স্বভাবতঃ পর্ব্বতময়। লিবানোন পর্ব্বত শ্রেণীর গোড়া হইতে শৈলশ্রেণী দেশের মধ্যস্থল দিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, যিহূদায় গিয়া অতি উচ্চ হইয়াছে।

(২) পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশের অবস্থা।—এই শৈলশ্রেণী পশ্চিম দিকে সমুদ্র কূলস্থ নিম্ন ভূমি পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে উচ্চ নীচ ভাবে যর্দ্দনের উপত্যকায় গিয়াছে (বাং অং "যর্দ্দন" শব্দ দেখ)। যর্দ্দন ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকের উচ্চ ভূমি। সুতরাং মোটের মাথায় সমুদ্রের কূল দিয়া পশ্চিমাংশে একখণ্ড অপ্রশস্ত সমভূমি আছে, মধ্যস্থল দিয়া এক শৈলশ্রেণী গিয়াছে। আর পূর্ব্বাংশে যর্দ্দন উপত্যকা ও মোয়াবের উচ্চ ভূমি।

(৩) জল ও ভূমি।—এই দেশে নদী নালা ও উনুই বিস্তর, নানা স্থানের মাটী নানা রকমের, আর কাচের মতন জমাট চুনা পাথরও আছে। এক সময়ে দেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে ভূমি উর্ব্বরা হইলেও, ভাল রূপে আবাদ হয় না। বসন্ত কালে অনেক অঞ্চল শস্য, ও ফুল ফলে অতি সুশোভিত—পুরাতন নিয়মের আমলে যেমন ছিল।

(৪) আব-হাওয়া।— ভারতবর্ষের মত এই দেশের কতক অংশ অত্যন্ত গরম, কতক অংশ অত্যন্ত শীতল। যর্দ্দন উপত্যকায় আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় গ্রীষ্ম, হর্ম্মোণ পর্ব্বতের "তেরাই" বিলক্ষণ শীতল, শেষে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় চিরনিহারাবৃত পর্ব্বতমালা। কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত বসন্ত কাল। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ঘন ঘন বৃষ্টি হইয়া থাকে; পৌষ ও মাঘ মাসে মুষল ধারে বৃষ্টি হয়।

§ ১২। চতুর্দ্দিকবর্ত্তী দেশ সকলের সহিত সম্বন্ধ।—যে সকল সভ্যতার ফলে মিসর, অশূরিয়া, বাবিল, পারস্য, গ্রীস্, ও রোম, এই কয়টী বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল, পলেষ্টিয়া দেশ সেই সকলের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল। ফরাৎ ও নীল নদের মধ্যবর্ত্তী দেশ সকলের যে একমাত্র প্রধান পথ, তাহা এই দেশ দিয়া গিয়াছে। উচ্চ পর্ব্বত মালা, সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, এবং সমুদ্র দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথককৃত হওয়াতেই যে জাতিকে ঈশ্বর মনোনীত করতঃ জাতিগণ হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, দেশটী সেই জাতির বাসের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছিল। বাণিজ্য, যুদ্ধ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে এই জাতিকে আর সকল জাতির সংসর্গে আসিতে হইত। এই অবস্থায় দেশটী স্থাপিত হওয়াতেই নানা ক্ষমতাশালিনী সাম্রাজ্যের অধীন হইতে হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, এই প্রকারে স্থাপিত হওয়াতেই সে কালের লোকদিগকে ধর্ম্ম জ্ঞান দানার্থ দেশটী আর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী উপযোগী হইয়াছিল।

৪। বাইবেলের পুরাতত্ত্ব।

§ ১৩। বিষয়।—বাইবেল পুরাতত্ত্বে যিহুদী জাতির ও আর যে সকল জাতির সহিত তাহাদের সংস্রব ছিল, সেই সকল জাতির প্রাচীন তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। লোকদের আচার ব্যবহার, সামাজিক ও গার্হস্থ রীতি নীতি, ধর্ম্মোপাসনা ও গার্হস্থ শিল্প এই সমস্ত বিবৃত হইয়াছে—যাহাতে করিয়া লোকে ইব্রীয়দিগের সভ্যতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

§ ১৪। কোথা হইতে এই সকল বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেল?—প্রথমতঃ বাইবেলের সমসাময়িক সাহিত্য অর্থাৎ নানা পুস্তক হইতে। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীর, মন্দির, প্রতিমূর্ত্তি, শিলালিপি, মুদ্রা, যুদ্ধাস্ত্র, দা, কুড়াল ইত্যাদি যন্ত্র, হাঁড়ি, বাসন, শিলমোহর ও অলঙ্কারাদি হইতে। এই সকল জিনিষ নিজ পলেষ্টিয়া দেশে খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বড় একটা আইসে যায় না।

খ্রীঃ পূঃ ৭০০ বা তাহারও অনেক পূর্ব্বের খোদিত একখানি শিলালিপি, ১৮৮০ সালে, শীলোহের নিকটে এক সুড়ঙ্গের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কিরূপে সুড়ঙ্গ খনন হইয়াছিল, কিরূপে পুষ্করিণীতে জল প্রবাহিত হইয়াছিল (২ রাজ ২০; ২০। ২ বংশা ৩২; ৩০। যিশা ৮; ৬, এই শিলালিপি সে কালের ফৈনিকীয় অক্ষরে লিখিত), পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ কি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, এই শিলালিপির দ্বারা তাহা জানা যায়। ইহা ছাড়া মিসর দেশীয় পুঁথি, বাবিলীয় শিলমোহর, খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১৪০০ সালের তীরাকৃতি অক্ষরে লিখিত পুস্তক, ধাতু গলাইবার চুলা ইত্যাদি অনেক দরকারি জিনিষ সম্প্রতি লাখিশ্ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। আশা আছে, পলেষ্টিয়া দেশ হইতে এই সকল অপেক্ষাও বহুমূল্য প্রাচীন চিহ্ন শীঘ্রই বাহির হইবে। কারণ আশে পাশের দেশে, বিশেষতঃ মিসর, অশূরিয়া ও বাবিলে যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইস্রায়েলের ইতিহাসের বিষয়ে যথেষ্ট জানা যায়। যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে, দীবন নামক স্থানে ১৮৬৮ সালে "মোয়াবীয় প্রস্তর" নামে যে শিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে, মোয়াবের রাজা মেশার কার্য্য বিবরণ লিখিত আছে (অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৯০০), সে লেখা এমনি যে দুই একটী কথা এখানে সেখানে বাদ দিলে, ঠিক বাইবেলের এক অধ্যায়ের মতন বোধ হয়।

---

২ পাঠ। সৃষ্টি ও পতন।

মন্তব্য ২।—এই সকল টীকার উদ্দেশ্য। "পাঠের আভাসে বা সারে" যে সকল পদ আছে, সেই গুলির অর্থ শুদ্ধরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এই সকল টীকার উদ্দেশ্য। পাঠে যে সকল প্রশ্ন রহিয়াছে, টীকাতে

সে গুলির প্রত্যক্ষ উত্তর না থাকিলেও, শিক্ষকদিগের অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার বিষয় বিস্তর আছে। বাইবেলের পদের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল টীকা মন দিয়া পাঠ করিতে হইবে। স্থানের নাম বাইবেল অভিধানে পাইবে।

মন্তব্য ৩।—বাইবেলের আদিম কথা। বাইবেলে সৃষ্টি ও মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থার বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অন্যান্য পুস্তকেও ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তথাপি বাইবেলের বিবরণ স্বতন্ত্র। এ দিকে আবার যে কালের ঘটনা সকল যত্নপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে দীর্ঘকালের কোন বিবরণ একবারেই লেখা হয় নাই। তবে এই দীর্ঘ কালের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সন তারিখ নাই, আবার তাহা অসংলগ্ন; সৃষ্টি ও মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থা বিষয়ে যে ইতিহাস পাই, তাহা পরম্পরাগত বাক্যমাত্র, ঘটনাবলির বিজ্ঞানসঙ্গত বিবরণ নহে। বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখি, আদিম কালের ঘটনাবলির ঠিক সন তারিখ পাইবার আর আশা নাই। এদিকে আবার বাইবেল ছাড়া অন্যান্য সূত্রে বাইবেলের কাহিনীর মত যে সকল কাহিনী পাওয়া যায়, তাহাতে যে দোষ আছে, বাইবেলের কাহিনীতে তাহা নাই, আর কাহিনী গুলি কাহিনী বলিয়া তত বিবৃত হয় নাই, ধর্ম্ম শিক্ষার অনুরোধে যত বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল শিক্ষা বাইবেল বহির্ভুত কাহিনীর শিক্ষা অপেক্ষা কেবল পবিত্র, উচ্চ নহে, ঈশ্বরীয় প্রত্যাদেশের সম্পূর্ণ যোগ্য।

মন্তব্য ৪।—সৃষ্টি বিবরণ। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, মোশির দ্বারা আদিপুস্তক লিখিত হইবার পূর্ব্বেও সৃষ্টি বিবরণ প্রচলিত ছিল, মোশি তাহারই অবলম্বনে সৃষ্টি বিবরণ লিখিয়াছেন। তদনুসারে অনেকের মত এই যে, আদি ১; ১—২; ৪ আর ২; ৪-২৫ পদে দুইটী স্বতন্ত্র সৃষ্টি বিবরণ লিখিত হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাহা নহে, পরবর্ত্তী বিবরণটী প্রথমে লিখিত বিবরণের বিস্তারিত বর্ণন মাত্র। স্বতন্ত্রই হউক আর যাহাই হউক, উভয় বিবরণেরই ধর্ম্ম শিক্ষার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

সৃষ্টি। আদি ১ ও ২ অ (১; ১) "আদিতে;" হয় সময়ের আদিতে, বা এই ইতিহাসের আরম্ভে। শেষটী যদি হয়, তবে প্রথম তিন পদ এই

রূপ হইবে, "আদিতে যখন ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল", ইত্যাদি, তখন ঈশ্বর বলেন, "দীপ্তি হউক।" "ঈশ্বর" (ইব্রী ইলোহিম) অস্থষ্ট, তাঁহারই অপার ক্ষমতা ও জ্ঞান সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তির অনন্ত উৎস। "সৃষ্টি করিলেন," জন্মাইলেন। "আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী," দৃশ্য জগৎ। (১ ; ৬) "বিতান," বিমান, শূন্য। (১ ; ৭) "জল......বিতানের," মেঘস্থ জল পৃথিবীস্থ জল হইতে পৃথক হইয়াছিল। (১ ; ২৬) "মনুষ্য ;" পৃথিবীস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট প্রাণী ; মনুষ্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছিল, সে কেবল মনুষ্যের আগমনের জন্য আয়োজন মাত্র। "প্রতিমূর্ত্তি...সাদৃশ্য ;" উক্তিটীতে জোর দিবার জন্যই যেন "সাদৃশ্য" কথাটীর প্রয়োগ হইয়াছে। (১ ; ২৮) "কর্ত্তৃত্ব কর ;" সে সকলকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া অধিকার কর, খাটাও। (১ ; ৩১) "অতি উত্তম ;" উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী। (২ ; ১) "বস্তুব্যূহ ;" ইহাতে পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু, এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি বুঝায়। (২ ; ৩) "সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ;" ঈশ্বর সপ্তম দিনকে পবিত্র করেন। (২ ; ৪) "দিন", পূর্ব্ব বিবরণের ছয় দিন বুঝিতে হইবে। "সদাপ্রভু ;" ইব্রীয় ভাষায় ইলোহিম বলে। প্রভু মানে পৃথিবীর সহিত ঈশ্বরের যে কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে ; আর সদা মানে মনোনীত লোকদিগের নিয়মকারী ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। (২ ; ৭) "মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে সৃষ্টি করিলেন ;" ইহাতে পৃথিবীর সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। "ফুঁ দিয়া" ইত্যাদি ; ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত মনুষ্যের যে কি সম্বন্ধ, তাহা জানা যাইতেছে। (২ ; ৯) "জীবন বৃক্ষ ;" দৈহিক মৃত্যু নিবরাণার্থ বন্দোবস্ত। "সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ;" যে বৃক্ষের ফল খাইলে ভাল মন্দের জ্ঞান জন্মে। (২ ; ১৮) "তাহার সহকারিণী ;" তাহার প্রয়োজনের উপযোগী। (২ ; ২৫) "লজ্জাবোধ ছিল না ;" শৈশবের বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ ভাব।

পরীক্ষা ও পতন।—আদি ৩ ; ১-১৩। (৩ ; ১) "সর্প ;" এই বিবরণে বরাবর প্রকৃত সর্পই বলা হইয়াছে, এই সর্পের দ্বারা পরীক্ষা ঘটিয়াছিল। "খল ;" চতুর ধূর্ত্ত। "নারীকে ;" সহজে লওয়াইতে

পারিবে বলিয়া শয়তান প্রথমে আদমের কাছে না গিয়া হবার কাছে গিয়াছিল। "ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন?" ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; এই অবিশ্বাসই পাপের আরম্ভ। (৩; ৫) "চক্ষু প্রসন্ন হইবে," যাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে—ভাল করিবার প্রতিজ্ঞা। (৩; ৭) "উলঙ্গতা," পাপ করিলেই লজ্জা বোধ হয়।

পতনের ফল।—আদি ৩; ১৪—৪; ১৫। (৩; ১৪) "শাপগ্রস্ত;" মন্দের যন্ত্রস্বরূপ। (৩; ১৫) "শত্রুতা জন্মাইবে," সাপের সহিত ও এই বিবরণের সাপ যাহার প্রতিনিধি, তাহার সহিত মনুষ্যের চিরযুদ্ধ ঘোষণা। অবশেষে যে মনুষ্যের জয়লাভ হইবে, তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই, সর্পকে যে শাপ দেওয়া হয়, তাহাতে সে ভাবটী ছিল, আর ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য যে উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। (৩; ১৬) "তোমার গর্ব্ভবেদনা;" প্রসবকালীন যাতনা। (৩; ১৭) "ভূমি অভিশপ্ত," এ স্থলে পৃথিবীর সহিত মানুষের এমন নিকট সম্বন্ধ যে, মানুষের পাপের ফলের ভাগিনী পৃথিবীকে হইতে হইল, রোম ৮: ১৮-২২। (৩; ২৪) "করূবগণকে;" এক প্রকার দূত, লোকে ইহাদিগকে ধার্ম্মিকের রক্ষক বলিয়া মনে করে। ঈশ্বর যখন যেখানে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেবল সেই খানেই ইহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে, বাইবেলে এই রূপ দেখা যায়, যাত্রা ২৫; ১৮। ২ রাজা ৬; ২৩। গীত ৮০; ১। যিহি ১ম ও ১০ম অ। (৪; ৭) "যদি সদাচরণ কর;" কয়িনের নৈবেদ্য গ্রাহ্য না করিবার কারণ প্রদর্শন। "পাপ গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে;" পাপ বন্য পশুর মত গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে, লম্ফ দিয়া পড়িয়া তোমাকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত। তোমার প্রতি উহার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু তুমি উহাকে শাসনে রাখিবে।

৩ পাঠ। প্লাবন ও ছিন্ন ভিন্ন হওন।

মন্তব্য ৫।—জল-প্লাবনের বিবরণ।—জল-প্লাবনের কথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত আছে।

জাহাজ নির্ম্মাণ।—আ ৬; ৯-২২। (৬; ১৩) "সকল প্রাণী" অর্থে পশু পক্ষী ইত্যাদি এবং মনুষ্য বুঝিতে হইবে। "আমার গোচরে;" নিশ্চিত, অবধারিত। (৬; ১৪) "গোফর কাষ্ঠ;" কাষ্ঠ বিশেষ।

জলপ্লাবন।—আ ৭ ও ৮ অ। (৭, ৮) "শুচি পশু;" যে পশুর মাংস খাওয়া হইত। (৭; ১১) "দ্বিতীয় মাসের;" অতি প্রথমে তিস্রি (কার্ত্তিক) মাস বৎসরের প্রথম মাস ছিল। পরে নিসান (বৈশাখ) মাসে আরম্ভ হয়, যাত্রা ১২; ২। বোধ হয়, তিস্রি হইতে গণিয়া দ্বিতীয় মাস বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দ্বিতীয় মাসের ১৭ই আমাদের পৌষ মাসের প্রথম হইবে। "মহা জলধির সমস্ত উনুই;" পৃথিবী হইতে বিস্তর জল উঠিল; আকাশ হইতেও পড়িল। (৭; ১৮) "জাহাজ ভাসিয়া গেল;" ভাসিয়া বাতাস ও স্রোতে যে দিকে নিলে, সেই দিকে গেল। (৭; ১৯) "আকাশ মণ্ডলের অধঃস্থিত;" ইহার অর্থ, যত দূর দৃষ্টি হইল। (৮; ১) "জল থামিল;" কমিয়া গেল। (৮; ৪) "সপ্তম মাস;" সপ্তম মাস বৈশাখ মাসে পড়িবে। (৮; ৫) "দশম মাস;" আষাঢ় মাসে পড়িবে। "জীত বৃক্ষের পত্র;" এক প্রকার নল, জলে জন্মে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, জল এত কমিয়াছে যে, নল খাকড়া গজাইয়া উঠিয়াছে। (৮; ২০) "যজ্ঞবেদি;" বাং অং দেখ। (৮; ২১) "সৌরভ আঘ্রাণ" করিয়া; সরল মনে উৎসর্গ করাতে ঈশ্বর এই উপহারে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; "মনস্কল্পনা।" কুভাবটী মানুষের স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, শিশু কাল হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নোহের সহিত নিয়ম।—আঃ ১১; ১-৯। (১১; ১) "এক ভাষা;" এক ভাষাবাদিতা একতার প্রধান উপকরণ। (১১; ৩) "ইষ্টক, প্রস্তর ও মাটিয়া তেল চুন হইল;" জলপ্লাবনের পরে ভূমিতে পলা মাটী পড়িয়াছিল, সুতরাং ইট তৈয়ার করিতে সুবিধা হইয়াছিল। (১১; ৪) "গগনস্পর্শী উচ্চ গৃহ;" প্রধান আড্ডা। (১১; ৬) "নিবারিত হইবে না;" একতা থাকাতে মানুষে যাহা খুশি, করিতে পারিবে। (১১; ৯) "বাবিল্" বাং অং দেখ।

---

৪ পাঠ। ঈশ্বরের বন্ধু অব্রাহাম।

অব্রাহামের আহ্বান ও কনানে গমন।—আ ১১; ২৭—১২; ৬; (১১; ২৮) "পিতা তেরহের সাক্ষাতে;" অর্থাৎ তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে। (১২; ১) "আপন দেশ;" অর্থাৎ অরাম-নহরয়িম্ দেশ, যাহাকে অন্তভাগে মেসোপতামিয়া বলে, আ ২৪; ৪-১০। প্রে ২; ৯ দেখ। "সেই দেশে," কনান দেশে। তেরহের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অব্রাহাম আহূত হয়েন, ১১; ২৬, ৩২। ১২; ৪। (১২; ২ ৪) "এক মহা জাতি উৎপন্ন করিব;" ঈশ্বর যে আপনার নিমিত্ত এক মহা জাতি উৎপন্ন করিবেন, এবং সেই জাতির দ্বারা পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা অব্রাহামকে জ্ঞাত করেন। "প্রাণীগণকে;" দাসদাসী ও চাকর চাকরাণীদিগকে। (১২ ৬) "শিখিম্;" বাং অং দেখ।

অব্রাহাম ও তাঁহার সন্তানদিগকে একটী দেশ দিবার অঙ্গীকার।—আ ১২; ৭-৯। ১৩; ১৪-১৮। ১৫; ১-১৮। (১২; ৭) "এই দেশ;" শিখিম নগর ঐ দেশের মধ্যস্থলে ছিল, সেই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সমস্ত দেশটী নজর হইত। (১২; ৯) "দক্ষিণে;" যিহূদার উচ্চ ভূমির দক্ষিণে স্থিত নিজেব্ নামক প্রান্তর, ইহার মধ্যে মধ্যে লোকের বসতি ছিল। (১৩; ১৪) "যে স্থানে তুমি আছ;" বৈথেল, ১৩; ৩, হইতে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী দেশ বিলক্ষণ দেখা যাইত। (১৩; ১৮) "মম্রির উদ্যানে"—ইমোরীয় মম্রির, এই মম্রি অব্রাহামের কনানীয় মিত্র ছিল, ১৪; ১৩, ২৪। (১৫; ১) "আমিই তোমার ঢাল;" অব্রাহাম বিদেশী লোকদিগের সমাজে বাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার ঢাল অর্থাৎ রক্ষক ছিলেন। (১৫; ২) "আমাকে কি দিবে?" পূর্ব্বে মহাপুরস্কারের কথা হওয়াতেই অব্রাহাম এক্ষণে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয়েন। নিজের নিঃসন্তান অবস্থা সদাই মনে জাগিত। (১৫; ৬) "ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন;" যে ধার্ম্মিকতা হেতু অব্রাহামকে ঈশ্বর গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবস্থা-পালনজনিত ধার্ম্মিকতা নহে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনজনিত ধার্ম্মিকতা। (১৫; ১২) "ত্রাসে ও অন্ধকারে;" পরে যে ভয়ানক বিষয় প্রকাশিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত। (১৫; ১৩) "চারি শত বৎসর...দুঃখ দিবে;"

মোটের মাথায় এ কথা বলা হইয়াছিল, যাত্রা ১২; ৪০ পদে ৪৩০ বৎসর। (১৫; ১৬) "চতুর্থ পুরুষ," সময় গণনা; তৎকালে মানুষের আয়ু গড়ে এক শত বৎসর ধরা যাইত, সুতরাং চতুর্থ পুরুষ বলিলে চারি শত বৎসর বুঝায়। "ইমোরীয়;" মোটের মাথায় কনানীয়দিগকে এ স্থলে ইমোরীয় বলা হইয়াছে; ইহাদের অধর্ম্মের পাত্র ৪০০ বৎসর কাল পূর্ণ হইবে না।

ইস্‌হাকের জন্ম।—আ ১৮; ১-১০। ২১; ১-৫। (১৮; ১) "সদাপ্রভু...দর্শন দিলেন;" অব্রাহাম প্রথমে আগন্তুকদিগকে চিনিতে পারেন নাই, কেবল দেশাচার মতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রকার অভ্যর্থনার প্রথা আজিও বেদুইনদিগের দেশে প্রচলিত আছে। (১৮; ২) " সম্মুখে দণ্ডায়মান;" গৃহে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিলেন। (১৮; ৩) " হে প্রভো!" অব্রাহাম এক জনকে প্রধান গণ্য করিয়া, তাঁহাকেই, হে প্রভো, বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কথোপকথন কালেই তিনি যে সদাপ্রভু বা যিহোবা, তাহা টের পাওয়া গিয়াছিল। (১৮; ১০) " এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হইলে;" আগামী বৎসর এই সময়ে।

অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা।—আ ২২; ১-১৯। (২২; ২) "হোমার্থে বলিদান কর;" কনানীয়েরা দেবতার কাছে সন্তান বলি দিত। অব্রাহাম কি ঈশ্বরের কাছে আপনার একমাত্র পুত্রকে বলি দিবেন না? (২২; ৪) "তৃতীয় দিবসে;" বেরশেবা হইতে মোরিয়া পর্ব্বত প্রায় ৩৮ ক্রোশ। (২২; ৮) "উভয়ে চলিয়া গেলেন;" না জানি অব্রাহামের মনে কত কষ্ট হইয়াছিল। (২২; ১৭) "শত্রুগণের পুরদ্বার;" শত্রুদের নগর জয় ও অধিকার করিবে।

---

৫ পাঠ। যাকোব ও তাঁহার পুত্রগণ।

কেনা জ্যেষ্ঠাধিকার ও চুরি করা আশীর্ব্বাদ।—আদি ২৫; ২৭-৩৪। ২৭; ১-৩৬। (২৫; ২৭) "শান্ত মনুষ্য।" এই কথার অর্থ সাদা

সিধা লোক। "তাম্বু-গৃহে বাস করিতেন;" পশুপালক হওয়াতে তাঁবুতে বাস করিতে হইত, আ ৪; ২০। (২৫; ২৮) "যাকোবকে ভাল বাসিতেন;" ধীর শান্ত এবং দয়ালু লোক বলিয়া। (২৫; ৩১) "জ্যেষ্ঠাধিকার;" এ স্থলে জ্যেষ্ঠাধিকার মানে অব্রাহামের বিশেষ আশীর্ব্বাদ। (২৭; ৪) "সুস্বাদু খাদ্য;" মানে বন্য পশু, বোধ হয়, মৃগ মাংস। "আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে;" জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য অধিকার তোমাকে দি। (২৭; ৯) "উত্তম দুইটী ছাগবৎস;" এষৌ হরিণের মাংস যোগাড় করিতে গিয়াছিল। ছাগবৎসের মাংস উত্তমরূপে পাক করিলে হরিণের মাংসের ন্যায় স্বাদ হয়, কচিৎ ভিন্নতা টের পাওয়া যায়। (২৭; ১৮) "তুমি কে?" বোধ হয়, তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল। (২৭; ২৩) "তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না;" চালাকি ধরিতে পারিলেন না।

এষৌর ভয়ে যাকোবের পলায়ন ও বৈথেলে স্বপ্নদর্শন।—আ ২৭; ৪১-৪৫। ২৮; ১০ ২২। (২৭; ৪১) "শোকের কাল;" অর্থাৎ ইস্‌হাকের মৃত্যু নিকট; তাই ভাবিয়া এষৌ কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিবে। (২৭; ৪৪) "কিছু কাল;" যাকোবকে সহজে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে কিছু কাল বলিলেন। (২৮; ১২) "স্বপ্নে দেখেন;" বাইবেলে এই প্রথম বার স্বপ্ন দ্বারা ঈশ্বরীয় বিষয় জ্ঞাত হওয়ার কথা লেখা আছে। "উঠিতেছেন;" দূতগণের ডানা আছে, এ ভাব প্রথমে লোকের মনে ছিল না। (২৮; ১৪) "তোমার বংশ," ঈশ্বর অব্রাহাম ও ইস্‌হাকের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা যাকোবের কাছেও করিলেন। (২৮; ১৮) "তৈল ঢালিয়া দিলেন;" তৈল ঢালিয়া সে কালে অভিষেক করা হইত। (২৮; ১৯) "বৈথেল, বাং অং দেখ।

যাকোবের হারণে প্রবাস।—আ ২৯; ১—৩২; ২। (২৯; ১) "বংশীয়দের;" পূর্ব্ব দেশীয় লোক। বেরশেবা হইতে হারণ পূর্ব্ব দিকে ২২৫ ক্রোশ। (৩১; ১৯) "ঠাকুরগুলা;" মানে বিগ্রহ; হিন্দুদের বাড়ীতে যেমন পিতলের বিগ্রহ থাকে, যথা কৃষ্ণ রাধিকা, মদনমোহন, সিংহবাহিনী ইত্যাদি। (৩১; ৪৯) 'সদাপ্রভু আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন;" তাহা হইলে কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে

পারিবে না। (৩১ ; ৫৩) "ইস্‌হাকের ভয়স্থান ;" অর্থাৎ ঈশ্বর, কারণ ইস্‌হাক ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিতেন।

যাকোবের নাম বদলিয়া ইস্রায়েল হইল।—আ ৩২ ; ২২-৩২। (৩২ ; ২২) "যব্বোক ;" এই নদী পূর্ব্ব দিক হইতে যর্দ্দন নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। "উরুফলক," উরুর সন্ধিস্থান। (৩২ ; ২৬) "আশীর্ব্বাদ না করিলে ছাড়িব না ;" ইহাতে জানা যায়, এই যোদ্ধা যে প্রকৃত পক্ষে কে, তাহা যাকোব্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (৩২ ; ২৮) "যাকোব্," অর্থাৎ বঞ্চক।

৬ পাঠ। যোষেফ ও মিসরে প্রবাস।

যোষেফ বিক্রীত।—আ ৩৭ ; ৩-৩৬। (৩৭ ; ১৭) "দোথন্ ;" শিখিমের অনুমান ৭ ক্রোশ উত্তরে। (৩৭ : ১৯) "স্বপ্নদর্শক মহাশয় ;" ঠাট্টা করিয়া এ কথা বলা হইয়াছিল, ৫-১০ পদ দেখ। (৩৭ ; ২১) "রূবেন্ তাহার উদ্ধার করত" ইত্যাদি ; রূবেন্ জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং যোষেফের যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে, ইহা দেখা তাহার উচিত ছিল। (৩৭ ; ২২) "গর্ত্ত" অর্থাৎ বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য পাথর কাটিয়া কূপের মত গর্ত্ত করে, কিন্তু এই সময়ে, গর্ত্তটায় জল ছিল না। (৩৭ ; ২৫) "ইশ্মায়েলীয় ;" হাজিরার গর্ভজাত অব্রাহামের পুত্রের বংশ। "সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্‌গুল ও গন্ধরস ;" এ সকল জিনিষ যর্দ্দনের পূর্ব্বাঞ্চলে জন্মিত, আর মিসর দেশে চালান হইত। (৩৭ ; ২৬) "যিহূদা…কহিল ;" হয় ত তিনি যোষেফের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, যোষেফ হয় ত গর্ত্ত হইতে পলাইয়া যাইতে পারিবে। (৩৭ ; ২৮)। "মিদিয়নীয় ;" ইশ্মায়েলীয় লোকও বলা যাইত। "বিংশতি রৌপ্য মুদ্রায় …… বিক্রয় করিল ;" এই ২০ টী মুদ্রার মূল্য প্রায় ১৮৲ টাকা। (৩৭ ; ২৯) "বস্ত্র চিরিল ;" সে কালে কনান্ দেশে ভারী দুঃখজনক ঘটনা হইলে লোকে বস্ত্র চিরিয়া দুঃখ করিত। (৩৭ ; ৩১), "যোষেফের বস্ত্র লইয়া" ইত্যাদি ; আপনাদের কথা সপ্রমাণ করণার্থ ইহা করিল, পদ ৩, ২০, ২৩ দেখ। (৩৭ ; ৩৫) "পাতালে ;" মাটীর নীচে ; লোকে মনে করিত, মানুষ

মরিলে পাতালে গিয়া ছায়াবৎ আকারে বাস করে। (৩৭ ; ৩৬) "পোটীফর ;" ফরৌণ রাজার জল্লাদদিগের কর্ত্তা।

মিসরে যোষেফের পদ বৃদ্ধি।—আ ৪১ ; ১৪-৪৫।—(৪১ ; ১৭) "নদীর ;" নীলনদীর তীরে। (৪১ ; ২৪) "মন্ত্রবেত্তা ;" স্বপ্নযোগে দৈব বিষয় জানা যায়, তৎকালে লোকদের এই বিশ্বাস ছিল ; এই জন্য স্বপ্নের অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য পণ্ডিত পুরোহিতগণ রাজসভায় থাকিতেন। (৪১ ; ২৫) "স্বপ্ন এক ;" উভয় স্বপ্নেরই অর্থ এক। (৪১ ; ৩৮) "ঈশ্বরের আত্মা ;" যোষেফ স্বপ্নের যে অর্থ বলেন এবং রাজাকে যে পরামর্শ দেন, তাহা রাজার এমনি মনে ধরিয়াছিল যে, তাঁহার বিশ্বাস হইল, দেশ রক্ষার জন্য ঈশ্বর এই ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। (৪১ ; ৪২) "অঙ্গুরীয় ;" বা শিল-মোহর। আঙ্গটীর মাথায় মোহর থাকিত, সমস্ত কাগজপত্রে তাই দিয়া মোহর করা হইত। (৪১ ; ৪৪) "আমি ফরৌণ ;" ফরৌণই প্রকৃত রাজা রহিলেন, কিন্তু আর সকল বিষয়ে যোষেফের হাতে অসীম ক্ষমতা দিলেন।

ভাইদিগের কাছে যোষেফের পরিচয় দান।—আ ৪৫ ; ১-১৫। ৪৫ ; ১) "প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির কর ;" পিতা যাকোব ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন্যামীনের প্রতি ভ্রাতাদের কি প্রকার ভাব, তাহা জানিবার জন্য যোষেফ বাহ্যে কঠিন ভাব দেখাইলেন, কিন্তু অন্তরে ভাল বাসা ছিল। যিহূদা বিন্যামীনের জন্য কাতর ভাবে মিনতি করাতে ও তাহার পরিবর্ত্তে যোষেফের দাস হইয়া থাকিতে চাওয়াতে ভ্রাতাদের মনের ভাব যে ভাল হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ জানা গেল। তখন যোষেফ আর মনের আবেগ দমন করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভ্রাতৃগণ ছাড়া আর সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়াইলেন। (৪৫ ; ৩) "আমি যোষেফ ;" এতক্ষণ যাহাকে মিসরের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া ভ্রাতারা ভয়ে কাঁপিতেছিল, তিনি আপনাদের ভাই, শুনিয়া অবাক। (৪৫ ; ৪) "যাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলে ;" ভ্রাতাদের ভয় বাড়াইবার জন্য এ কথার উল্লেখ করিলেন না, কিন্তু আপনি যে তাহাদের ভ্রাতা, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য। (৪৫ ; ৫) "প্রাণ রক্ষার্থে ;" তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, এ কার্য্যটী যদিও বড় মন্দ হইয়াছিল, তথাপি ইহা দ্বারা ঈশ্বর মঙ্গল সাধন করাইলেন। (৪৫ ; ৮) "ফরৌণের পিতৃস্থানীয় ;"

সুযোগ্য কর্ম্মচারীদিগকে এই উপাধি দেওয়া হইত। (৪৫ ; ১৩) "আমার প্রতাপ প্রভৃতি ;" নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য ইহা বলিলেন না, যাকোবের বংশকে যে ঈশ্বর কত দয়া করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য বলিলেন।

মন্তব্য ৬।—যোষেফ অতি সাদা-সিধা, বালকবৎ সরল ছিলেন, তথাপি তাঁহার বদান্যতা ও সাহসও চমৎকার ছিল ; ভ্রাতাদের বিশ্বাস-ঘাকতা ও নিষ্ঠুরতা হেতু তাঁহার মনে ক্রোধ হয় নাই। অথবা অকস্মাৎ উচ্চ পদ পাওয়াতে ও তাঁহার যত্নে মিসরের উন্নতি হওয়াতে তাঁহার মনে অহঙ্কার জন্মে নাই। ভ্রাতাদিগের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করাতে বাস্তবিকই তিনি ভালর দ্বারা মন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং সুখ ও দুঃখের সময়ে অচঞ্চল ভাবে থাকিয়া, ঈশ্বরেতে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাহার আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইস্রায়েলের মিসরে গমন।—আ ৪৬ ; ১, ৫, ২৮-৩৪। ৪৭ ; ১-৬। (৪৬ ; ১) "বেরশেবাতে ;" বোধ হয়, হিব্রণ হইতে গিয়াছিলেন, ৩৭ ; ১৪। (৪৬ ; ৩) "ভয় করিও না ;" এই আশ্বাস বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, অঙ্গীকৃত দেশ হইতে তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। (৪৬ ; ৪) "যোষেফ তোমার চক্ষে হস্তার্পণ করিবে ;" মৃত্যু হইলে চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে। যাকোবের শান্তিতে মৃত্যু হইবে। (৪৬ ; ৩৪) "ঘৃণাস্পদ ;" অসভ্য ও অত্যাচারী বলিয়া। (৪৭ ; ৪) "প্রবাস করিতে ;" আকালের সময়ে প্রবাস করিতে, স্থায়ীরূপে বাস করিতে নহে।

---

৭ পাঠ। মোশি ও লোকদের কনানে যাত্রা।

মন্তব্য ৭।—যোষেফের কর্ত্তৃত্ব কালে কোন্ ফরৌণ মিসরের রাজা ছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই, কিন্তু বোধ হয়, মেষপালক রাজবংশের আপোফিস্, বা আপাপী ছিলেন। এই মেষপালকেরা সেমিটিক বংশীয়, ইস্রায়েল সন্তানেরাও ঐ বংশীয়, সুতরাং রাজার অনুগ্রহের পাত্র ছিল। মিসরের যে রাজা "যোষেফকে চিনিতেন না" যাত্রা ১ ; ৮, তাঁহাকে সচরাচর অত্যাচার কালের ফরৌণ বলে ; তিনি

পরবর্ত্তী রাজবংশীয়, তাঁহাকে দ্বিতীয় রামিষেষ্, অথবা মহান্ রামিষেষ্ বলে; মিসরের রাজগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহাঁর পিতা প্রথম সেতী; বোধ হয়, তিনিই অত্যাচারজনক কার্য্যের আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় রামিষেষ্ সেই সকল করিতে থাকেন। ইস্রায়েলদের যাত্রাকালে যে ফরৌণ ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রামিষেষের ত্রয়োদশ পুত্র, নাম প্রথম মেনিপ্‌থা। সেতী ও দ্বিতীয় রামিষেষের মমি (মসলা দ্বারা রক্ষিত শব) কয়েক বৎসর হইল, বাহির হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মেনিপ্‌থার মমি পাওয়া যায় নাই। ইস্রায়েলদিগকে যে সকল "ভাণ্ডার নগর" নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল, তাহার একটীর নাম পিথোম, ১৮৮৩ সালে সেই নগরের স্থান বাহির হইয়াছে। তাহাতে বাইবেলের অনেক বিবরণ আশ্চর্য্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইস্রায়েলদের প্রতি অত্যাচার।—যাত্রা ১; ৮-১৪। (১; ৮) "নূতন রাজা;" ৭ মন্তব্য দেখ। (১; ১০), "বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার;" চতুরতার সহিত। কি বিষয়ে যে চতুরতা, তাহা ৫; ১১ পদে দেখিতে পাইবে। (১; ১১) "ভাণ্ডারের নগর গাঁথিল;" দ্বিতীয় রামিষেষ্ রাজার সময়ে মিসরে যেমন উত্তম উত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলেও, তত হয় নাই। যিহুদিদিগকে বেগার ধরিয়া এই সকল কার্য্য করাইয়া লওয়া হইয়াছিল। "পিথোম এবং রামিষেষ্," বাং অং দেখ।

ইস্রায়েলদিগের উদ্ধারার্থ মোশির আহ্বান।—যাত্রা ২ ও ৩ অঃ। (২; ১) "লেবির কুলের এক পুরুষ;" ইহার নাম অম্রম, যাত্রা ৬; ২০। (২; ৩) "নলের;" নীল নদীর তীরে বিস্তর নল জন্মে। (২; ৫) "ফরৌণের কন্যা;" যোসিফস্ ইহাঁকে থারমথিস্ বলিয়াছেন। প্রথম সেতির এক কন্যা ছিল, নাম নাফারতারি, কোন্ কোন লেখক ইহাঁকেই সেই ফরৌণের কন্যা বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নাই। (২; ৯) "সেই স্ত্রীলোক বালকটীকে লইয়া" ইত্যাদি; আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, বালক সেই খানে দীর্ঘকাল থাকিয়া ইস্রায়েলীয় ধর্ম্মের যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। (২; ১৫) "মিদিয়ন;" বাং অং দেখ। মিদিয়নীয়েরা অব্রাহামের সন্তান, সুতরাং ইস্রায়েলদিগের জ্ঞাতি, আ ২৫; ৪। (৩; ১) "ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে;"

বাং অং দেখ, সীনয় পর্ব্বত। (৩ ; ২) "অগ্নি শিখা ;" উজ্জ্বল আকার। "ঝোপ ;" বোধ হয়, লম্বা লম্বা উলু ঘাসের ঝাড়। (৩ ; ৬) "মুখ আচ্ছাদন করিলেন ;" ইহা সম্মানের চিহ্ন। (৩ ; ৮) "দুগ্ধ মধু প্রবাহী ;" অপর্য্যাপ্ত ফল শস্য পাওয়া যায়। (৩ ; ১৪) "আমি যে আছি" ইত্যাদি ; বাং অং "যিহোবা" শব্দ দেখ।

ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিতে ফরৌণের অসম্মতি।—যাত্রা ৫ ; ১-৬ ; ১। (৫ ; ২) "সদাপ্রভু কে?" অহঙ্কারী ফরৌণ ঈশ্বরের আদেশ মানিল না। (৫ ; ৮) "তাহারা অলস, এই জন্য ক্রন্দন করিতেছে ;" ফরৌণ ভাবিল, মোশি ও হারোণের কথা সমস্ত মিথ্যা। (৫ ; ১২) "ছড়াইয়া পড়িল ;" বাং অং "পিথোম্" শব্দ দেখ।

নিস্তারপর্ব্ব ও প্রথম জাত সন্তানের নিধন —যাত্রা ১১ অঃ, ১২ ; ২১-৩০। (১১ ; ৭) "কুকুরও জিহ্বা দেখাইবে না ;" অর্থ এই যে, ইস্রায়েলদের ক্ষতি করা দূরে থাকুক, তাহাদের বিরুদ্ধে কুকুরেও ঘেউ ঘেউ করিবে না। (১২ ; ২১) "নিস্তার পর্ব্ব ;" যিহোবা যখন মিসর দেশের মধ্য দিয়া যাইয়া, মিস্রীয়দের প্রথম জাত সন্তান নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ঘটনার স্মরণার্থ এই পর্ব্বকে প্রথমতঃ নিস্তারপর্ব্ব বলা হয়। পদ ১৩, ২৩, ২৭ দেখ। দ্বিতীয়তঃ এই পর্ব্ব পালন কালে যে মেষশাবক হত হয়, সেই মেষবধ স্মরণার্থ এই পর্ব্বকে নিস্তার পর্ব্ব বলা হইয়াছে। (১২ ;২৭) "সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার পর্ব্বীয় যজ্ঞ ;" এটী যিহোবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, কারণ তিনি ইস্রায়েলদের গৃহ সকল ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন।

মিসর হইতে যাত্রা।—যাত্রা ১২ ; ৩১-৩৬। ১৩ ; ১৭-২২। (১৩ ; ১৭) "পলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া সোজা পথ" ইত্যাদি ; অর্থাৎ ঘসার পথ, যে পথে সওদাগরেরা যায়, এবং সৈন্যগণের চলাচল হইয়া থাকে। "যুদ্ধ দেখিলে ;" যুদ্ধপ্রিয় পলেষ্টীয়দিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে। (১৩ ; ১৮) "প্রান্তরগামী বক্র পথ ;" মানে পারণ নামক প্রান্তরে যাইবার পথ। "সূফ-সাগর ;" বাং অং দেখ। (১৩ ; ১৯) "যোষেফের অস্থি" ; আ ৫ ; ২৪-২৬ দেখ। "সুক্কোৎ," "এথম," বাং অং দেখ।

সূফ-সাগর দিয়া গমন।—যাত্রা ১৪শ অ। (১৪ ; ২) "পী-হহীরোৎ ;"

এই স্থান ও মিগ্‌দোল, এবং বাল্‌-সফোন, কোথায় কোথায়, তাহা আজিও জানা যায় নাই, ইস্রায়েলের সন্তানেরা যে পথে গিয়াছিল, সে পথ আজিও ঠিক করিয়া জানা যায় নাই। (১৪ ; ৩) "দেশের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল ;" মিসর দেশীয় মরুভূমিতে পথ হারাইয়া ফেলিল, পথ স্থির করিতে না পারিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। (১৪ ; ১১) "মিসরে কবর নাই" ইত্যাদি ; মিসরকে সমাধিক্ষেত্র বলিত, কারণ যেখানে সেখানে কবর ছিল। (১৪ ; ২১) "সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিলেন ;" সমুদ্র শুকাইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য বিষয় নহে। সমস্ত রাত্রি পূর্ব্বীয় বায়ু বহাতে জল সরিয়া গিয়াছিল। মধ্যস্থলে অগভীর কিন্তু উভয় পার্শ্বে গভীর জল ছিল। (১৪ ; ২২) "প্রাচীর স্বরূপ ;" রূপক ভাবে প্রাচীর বলা হইয়াছে, বাস্তবিক খাড়া প্রাচীর নহে। (১৪ ; ২৭) "পুনরায় সমান হইল ;" বোধ হয়, বাতাস থামিয়া যাওয়াতে জল সমান হইয়াছিল।

---

৮ পাঠ। সীনয় পর্ব্বতে নিয়ম ধার্য্য।

সীনয় পর্ব্বতে যিহোবার আবির্ভাব।—যাত্রা ১৯ অ। (১৯ ; ৪) "তোমরা দেখিয়াছ ;" এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, আমি তোমাদের এত করিয়াছি, সুতরাং তোমাদিগকে আমার অনুরোধে এই এই কার্য্য করিতে হইবে। (১৯ ; ৫) "যদি অবধান কর ;" ঈশ্বর যে নিয়ম করিবেন, আজ্ঞাবহতাই তাহার প্রধান বিষয়। "নিজস্ব হইবে ;" যিহোবা আপন লোকদিগের বিষয়ে যাহা করিবেন। (১৯ ; ৬) "যাজকদের এক রাজবংশ," অর্থাৎ এমন রাজা যে রাজ্যের প্রজামাত্রেই যাজক, যে রাজ্যের প্রজা মাত্রেই ঈশ্বরের কাছে যাইবার অধিকারী, যাহারা ঈশ্বরের লোক বলিয়া বিদিত। "পবিত্র এক জাতি ;" যিহোবা স্বয়ং যেমন দেবগণ হইতে ভিন্ন, যিহূদিরাও তেমনি পৌত্তলিক জাতিগণ হইতে ভিন্ন হইবে। (১৯ ; ১০) "পবিত্র কর, এবং তাহারা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করুক ;" যিহোবার অনুপম পবিত্রতার সহিত তুলনা করিলে ইস্রায়েলের প্রাকৃতিক জীবন, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অপবিত্র ছিল, সুতরাং পবিত্র হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

(১৯ ; ১৮) "ধূমময় ;" পুরাতন নিয়মের আমলে এই রূপে সচরাচর ঈশ্বর দেখা দিতেন। (১৯ ; ২২) "আক্রমণ করেন ;" যিহোবার অতুল পবিত্রতা অপবিত্র লোকের পক্ষে গ্রাসকারী অগ্নি স্বরূপ, যাত্রা ২৪ ; ১৭। লেবী ১০ ; ১-৩। গণ ১৬ ; ৫৫।

দশ আজ্ঞা দান।—যাত্রা ২০ ; ১-২১। (২০ ; ১) "ঈশ্বর কথা কহিলেন ;" এই বিবরণের সর্ব্বত্রই যে কথোপকথন আছে, তাহাতে ঈশ্বর নিজে কথা কহিয়াছেন, তাহা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। (২০ ; ২) "আমি সদাপ্রভু ;" অর্থাৎ যিহোবা (বাং অং দেখ) ইস্রায়েলের ঈশ্বর। এই বিশেষ নামে যিনি মোশিকে দেখা দিয়া ছিলেন, যিনি মিসর দেশীয় তাবৎ দেবতা অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া ছিলেন, তিনিই এক্ষণে ঐ নামে আপন লোকদিগের সঙ্গে নিয়ম করিতেছেন। (২০ ; ৪) "খোদিত প্রতিমা ;" সীনয় পর্ব্বতে যিহোবা প্রকাশিত হয়েন, কিন্তু কোন প্রকার দৃশ্য আকারে নহে। তাঁহার যে কোন আকার হইতে পারে না, তাহা তাঁহার আকারশূন্যতা ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারাই জানা যায় ; এই স্থলেই ইস্রায়েলের ধর্ম্ম সূত্রপাতেই অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। "স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ;" দুই নৌকায় পা দেওয়া ঈশ্বর ভাল বাসেন না ; ইস্রায়েলগণ কোন দেবতার আরাধনা করিতে নিবারিত হইয়াছিল, যিশা ৪২ ; ৮। ৪৮ ; ১১। (২০ ; ৭) "অনর্থক ;" ঈশ্বরের নাম লঘুভাবে লইতে নাই।

নিজ লোকদিগের সহিত যিহোবার নিয়ম।—যাত্রা ২০ ; ২২ ২৪ ; ৮। (২০ ; ২২, ২৩) "আমার প্রতিযোগী কিছু নির্ম্মাণ করিও না ;" কারণ যে ঈশ্বর অদৃশ্য রূপে কথা কহিলেন, তাঁহার স্বর্ণ বা রৌপ্যময়ী প্রতিমা হইতে পারে না। (২০ ; ২৪) "মৃত্তিকার এক বেদি ;" সে কালে এইরূপ বেদি হইত, এখনও হিন্দুরা করিয়া থাকে। (২১ ; ১) "সকল শাসন ;" দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন। (২১ ; ৬) "ঈশ্বরের নিকটে ;" ঈশ্বরের নিকটে, ঈশ্বরের নিয়োজিত বিচারকর্ত্তাদিগের কাছে। (২৩ ; ১৯) "ছাগ বৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না ;" ইহার অর্থ অনিশ্চিৎ ; হয় ত বিধর্ম্মী সমাজে এই রীতি ছিল, তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। (২৪ ; ৩) "সকল বাক্য ;" সাক্ষাৎ

আজ্ঞা, যথা ২০; ২২-২৬। ২২; ১৮-২৩; ১৯। (২৪; ৬) "অর্দ্ধেক রক্ত;" বিভক্ত রক্তের দ্বারা নিয়মটীর দুই পক্ষ বুঝায়, ইহা রক্তের নিয়ম, সে কালে সম্মিলনের ইহা অপেক্ষা গুরুতর নিয়ম আর ছিল না

---

৯ পাঠ। কনানের সীমানায় ইস্রায়েলের গমন।

মন্তব্য ৮।—যাত্রা ২৫-৩১ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাম্বু নির্ম্মাণ, তাম্বুর তৈজসপত্র, এবং হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণের অভিষেক, এই সকল বিষয়ে পর্ব্বতের উপরে যে উপদেশ দত্ত হয়, তাহা এই কয়টী অধ্যায়ে আছে। ২৪; ১৮ পদে যে বিবরণের উপসংহার হইয়াছে, তাহার আবার তৎপরে আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্ণ গোবৎস। — যাত্রা ৩১; ১৮। ৩২; ৩৫। (৩২; ১) "বিলম্ব হইতেছে;" ২৪; ১৮ পদ দেখ। "অগ্রগামী;" মোশি যেমন অগ্রে২ চলিতেন। (৩২; ৪) "গোবৎস;" অনেকে মনে করেন যে, মিসরের কোন দেবতা, তাহা নাও হইতে পারে। যিহোবার প্রতিনিধি বলিয়াই হয় ত উহারা এই যাঁড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। (৩৫; ৫) "সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব;" ইহাতেই জানা যায় যে, যিহোবার আরাধনা লোকেরা ত্যাগ করে নাই। (৩২; ৭) "তোমার যে লোকদিগকে." এখন তাহারা যিহোবার লোক নহে। তিনি নিজেই মোশিকে বলিতেছেন, "তোমার যে লোকদিগকে।" (৩২; ১৭) "যিহোশূয় তাঁহার সঙ্গে পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, ২৪; ১৩, ১৪। (৩২; ২৪) "ঐ বৎসটী নির্গত হইল;" যেন অকস্মাৎ হইল, তিনি কিছুই জানেন না, (৩২; ২৯) "হস্ত-পূরণ," লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল।

পুনরায় নিয়ম স্থাপন।—যাত্রা ৩৪; ১-১৪। (৩৪; ১) "দুই খানি প্রস্তর-ফলক খুদ;" প্রথম বারকার প্রস্তর-ফলক ভাঙ্গিয়া ফেলাতে জানা গিয়াছিল যে, নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে, পুনরায় দুই খানি প্রস্তর-ফলক তৈয়ার করাতে সেই নিয়ম পুনঃস্থাপিত হইল, জানা যায়। (৩৪; ৩) "আর কেহ না আইস্থক;" নিয়ম পুনঃ স্থাপনও বড় গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। (৩৪; ৬, ৭) "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু" ইত্যাদি; ইহা দ্বারা যিহোবার প্রকৃত স্বভাব, অর্থাৎ তিনি যে প্রেমময়,

করুণাময়, পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। (৩৪ ; ১১) "মনোযোগ কর," মোশিকে উপলক্ষ্য করিয়া লোক সাধারণকে এ কথা বলা হইয়াছিল। প্রথম বার নিয়ম স্থাপন কালে যতটা, নিয়ম পুনঃস্থাপন কালেও ততটা আজ্ঞাবহতার আবশ্যক ছিল।

মন্তব্য ৯।—যাত্রা ৩৫-৪০ অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। পর্ব্বতের উপরে মোশি যে সকল আদেশ পান, (২৫-৩১ অ), সেই সকল আদেশ অনুসারে কিরূপে কার্য্য হইয়াছিল (৮ মন্তব্য দেখ)। সেই বিবরণ এই কয়টী অধ্যায়ে লিখিত আছে। লোকেরা অকাতরে নানা দ্রব্য আনিয়া দিল, এবং নিপুণ কারিকর নিযুক্ত করিয়া নিয়ম সিন্দুক, আবাস-তাম্বু, আবাস-তাম্বুর সমস্ত তৈজস পত্র, হোমবলির বেদি, পিত্তলের প্রক্ষালন পাত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইল। যাজকদিগের ও হারোণের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত লইল ; ইহা ব্যতীত স্বর্ণময় এফোদ, শুভ্র ক্ষৌম পোশাক ও সোনার ঘুঙ্গুর, মণিমুক্তা খচিত বুকপাটা এবং মস্তকের জন্য সোনার মুকুট প্রস্তুত হইল।

ভারুই পক্ষী।—গণ ১১ ; ৪-৩৪। (১১ ; ৪) "মিশ্রিত লোকেরা ;" যাত্রা ১২ ; ৩৮ দেখ। (১১ ; ১১) "ভার ;" এত লোককে শাসন করা, দেখা শুনার ভার এক্ষণাবধি মোশিকে দেওয়া হইল। (১১ ; ১৫) "একবারে বধ কর ;" বিশ্বাসের অভাব হেতু মোশির মুখ দিয়া এ কথা বাহির হয় নাই, লোকেরা যেমন অবিশ্বাস হেতু বচসা করিয়াছিল ; বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া। আবশ্যক হইলে তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। (১১ ; ২৫) 'ভাবোক্তি প্রচার করিলেন ;" ভবিষ্যতের বিষয় নহে, কেবল ভাবের কথা। (১১ ; ৩১) "ভারুই পক্ষী ;" এ সকল, বোধ হয়, লোহিত সাগর হইতে আসিয়াছিল। আধুনিক ভ্রমণকারিরাও এ প্রকার ভারুই পক্ষির ঝাঁক দেখিয়াছেন। "দুই হস্ত ;" ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, দুই হাত পুরু হইয়া পাখির উপর পাখি ঠাসা ঠাসি করিয়া পড়িয়াছিল ; ঝড়ো বাতাসে উড়িয়া আসাতে পাখি গুলি ক্লান্ত হইয়া মাটীতে পড়িয়াছিল, বা মাটী ঘেসিয়া উড়িয়াছিল।

দূতগণের কথায় ভীতি।—গণ ১৩; ১৭ ১৪ ; ৪৫। (১৩; ১৭) "দক্ষিণ প্রদেশে ;" পলেষ্টিয়া দেশের দক্ষিণাংশে নেগেব; এই স্থান

হইতে ইস্রায়েলগণ উত্তর দিকে আবাদ করা কনানে যাইবার আশা করিয়াছিল। (১৩; ২০) "আশুপক্ক দ্রাক্ষাফলের সময়;" আষাঢ় শ্রাবণ মাস। (১৩; ২৭, ২৮) "তাহা দুগ্ধমধু প্রবাহি বটে, যাহা হউক, লোকেরা বলবান;" দূতেরা আসিয়া বলিয়াছিল, দেশ সুখের বটে, কিন্তু জয় করা যাইবে না। (১৩; ৩২) "আপন প্রতিবাসিদিগকে গ্রাস করে;" যুদ্ধ বা পীড়া দ্বারা লোক নষ্ট হয়। (১৩; ৩৩) "ফড়িঙ্গের ন্যায়;" ভয়ে বাড়াইয়া বলিয়াছিল। (১৪; ১১) "আমাকে অবজ্ঞা;" অর্থাৎ যিহোবা যে অতুল ক্ষমতাশালী এবং সদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত, ইহা অবিশ্বাস করত তাঁহাকে কত কাল বিরক্ত করিবে?

মন্তব্য ১০।— অনেক পণ্ডিতে মনে করেন যে, চর প্রেরণের দুইটী বিবরণ বর্ত্তমান বিবরণে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতেই আপাতঃ বিরুদ্ধ ভাবের ব্যাখ্যা হয়,—সৃষ্টি ও জলপ্লাবনের বিবরণে যেমন।

---

১০ পাঠ। প্রান্তরে ভ্রমণ কালে শাসন প্রণালী এবং

যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ অধিকার।

শৈল হইতে জলনির্গমন।— গণ ২০; ১-১৩। (২০; ১) "কাদেশে বাস করিল;" এই স্থান হইতে দূতগণকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ১৩; ২৬; আর এই স্থান হইতেই ইস্রায়েলগণ কনানে যাইবার আশা করিয়াছিল। যদিও যিহোবা তাহাদিগকে "সূফ-সাগরের পথ দিয়া প্রান্তরে;" ১৪; ২৫, যাইতে বলিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা এই খানে "অনেক দিন," দ্বিঃ বিঃ ১; ৪৬, বাস করিল। হয় ত ভাবিয়াছিল, যিহোবা দয়া করিয়া কনানে যাইবার আর এক সুযোগ করিয়া দিবেন। (২০; ৮) "যষ্টি;" আহূত হওন অবধি এই যষ্টি ক্ষমতার চিহ্নস্বরূপ মোশি হাতে রাখিতেন, যাত্রা ৭; ১০, ১৯। ৮; ৫, ১৬ ইত্যাদি। "আজ্ঞা কর;" যাত্রা ১৭; ৬ দেখ।

জ্বালাদায়ী সর্প।—গণ ২১; ৪-৯। (২১; ৪) "ইদোম দেশ প্রদক্ষিণার্থে সূফ-সাগরের দিকে যাত্রা করিল;" কাদেশ হইতে ইস্রায়েলেরা সূফ-সাগর ঘুরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ইদোমীয় লোকে অনুমতি দিল না, ২০; ১৪-২১। এই জন্য তাহারা দক্ষিণ মুখে আকাবা উপ-

সাগরের মুখের দিকে গিয়া ইদোম ঘুরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইল, কারণ আবার প্রান্তরে ও মরুভূমিতে গিয়া কষ্ট পাইতে হইল। (২১ ; ৬) "জ্বালাদায়ী সর্প ;" এই সর্পে কাটিলে শরীরে দারুণ জ্বালা ও পিপাসা হইত।

মন্তব্য ১১।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে ইস্রায়েলের জয়লাভ।—গণ ২১ ; ১৩-৩৫। আকাবা উপসাগর হইতে ইস্রায়েলগণ উত্তরাভিমুখে মোয়াব রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চল ছাড়াইয়া গিয়া অর্ণোনের তীরে পঁহুছিল, ২১ ; ২৩। তথা হইতে বরাবর যহসে গিয়া উপস্থিত হইল, ২১ ; ২৩। বোধ হয়, এস্থান মৃত সাগরের উত্তর সীমাস্থ হিষ্‌বোন হইতে বেশী দূর নহে। এই স্থানে তাহারা ইমোরীয়দিগের রাজা সীহোনকে এবং ইদ্রীয়িতে বাশনের রাজা ওগ্‌কে পরাজিত করিল। ইহাতে করিয়া যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ সকলে তাহাদের যাইবার সুবিধা হইল, তাই কনানের সীমানায় তাহারা পঁহুছিতে পারিয়াছিল।

ইস্রায়েলের প্রতি বিলিয়মের আশীর্ব্বাদ।—গণ ২৪ অ। (২৪ ; ১) "বিলিয়ম ;" বাং অং দেখ। "প্রান্তরের দিকে ;" যেখানে ইস্রায়েলগণ শিবির স্থাপন করিয়াছিল। (২৪ ; ২) "ঈশ্বরের আত্মা ;" ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, এই ক্ষমতা পাওয়াতে তিনি ভাববাদীর ভাব পান। (২৪ ; ৩) "যাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল ;" চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু মনশ্চক্ষু, পদ ৪, মুক্ত ছিল। (২৪ ; ১৭) "আমি তাঁহাকে দেখিতেছি ;" বিলিয়মের ভাববাণীর অর্থ এই যে, শত্রুগণের উপরে ঈশ্বরের রাজ্য জয়যুক্ত হইবে, ইহা তিনি ঈশ্বরের আত্মার আবির্ভাবে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

রুবেন্ ও গাদবংশের অধিকার।—গণ ৩২ ; ১-২৭। (৩২ ; ৬) "তোমরা কি এই স্থানে বসিয়া থাকিবে ?" এই দুই বংশ স্বার্থপর হইয়া, আর সকলকে ছাড়িয়া এই খানে থাকিতে চাহিয়াছিল, এই জন্য মোশি তাহাদিগকে অনুযোগ করিলেন। (৩২ ; ১৬) ' নগর নির্ম্মাণ করিব ;" মোশি যে তাহাদের কথা বুঝিতে পারেন নাই, তাহারা এমন কথা বলে নাই, কিন্তু এই অবধি দেশাধিকার কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

মন্তব্য ১২।—সীনয় হইতে ইস্রায়েলগণ যে পথ ধরিয়াছিল,

সেই পথের বিষয়।—ইস্রায়েলদিগের যাত্রাপথের স্থূল বিবরণ মাত্র দেওয়া যাইতে পারে, কারণ যে সকল স্থানে তাহাদের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে, তাহার কতক কতক স্থান কোথায়, তাহা আজিও জানিতে পারা যায় নাই। সীনয় হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা কাদেশ-বর্ণিয়ো পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কাদেশ বর্ণিয়ো হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি কি ঘটিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ জানা যায় না। পুনরায় ইতিহাসের থেই ধরিয়া ধরিয়া গেলে দেখিতে পাই, উহারা আকাবা উপসাগরের মুখের দিকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে, ইদোম রাজ্য ঘুরিয়া যাওয়া উদ্দেশ্য; কারণ তাহারা এই দেশ দিয়া যাইবার অনুমতি পায় নাই। তথা হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়া ইদোমের পূর্ব্ব সীমানা ঘেঁসিয়া গিয়াছিল। তথা হইতে অর্ণোন নদী পার হইয়া, মোয়াবের পূর্ব্ব সীমাস্থ দীবোন-গাদ নামক স্থানে যায়; তথা হইতে লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরস্থ নবো, তথা হইতে যর্দ্দনের উপত্যকায় মোয়াবের সমভূমিতে; এই স্থানে যিরীহোর সম্মুখে যর্দ্দন পার হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞাত দেশে গিয়া পহুঁছে।

---

১১ পাঠ। যিহোশূয় ও কনান দেশ জয়।

যিরীহো নগর অধিকৃত।—যিহো ৫; ১৩—৬; ২৭। (৫; ১৩) "যিরীহোর নিকটে;" এটী সীমানাস্থ নগর, চারি দিকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর, বোধ হয়, এই খানে থাকিয়া তাহারা নগর আক্রমণের উপায় কল্পনা করিতেছিল। "এক পুরুষ;" যোদ্ধার বেশে স্বয়ং যিহোবা উপস্থিত হইয়াছিলেন। (৫; ১৪) "সদাপ্রভুর সৈন্য;" স্বর্গীয় বাহিনী, দূতগণ। "প্রদক্ষিণ;" ঘুরিয়া আসা, হিন্দুরা কাশীতে গিয়া যেমন কাশী নগরটী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। (৬; ৩) "নিয়ম সিন্দুক তুল;" ইহাতে জানা যায়, কি কি করিতে হইবে না হইবে, সে বিষয়ে যিহোশূয়কে অনেক কথা ভাঙ্গিয়া বলা হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত লিখিত হয় নাই, পদ ২-৮। (৬; ২৫) "ইস্রায়েলের মধ্যে বসতি করিতেছে;" তাহার পরিবারস্থ সকলে যিহূদী হইয়া গিয়াছিল। "অদ্যাপি;" যে সময়ে এই বিবরণ

লিখিত হইয়াছিল, সেই সময় পর্য্যন্ত। এ কথা রাহবের বিষয়ে নহে, কিন্তু তাহার সন্তানদিগের বিষয়ে উক্ত হইয়াছে।

অয় নগর অধিকৃত।— যিহো ৮; ১-২৯। (৮; ২) "লুঠ দ্রব্য;" যিরীহো নগরের লুঠ দ্রব্য যিহোবা নিজের জন্য রাখেন, কিন্তু অয় নগরের লুঠ দ্রব্য ইস্রায়েল সন্তানগণকে দেন। যিরীহো নগরটী যিহোবা নিজে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু অয় নগরটী লোকদিগকে বাহুবলে অধিকার করিতে দেন। (৮; ৩) "ত্রিশ সহস্র;" এই সেনাগণকে নগরের পশ্চাৎ দিকে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছিল। ১২ পদের সঙ্গে মিলাইলে সংখ্যার বিষয়ে স্পষ্ট ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ৩ পদের "ত্রিশ হাজার" ভুল, কারণ এত সৈন্য কেমন করিয়া নগরের এত নিকটে সঙ্কীর্ণ স্থানে লুকাইয়া থাকিবে। সংখ্যার বিষয়ে প্রায় ভুল দৃষ্ট হয়; এ প্রকার ভুল নকল-নবিশদিগের দ্বারা হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ মনে করেন, দুইটী বিবরণ এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলাতে সংখ্যার ভুল হইয়াছে (৪, ৫, ১০ মন্তব্য দেখ)। (৮; ১৭) "বৈথেল;" এটী একটী নগর, অয় হইতে দুই ঘণ্টার পথ; বোধ হয়, এই নগরের লোকেরা অয় নগরবাসিদের সাহায্যার্থ লোক পাঠাইয়াছিল, সুতরাং পরাজিত অয়-বাসীর যে দশা, তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছিল।

দেশাধিকারের শেষ।—যিহো ১১ অ। (১১; ২) "কিন্নেরতের দক্ষিণস্থ অরাবা;" যর্দ্দনের উপত্যকা, কিন্নেরৎ সাগরের দক্ষিণে; এই কিন্নেরৎকে শেষে গিনেষরৎ, বা গালীল বলিত। "নিম্ন ভূমিতে;" ভূমধ্য সাগরের কূলবর্ত্তী সমভূমি। "দোর নামক উপগিরিতে;" বাং অং দেখ। (১১; ৪) "অশ্ব ও রথ;" ইস্রায়েলদের অশ্ব ও রথ ছিল না, সুতরাং অশ্ব ও রথ সমেত বহু সৈন্য দেখিয়া স্বভাবতঃই ভয় পাইয়াছিল। (১১; ৮) "মিস্রফোৎময়িম;" বোধ হয়, সীদোনের নিকটস্থ কোন প্রকার উষ্ণ প্রস্রবণ। (১১; ১৫) "সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন;" যাত্রা ৩৪; ১১-১৬। দ্বিং বিং ২০; ১৬-১৮ মিলাইয়া দেখ।

দেশবিভাগ।— যিহো ১৪; ১-৫। ১৮; ১-১০। (১৪; ২) "গুলিবাঁট দ্বারা;" এক এক গোষ্ঠী যে যে স্থানে ছিল, সেই সকল স্থানের

তালিকা কাহার্ অধিকার কত বড় ছিল, তাহা এক এক গোষ্ঠির লোক অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে। (১৪ ; ৩) "আড়াই বংশ ;" রূবেন্, গাদ এবং মনঃশি। "কিন্তু লেবীয়দিগকে অধিকার . দেন নাই ;" কারণ তাহারা যাজকবংশীয় ছিল। ইহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য জাতীয় লোকদের হইতে নীত ৪৮টী নগর (যিহো ২১ অঃ) এবং ভূমির বার্ষিক উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ তাহারা পাইয়াছিল, গণ ১৮ ; ২১, ২৪। (১৮ ; ২) "অধিকার অপ্রাপ্ত সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল ;" ১৪ ; ১-৫ পদে দেশ বিভাগের যে বিবরণ আছে, লোকদিগের অমনোযোগ হেতু তাহাতে বাধা পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে যিহোশূয় লোকদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। (১৮ ; ৪) "তাহা লিখিয়া লইয়া ;" জরিপ করিতে হয় নাই, কেবল নগর সকলের নাম লিখিয়া লইয়াছিল।

পাঠাবলির ব্যাখ্যা-সম্বন্ধীয় টীকা।

মন্তব্য ১৩।—শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই যেন এই সকল টীকা ও মন্তব্য মন দিয়া পাঠ করেন। পাঠ করিলে বাইবেলের বিবরণ সকল বুঝিতে সহজ হইবে। আর মৌখিক প্রশ্নেরও বিষয় অনেক পাইবেন।

মন্তব্য ১৪।—বিচারকর্ত্তৃগণ হইতে পুরাতন নিয়মের সমস্ত পুস্তকই সাবেক লেখা, প্রচালত বাক্য ও জনপ্রিয় গীত হইতে সঙ্কলিত।

ভূমিকা।

মন্তব্য ১৫।— বিচারকর্ত্তৃগণের তালিকা।—অৎনীয়েল হইতে শিম্‌শোন পর্য্যন্ত ৪১০ বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিচারকর্ত্তা হন এবং অত্যাচারও হইয়াছিল। প্রায় বিচারকর্ত্তাদের সংখ্যা ২০, ৪০, ৮০ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা দেখিতে পাই ; ইহাতে বোধ হয়, অনেকে এক সময়েই বর্ত্তমান থাকিয়া বিচার করিতেন, পরে পরে বর্ত্তমান ছিলেন না। এবং রাজা ৬, ১ পদে যে সংখ্যার উল্লেখ আছে, তাহার সহিত মিল

না থাকায় ঠিক তালিকা করা যাইতে পারে না; তাই বিচারকর্ত্তৃগণের শাসন কাল কাহারও মতে ১৪০, কাহারও মতে ৪৫০ বৎসর।

উক্ত সময়ের সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—বিচার ২; ৬—৩; ৬। (২; ১১—৩; ৬) বহুকাল পরে সঙ্কলিত হইলেও এতদ্দ্বারা সে কালের লোকদের ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল, তাহা বিলক্ষণ জানা যায়। (২; ১১) "ব্যাল;" এইটী কনানীয়দিগের প্রধান পুং দেবতার নাম। এই বালদেবের সহিত অষ্টারোৎ দেবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এই উভয়েরই নানা বিধানে পূজা হইত; পূজার অনুষ্ঠান সকল অতিশয় কদর্য্য। ইস্রায়েলগণ যিহোবার উপাসনার সহিত এই কদর্য্য দেবোপাসনার মিশ্রণ করিয়াছিল। (২; ১৫) "যে কোন স্থানে যাইত;" অর্থাৎ শত্রু আক্রমণার্থ যে কোন স্থানে যাইত। "সদাপ্রভু যেমন কহিয়াছিলেন;" লেবী ২৬; ১৪-৩৯। দ্বিঃ বিং ২৮; ১৫-৬৮ দেখ। (২; ১৬) "বিচারকর্ত্তৃগণ;" অত্যাচারীদিগের হাত হইতে ইস্রায়েলদিগকে উদ্ধার করণার্থ দলপতিগণ। কৃতকার্য্য হইলে, তাঁহারা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইতেন, এবং এমন ক্ষমতা পাইতেন যে, প্রায় কেহ কেহ রাজার তুল্য ছিলেন।

দবোরা ও বারকের দ্বারা ইস্রায়েলের উদ্ধার।—বিচার ৪ অঃ। (৪; ৩) "লৌহরথ;" ইস্রায়েলের পক্ষে অতি ভয়ানক, ৪০০০০ লোকের মধ্যে কদাচিৎ একটী বড়শা ছিল, বিচার ৫; ৮ দেখ। "কঠোর দৌরাত্ম্য;" এমন অত্যাচার হইয়াছিল যে, গ্রামে লোক ছিল না, রাজপথে মানুষের গতিবিধি হইত না, ৫; ৬, ৭ দেখ। (৪; ৪) "দবোরা;" ইহার অর্থ মধুমক্ষিকা। "ভাববাদিনী;" মিরিয়মের ন্যায় ইহাঁরও উৎসাহে মৃতপ্রায় লোকেরা অত্যাচারীকে দমন করণার্থ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। (৪; ১৮) "ফিরিয়া গেলে;" স্ত্রীলোকের কাছে লইয়া গিয়া রাখাতে সীষরা নির্ব্বিঘ্নে ছিল। (৪; ১৯) "দুধের কুপা;" ঘোলের ভাণ্ড। "রাজোপযোগী পাত্রে;" ৫; ২৫। "আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন;" আদর অভ্যর্থনা করাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। (৪; ২৪) "যে পর্য্যন্ত যাবীনকে বিনষ্ট না করিল;" এক্ষণাবধি কনানীয়েরা জব্দ হইতে লাগিল। ইহাই তাহাদের শেষ প্রতিরোধ।

গিদিয়োনের দ্বারা উদ্ধার।—বিচার ৭ অঃ। (৭ ; ১) "যিরুব্বাল ;" গিদিয়োনের উপাধি, ৬ ; ৩২ দেখ। "তলভূমিতে ;" সবূলূন ও মনঃসি বংশীয় লোকদিগের এলাকার মধ্যবর্ত্তী যিষ্রিয়েল তলভূমি। (৭ ; ৩) "যে কেহ ভীত ;" দ্বিং বিং ২০ ; ১, ৮ দেখ। (৭ ; ৫) "চাটিয়া খায় ;" পরের পদে বিশেষ বিবরণ আছে। গিদিয়োনের দলস্থ লোক কমাইবার জন্য যিহোবা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে যে বিশেষ গুণের আবশ্যকতা বুঝায়, এমন বোধ হয় না। (৭ ; ৮) "ঐ তিন শত লোককে রাখিলেন ;" ১৩৫০০০ হাজার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ ৩২০০০ হাজার লোকের মধ্য হইতে ৩০০ শত লোক মনোনীত করিলেন, ৮ ; ১০ দেখ। (৭ ; ১৬) "শূন্য ঘট ;" মশালের আলো পাছে শত্রুরা দেখিতে পায়! (৭ ; ১৯) "মধ্য প্রহর ;" দুই প্রহর রাত্রি।

যিপ্তহের দ্বারা উদ্ধার।—বিচার ১১ ; ২৯-৪০। (১১ ; ২৯) "সদাপ্রভুর আত্মা ;" পবিত্র আত্মা নহেন, যিহোবা হইতে আশ্চর্য্য উৎসাহ লাভ। (১১ ; ৩১) "যে কিছু ;" "যে কেহ" হওয়া উচিত ছিল ; ইহাতে বুঝায় যে, যিপ্তহ মনে মনে কোন মানুষকে আঁচিয়াছিলেন, কোন প্রাণীকে নহে। (১১ ; ৩৫) "বস্ত্র চিরিয়া ;" ইহা অত্যন্ত মনোকষ্টের বাহ্য লক্ষণ ; কারণ মানতটীর বিষয় তাঁহার মনে ছিল। (১১ ; ৩৭) "কুমারীত্ব বিষয়ে বিলাপ ;" সন্তান না থাকায় দুঃখ ; ইব্রীয় জাতি মধ্যে সন্তান না থাকিলে স্ত্রীলোক বড়ই দুঃখ করিত। (১১ ; ৩৯) "তাহার প্রতি করিলেন ;" অর্থাৎ যিপ্তোহ মানতপূর্ণ করিলেন, যিহোবার ইচ্ছা কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, কন্যাটীকে বলি দিয়া হোম করিলেন।

শিম্শোন ও ফিলিষ্টীয়গণ।—বিচার ১৫ অঃ ; ১৬ ; ২৩-৩১। (১৫ ; ১৪) "সদাপ্রভুর আত্মা ;" ১১ ; ২৯ পদ দেখ। (১৫ ; ১৫) "সহস্র লোককে ;" বোধ হয় আন্দাজি, মোটের মাথায় এক হাজার বলা হইয়াছে ; শিম্শোনের গতিক দেখিয়া তাহারা হয় ত ভয় পাইয়াছিল। (১৫ ; ১৯) "লিহীস্থিত শূন্যগর্ত্ত ;" বোধ হয়, শৈলের কোন ফাটা স্থান, যাহাকে লিহী বলিত ; লিহী কথার অর্থ হনূ, ঐ স্থানটা হয় ত হনূর আকারবিশিষ্ট ছিল। (১৬ ; ২৩) "দাগোন ; " ঘসা ও অস্দোদে

এই দেবতার পূজা হইত, এই প্রতিমার দেহ মৎস্যাকার ও মস্তক এবং বাহু মনুষ্যের মত।

---

১৪ পাঠ। রূৎ ও নয়মী।

রূৎ ও নয়মী।—রূৎ ১ অ। (১; ১) "বিচারকর্ত্তৃগণের কর্তৃত্ব কালে;" কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, জানা যায় না। বোধ হয়, দায়ূদের পরে বৃত্তান্তটী লিখিত হইয়াছে। (১; ৯) "স্বামীর বাটীতে বিশ্রাম;" আবার বিবাহ করিয়া স্বামীর সহিত ঘর করা। (১; ১৪) "অর্পা......চুম্বন করিল;" অর্থাৎ শাশুড়ীকে চুম্বন করিয়া বিদায় লইল। (১; ১৫) "আপন দেবতাদের নিকটে;" ইহাতে জানা যায় যে, একেশ্বরবাদী যিহূদী-পরিবারে বিবাহিতা হইলেও অর্পা যিহূদী-দিগের ন্যায় ঈশ্বরোপাসনা করিত না। (১; ২০) "নয়মী;" কিন্তু নূমী হওয়া উচিত, নামটীর অর্থ প্রমোদা। "মারা;" তিক্ত। (১; ২২) "শস্যচ্ছেদনের আরম্ভ কালেই;" ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে।

রূৎ ও বোয়স্।— রূৎ ২-৪ অ। (২; ২) "শীষ সংগ্রহ করি;" রূৎ আপনার ও শাশুড়ীর ভরণপোষণের চেষ্টায় বাহির হইল। (২; ৮) "বৎসে;" ইহাতে বোধ হয়, রূৎ অপেক্ষা বোয়সের বয়স অনেক বেশী ছিল, ৩; ১০, ১১ দেখ। (২: ১১) "শুনা হইয়াছে;" রূৎ যে শাশুড়ীর মায়ায় ও শাশুড়ীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আসিয়াছে, এ সকল কথা বোয়স্ অগ্রেই শুনিতে পাইয়াছিলেন। (২; ১৭) "এক ঐফা;" প্রায় এক মণ; দেখিয়া, নয়মী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। (২; ২০) "নিকট সম্বন্ধীয়;" ইহার অর্থ মুক্তিদাতা, ৩; ৯। ৪; ১। লেবী ২৫; ২৫। (৩; ১) "বিশ্রাম স্থান ......চেষ্টা করিব না?" অর্থ, বোয়সের সঙ্গে কেন তোমার বিবাহ দিব না? (৩; ৪) "চরণ অনাবৃত;" বোধ হয়, এ দেশের লোকে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইত। (৩; ৭) "শস্য রাশির প্রান্তে শয়ন করিতে গেলে;" শস্য চৌকি দিবার জন্য ইহা করিত, আজিও পলেষ্টিয়া দেশে লোকে এইরূপ করে। "চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল;" সে

দেশের রীতি অনুসারে ইহা অন্যায় নহে; রূৎ অতি সরলা এবং বোয়স্ অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; রূতের এই কার্য্য হেতু বোয়স্ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। (৩; ১৮) "বিশ্রাম করিবেন না;" নয়মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বোয়স্ রূৎকে বড় ভাল বাসেন, বিবাহ করিতে পারেন কি না, জানিতে বিলম্ব করিবেন না। (৪; ১) "উঠিয়া গিয়া;" বৈৎলেহম নগর ছোট পর্ব্বতের উপরে ছিল, মাঠ সমভূমি, তাহা হইতে নগর অতি উচ্চ। "নগর-দ্বার;" সর্ব্বসাধারণের বসিবার, ক্রয় বিক্রয় ও বিচার করিবার স্থান। (৪; ৪) "মুক্ত কর;" যিহোবাকেই ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করা হইত, লেবী ২৫; ২৩; এই জন্য যে গোষ্ঠীকে যে ভূমি দত্ত হইয়াছিল, তাহা অন্য গোষ্ঠীর কাহাকেও বিক্রয় করিবার নিময় ছিল না, লেবী ২৫; ১০-১৬, ২৫-২৮ দেখ। (৪; ৫) "নাম রক্ষার্থে;" এই পুস্তকে যে বিবরণ আছে, তদনুসারে নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতি মৃত ব্যক্তির ভূমি কেবল ক্রয় করিত না, তাহার ভার্য্যাকেও বিবাহ করিত। সন্তান হইলে, সেই সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তান বলিয়া গণ্য এবং তাহার উত্তরাধিকারী হইত। উড়িষ্যা দেশে কেহ মরিয়া গেলে তাহার ছোট ভাই তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করে এবং তাহার গর্ভস্থ সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তান ও উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য কথা আছে, "উৎকলে দেবর পতি।" (৪; ১৮) "বংশাবলী;" সংক্ষিপ্ত তালিকা; ইহাতে অনেক নাম নাই।

---

১৫ পাঠ। এলি ও তাঁহার পুত্রগণ।

মন্তব্য ১৬।—কি কি ঘটনা দ্বারা এলি বিচারকের পদ পাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, যৌবন কালে ইনি ইস্রায়েলের শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কখন কখনও ইনি প্রধান যাজক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু বাইবেলের কোথায়ও তাঁহাকে প্রধান যাজক বলা হয় নাই; আর ইনি হারোণের কনিষ্ঠ পুত্র, ঈথামায়ের বংশীয়, কিন্তু ঈথামায়ের বড় ভাইয়ের সন্তান-গণই প্রধান যাজকের পদ পাইতে পারে।

এলির পুত্রদের দুষ্টামী।—১ শমূ ২; ১২-৩৬। (২; ১২) "পাষণ্ড;" অর্থাৎ দুষ্ট নষ্ট লোক। (২; ১৩-১৬) "যাজকের ভৃত্য আসিয়া" ইত্যাদি; হফ্নি ও পীনহস্ (১) ভোগের জন্য যে মাংস পাক হইত, তাহা হইতে অনেক মাংস, ১৩, ১৪ পদ, (২) এবং মেদ, ১৬ পদ, আত্মসাৎ করাতে পাপ করিয়াছিল। লেবীয় পুস্তকে (৭; ২৯-৩৪। ৩; ৩-৫) হত পশুর বক্ষঃস্থল, ডান জানু, কিম্বা স্কন্ধ যাজকদের পাইবার কথা, তাহাও কিন্তু বেদিতে মেদ দগ্ধ হইবার পরে। (২; ১৭) "নৈবেদ্য অবজ্ঞা করিতে;" যিহোবার আরাধনা কার্য্য সমস্তই বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। (২; ১৮) "শমূয়েল পরিচর্য্যা করিতেন" ইত্যাদি; ভ্রষ্ট যাজকগণের আচরণের সঙ্গে তুলনা করিলে ধার্ম্মিক শমূয়েলের আচরণ বড়ই ভাল বোধ হয়। "এফোদ;" কাঁধ ঢাকা একটী জামা, কোমর পর্য্যন্ত পড়িত। (২; ২৩) "তিনি বলিলেন;" দুষ্কার্য্য করাতে পুত্রদিগকে দণ্ড না দিয়া তিনি কেবল মৃদু ভর্ৎসনা করিতেন। (২; ২৯) "তুমি কেন আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত করিতেছ?" (২; ৩২) "সঙ্কট দেখিবে;" কথাটী স্পষ্ট নহে, বোধ হয়, নিয়মসিন্দুক হস্তান্তর হওয়ায় শীলোস্থিত আবাসের দুর্দ্দশার আভাস। (২; ৩৫) "এক বিশ্বাস্য যাজক উৎপন্ন করিব;" এলির পরে যাঁহারা যাজক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা।

শমূয়েলের দ্বারা এলির নিকট ঈশ্বরের বার্ত্তা প্রেরণ।—শমূ ৩; ১-৪; ১। (৩; ১) "দর্শন যখন তখন হইত না;" আপ্তবাক্য জানাইবার জন্য নিরূপিত ভাববাদী ছিল না। (৩; ৩) "ঈশ্বরীয় প্রদীপ;" সপ্ত শাখা বিশিষ্ট স্বর্ণময় দীপাধার এটী সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত জ্বলিত। "নির্ব্বাণের পূর্ব্বে;" অর্থাৎ ভোর রাত্রে। "ঈশ্বরীয় সিন্দুক যে স্থানে ছিল;" অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থান। (৩; ১১) "দেখ......শিহরিয়া উঠিবে;" অফেকের যুদ্ধে পরাজিত ও নিয়মসিন্দুক অপহৃত হইবার কথা। (৩; ১৮) "তিনি সদাপ্রভু;" পুত্রদের বিষয়ে যদিও এলির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল এবং তিনি ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন। (৩; ১৯) "ভূমিতে পড়িতে" ইত্যাদি; অর্থাৎ বৃথা হইবে না।

নিয়মসিন্দুক অপহৃত ও এলির মৃত্যু।—১ শমূ ৪ ; ১-২২। (৪ ; ৩) "নিয়মসিন্দুক আনাই ;" আশে পাশের প্রতিমাপূজক লোকেরাও আপনাদের বিগ্রহ সকল যুদ্ধ কালে সঙ্গে লইয়া যাইত ; বোধ হয়, তাহাদের দেখাদেখি ইস্রায়েলগণ নিয়মসিন্দুক শীলো হইতে আপনাদের শিবিরে আনাইয়াছিল। (৪ ; ৯) "বলবান হও ;" অতিরিক্ত বীরত্ব প্রকাশ করণার্থ উত্তেজনা। (৪ ; ২১) "ঈখাবোদ ;" ইহার অর্থ হীনপ্রতাপ ; নিয়মসিন্দুক শত্রুরা লইয়া যাওয়াতে তাহার মনে এমন দুঃখ হইয়াছিল যে, পতিশোক ভুলিয়া গিয়াছিল। এই নারীর ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তখনও ইস্রায়েলের মধ্যে ভক্তিপূর্ণ নরনারী ছিল।

১৬ পাঠ। দর্শক শমূয়েল।

মন্তব্য ১৭।—এই সময়ের সন তারিখ ঠিক করা কঠিন। কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়া নিম্নলিখিত সন ধার্য্য করিয়াছেন :—

শমূয়েলের জন্ম	খ্রীঃ পূঃ ১১৪৯।
দ্বাদশ বৎসর বয়সে শমূয়েলের আহ্বান।	" " ১১৩৭।
এলির মৃত্যু।	" " ১১২৭।
পলেষ্টীয়দিগের অত্যাচার (১ শমূ ৭ ; ২।)	" " ১১২৭—১১০৭।
শমূয়েলের বিচারকত্ব (? ১৮ বৎসর।) ...	" " ১১০৭—১০৮৯।
শমূয়েলের পুত্রগণের শাসনকাল (? ১০ বৎসর।)	" " ১০৮৯—১০৭৯।
শৌল মনোনীত	" " ১০৭৯।
দায়ূদের অভিষেক	" " ১০৬৫।
৯০ বৎসর বয়সে শমূয়েলের মৃত্যু (?) ...	" " ১০৫৯।
শৌলের মৃত্যু ও দায়ূদের সিংহাসন প্রাপ্তি।	" " ১০৫৫।

রাজার জন্য অনুরোধ।—১ শমূ ৮ অঃ (৮ ; ১) "আপন পুত্রদিগকে বিচারকর্ত্তা করিলেন ;" কারণ তখনও তাহাদের মন্দ মতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। (৮ ; ৩) "উৎকোচ লইতেন ;" ঘুস লওয়া। (৮ ; ৪) "প্রাচীনবর্গ ;" সাধারণ লোকদিগের প্রতিনিধি। (৮ ; ৭) "তোমাকে অগ্রাহ্য করিল ;" ইহাতে জানা যায় যে, শমূ-

য়েলই প্রকৃত পক্ষে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। "আমাকেই অগ্রাহ্য করিল;" ইহাতে জানা যায় যে, যিহোবাই প্রকৃত রাজা ছিলেন। তথাপি একটা জাতির মত জাতি হইয়া চলিতে হইলে এবং শান্তিতে ও সুখে বাস করিতে হইলে, রীতিমত শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল। ইস্রায়েল সন্তানগণ যদি যিহোবার আজ্ঞাবহ থাকিয়া আপনাদের অধিকারের মাহাত্ম্য বুঝিত, জাতিগণের বাধা সত্তেও এই সকল সিদ্ধ হইত। (৮; ১১-১৭) "এইরূপ পদ্ধতি হইবে" ইত্যাদি; প্রাচ্য রাজার ঠিক বর্ণনা। (৮; ২০) "আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন;" এক্ষণে ইস্রায়েলের অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়, ফিলিষ্টীয়েরা আবার ইস্রায়েলের উপর আধিপত্য লাভ করিল, এবং অম্মোনীয়েরাও ভয় দেখাইতেছিল। ১ শমূ ১২; ১২ দেখ।

শমূয়েলের নিকট শৌলের গমন।—১ শমূ ৯; ১-১৪। (৯; ২) "শৌল. ..যুবাপুরুষ;" বোধ হয়, ২৫ বৎসর বয়স্ক। "তদপেক্ষা সুন্দর পুরুষ ছিল না;" প্রাচ্য লোকের মতে এই প্রকার পুরুষই রাজা হইবার যোগ্য। (৯; ৯) "ভাববাদী......দর্শক;" ইহাতে জানা যায় যে, ঘটনার অনেক পরে এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। ভাববাদী বলিলে, ঈশ্বরের সংবাদবাহক, ঈশ্বরানুপ্রাণিত বক্তা বুঝায়, আর দর্শক বলিলে দর্শনপ্রাপ্ত বুঝায়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরীয় দর্শন পাইত। (৯; ১২) "উচ্চ স্থলীতে ... ... যজ্ঞ;" শলোমনের সময় পর্য্যন্ত লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া বলিদানাদি করিত।

শমূয়েল কর্ত্তৃক শৌলের অভার্থনা ও অভিষেক।—১ শমূ ৯; ১৫-১০; ১৬। (৯; ১৬) "অধ্যক্ষ;" বাস্তবিক দলপতি। "নিস্তার করিবে;" শমূয়েলের পুত্রদের অসদ্ব্যবহার, ৮; ৫, হেতু নহে, কিন্তু ইস্রায়েলকে ফিলিষ্টীয়দিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করা আবশ্যক বলিয়া অধ্যক্ষকে অভিষেক করিতে বলা হইয়াছে। (৯; ২১) "ক্ষুদ্রতম নহি?" কারণ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছিল, বিচারকর্ত্তৃগণ ১৯-২১ অঃ দেখ। (১০; ১) "তৈলের শিশি লইয়া...মস্তকে তৈল ঢালিলেন;" অভিষেক পবিত্রীকৃতি করণের নিদর্শন বিশেষ, লেবী ৮; ১২, গুরুতর কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া। (১০; ৯) "অন্য অন্তঃকরণ;" নূতন নিয়মের নূতন অন্তঃকরণ নহে, ঈশ্বরের অনুপ্রাণন গুণে সামান্য পল্লী

গ্রামবাসী লোক ইস্রায়েলের রাজা ও উদ্ধারকর্ত্তা হইল। (১০ ; ১০) "ঈশ্বরের আত্মা ;" ১৩ পাঠে, বিচার ১১ ; ২৯ পদের টীকা দেখ। "ভাবোক্তি প্রচার করিলেন ;" গাঢ় ধর্ম্ম ভাবের কথা বলিলেন। (১০ ; ১২) "উহাদের পিতা কে?" শৌল ভাববাদীর পুত্র নহে, এই আপত্তির খণ্ডন। ইহার অর্থ এই, অন্য ভাববাদীগণের বেলা কি বল? তাঁহাদের পিতারাও কি ভাববাদী ছিলেন? ভাববাণী প্রচার করণের ক্ষমতা পৈতৃক বিষয় নহে, ঈশ্বরের অনুপ্রাণন দ্বারা লব্ধ হয়।

১৭ পাঠ। শৌলের রাজপদ প্রাপ্তি।

যাবেশ-গিলিয়দে নিস্তার।—১ শমূ ১১ অ। (১১ ; ২) "এই পণে ;" নাহশ যাবেশের লোকদিগের চক্ষু তুলিয়া লইলে তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে অপরাগ এবং সমগ্র ইস্রায়েলের কলঙ্ক হইত। (১১ ; ৫) "বলদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া" ইত্যাদি ; শমূয়েলের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া শৌল গৃহে গিয়া চুপ চাপ ছিলেন এবং সাধারণের দ্বারা রাজা বলিয়া গ্রাহ্য হইবার উপযুক্ত কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। (১১ ; ৬) "ঈশ্বরের আত্মা আসিলেন," ইত্যাদি ; ঈশ্বরীয় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া আশু বীরবৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (১১ ; ৭) "শৌলের ও শমূয়েলের পশ্চাৎ ;" ভাববাদীর কর্ত্তৃত্ব শৌল অকাতরে স্বীকার করেন। (১১ ; ৯) "প্রখর রৌদ্রের সময়ে ;" দুই প্রহরের কাছা-কাছি। (১১ ; ১১) "প্রভাতীয় প্রহরে ;" রাত্রি দুইটা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। (১১ ; ১৪) "গিল্‌গলে ;" বোধ হয়, এস্থলে বৈথেলের উত্তর দিকস্থ গিল্‌গলের কথা বলা হইয়াছে, যর্দ্দনের নিম্ন উপত্যকার গিল্‌গল নহে।

ফিলিষ্টীয়দিগের সহিত যুদ্ধ।—১ শমূ ১৩ ; ১—১৪ ; ৪৬। (১৩ ; ২) "তিন সহস্র সৈন্য ;" এই তিন সহস্র হইতে রীতি মত স্থায়ী সেনাদলের আরম্ভ হইয়াছিল। (১৩ ; ৫) "ত্রিশ সহস্র রথ ;" পর্ব্বতময় দেশে এত রথ নিতান্ত অনাবশ্যক ; বোধ হয়, ৩০ না হইয়া ৩ হইবে। (১৩ ; ৮) "সাত দিন প্রতীক্ষা করিলেন ;" ১০ ; ৮ পদে

শমূয়েলের যে আজ্ঞা আছে, সেই আজ্ঞা অনুসারেই সাত দিন বিলম্ব করা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত আজ্ঞা দানের দশ, কি পনের বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে। সকলেই স্বীকার করেন যে, শমূয়েলের গ্রন্থ সংকলিত পুস্তক, আবার শমূয়েলের মৃত্যুর বহুকাল পরে এই পুস্তক সংকলিত হওয়াতে ধারাবাহিক সুসংলগ্ন বিবরণ দাঁড় করাইয়া তুলিতে সঙ্কলককে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। (১২ ; ১৯) "কর্ম্মকার ছিল না ;" দবোরার সময়েও এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, বিচার ৫ ; ৮ দেখ। (১৪ ; ১৮) "ঈশ্বরের সিন্দুক ;" নিয়ম সিন্দুক তখনও কিরিয়ৎ যিয়ারীমে ছিল, সুতরাং যিহোবার ইচ্ছা জ্ঞাত হইবার জন্য সিন্দুক বা এফোদ ব্যবহৃত হইত না। (১৪ ; ২৭) "চক্ষু সতেজ হইল ;" অর্থাৎ তিনি সবল ও সচ্ছন্দ হইলেন। (১৪ ; ৪৫) "কিন্তু লোকেরা কহিল" ইত্যাদি ; লোকেরা এ বিষয়ে হাত দেওয়াতে, বোধ হয়, যিপ্তহের সময়ের লোক অপেক্ষা ইহারা ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকটা উন্নত হইয়াছিল।

শৌলের অবাধ্যতা ও বর্জ্জন —১ শমূ ১৫ অ। (১৫ ; ২) "ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক ;" যাত্রা ১৭ ; ৮-১৬। গণ ১৪ ; ৪৫। বিচার ৩ ; ১৩। ৬ ; ৩ দেখ। (১৫ ; ৯) "শৌল আগাগের প্রতি দয়া করিলেন ;" ফলতঃ নিজ বীরত্ব দেখাইবার জন্য। (১৫ ; ১৫) "সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান ;" লুঠের দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে এই ছুতা করিল। (১৫ ; ২৩) "মন্ত্র পাঠ ;" শৌল যে কুপ্রথা সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই কুপ্রথাকে হয় ত মন্ত্রপাঠ বলা হইয়াছে, ২৮ ; ৩ দেখ। (১৫ ; ২৪) "আমি পাপ করিয়াছি ; কারণ লোকদিগকে ভয় করিয়া ;" ইহা ওজর মাত্র, ইহাতে প্রকৃত অনুতাপের চিহ্ন দেখা যায় না, ৩০ পদ দেখ।

—:—

১৮ পাঠ। দায়ূদ অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেকার বিবরণ।

মন্তব্য ১৮।—১ শমূ ১৭ ও ১৮ অ। শৌলের সহিত দায়ূদের প্রথম পরিচয়ের বিবরণে কয়েকটী গোলের কথা আছে ; ১৭ ; ৫৫

১৮ ও ১৬; ১৯-২৩ মিলাইয়া দেখ। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০ সালে যে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহাই তৎকালের ইব্রীয় শব্দ বিন্যাসের প্রধান সাক্ষ্য, তাহাতে কিন্তু ১৭; ১২-৩১। ১৭; ৫৫-১৮; ৯-১২, ১৭-১৯, ২৯, ৩০ পদ নাই। বোধ হয়, উক্ত অনুবাদ হইয়া গেলে পর ঐ সকল পদ ইব্রীয় পুরাতন নিয়মে সংযুক্ত হইয়াছিল। ও গুলি বাদ দিলে বিবরণটী সহজ ও সুসঙ্গত হয়।

দায়ূদের দ্বারা গলিয়াথের পরাভব। ১ শমূ ১৭; ১-১১, ৩২-৩৪। (১৭; ৫) "পাঁচ সহস্র শেকল;" প্রায় দেড় মণ। (১৭; ৩৩) "বালক;" বোধ হয়, ১৭ বৎসরের বালক। (১৭; ৪০) "ফিঙ্গাটী;" মেষ চরাইতে চরাইতে ফিঙ্গা চালাইতে শিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন, বিচার ২০; ১৬,। (১৭; ৪৯) "কপালে;" সমস্ত শরীর আবৃত ছিল, কেবল কপালটুকু খোলা ছিল।

দায়ূদের প্রতি শৌলের হিংসা।—১ শমূ ১৮; ৬-১৯; ১। (১৮; ৭) "অযুত অযুত;" রাজা ও সেনাপতির দশ গুণ লোক দায়ূদ যুদ্ধে হত করিয়াছেন বলাতে শৌল অপেক্ষা তাঁহার বেশী প্রশংসা হইল। (১৮; ১৩) "সহস্রপতিপদে নিযুক্ত করিলেন;" ভাবিয়াছিলেন, দায়ূদ যে দুঃসাহসী, একদিন তাঁহাকে ফিলিষ্টীয়দের হাতে প্রাণ হারাইতে হইবেই। (১৮; ২০-২৫) "মীখল দায়ূদকে প্রেম করিতে লাগিল;" ইহাতে শৌল দায়ূদকে বধ করাইবার আর এক সুযোগ পাইলেন; তিনি বলিলেন, দায়ূদ যদি এক শত ফিলিষ্টীয়কে বধ করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইল, পণ দিতে হইবে না। (১৯; ১) "দায়ূদকে বধ কর;" শৌল দায়ূদকে মারিয়া ফেলিবার জন্য যত ফিকির করিতে লাগিলেন, তাহাতে দায়ূদের মান তত বাড়িতে লাগিল। এখন আর হিংসাভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। দায়ূদ থাকিলে সিংহাসন নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করা অসাধ্য বিবেচনায় প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে বধ করিতে চাহিলেন।

শৌলের প্রতি দায়ূদের উদারতা।—১ শমূ ২৬ অঃ। (২৬; ১) "সীফীয়েরা;" দায়ূদের প্রতি ইহাদের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, ২৩; ১৪-২৯। "শকট মণ্ডলের মধ্যে;" শিবিরের চারি দিকে গাড়ী গুলি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"অবনের;" পাহারা দিবার জন্য সিপাহি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। (২৬; ৯) "সদাপ্রভুর অভিষিক্তের;" ধর্ম্মভাব ও স্বদেশহিতৈষিতা-মূলক রাজভক্তি হেতু দায়ূদ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। (২৬; ১৭) "শৌল" ইত্যাদি; গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে দায়ূদের স্বর চিনিতে পারিয়াছিলেন। (২৬; ১৯) "আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে;" ভাবটী, বোধ হয়, এই, যিহোবা যখন ইস্রায়েলের প্রভু, তখন ইস্রায়েল রাজ্য মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব হইবে। অতএব এই রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া অন্য দেবগণের রক্ষিত দেশে গেলে, যিহোবার নিকট হইতেও তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া হইল, সুতরাং তাঁহার আরাধনা করিবার আর অধিকার রহিল না।

শৌল ও যোনাথনের মৃত্যুতে দায়ূদের বিলাপ।—২ শমূ ১ অ। (১; ৬) "শৌল বড়শার উপরে নির্ভর দিয়াছিলেন;" আত্মঘাতী হইবার জন্য নহে, ভার রাখিবার জন্য। (১; ১০) "মুকুট;" রাজ-মুকুট নহে, বোধ হয়, অন্য কোন প্রকার মুকুট। "আমার প্রভুর নিকটে;" দায়ূদ যে শৌলের পদ পাইবেন, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই পুরস্কারের আশায় এ প্রকার কার্য্য করিল। (১; ১৮) "ধনুগীত;" ইহাই এই গীতটীর শিরোনাম।

১৯ পাঠ। দায়ূদ-রাজা।

যিহূদার রাজপদে দায়ূদ অভিষিক্ত; অব্নের কর্ত্তৃক ঈশ্‌বোশতের রাজপদ প্রাপ্তি।—২ শমূ ২। (২; ১) "দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন" ইত্যাদি; যদিও শমূয়েল শৌলের পদে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, তথাপি ইস্রায়েলের কেহই এ বিষয়ে তাঁহাকে কিছু বলিল না; আখীশের সঙ্গে বন্ধুতা হওয়াতে, তাঁহার উপর লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, পুর্ব্বে এত সুখ্যাতিজনক কাজ করিলেও সে অবিশ্বাস যেন দূর হইল না। (২; ৪) "যিহূদার লোকেরা আসিয়া;" আপনাদের গোষ্ঠীর এক জনের বীরত্ব প্রযুক্ত অহঙ্কার হেতু তাহারা পূর্ব্ব কথা সকল ভুলিয়া গেল। (২; ৭) "রাজ্যাভিষিক্ত

করিয়াছে;” দায়ূদের মিষ্ট কথায় তাহারা ভুলিল না। (২; ৮) “অব্‌নের;” শৌলের আত্মীয়, পাঁচ জনকে বশে রাখিতে বিলক্ষণ পটু; ইহারই প্রভাবে কেবল এক গোষ্ঠী দায়ূদের আনুগত্য স্বীকার করিল না; আর সকলেই করিল। অবশেষে ইহারই পরামর্শে তাহারা দায়ূদের শরণাগত হইয়াছিল। (২; ১০) “চল্লিশ বৎসর;” বড় বেশী বোধ হয়, কেননা শৌল বত্রিশ বৎসরের বেশি কাল রাজত্ব করেন নাই, রাজত্বের আরম্ভে তিনি যুবক ছিলেন।

দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা।—২ শমূ ৫ অঃ। (৫; ১) “পরে আসিয়া কহিল;” কারণ শৌল ও অব্‌নেরের সমস্ত পুত্র মরিয়া গেল, দায়ূদের বিষয়ে ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা তাহাদের মনে পড়িল। (৫; ৬) “অন্ধেরা ও খঞ্জেরাই;” নগরটী যিবূষীয়দের অধিকারেই ছিল, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, অন্ধ ও খঞ্জেরাও যদি নগরের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তথাপি কেহ তাহা দখল করিতে পারিবে না। (৫; ৮) “জল প্রণালীতে;” মাটীর ভিতর দিয়া এক পথ ছিল, এই পথে যোয়াব নগরে গিয়াছিলেন, ১ বংশ ১১; ৬। নগর শত্রুকর্ত্তৃক অবরোধ কালে নগরবাসিদিগকে জল সরবরাহ করিবার জন্য এই খাল কাটা হইযাছিল। সংপ্রতি এই খাল বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া লোকও গিয়াছিল। (৫; ৯) “দায়ূদ নগর;” পর্ব্বতমন্দির মোরিয়ার পোয়াটাক পথ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সীয়োন পর্ব্বতে এই নগর ছিল, ১৮৮০ সালে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে।

নিয়মসিন্দুক যিরূশালেমে নীত।—২ শমূ ৬ অ। (৬; ৩) “অবীনাদবের বাটী হইতে;” এই বাড়ীতে উক্ত সিন্দুক সত্তর আশী বৎসর ছিল, ১ শমূ ৭; ১। (৬; ৭) “ঈশ্বর তাহাকে আঘাত করিলেন;” এই সিন্দুক যিহোবার বর্ত্তমানতার নিদর্শন, ইহার যৎসামান্য অনাদর হইলে এই প্রকার কঠিন দণ্ড বিধান হইত। (৬; ৮) “অসন্তুষ্ট হইলেন;” ইহার অর্থ রাগসংযুক্ত বিরক্তি। (৬; ১৪) “শুক্ল এফোদ;” তৎকালে দায়ূদ যাজকীয় ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। (৬; ১৬) “লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে;” ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পর্ব্ব উপলক্ষে ধর্ম্মভাবের নৃত্য, সাধারণ নৃত্য নহে। (৬; ১৭) “তাম্বু;” মোশির তাম্বু নহে, তাহা তখনও গিবিয়োনে ছিল, ১ বংশা ১৬; ৩৯।

দায়ূদ ও তাঁহার বংশের নিকট প্রতিজ্ঞা।—২ শমূ ৭ অ (৭; ৫) "যাও, আমার দাস দায়ূদকে বল;" ভাববাদী আপনি যাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, পদ ১-৩; ঈশ্বর তাহা অনুমোদন করিলেন না। ৫-১৩ পদের ভাব এই, তোমাকে আমার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে না, কিন্তু আমি তোমাকে নিজ প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য মনোনীত করিয়াছি; তুমি আপনার নিমিত্ত এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ৮-১০; তোমার পুত্র আমার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

২০। দায়ূদের পুত্রগণ।

দায়ূদের নানা যুদ্ধে জয়লাভ।—২ শমূ ৮ অ। (৮; ১) "প্রধান নগরের কর্ত্তৃত্ব হরণ করিলেন;" ফিলিষ্টীয় প্রধান নগরের শাসনভার লইলেন; এই নগর দখল করিয়া দায়ূদ ফিলিষ্টীয়দিগকে করদ করেন। (৮; ২) "মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিয়া;" এক সময়ে মোয়াবীয়েরা উপকার করিলেও ১ শমূ ২৩; ৩, ৪, দায়ূদ এক্ষণে তাহাদিগকে দণ্ড দিলেন কেন? বোধ হয়, তাহারা কোন গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল।

অব্‌শালোমের বিদ্রোহিতা।—২ শমূ ১৫; ১—১৯; ১৫। (১৮; ৬) "রণস্থলে বাহির হইয়া গেল;" এই সময়ে দায়ূদ যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে মহনয়িম নামক স্থানে ছিলেন, আর এ স্থান বিলক্ষণ গড়বন্দী ছিল বলিয়া বোধ হয়। "ইফ্রয়িম অরণ্যে," ১৮; ৬। দায়ূদের ও অব্‌শালোমের সৈন্যদলে যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাতে যর্দ্দনের পশ্চিম দিকস্থ কোন স্থান বুঝায়, কিন্তু বিবরণটী পাঠে বোধ হয়, মহনয়িমের নিকটে হইয়াছিল। ১৮; ৩। ১৯; ৩। (১৮; ২৪) "নগর-দ্বার-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী;" নগরবেষ্টিত প্রাচীরের গায়ে দুইটী দ্বার ছিল; বহির্দ্বার ও ভিতরকার দ্বার। সংবাদ জানিবার আশায় ব্যগ্রভাবে দায়ূদ নগরদ্বার-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়াছিলেন। (১৮; ২৭) "সে ভাল মানুষ;" অর্থাৎ সে এমন লোক যে কুসংবাদ আনিয়া রাজার বিরাগভাজন হইবে না। (১৮; ৩১) "কূশীয়;" কূশ দেশীয়, বোধ হয়, এ ব্যক্তি যোয়াবের দাস ছিল। (১৯; ৫)

"যোয়াব ... আসিয়া কহিলেন;" পুত্রশোকে রাজা এমন কাতর হইয়াছিলেন যে, সেনাগণের বীরত্ব হেতু কিছু মাত্র আনন্দ করিলেন না। সেনারা অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল, অবশেষে বিপ্লব উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল, রাজা রাজকার্য্যে মন না দিলে বিপদ উপস্থিত হইত, কিন্তু যোয়াবের কথায় চেতনাযুক্ত হইয়া রাজকার্য্যে পুনরায় মনোযোগী হয়েন। (১৯; ৯) "কলহ করিয়া বলিতে লাগিল;" দায়ূদকে ছাড়িয়া যাওয়াতে যে দোষ ও অকৃতজ্ঞতার কাজ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া, লোকেরা তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিল। "ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশে;" অবশালোমের ছিন্ন ভিন্ন সেনাগণ। (১৯; ১১) "সকলের শেষে;" অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছিল, কেবল দায়ূদের স্বগোষ্ঠীর লোকেরা বাঁকিয়া বসিয়াছিল, কারণ তাহারা বিদ্রোহী অবশালোমের বিলক্ষণ পোষকতা করিয়াছিল। এক্ষণে রাজা ক্ষমা করিবেন বলাতে, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহারা বিশেষ উদ্যোগী হইল, ১৬-১৮ ও ৪০-৪৩ পদ দেখ।

সিংহাসন লাভের জন্য আদোনিয়ের ষড়যন্ত্র।—১ রাজা ১; ৫-৩১। (১; ৫) "অভিমান করিতে লাগিল;" দায়ূদের বর্ত্তমান পুত্রদের মধ্যে আদোনিয় সকলের বড়, এই জন্য, বোধ হয়, তিনি আপনাকে সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী মনে করিয়াছিলেন। (১; ৬) "পরম সুন্দর পুরুষ;" দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিলেন, যেমন অবশালোম, ২ শমূ ১৪; ২৫; তাই মনে করিতেন, প্রজারা তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসে। "অবশালোমের অনুজ;" কিন্তু সহোদর নহে, ৫ পদ ও ২ শমূ ৩; ৩ মিলাইয়া দেখ। (১; ৮) "বীরগণ;" দায়ূদের ৬০০ শত প্রহরী সেনা তাঁহার পক্ষ ছিল। (১; ১২) "আপন প্রাণ ... বাঁচাইতে পার;" আদোনিয় সিংহাসন হাত করিতে পারিলে বিপক্ষ রাজপুত্রগণকে বধ করিতেন। (১; ১৩) "আপনি কি শপথ পূর্ব্বক...বলেন নাই?" এই প্রকার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন কথা লেখা নাই। (১; ২৮) "বৎসেবা কে ... ডাকিয়া আন;" নাথন আসাতে তিনি রাজার কক্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

শলোমন রাজপদে অভিষিক্ত; দায়ূদের উপদেশ।—১ রাজা ১;

৩২—২ ; ১১। (১ ; ৩৩) "গীহোনে নামিয়া যাও ;" বোধ হয়, যিরূশালেমের বাহিরে যিহোশাফট উপত্যকাস্থ কোন উনুই। (১ ; ৫০) "যজ্ঞবেদীর চূড়া ;" এই চূড়া জড়াইয়া ধরিলে দোষী ব্যক্তি ঈশ্বরীয় করুণার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিত ; তাহাতে তাহার দোষ মোচন হইত, সে আর দণ্ডিত হইত না। (১ ; ৫২) "ভদ্রলোক ;" আর কোন ষড়যন্ত্র করে নাই। (২ ; ৫) "যোয়াব যাহা ... করিয়াছে ;" যোয়াবের দোষের বিষয়ে দায়ূদ অতি কঠিন কথায় নিজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিতে পারেন নাই।

২১ পাঠ। শলোমন রাজা।

শলোমনের জ্ঞান-প্রার্থনা।—১ রাজা ৩ অ। (৩ ; ১) "ফরৌণ ;" কোন্ ফরৌণ, ঠিক জানা যায় না ; অনেকে মনে করেন, ইনি ২১শ রাজবংশের ফরৌণ। "ফরৌণের কন্যা ;" যে স্ত্রীরা শলোমনকে প্রতিমাপূজায় লিপ্ত করিয়াছিল, তাহাদের নামের সঙ্গে এই ফরৌণের কন্যার নামোল্লেখ হয় নাই ; অতএব, বোধ হয়, তিনি অল্প বয়সে মরিয়া গিয়াছিলেন, না হয়, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া যিহোবার আরাধনা করিতেন। (৩ ; ৪) "গিবিয়োনে ;" মোশি যে আবাস—বা তাম্বু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ১ বংশা ১৬ ; ৩৯, তাহা এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল ; দায়ূদ অপর এক তাম্বু নির্ম্মাণ করাইয়া, যিরূশালেমে স্থাপিত করতঃ তাহাতে নিয়মসিন্দুক রাখিয়া দিয়াছিলেন। (৩ ; ৭) "ক্ষুদ্র বালক ;" এ স্থলে বয়সের কথা হইতেছে না, শলোমনের রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা অল্প ছিল, সেই কথা হইতেছে। তিনি বয়সেতে "ক্ষুদ্র বালক" ছিলেন না, বহুদর্শিতা বিষয়ে "ক্ষুদ্র বালক" ছিলেন। কথিত আছে যে, শলোমন ৪০ বৎসর, ১১ ; ৪২, রাজত্ব করেন ; আর তাঁহার পুত্র রাহবিয়াম যখন রাজত্ব আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর ছিল, ১৪ ; ২১। সুতরাং শলোমন যখন সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, তখন রাহবিয়াম এক বৎসরের ছিলেন।

শলোমনের রাজ্য ও সুখ্যাতি।—১ রাজা ৪ অ। (৪; ২১) "ফরাৎ নদী;" ভূগোলে এই নদীকে ইউফ্রেটিস্ নদী বলে। "উপঢৌকন;" অর্থাৎ কর দিত। (৪; ২২) "ত্রিশ মণ;" রাজবাটীতে বিস্তর লোক খাইত। (৪; ২৬) "চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা;" নকল করণ কালে ভুল হইয়াছে, চারি সহস্র হইবে, ২ বংশা ৯; ২৫। (৪; ৩০) "পূর্ব্ব দেশীয় লোক;" আরব দেশীয়, বিশেষ রূপে কল্দীয় লোক। (৪; ৩২) "তিন সহস্র নীতিবাক্য;" হিতোপদেশ পুস্তকে ইহার অনেক নীতিবাক্য অবশ্যই আছে। "এক সহস্র পাঁচটী গীত;" ইহার একটীও রক্ষিত হয় নাই।

নিয়মসিন্দুক মন্দিরে নীত।—১ রাজা ৮; ১-২১। (৮; ১) "দায়ূদ-নগর;" ২ শমূ ৫; ৯, ও ১৯ পাঠের টীকা দেখ। (৮; ৪) "সমাগমের তাম্বু;" ৩; ৪ পদের ব্যাখ্যা দেখ। (৮; ৬) "করূবদ্বয়ের পক্ষের নীচে;" ৬; ২৩ ২৮ পদে ইহার বিবরণ দেখ। (৮; ৮) "অদ্য পর্য্যন্ত;" যে সময়ে এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময় পর্য্যন্ত। (৮; ৯) "কেবল ... দুই খানি প্রস্তর-ফলক;" ইব্র ৯; ৪ পদ মতে সিন্দুকে মান্নার স্বর্ণ পাত্র, যাত্রা ১৬; ৩৩, এবং হারোণের যে যষ্টি মুকুলিত হইয়াছিল, ১৭; ২-১০, তাহা থাকিত। কিন্তু এই সকল জিনিষ যে মন্দিরে ছিল, ইহার কোন পদেই সে কথার উল্লেখ নাই। (৮; ১১) "সদাপ্রভুর প্রতাপে" ইত্যাদি; যাত্রা ৪০; ৩৪, ৩৫; দেখ। মোশির আবাস-তাম্বু প্রতিষ্ঠা কালে ঠিক এই রূপ হইয়াছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্ব্ব।—১ রাজা ৮; ৫৪-৬৬। (৮; ৬৩) "মঙ্গলার্থক বলি" ইত্যাদি; প্রত্যেক হত পশুর যৎকিঞ্চিৎ মাংস অগ্নিতে দগ্ধ ও যিহোবাকে উৎসর্গ করা হইত; অবশিষ্ট মাংস যাজকেরা, আর যাহারা পূজা দিত, তাহারা ভাগ করিয়া লইত। তাহাতেই এই প্রকার উৎসব কালে বিস্তর গোমেষ বলি হইল। (৮; ৬৫) "শলোমন......উৎসব করিলেন;" সপ্তম মাসের ৮ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত, এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া উৎসব হইল; কিন্তু এইটী দ্বিতীয় পর্ব্ব। আবাস-তাম্বুর পর্ব্ব আরও সাত দিন, অর্থাৎ ১০ই হইতে ২৩শে পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

২২ পাঠ। শলোমনের রাজ্য ও আশে পাশের জাতিগণ।

শলোমন ও সোরের রাজা হীরম।—১ রাজা ৫; ১-১২। ৯; ১০-১৪। (৫; ১) "আপন দাসগণকে পাঠাইলেন;" নিজ প্রীতি-ভাব প্রকাশ করিয়া রাজ-দূত পাঠাইয়াছিলেন। (৫; ৩) "সে সমস্ত;" অর্থাৎ দায়ূদের শত্রুগণকে। (৫; ৬) "লিবানোন;" এই পর্ব্বতমালা সোর রাজ্যভুক্ত ছিল, উত্তর দিকের "তেরাইতে" বিখ্যাত এরস বৃক্ষের বন ছিল। (৫; ৯) "আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন;" অর্থাৎ আমার যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা দিবেন। ফৈনীকীয় লোকেরা বাণিজ্যজীবী ছিল, সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অতি সঙ্কীর্ণ ভূমি-খণ্ডে বাস করিত, সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশের উৎপন্ন শস্যের দরকার হইত। (৯; ১১) "বিংশতি নগর;" হীরম কাষ্ঠ ও স্বর্ণ ইত্যাদি বিস্তর যোগাইয়াছিলেন। সেই সকলের বিনিময়ে তাঁহাকে বিংশতিটী নগর দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি শলোমনেরই লাভ; বোধ হয়, হীরমকে আর কোন প্রকারে সাহায্য করা হইয়াছিল।

মিসর ও শিবা দেশের সহিত শলোমনের সম্বন্ধ।—১ রাজা ৯; ১৬। ১০; ১-১৩, ২৮, ২৯। (৯; ১৬) "গেষর;" এই নগর কোথায় ছিল, আজিও জানা যায় নাই। বোধ হয়, দান গোষ্ঠীর এলাকায় এই নগর ছিল। শলোমনের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে ফরৌণ এই নগর নষ্ট করিয়াছিলেন। (১০; ১) "সদাপ্রভুর নামের পক্ষে;" অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে শলোমনের সুখ্যাতি। "গূঢ় বাক্য;" অর্থাৎ রূপক ভাবের কথা। (১০; ৫) "সোপান;" আবৃত সিড়ি। (১০; ১১) "চন্দন কাষ্ঠ;" বোধ হয়, ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে নীত রক্ত চন্দন কাষ্ঠ।

শলোমনের বাণিজ্য এবং ঐশ্বর্য্য।—১ রাজা ৯; ২৬-২৮। ১০; ১৪-২৭। (৯; ২৬) "ইৎসিয়োন-গেবরে কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন;" ২ বংশা ৮; ১৭, ১৮ পদের সহিত এই কথা মিলাইয়া দেখিলে, বোধ হয় যে, হীরম জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য কতক কাষ্ঠ ভূমধ্যস্থ সাগরের কূলস্থ কোন স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তথা

হইতে স্থলপথে ইৎসিয়োন-গেবরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য তিনি আফ্রিকা খণ্ডের চতুর্দ্দিকে জাহাজ পাঠান নাই। ১০; ২২ পদের টীকাও দেখ। (১০; ১৪) "ছয় শত ছেষট্টি মণ স্বর্ণ;" এক্ষণকার দর অনুসারে এই স্বর্ণ রাশির মূল্য ছয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা। সে কালে ইহা অগাধ ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। (১০; ২২) "তর্শীশগামী জাহাজ;" এস্থলে লেখক, বোধ হয়, স্পেন্ দেশের তার্শেশুস্ নগরকেই তর্শীশ বলিয়াছেন. কিন্তু শলোমনের জাহাজ আফ্রিকাখণ্ড ঘুরিয়া কখনই স্পেনে যাইতে পারিত না; আর এই সকল জাহাজে যখন ভারতবর্ষীয় জিনিষের আমদানি হইত, তখন বোধ হয়. ফৈনীকীয়েরা তর্শীশে যে প্রকার জাহাজ পাঠাইত, শলোমন সেই সকল জাহাজের মত জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

যারবিয়ামের মিসরে পলায়ন।—১ রাজা ১১; ২৬-৪৩। (১১; ২৭) "মিল্লো;" যিরূশালেম নগরের যে অংশকে "দায়ূদ নগর" বলিত, সেই খানে একটী দুর্গ ছিল, সেইটীকে "মিল্লো" বলিত। (১১; ৩৬) "প্রদীপ;" আবাস তাম্বুতে দিবারাত্র এক প্রদীপ জ্বলিত; সুতরাং প্রদীপ অর্থে এস্থলে বংশের স্থায়িত্ব বুঝায়। বিভীষণের মুখে কৃত্তিবাস রাবণকে বলিয়াছিলেন, "কেহ না রহিবে তোর বংশে দিতে বাতি।" রাবণের নির্ব্বংশ হইয়াছিল।

---

২৩ পাঠ। রহবিয়াম ও যারবিয়াম।

উত্তরাঞ্চলস্থ ইস্রায়েলগণের বিদ্রোহ,—যারবিয়ামকে রাজা করা হইল।—১ রাজা ১২; ১-২৪। (১২; ১) "রাজা করণার্থ সমস্ত ইস্রায়েল শিখিমে উপস্থিত;" ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর এলাকায় শিখিম অতি প্রাচীন নগর ছিল। রাজধানীতে না করিয়া এই স্থানে অভিষেকের আয়োজন করাতে, বুঝিতে পারা যায় যে, উত্তরাঞ্চলীয় লোকেরা বাড়াবাড়ি না করিয়া বিবেচনাসহ কাজ করিয়াছিল (১২; ৩) "দূত পাঠাইয়া;" বোধ হয়, কেবল তাহার নিজ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। (১২; ৫) "চলিয়া যাও, তিন দিনের পরে" ইত্যাদি; এরূপ

আবেদন যে হইবে, রহবিয়াম এমন মনে করেন নাই। (১২ ; ৭) "যদি আপনি .....সেবক হইয়া" ইত্যাদি ; রাজা হইতে গেলে বিস্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হয়, অথচ অনেক ক্ষমতাও পাওয়া যায়। (১২ ; ৮) "যুবকদের সহিত ; " নীচে ১৪ ; ২১ পদের টীকা দেখ। (১২ ; ১০) "আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ; " ইহার অর্থ এই, আমার পিতা অপেক্ষা আমি অধিক বলশালী ও অধিক অত্যাচারী হইব। (১২ ; ১১) "বৃশ্চিক দ্বারা ; " এক রকম চাবুক, যাহাতে কাঁটা বা লোহার কাঁটা গাঁথা থাকিত। (১২ ; ২৪) "তোমার ভ্রাতা ;" রাজনীতি বিষয়ে মতান্তর হইলেও জ্ঞাতিত্ব নষ্ট হয় নাই।

রহবিয়ামের রাজত্ব।—১ রাজা ১৪ ; ২১-৩১। "রহবিয়াম (১৪ ; ২১) একচল্লিশ বৎসর বয়সে ; " এটী নিশ্চয়ই ভুল, কেননা (১) ২ বংশা ১৩ ; ৭ পদে তাঁহাকে "যুবা ও কোমলান্তঃকরণ" বলা হইয়াছে ; (২) ১ রাজা ১২ ; ৮ পদে তাঁহার বয়সাদিগকে যুবক বলা হইয়াছে ; (৩) আর তিনি প্রজাদিগের আবেদনের যে উত্তর দিয়াছিলেন, সে প্রকার কথা তরুণবয়স্ক যুবকের মুখেই শোভা পায়, পক্কবয়স্ক লোকের মুখে শোভা পায় না। "তাহার মাতার নাম ;" রাজার নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতার নামেরও উল্লেখ হইয়াছে, কেননা বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে রাজারা অনেক বিবাহ করিতেন, রাজমাতা সমস্ত রাণীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন। দায়ূদের মৃত্যুর পরে বৎশেবাকে কত দূর মান্য করা হইত —১ রাজা ২ ; ১৯,—মনে করিয়া দেখ। এশিয়া খণ্ডে আজিও এই রীতি প্রচলিত আছে। উত্তরাঞ্চলীয় রাজাদের নামের সঙ্গে রাজমাতাদের নামোল্লেখ হয় নাই। (১৪ ; ২৩) "উচ্চস্থলী ;" দেব-মন্দির ছোট ছোট পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত হইত। "স্তম্ভ ;" বালদেবের উপাসনার্থ প্রস্তর বা কাষ্ঠ-খণ্ড—পশ্চিমে হিন্দুরা যেমন গাছতলায় একখণ্ড পাথর বসাইয়া, মহাদেবের আরাধনা করে, সেইরূপ পাথর। "আশেরামূর্ত্তি," কনানীয় দেবতা বিশেষ। (১৪ ; ২৫) "শীশক ;" ২২ শ রাজবংশের রাজা। কারনাকে এক শিলালিপি আছে, শীশকের পলেষ্টিয়া দেশ জয় করা উপলক্ষে উহা খোদিত হইয়াছিল। "যিরূশালেমের বিরুদ্ধে ;" বোধ হয়, নগরবাসিরা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করে নাই।

ব্যাখ্যার টীকা।

ভূমিকা।

মন্তব্য ১৯।—শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে এই সকল মন্তব্য ও টীকা মন দিয়া পাঠ করিবে। করিলে বাইবেলের বিবরণ সহজে বুঝিতে পারিবে এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার অনেক সুবিধা হইবে।

মন্তব্য ২০।—কোন্ রাজা কোন্ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়া সন কতকটা স্থির করিয়াছেন।

---

২৫ পাঠ। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য—যারবিয়াম হইতে আহাব্ পর্য্যন্ত।

যারবিয়ামের বিপথগমন।—১ রাজা ১২; ২৫-৩৩। (১২; ২৬) "মনে মনে বলিলেন;" হয় ত কথাটা প্রথমে তাহারই মনে উঠিয়াছিল, কারণ আবাস-তাম্বুর পর্ব্ব নিকট হইয়াছিল, এই উপলক্ষে যিরূশালেমে গিয়া বলি উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (১২; ২৭) "ইহাদের প্রভু;" এতদ্দ্বারা রহবিয়ামের ন্যায্য অধিকার মানিয়া লওয়া হইল, কিন্তু যারবিয়াম ও দশ গোষ্ঠী সে অধিকার উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। (১২; ২৮) "মন্ত্রণা করিয়া;" ইহাতে জানা যায় যে, প্রধান লোকেরা যারবিয়ামের প্রস্তাবের পক্ষ ছিল। "স্বর্ণময় দুই গোবৎস;" হারোণের স্বর্ণ গোবৎসের মত, এগুলি যিহোবার নিদর্শন স্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্বর্ণ গোবৎসকে অনেকেই মিস্রীয় কোন দেবপ্রতিমার অনুকৃতি মনে করেন, ফলে কিন্তু তাহা নহে; অতি প্রাচীন কালে এই প্রকার গোবৎসের পূজা হইত। উত্তরাঞ্চলে এই প্রকার পৌত্তলিকেরা নানা বাধা সত্ত্বেও স্বর্ণ গোবৎসের পূজা করিয়া আসিতেছিল, ৯ পাঠ, ২৬ টীকা দেখ। (১২; ২৯) "বৈথেলে—দানে;" রাজ্যের একবারে উত্তর ও দক্ষিণ সীমানায় বলিয়া যে এই দুই স্থান

মনোনীত হইয়াছিল, তাহা নহে ; প্রাচীন কাল হইতেই এই দুই স্থান ধর্ম্মধাম রূপে বিখ্যাত ছিল বলিয়া মনোনীত হইয়াছিল। (১২; ৩০) "পাপস্বরূপ হইল;" কারণ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যিহোবার প্রতিরূপ কিছু নাই। সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার প্রতিরূপ গড়িলে, তাঁহার প্রকৃত স্বভাবকে অন্যরূপে প্রকাশ করা হয়। (১২; ৩১) "উচ্চ স্থলিতে গৃহ নির্ম্মাণ;" যোসিফস্ বলেন যে, যারবিয়াম দুইটী সুবর্ণ গোবৎসের জন্য দুইটী ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। "লোক-দের মধ্য হইতে যাজক করিলেন;" যে আসিল, তাহাকেই যাজক করিলেন। (১২; ৩২) "উৎসব নিরূপণ করিলেন;" কুটীরোৎসব পর্ব্বের — লেবীয় ২৩; ২৪ — এক মাস পরে, উক্ত পর্ব্বের বদলে এই উৎসব নিরূপিত হইয়াছিল। নূতন পূজা স্থাপন ও নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই উৎসব যে খুব জাঁক যমকের সহিত পালিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "উঠিয়া গেলেন;" বেদির চারি দিকস্থ ধাপ দিয়া উঠিয়া গেলেন। "বলিদান করিলেন;" যিরূশালেমস্থ মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে শলোমন যেরূপ করিয়াছিলেন।

যারবিয়ামের কাছে অবিয়ের কথা।—১ রাজা ১৪; ১-২০। (১৪; ১) "অবিয়;" বাস্তবিক যারবিয়ামের উত্তরাধিকারী। (১৪; ২) "আপন স্ত্রীকে;" এ সকল বিষয়ে আর কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সোণার যে গোবৎস দুটী স্থাপন করিয়াছিলেন, সে গুলিতেও ভরসা ছিল না। (১৪; ৩) "দশখান রুটী;" দরিদ্রের নৈবেদ্য। "তিনি তোমাকে জানাইবেন;" পুত্রের ভাগ্যে কি আছে, ভাববাদী তাহা জানেন, অথচ যে জন গিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে চিনিতে পারিবেন না, কি কুসংস্কার। (১৪; ১৩) "সদ্ভাব;" ইহার মানে এই, যারবিয়ামের এই পুত্রটীকে সকলে ভাল বাসিত, বোধ হয়, ধর্ম্মের প্রতি ও যিহোবার আরাধনার দিকে তাহার খুব টান ছিল।

ইস্রায়েলে আরও বিপ্লব।—১ রাজা ১৫; ২৫—১৬; ৩৪। (১৫; ২৫) "দুই বৎসর;" বোধ হয়, পূরা দুই বৎসর নহে; বৎসরের কয়েক মাস রাজত্ব করিলেও যিহূদী লেখকেরা পূরা বৎসর ধরিতেন। (১৬; ২) "ধূলির মধ্য হইতে;" বাশা ইষাখর নামক গোষ্ঠী

হইতে উৎপন্ন, এই গোষ্ঠী তাদৃশ বিশিষ্ট ছিল না, আবার যখন তিনি নাদবের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করেন. তখন নিজেও বিখ্যাত লোক ছিলেন না। তথাপি তিনি বড় উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যিহূদা রাজ্য প্রায় লণ্ড ভণ্ড করিয়াছিলেন, ১ রাজা ১৫ ; ১৬, ১৭ দেখ। (১৬ ; ৮) "দুই বৎসর ;" উপরে ১৫ ; ২৫ পদের টীকা দেখ। (১৬ ; ১৬) "সমস্ত ইস্রায়েল ;" ২১ পদে জানা যায় যে, ইহার আক্ষরিক অর্থ ধরা যাইতে পারে না, সৈন্যদলকেই এস্থলে সমস্ত ইস্রায়েল বলা হইয়াছে। (১৬ ; ৩৩) "আশেরামূর্ত্তি ;" বোধ হয়, অস্তারোৎ দেবীর কাষ্ঠময়ী প্রতিমা।

---

২৬ পাঠ। এলিয় ভাববাদী।

১ রাজা ১৭ ; ১ পদের প্রাথমিক টীকা।—"গিলিয়দ প্রবাসিদের ;" ইহাতে জানা যায়, এলিয় তথাকার প্রবাসী ছিলেন, উক্ত স্থান যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে ছিল। এলিয়ের আকার প্রকার তত্রত্য ভ্রমণশীল লোকদের মত ছিল। "তিশ্‌বীয় এলিয় ;" এলিয় অতি আশ্চর্য্য লোক ছিলেন, এ প্রকার চমৎকার লোক ইস্রায়েল-বংশে দুটী জন্মে নাই। ইহাঁর পূর্ব্ব বিবরণ এই যাহা লেখা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। "তিশ্‌বীয়" কথাটীও পুরাতন নিয়মের আর কোথায়ও নাই। ইহা কোন্ নগরের, বা বংশের নাম হইতে হইয়াছে, তাহাও জানা যায় না। ইহার অর্থ "বিদেশী" হইলেও হইতে পারে।

"আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান ;" তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কথা কহিবার জন্য দণ্ডায়মান। "জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য ;" অন্যান্য জাতির দেবগণ মৃত, কিন্তু ইস্রায়েলের ঈশ্বর জীবিত ঈশ্বর।

আহাবের সহিত এলিয়ের কথা।—১ রাজা ১৮ ; ১-২০। (১৮ ; ১) "তৃতীয় বৎসরে ;" লূক ৪ ; ২৫ দেখ। (১৮ ; ৪) ঈষেবল... ...ভাববাদীগণকে উচ্ছেদ করিতেছিল ;" ঈষেবল কেবল সদাপ্রভুর ভাববাদীগণকেই তাড়না করিয়াছিল। "ওবদিয় ...... ভাববাদীকে

লইয়া” ইত্যাদি; ওবদিয়ের যিহোবার প্রতি ভক্তি বিখ্যাত ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতা এমন ছিল যে, আহাব তাঁহাকে কোন মতে ছাড়াইয়া দিতে পারিতেন না। (১৮; ৭) “চিনিয়া;” এলিয় মধ্যে মধ্যে শমরিয়ায় যাইতেন বলিয়া বোধ হয়। (১৮; ১৭) “কন্টক;” পাপেতে কুরিয়া আহাব এমন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, আপনিই যে ইস্রায়েলের প্রকৃত শত্রু, ইহা বুঝিতে পারিত না।

এলিয় এবং ব্যাল্‌দেবের ভাববাদীগণ।—১ রাজা ১৮; ২১-৪৬; (১৮; ২১) “দুই নৌকায়” ইত্যাদি; ইস্রায়েলের সন্তানেরা এক বার যিহোবার আরাধনা করিত, আবার কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, ব্যালের পূজা দিত; ইহাকেই বলে দুই নৌকায় পা দিয়া থাকা। (১৮; ২৩) “মনোনীত করুক” ইত্যাদি; এলিয়ের প্রস্তাবে ব্যালের ভাববাদীরা ভারী বিপদে পড়িল, এখানে চালাকি খাটে না; আবার ব্যালের অকর্ম্মণ্যতাও স্বীকার করিতে পারে না। (১৮; ২৭) “সে দেবতা;” বিদ্রূপ ভাবে এ কথা বলা হইয়াছিল; এলিয় জানিতেন, ব্যালের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। (১৮; ২৮) “ক্ষতবিক্ষিত করিল;” পাশ্চাত্য মুসলমান দেশে দর্ব্বেশেরা আজিও এই প্রকার করিয়া থাকে। (১৮; ৩০) “নিকটে আইস;” তাঁহার লুকাইবার কিছু ছিল না; পরে তাঁহার সমস্ত আয়োজন দেখিয়া জানা গিয়াছিল যে, কোন প্রকার চালাকি তিনি করেন নাই, (১৮; ৪০) “ব্যালের ভাববাদীগণকে ধর;” তাহারা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, সাধারণ লোকেও ভাববাদীর কথা মান্য করা কর্ত্তব্য মনে করিল। (১৮: ৪২) “কর্ম্মিলের শৃঙ্গে উঠিলেন;” কীশন্‌ নদী হইতে, এই নদী পর্ব্বতটীর গোড়া দিয়া বহিত। পর্ব্বতের চূড়ার কাছে একটা চাতাল আছে, বোধ হয়, এই খানে এলিয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদূরে একটা উচ্চ পাহাড় থাকাতে এখান হইতে সমুদ্র দৃষ্ট হইত না। এই জন্য স্বীয় ভৃত্যকে উক্ত পর্ব্বতের চূড়ায় গিয়া দেখিতে বলিলেন, বৃষ্টি আসিতেছে কি না।

এলিয়ের হোরেবে পলায়ন—১ রাজা ১৯ অ। (১৯; ৪) “প্রান্তরে;” বীরশিবার দক্ষিণস্থ প্রদেশ, এ প্রদেশে লোকের বসতি খুব বিরল।

"আমি উত্তম নহি" ইত্যাদি; বোধ হয়, এস্থলে এলিয় স্বীয় বার্দ্ধক্যের কথা বলিতেছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য কর্ম্মিল পর্ব্বতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মনে নানা আশারও উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য রূপে এই সকল আশা নিরাশায় পরিণত হইল। যখন বোধ হইল যে, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম বুঝি বৃথা হইল, তখন ভাবিলেন, পিতৃগণের অপেক্ষা বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিয়া আমার ফল কি? পূর্ব্ব দিবস ঈশ্বরকৃপায় আশ্চর্য্য জয়লাভ করাতে তিনি অতি উত্তেজিত হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। (১৯; ১২) "ভূমিকম্পের পর……অগ্নিতে সদাপ্রভু ছিলেন না;" এ কথার ভাব এই, লোকের স্থায়ী পারমার্থিক মঙ্গল অতিমানুষিক শক্তি প্রকাশের দ্বারা, বা গ্রাসকারী অগ্নির দ্বারা হয় না" কিন্তু ধৈর্য্যশীল প্রেমই জনসমাজকে বশীভূত করিতে ও মন্দ পথ হইতে ফিরাইতে পারে।

---

২৭ পাঠ। ইলীশায় ভাববাদী ও যেহূর বিদ্রোহ।

যেহূর অভিষেক এবং যোরাম ও অহসিয়ের নিধন।—২ রাজা ৯; ১-২৮। (৯; ৩) "তৈলের শিশিটী লইয়া" ইত্যাদি; যেহূকে অভিষেক করণার্থ প্রথমে এলিয়কে আজ্ঞা করা হয়, ১ রাজা ১৯; ১৬), কিন্তু তিনি তাঁহাকে অভিষেক করেন নাই, না করিবার কারণ জানা যায় না। (৯; ৫) "বসিয়াছিলেন;" হয় ত যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। (৯; ৬) 'সদাপ্রভুর প্রজাবৃন্দের উপরে;" প্রতিমা পূজায় মজিয়া গেলেও এখনও ইস্রায়েল যিহোবারই প্রজা ছিল। (৯; ১১) "ঐ পাগলটা;" ভাববাদীর পোষাক ও এক রকমের ধরণ ধারণ প্রযুক্ত সেনারা তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। "উহাকে চিন" ইত্যাদি; হয় ত যেহূ মনে করিয়াছিলেন, উপহাস করিবার জন্য সহকর্ম্মচারীরা এই সকলের আয়োজন করিয়াছে। (৯; ১৩) "তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া;" লোকেরা প্রস্তুত ছিল, যেহূর কথা শুনিবামাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাববাদীর মনোনীত লোকের যোগ্যতা লোকদের জানা ছিল, এক্ষণে তাহারা তূরী বাজাইয়া

তাঁহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা ও সম্মান করিল। (৯; ১৫) "কাহা-কেও পলাইয়া বাহির হইতে দিও না" ইত্যাদি; কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে, যেহূ অমনি তাহা স্থির করিলেন, যেহূ তখনই বিপ্লবের সংবাদ রাজার কাছে লইয়া যাইতে দিলেন না। (৯; ১৬) "নামিয়া গিয়াছিল;" যিরূশালেম পর্ব্বতের উপরে, আর যিষ্রিয়েল সমভূমিতে, এই জন্য বলা হইয়াছে, "নামিয়া গিয়াছিল;" পাহাড়িয়া দেশে এই রূপ বলা হইয়া থাকে। (৯; ২২) "ব্যভিচার;" ইহার অর্থ প্রতিমা-পূজা। "মায়াবিত্ব;" ঠিক আমাদের দেশের ওঝা। (৯; ২৪) "বাণাঘাত করিলেন;" অবিলম্বে যোরামকে বধ না করিলে হয় ত দেশময় গৃহযুদ্ধ হইত। (৯; ২৭) "উহাকেও আঘাত কর;" অহ-সিয় আহাবের পৌত্র ছিল, সুতরাং পরিবারস্থ আর সকলের যে দশা, তাহারও সেই দশা হইল।

ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজবংশ নির্ব্বংশ।—২ রাজা ৯; ৩০-১০; ১৪। (৯; ৩১) "সিম্রি;" ঈষেবল আপন পুত্রের নিধন দেখিয়াছে, এক্ষণে সে যেহূকে ভয় দেখাইল, তোমারও সেই দশা হইবে। "কুকুরেরা;" আমাদের দেশের ন্যায় পলেষ্টিয়া দেশেও অরক্ষক কুকুর ছিল, সেই কুকুরে ঈষেবলকে খাইয়াছিল। (১০: ১) "সত্তর জন পুত্র;" ইস্রায়েলের রাজারাও বহুবিবাহ করিতেন, তাই এত সন্তান। (১০; ১৩) "অহসিয়ের ভ্রাতাদের;" তাহার ন্যায় আহাবের পৌত্র, সুতরাং নিহত হইল।

শমরিয়াতে ব্যালের উপাসনা উঠিয়া যাওয়া।—২ রাজা ১০; ১৫-৩৬। (১০; ১৫) "যিহোনাদব;" রেখবীয় সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্ত্তা, যির ৩৫; ১-১০। এ ব্যক্তি বিখ্যাত উদাসীন ছিল বলিয়া বোধ হয়, আর যিহোবার ভক্ত ও উপাসক ছিল। "তেমনি কি তোমার মন সরল?" যিহোবার শত্রুদিগকে বিনাশ করণে কি তোমার মত আছে? (১০; ১৮) "যেহূ তাহার অধিক সেবা করিবে;" ব্যালের উপাসনা যেহূ অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় মনে করিতেন, কিন্তু যোরামের অধীনে যখন ছিলেন, তখন নিজের ঘৃণাভাব প্রকাশ পাইতে দেন নাই; অতএব এক্ষণে তাঁহার কথায় অবিশ্বাস কবিবার কোন কারণ ছিল না। (১০; ২২) "বস্ত্র;" উজ্জ্বল বর্ণ কাপড়, বাহ্যতঃ ব্যালের সম্মানার্থ, কিন্তু কার্য্যতঃ

পলাইয়া গেলে তাহার উপাসকদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য। (১০; ২৯) গোবৎসের অনুগমন হইতে যেহূ নিবৃত্ত হইলেন না;" যেহূ ব্যালকে যেমন প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, যিহোবাকে তেমন ভক্তি করিতেন না। (১০; ৩০) "চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ;" যেহূ এবং তাঁহার বংশীয় রাজারা ভালরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (১০; ৩২) "ইস্রায়েলকে খর্ব্ব করিবে;" রাজ্যটী ছোট করিবে।

——*——

২৮ পাঠ। অরামীয় যুদ্ধ।

মন্তব্য ২১।— অরামীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।— অরাম দেশের প্রথম কালের ইতিহাস অতি সামান্যই জানা যায়। দেশটীতে বিস্তর ছোট ছোট রাজ্য ছিল; দম্মেশক সে সকলের মধ্যে প্রধান ছিল। এই প্রকার কয়েকটী ছোট রাজ্য শৌল (১ শমূ ১৪; ৪৭) এবং দায়ূদ (২ শমূ ৮; ৩, ৪) জয় করেন। এমন কি, দম্মেশক পর্য্যন্ত দায়ূদের করদ হইয়াছিল, (২ শমূ ৮; ৫, ৬)। হমাতের রাজা তাঁহার শরণ লইয়াছিল (২ শমূ ৭; ৯-১৩)। দম্মেশক, বোধ হয়, যেন শেষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাই শলোমনের রাজত্বকালে তাঁহার প্রতি শত্রুতা করিত (১ রাজা ১১; ২৩ ২৫)। ১১২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে অশূরীয়েরা এশিয়ার পশ্চিমস্থ সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিল এবং তাহারা খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা দেশ জয় করিতে থাকে। এই সময়ে, কিম্বা ৭৩২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে দ্বিতীয় তিগলৎ-পিলেষর দম্মেশক দখল করিলে পর, অরাম চিরকাল ইস্রায়েলের বিপক্ষ হইলেও, এই বার অশূরিয়ার আক্রমণ কালে ইস্রায়েলের সহায়তা করিল। অরাম-রাজ রৎসীন ও ইস্রায়েলের রাজা পেকহের (২ রাজা ১৬; ৫) যে পরস্পর বিরোধ হইয়াছিল, সে কেবল উভয়ের শত্রু অশূরীয়দিগের বিপক্ষতা প্রযুক্ত।

দম্মেশকে কাহার পরে কে রাজা হইয়াছিল; ঠিক জানা যায় না। বাইবেল হইতে নিম্নলিখিত রাজাদিগের নাম সংগ্রহ করা গিয়াছে।—

অরামীয় রাজগণ।

রষোণ ...	অনুমান ৯৫০ খ্রীঃ পূঃ। ...		১ রাজা ১১ ; ২৩।
বিনহদদ্ ১ম	,, ৯০০ ,, ,, ...		,, ১৫ ; ১৮-২০।
বিনহদদ্ ২য়	,, ৮৭০ ,, ,, ...		,, ২০ ; ১-৩৪।
হসায়েল ...	,, ৮৪৫ ,, ,, ...		,, ১৯ ; ১৫, ১৭।
[বিনহদদ্ ৩য় ?	,, ৭৯০ ,, ,,] ...		২ রাজা ১৩ ; ৩।
রৎসীন ...	,, ৭৩২ ,, ,, ...		২ রাজা ১৫ ; ৩৭। যিশা ৭ ; ১।

দ্বিতীয় বিন্হদদের দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমণ।—১ রাজা ২০ ; ২৩-৪৩। (২৩) "পর্ব্বতগণের ঈশ্বর ;" এক এক জাতির রক্ষাকর্ত্তা এক বা অধিক দেবতা ছিল। ইতিপূর্ব্বে শমরিয়ার চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে পরাজিত হওয়াতে বিন্হদদের মনে সান্ত্বনা দিবার জন্য এ কথা বলা হইয়াছিল। (২৬) "অফেক ;" যিষ্রিয়েল প্রান্তরে, যে খানে দেবতারা আপনাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, অফেক সেইখানে ছিল। (২৮) "তোমরা জ্ঞাত হইবে ;" ঈশ্বর কেবল অরামীয়দিগের সম্মুখে নহে, কিন্তু নিজ প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখে পর্য্যন্ত আপন শক্তি সমর্থন করিবেন। (৩২) "তিনি আমার ভ্রাতা ;" আহাব রাজবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া, সেই অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়াছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে বিনহদদ্ ইস্রায়েলের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, এবং তাঁহার যে ভয়ঙ্কর অহঙ্কার প্রযুক্ত স্বয়ং আহাবকেই অধীনতা ভোগ করিতে হইতেছিল, এক্ষণে তিনি অসাবধানে "ভ্রাতা" কথাটী ব্যবহার করাতে বিন্হদদ্‌কে রক্ষা করা বুঝায়. সুতরাং ইহা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা নহে, অক্ষমনীয় অপরাধ। (৩৪) "বিদায় করিব ;" যে সকল ক্ষতি করিয়াছিল, তাহার পূরণ, বা ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবে, তাহার জামিন লওয়া হইল না। (৪২) যে পুরুষকে "বর্জ্জনীয় করিয়াছিলাম ;" বিনহদদ্ ঈশ্বরের ও আহাবের, উভয়ের শত্রু ছিল।

অরামের বিপক্ষে ইস্রায়েল ও যিহূদার ঐক্য।—১ রাজা ২২ ; ১-৪০। (২) "যিহোশাফট রাজা ইস্রায়েলের রাজার নিকট আসি-

লেন ;” সঙ্কর বিবাহের দ্বারা যে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, তাহা উদ্‌যাপন করণার্থ আসা হইয়াছিল. ২ রাজা ৮ ; ১৮। (৩) “রামোৎ গিলিয়দে আমাদের অধিকার আছে ;” প্রতিজ্ঞানুসারে বিনহদদ্ এই সীমানাস্থ দুইটী দুর্গ ছাড়িয়া দেয় নাই। (৬) “ভাববাদীগণকে ”ব্যালের ভাববাদী নহে, যিহোবারও আসল ভাববাদী নহে, কিন্তু ইহারা বলিত যে, আমরা যিহোবার আত্মা দ্বারা চালিত, ১৭ ও ২৪ পদ দেখ। (১৫) “যাত্রা করুন ;” অন্যান্য ভাববাদীর কথার অনুকরণ মাত্র, ৬ পদ দেখ। (২২) “ মিথ্যাবাদী আত্মা ; ” কতকগুলি ভাববাদী মীখার ন্যায় দুষ্ট রাজার কার্য্যে বাধা না দিয়া, বরং তাহার মন যোগাইয়া কথা কহিত ; সদাপ্রভু তাহা করিতে দিয়াছিলেন। (৩০) “অন্য বেশ ধারণ করিয়া ;” মীখার পূর্ব্ববাণী বৃথা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য সৈনিকের বেশ ধারণ করিয়াছিল।

ইস্রায়েলের উপর হসায়েলের অত্যাচার।—২ রাজা ১৩ অ। (৩) “অবিরত ;” দীর্ঘকাল, তৃতীয় বিনহদদের আমলে ইস্রায়েলদের ভাল হইয়াছিল, ২৫ পদ দেখ। (৫) “উদ্ধারকর্ত্তা ; ”এই উদ্ধার যিহোয়াশের সময়ে নহে, কিন্তু তৎপুত্র যোয়াশ ও প্রপৌত্র দ্বিতীয় যারবিয়ামের আমলে হইয়াছিল। (১০) “যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ;” ১২ ও ১৪ পদে যিহোয়াশকে সংক্ষেপে যোয়াশ বলা হইয়াছে, এই সকল পাঠে যোয়াশ নামই ব্যবহার করিব। (১২, ১৩) এই দুই পদের পুনরুক্তি ১৪ ; ১৬ ১৫, পদে হইয়াছে, উভয়ই ভুল, ১৩শ অধ্যায়ের শেষে দিলেই ঠিক হইত। অনেক ভাল হস্তলিপিতে ১৩শ অধ্যায়ের শেষাংশেই রহিয়াছে। (১৪) “হে আমার পিতঃ ;” ইস্রায়েলের দুষ্ট রাজাও যে যিহোবার এই আশ্চর্য্য দাসকে কত মান্য করিতেন, উক্ত পিতৃ সম্বোধনে তাহা জানা যায়। “ রথ ও অশ্বারোহিগণ,” ইলীশায় সৎপরামর্শ ও প্রার্থনা দ্বারা ইস্রায়েলকে শত্রুর উপর যত বিজয়ী করিয়াছিলেন, সৈন্যদল তত বিজয়ী করিতে পারে নাই। এলিয়ের বিষয়েও ঐ কথা বলা হইয়াছিল, ২ রাজা ২ ; ১২।

দ্বিতীয় যারবিয়াম কর্ত্তৃক অরামীয় শত্রু নষ্ট।—২ রাজা ১৪ ; ২৩-২৯। (২৩) “একচল্লিশ বৎসর ;” ২০ মন্তব্যে তালিকা দেখ। (১৫) “হমাতের......অরাবা ;” এ বিষয়ে বাং অং দেখ। (২৮)

"দম্মেশক;" এই বার জয়ের দ্বারা ইস্রায়েলের রাজ্য প্রায় শলোমনের রাজ্যের তুল্য হইয়াছিল।

---

২৯ পাঠ। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের শেষ।

মন্তব্য ২২।—অশূরীয়দিগের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—খ্রীঃ পূঃ ২০০০ সালের অল্প পরে বাবিলনিয়া হইতে এক দল লোক বসবাস করণার্থ উত্তর দিকে প্রেরিত হয়। তাহারা গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই উপনিবেশ হইতে এত বড় অশূরীয় সাম্রাজ্য হইয়াছিল।। প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই উপনিবেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে আমরা অতি অল্পই জানি, হয় ত ১৪৫০ খ্রীঃ পূঃ সালের আগে এই উপনিবেশ হইতে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছিল। আমরা জানি, প্রায় ১৩০০ খ্রীঃ পূঃ সালে শলমনেষর নীনবী স্থাপিত করেন, এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ৬০ বৎসর পরে দক্ষিণাঞ্চলস্থ দেশ জয় করেন। এই সময় হইতে (১০৬০-৯৩০ পর্য্যন্ত দেড় শত বৎসর ছাড়া) ৬২৫ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত অশূরীয়েরাই চতুর্দ্দিকবর্ত্তী দেশের শাসনকর্ত্তা ছিল, এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এমন দেশ ছিল না যে অশূরীয় লোকেরা গিয়া আক্রমণ করে নাই। ৬০৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মেদীয় ও বাবিলনীয়দিগের দ্বারা নীনবী অধিকৃত হইলে অশূরিয়া আবার বাবিলের এক অঞ্চলরূপে গণিত হইয়াছিল।

যে সময়ে (১০৬০-৯৩০ খ্রীঃ পূঃ) অশূরিয়ার অধোগতি হয়, সেই সময়ে সমবেত ইস্রায়েল রাজ্যের যার পর নাই সমৃদ্ধি হইয়াছিল। অশূরীয়দিগের আমলে আমোষ, হোশেয় এবং মীখা ভাববাদী ছিলেন, ইহাদের লেখায় অশূরীয়দিগের অনেক বার উল্লেখ আছে; এবং আধুনিক অনেক লেখক তাহাদের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও যুদ্ধবিদ্যায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতার বর্ণনা করিয়াছেন।

ইস্রায়েল বা যিহূদার সঙ্গে যে সকল অশূরীয় রাজার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা।

অশূরীয় রাজগণ।

শলমনেষর...৮৬০-৮২৬ খ্রীঃ পূঃ বাইবেলে নাম নাই, কিন্তু অশূরীয় শিলালিপি দ্বারা জানা যায় যে, যেহূ তাঁহাকে কর দিতেন।

তিগ্লৎপিলেষর, ২য়	৭৪৫-৭২৮ খ্রীঃ পূঃ (পুল)	২ রাজা ১৫ ; ১৯-২৯।
শলমনেষর ৪র্থ ...	৭২৭-৭২৩ ,, ,, ...	ঐ ১৭ ; ৩।
সর্গোন	৭২২-৭০৬ ,, ,, ...	যিশা ২০ ; ১।
সন্হেরীব	৭০৫-৬৮২ ,, ,, ...	২ রাজা ১৮ ; ১৩।
এসর-হদ্দোন ...	৬৮১-৬৬৯ ,, ,, ...	২ রাজা ১৯ ; ৩৭।
অস্নপ্পর	৬৬৮-৬২৬ ,, ,, ...	ইস্রা ৪ ; ১০।

ইস্রায়েলে অরাজকত্ব কাল। ২ রাজা ১৫ ; ৮-৩১। (১৬) "তিপ্সহ," বাং অং দেখ। (১৯) "অশূর-রাজ পুল ;" ৫ ; ২৯ পদে উল্লেখিত দ্বিতীয় তিগ্লৎপিলেষর। পুরাতত্ত্বে এমন মহান্ সম্রাট খুব কম পাওয়া যায়। তিগ্ল-পিলেষরের বিবরণে ২ রাজা ১৫ অধ্যায়ে লিখিত বিবরণের সত্যতার প্রমাণ হয়। (২৯) "ইয়োন...হস্তগত করিলেন ;" ইত্যাদি। ৭৩৪ খ্রীঃ অঃ। অরাম ও ইস্রায়েলের বিপক্ষে এই যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্য এই, বোধ হয়, অশূরিয়ার বিপক্ষে যিহূদাকে উক্ত দুই রাজা আপনাদের সঙ্গে যুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, যিশা ৭ ; ১-৬। তাহাতে যিহূদার রাজা অহস্ অশূরিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিগ্লৎ-পিলেষর সাহায্য করেন, এবং দম্মেশক ধ্বংস ও ইস্রায়েলের অধিকাংশ রাজ্য দখল করেন ; পেকহ হত এবং হোশেয় অশূরিয়ার করদ রাজা রূপে সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

হোশেয়ের রাজত্ব কাল ও শমরিয়ার পতন।—২ রাজা ১৭ ; ১ ২৩। (৩) "তাঁহার বিরুদ্ধে অশূররাজ শলমেনষর ;" ৭২৭ খ্রীঃ পূঃ, অথবা হোশেয়ের সিংহাসনে বসিবার কয়েক বৎসর পরে তিগ্লৎ-পিলেষরের মৃত্যু হয়। তাহাতে হোশেয় মনে করেন যে, অশূরিয়ার অধীনতা হইতে নিস্তার পাইবার ইহাই সময়, কিন্তু অবিলম্বে চতুর্থ শলমনেষর আসিয়া পড়াতে তাঁহাকে নত হইতে হয়। (৪) "চক্রান্ত জানিতে পাইলেন ;" প্রথম বার চেষ্টা করাতে কোন ফল দর্শিল না, তাহাতে হোশেয় পুনরায় অশূরিয়ার অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিলেন,

এ বিষয়ে মিসরের রাজা সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। "মিসরের সো রাজার নিকটে;" এই সো মিসরের ২৫শ রাজবংশের প্রথম রাজা। "উপঢৌকন আর পাঠাইলেন না;" নিয়মিত কর দেওয়া বন্ধ করেন। (৬) "অশূররাজ শমরিয়া হস্তগত" করিলেন; চতুর্থ শলমনেষর যুদ্ধ আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে সর্গোন রাজা যুদ্ধ চালাইয়া শমরিয়া হস্তগত করেন। "ইস্রা-য়েলকে অশূরে লইয়া গেলেন;" দ্বিতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর দেশটী জয় করিলে, ১৫; ২৯, হোশেয় কেবল ইফ্রয়িম, মনঃশি এবং বিন্যামীন বংশের কতকটা অধিকার লইয়া থাকেন। এই খণ্ডরাজ্য হইতে সর্গোন ২৭২৮০ জন লোক লইয়া যান, ইহা তাঁহার নিজের কৃত শিলা-লিপিতে উল্লেখিত রহিয়াছে। এই যে লোকদিগকে লইয়া যান, তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও, তাহারা দেশের প্রধান লোক ছিল, সুতরাং পুনরায় দেশের লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারিত।

শমরিয়ার সঙ্কর জাতীয় লোক ও বিকৃত উপাসনা প্রণালী।—২ রাজা ১৭; ২৪-৪১। (২৪) "লোক আনাইয়া;" বিদ্রোহ নিবারণের জন্য রাজ্যের এক অঞ্চল হইতে অস্থিরমনা লোকদিগকে অন্য অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইত। "ইস্রায়েল সন্তানগণের পরিবর্ত্তে;" অর্থাৎ যে লোক-দিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইস্রায়েল গোষ্ঠীর বহু লোক রহিয়া গিয়াছিল, ভিন্ন জাতীয় লোকেরা অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাওয়াতে এক সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়। পরে ইহাদিগকে শমরীয় বলিত, গোঁড়া যিহূদীরা ইহাদিগকে বড় ঘৃণা করিত। (৩২; ৩৩) "সদাপ্রভুকে ভয় করিত;" উপহাসের ভাবে লেখা হইয়াছে, কারণ একটু নীচেই, ৩৪ পদে, স্পষ্ট বলা হইয়াছে, "না সদাপ্রভুকে ভয় করে" ইত্যাদি।

---

৩০ পাঠ। রহবিয়াম হইতে উষীয় পর্য্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলস্থ রাজ্য।

যিহোশাফটের সৌভাগ্য ও উদ্যোগ।—২ বংশা ১৭; ১—১৮; ১। (১৭; ৩) "দায়ূদের প্রথম আচরিত পথে;" তাঁহার রাজত্ব

কালের প্রথমাংশের "পথে।" "উচ্চস্থলী সকল ···দূর করিলেন;" কিন্তু ২০ ; ৩৩ দেখ। এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম পদে প্রকৃত পক্ষে প্রতিমা, ও যে সকল গাছতলায় বলিদানাদি হইত, সে সকল নষ্ট করা বুঝায়, আর ২০ ; ৩৩ পদে এই বুঝায় যে পৌত্তলিকতা তুলিয়া দিবার জন্য রাজার এত চেষ্টা সত্ত্বেও লোকে ঐ সকল স্থানে পূজা দিত। (১৪) "তিন লক্ষ লোক;" ১৪-১৮ পদে "বিক্রমশালী" লোকের সংখ্যা ১,১৬০০০০ দেওয়া হইয়াছে। যিহোশাফটের যে সকল সৈন্য যিরূশালেমে থাকিত, এ স্থলে কেবল তাহাদের কথা হইতেছে। এই যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। এই সংখ্যা অনুসারে হিসাব করিলে যিহূদা দেশে প্রতিবর্গ ক্রোশে ন্যূন কল্পে ২৯৬০ জন নিবাসী হয়, এত ঘনবসতি কোন দেশেই ত নাই। (১৮ ; ১) "আহাবের সহিত কুটুম্বিতার" নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এ প্রকার কার্য্যের সূত্রপাত যিহোশাফট করিয়া যান, (১) ৭০ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। (২) অরাম ও অশূরিয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একযোট হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। (৩) পুত্রের সঙ্গে আহাবের কন্যার বিবাহ দিয়া যিহোশাফট উভয় রাজ্য এক রাজার অধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কার্য্যটী যুদ্ধ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত না।

যিহোরাম ও অহসীয়।—২ রাজা ২১ ; ১ — ২২ ; ৯। (২১ ; ৪) "ইস্রায়েলের কতকগুলি অধ্যক্ষকে;" রাজাবলির সঙ্কলনকর্ত্তা পুনঃ পুনঃ "ইস্রায়েল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, "যিহূদা" শব্দ লিখিলেই ঠিক হইত। "এলিয় ভাববাদী হইতে...লিপি;" রাজাবলিতে কেবল এই এক স্থলে এলিয় ভাববাদীর নাম দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ রাজাবলিতে যিহূদা রাজ্যের কথা হইতেছে। এ দিকে এলিয় উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ভাববাদী ছিলেন। যিহূদার যিহোরামের কাছে এই লিপি আসাতে জানা যায় যে, যিহোরামের সিংহাসনে বসিবার পরেও এলিয় জীবিত ছিলেন।

অথলিয়া রাণীর বিদ্রোহাচরণ।—২ রাজা ১১ ; ১-২০। (১) "অথলিয়া;" দুষ্টা ঈষেবলের দুষ্টা কন্যা। "সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করি-

লেন ;" পাছে সিংহাসনের দাবি করেন, এই জন্য সমস্ত রাজপুত্রগণকে বধ করান। (২) "যোয়াশ" ২১ পদে যিহোয়াশ বলা হইয়াছে। দায়ূদ বংশে কেবল এই বালকটী ছিল, বয়স এক বৎসর। (৫) "এই কার্য্য করিবে ;" যিহোয়াদা যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই এই বিষয় দরকার ছিল। (১) রাজবাটী চৌকি দেওয়া হইবে, তাহাতে তথাকার সৈন্যগণ অথলিয়ার সাহায্য করণার্থ আসিতে পারিল না। এবং (২) শিশু রাজা যে আছেন, এ কথা অথলিয়া যেই শুনিবে, অমনি শিশুটীকে যত্নে রক্ষা করিতে হইবে। (১৪) "রাজদ্রোহ," অথলিয়া ভাবিয়াছিলেন, এই প্রকার চীৎকার শুনিলে লোকেরা তাঁহার সাহায্য করিবে।

যোয়াশ ও মন্দির মারামত।—২ রাজা ১১; ২১-১২; ২১। (১২; ৪) "যিহোয়াশ যাজকগণকে কহিলেন ;" যখন তাঁহার সাত বৎসরেরও অধিক বয়স, বোধ হয়, তখন মন্দির মারামত করণের ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। (৫) "পরিচিত লোক;" রাজাবলিতে লিখিত আছে, যাজক ও লেবীয়দিগকে রাজা বলিয়াছিলেন, "তোমরা যিহূদার সকল নগরে গমন কর,......এবং ঈশ্বরের গৃহ দৃঢ় করিবার জন্য...... ইস্রায়েলের নিকট হইতে রৌপ্য সংগ্রহ কর;" ২ বংশা ২৪; ৫। সুতরাং যাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, তাহাদিগের নিকটেই যাইত। (৬) "তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত;" তৎকালে যোয়াশের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর; সুতরাং তিনি নিজেই রাজকার্য্য চালাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন।

৩১ পাঠ। আহস্ রাজার রাজত্ব কাল।

যোথম রাজার সুশাসন।—২ রাজা ১৫; ৩২-৩৮। ২ বংশা ২৭ অ। (২৭; ২) "তিনি মন্দিরে যাইতেন না" ইত্যাদি; তাঁহার পিতা মন্দিরে গিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, তিনি সে সকল করিতেন না, ২৬; ১৬। (২৭; ৩) "উচ্চতর দ্বার গাঁথাইলেন;" মন্দিরের উত্তর দিকে এই উচ্চ দ্বার ছিল, লোকে এটীকে বড় মান্য করিত।

যিশায়াহের আহূত হওন।—যিশা ৬ অ। (১) "উপবিষ্ট দেখিলাম" ইত্যাদি; অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৭৩৯ সালে যিশায়াহ এই দর্শন পান, তদবধি তাঁহার ভাববাদীত্ব কার্য্যের আরম্ভ। (২) "সরাফগণ;" ইহার প্রকৃত অর্থ "জলন্তগণ।" বাইবেলে আর কোথায়ও উল্লেখিত হয় নাই বটে, কিন্তু লোকে বিলক্ষণ জানিত যে, ইহাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে থাকেন, পবিত্র অগ্নিতে জাজ্বল্যমান। তাঁহাদের আকৃতিতে ঈশ্বরীয় পবিত্রতা প্রতিফলিত; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে পবিত্র, এই জন্য ডানা দ্বারা তাঁহারা ঈশ্বর হইতে আপনাদিগকে লুকাইয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রনাদে ঈশ্বরের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। (৩) "পবিত্র;" পবিত্রতা ঈশ্বরের আসল গুণ, কেবল মন্দ বিষয় ও পাপ হইতে পৃথক্ থাকা সে পবিত্রতার নিশ্চিত আনন্দ, আর সেই পবিত্রতা সমস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণীকে আপনার মত করিতে চাহে। (৫) "হায়;" কারণ এই পবিত্রতা পাপীর পক্ষে গ্রাসকারী অগ্নি। (৯, ১০) "তোমরা অনুক্ষণ শুনিও" ইত্যাদি; যিশায়াহের উপরে যে কর্ম্মের ভার দত্ত হইয়াছিল, তিনি তখনই তাহার ভাব বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ঘোষণার ফলেতে তাহা স্পষ্ট জানা গিয়াছিল। (১৩) "পবিত্র বংশ;" ইস্রায়েল জাতির অধিকাংশ নষ্ট হইবার উপক্রম, সেই বিনাশ হইতে "পবিত্র বংশ" বা "পরিষ্কৃত অবশিষ্টাংশ" রক্ষা পাওয়ার কথা যিশায়াহ ঘোষণা করেন। তাঁহার শিক্ষার মধ্যে ইহাই অতি চমৎকার।

আহসের রাজত্বকাল।—২ রাজা ১৬ অ। (৩) "আপন পুত্রকেও অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন;" অর্থাৎ "আপন সন্তানগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইলেন" ২ বংশা ২৮; ৩। (৮) "উপঢৌকন;" ফলে কিন্তু ঘুষ পাঠাইয়াছিলেন। (১৫) "অন্বেষণার্থে;" অধিকাংশ আধুনিক টীকাকার এইরূপ অর্থ করেন, "অন্বেষণার্থে, অর্থাৎ ইহা দিয়া কি করিব, তাহা বিবেচনা করণার্থে, পিত্তলময় বেদি আমার জন্য কিছু কাল থাকিবে।"

যিশায়াহের মহা অনুযোগ।—যিশা ১ অ। (২) "হে গগনমণ্ডল, শ্রবণ কর" ইত্যাদি: যিশায়াহ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়কে কোন পণ্ডিত "মহা বিচার" বলিয়াছেন। এই বিচার স্থলে যিহোবা স্বয়ং বাদী ও

বিচারক; ভাববাদী সাক্ষী এবং ইস্রায়েল প্রতিবাদী স্বরূপ। ২, ৩ পদে যিহোবা অভিযোগ উপস্থিত করেন। ৪-৯ পদে ভাববাদী সাক্ষ্য দেন। ৯ ও ১০ পদের মধ্যে যেন ইস্রায়েলের "জওয়াব" রহিয়াছে। তাহাতে তাহারা যেন আপনাদের নানা যাগ যজ্ঞ, বলিদানাদি ও নানা বিধানে উপাসনার প্রতি যিহোবার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ১০-১৭ পদে এই আরোপিত জবাবের প্রতিবাদ বা খণ্ডন রহিয়াছে। ১৮-২৩ পদে, ইস্রায়েল অনুতাপ করিলে ক্ষমা করিবেন বলিয়া যিহোবা প্রতিজ্ঞা করাতে সমস্ত তর্কের শেষ হইয়াছে। ২৪-৩১ পদে, যাহারা এই ক্ষমা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, বিচারকরূপে যিহোবা তাঁহাদের বিষয়ে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন।

যিহোবার দ্রাক্ষাক্ষেত্র।— যিশা ৫; ১-৭। (১) "আমার প্রিয়ের উদ্দেশে;" যিহোবার উদ্দেশে। "তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে;" মথি ২১; ৩৩-৪১ পদে এইরূপ দৃষ্টান্ত কথা আছে। (৩) "আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে;" ভাববাদী যাঁহার হইয়া কথা কহিতেছেন, তাঁহার ভাবে এমন গলিয়া গিয়াছেন যে, যিহোবার কথা ঘোষণাকালে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন।

যিহূদার পাপ ও যিহোবার ক্রোধ।—যিশা ৫; ৮-৩০। (৮) "গৃহের সঙ্গে গৃহ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্র যোগ করিতেছ;" ভূমি কিনিয়া লইয়া গরিবদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া এবং ধনীদের বড় বড় জমিদারিতে আরামে বাস করা। (১১-১৬) "সুরাপানের চেষ্টায়" ইত্যাদি; "অপব্যয়িতা ও মদ্যপায়িতা।" (১৮, ১৯) "পাপ আকর্ষণ করে;" পাপে ও আজ্ঞালঙ্ঘনে জড়িত থাকিয়াও যিহোবার দত্ত দণ্ডকে উপহাস করা। (২০) "মন্দকে ভাল বলে;" ভ্রষ্টাচারী ও অধার্ম্মিক লোক। (২১) "আপন আপন দৃষ্টিতে জ্ঞানবান;" সুরাপান ও বিলাসিতার জন্য ঘুষ লইয়া টাকার যোগাড় করা।

---

৩২ পাঠ। হিষ্কিয়ের রাজত্ব কাল।

হিষ্কিয়ের পীড়া ইত্যাদি।—২ রাজা ২০ অ। (৩) "হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিল;" মৃত্যুর ভয়ে, বোধ হয়, না;

রাজাটীর উপর দিয়া যে বিপদ যাইতেছিল, সেই বিপদের সময়ে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া। আরও এই সময়ে হিষ্কিয়ের সন্তান ও উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। সে জন্যও কাঁদিতে পারেন। ইহার তিন বৎসর পরে মনঃশির জন্ম হয়। (৬) "তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব" ইত্যাদি; ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে. হিষ্কিয়ের পীড়া অশূরীয় আক্রমণের সময়ে, বা পূর্ব্বে হইয়াছিল, পরে নয়। (১১) "দশ অংশ পীছে ফিরাইলেন;" ছায়ার দ্বারা সময় নিরূপণার্থ সূর্য্য-ঘড়ি প্রস্তুত হইত, এই সূর্য্য-ঘড়ি বোধ হয়, রাজবাটীর জানালা হইতে দেখা যাইত। (১২) "ঐ সময়ে;" সম্ভবতঃ যিহিষ্কেলের আরোগ্য লাভ করিবার কয়েক মাস পরে। "বাবিল-রাজ বরোদক-বলদন"; মরোদক-বলদন, যিশা ৩৯; ১ দেখ। ইনি অশূরিয়ার বিপক্ষ হইয়া ৭২১-৭১০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর সার্গন তাঁহাকে পরাজিত করেন, কিন্তু পলাইয়া রক্ষা পান। সন্‌হেরীব সিংহাসন পাইলে পর তিনি আবার বিদ্রোহী দল লইয়া দেখা দেন, কিন্তু সন্‌হেরীবকর্ত্তৃক ৭০৩ বা ৭০২ সালে পরাজিত হয়েন। বোধ হয়, এই সময়ে তিনি হিষ্কিয়ের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। "শুনিয়াছিলেন যে......পীড়িত;" তাঁহার আরোগ্য লাভ করাতে সন্তোষ প্রকাশ করার ছল করতঃ অশূরিয়ার বিপক্ষে তাঁহাকে আপনার দেশে আনিবার অভিপ্রায়ে দূত পাঠাইয়াছিলেন। (১৫) "আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে;" আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য।

মন্তব্য ২৩।—হিষ্কিয়ের রাজত্ব কালের সন তারিখ আলোচনা করিলে পুরাতন নিয়মের এক কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। দুইটী মীমাংসা প্রচলিত আছে। এই দুইটীর একটীও সন্তোষজনক নহে। কারণ প্রত্যেক মীমাংসাকারই বাইবেলের একটী না একটী পরস্পর-বিপরীত কথা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু দুইটী মত ঠিক আছে—৭২২ সালে শমরিয়া রাজ্যের পতন এবং ৭০১ সালে সন্‌হেরীবের হিষ্কিয়ের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা।

এই পাঠ সমূহে প্রথম মীমাংসাই গৃহীত হইল (২০ মন্তব্য দেখ)। ৭১৫ সালে হিষ্কিয় সিংহাসন পান; তবে তাঁহার পীড়া; বাবিলোনীয় দূতের আগমন ও সন্‌হেরীবের দেশাধিকার ৭০৩-৭০১ সালে হইবে;

অর্থাৎ হিষ্কিয়ের রাজত্বকালের চতুর্দ্দশ বৎসরে। এ হিসাবে শমরিয়ার পতনের সাত বৎসর পরে তাঁহার রাজত্ব কালের আরম্ভ হয়, এদিকে কিন্তু ২ রাজা ১০; ২ পদানুসারে তাঁহার রাজত্ব কালের ষষ্ঠ বৎসরে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ২ বংশা ৩০; ১, ৫, ৬, ১১। ৩১; ১ ও উক্ত পদ সকলের বিবরণ অনুসারে, হিষ্কিয়ের আমলে, দ্বাদশ গোষ্ঠীর উপরে কেহ রাজা ছিল না, যাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা অশূরের রাজাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল" ৩০; ৬।

অনেকেই দ্বিতীয় মীমাংসার পক্ষপাতী; এ মীমাংসা মতে ২ রাজা ১৮; ১০ পদানুসারে হিষ্কিয়ের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বৎসরে শমরিয়ার পতন হয়; সুতরাং ৭২৮ সালে তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ, ৭১৪–৭১৩ সালে তাঁহার পীড়া হয়, অনুমান ৭১২ সালে, অর্থাৎ সার্গনকর্ত্তৃক মরোদক বলদনের পরাজিত হইবার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে দূতেরা আসিয়াছিলেন, ২০; ১২ দেখ। কিন্তু ২ রাজা ১৮; ১৩ পদে লেখা আছে যে, হিষ্কিয়ের চতুর্দ্দশ বৎসরে, অর্থাৎ ৭১৪ সালে সন্‌হেরীব যিহূদার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসেন, অথচ ৭০৫ সালে সন্‌হেরীব সিংহাসনে বসেন এবং ৭০১ সালে যিহূদা দেশ দখল করেন। এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্য অনেকে মনে করেন, ২ রাজা ১৮; ১৩-১৬ পদে সন্‌হেরীবের যে যুদ্ধের কথা হইতেছে, তাহা তৎপূর্ব্বে, ৭১১ সালে, সার্গনের আক্রমণ, তিনি সেই সময়ে পলেষ্টিয়া ও অস্‌দোদ অধিকার করিয়াছিলেন। হয় ত হিষ্কিয়ের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করেন। তাহা হইলে ইহার দশ বৎসর পরে সন্‌হেরীব যিহূদা দেশ জয় করেন, সেই বিবরণ ২ রাজা ১৮; ১৭ পদে লিখিত আছে! অন্য সূত্রে আর কোন আভাস না পাইলে এ অসামঞ্জস্যের সন্তোষকর মীমাংসা হইবে না।

সন্‌হেরীবের দেশাধিকার।—২ রাজা ১৮; ১৩। ১৯; ৭। (১৩) "সন্‌হেরীব;" সম্ভবতঃ সার্গন, ৭১১ খ্রীঃ অঃ, কিন্তু ২০ মন্তব্য দেখ। (১৭) "অশূররাজ;" সন্‌হেরীব, ৭০১ সাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "তর্ত্তন্‌, রবসারীস ও রবশাকি;" এ সকল মানুষের নাম নহে, উপাধি; ইহাঁরা অশূররাজের সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। (১৮) "ইলিয়াকীম ও শিব্‌ন;" কিম্বা শিব্‌নের, যিশা ২২; ১৫-২৫ দেখ। (২২)

"যাঁহার উচ্চস্থলী," ইত্যাদি; অশূর-রাজ ইস্রায়েলের ধর্ম্ম ও হিষ্কিয় কর্ত্তৃক ধর্ম্ম সংস্কারের ভাব একবারেই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যিহোবাকে অন্যান্য দেবতার ন্যায় গ্রাম্য দেবতাবিশেষ মনে করিতেন।

সন্হেরীবের গর্ব্ব ও যিশায়াহকর্ত্তৃক ভর্ৎসনা।—২ রাজা ১৯; ৮-৩৭। (২৩) "রথবাহুল্য দ্বারা;" ২৬ পদ পর্য্যন্ত ভাববাদী সন্হেরীবের অহঙ্কারের কারণ উল্লেখ করত শেষে যিহোবার উত্তর উল্লেখ করিয়াছেন। (৩৫) "শিবিরে.....নিহনন করিলেন;" কোন অনিবার্য্য বিপদ উপস্থিত হওয়াতে সন্হেরীব পলেষ্টিয়া ও মিসরের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া যায়, এবং তিনি নীনবিতে ফিরিয়া যান। ইহার ২০ বৎসর পরে তাঁহার দুই পুত্র তাঁহাকে বধ করে।

---

৩৩ পাঠ। যিশায়াহ,—যিহূদার রাজনীতিজ্ঞ এবং ভাববাদী।

অরামীয় ও ইফ্রয়িমীয় যুদ্ধ এবং শিশু ইম্মানূয়েল।—যিশা ৭ অ। (৩) "শার-যাশূব;" অর্থাৎ "অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আসিবে।" যিশায়াহ স্বয়ং এবং তাঁহার সন্তানেরা "ইস্রায়েলের মধ্যে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ" (৮; ১৮) চাহিতেন। এই জন্য তাঁহাদের নাম ভাববাদী হইয়াছে। যিশায়াহ মানে "যিহোবাই পরিত্রাণ," এবং "মহের শালল-হাশ-বস" অর্থাৎ "লুট ত্বরান্বিত, লুটিত দ্রব্য দ্রুতগামী;" অশূরীয়দিগের দ্বারা দম্মেশক ও শমরিয়ার ভাবী বিনাশ সম্বন্ধে এ কথা বলা হইয়াছিল। (১২) "সদাপ্রভুর পরীক্ষাও করিব না;" আহস অসরল লোক ছিলেন। তিনি যে যিশায়াহের পূর্ব্ব কথা অবিশ্বাস করতঃ অশূর হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। "(১৩) ঈশ্বরকেও ক্লান্ত করিবে?" কপটাচরণ দ্বারা। (১৬) "সে দেশ পরিত্যক্ত হইবে;" যে অরামের ও ইস্রায়েলের রাজাদের নামে আহস্ কাঁপিয়া উঠিতেন, সেই দেশের লোকেরা বন্দী হইয়া নীত হইবে। (১৭) "সদাপ্রভু ... ... তাদৃশ সময় উপস্থিত করিবেন; ... অশূরের রাজাকে আনিবেন;" গুরুতর দণ্ড দিতে।

(১৮, ১৯) "আর সেই দিনে" ইত্যাদি ; মিসর ও অশূর পলেষ্টিয়াতে একত্র হইবে, যিহূদাকে এই উভয়ের দ্বারা কষ্ট পাইতে হইবে, (২০) "ভারাটিয়া ক্ষুর দ্বারা ... ক্ষৌর করিবেন ;" অরাম ও ইস্রায়েলকে ক্ষৌর, অর্থাৎ উক্ত দুই রাজ্যের খানিক খানিক দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য আহস অশূরিয়ার রাজাকে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুর শীঘ্রই যিহূদার বিপক্ষে চালিত হইয়াছিল। (২৪) "তীরধনুক ;" বন্য পশুরা জঙ্গলে পরিণত দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে বাস করিবে, সেই সকলকে বধ করণার্থ। (২৫) "মেষের পদতলে দলিত" ইত্যাদি ; অর্থাৎ পশু-চারণের যোগ্য হইবে।

যিহোবাকর্ত্তৃক যিরূশালেম রক্ষা।—যিশা ৩১ অ। মন্তব্য ২৪। খ্রীঃপূঃ ৭০১ সালে অথবা ইম্মানূয়েল ভাববাণীর ৩৪ বৎসর পরে সন্‌হেরীব দেশটী জয় করেন, এই ভাববাণী সেই সম্বন্ধীয়। যিশায়াহ যাহা বলিয়াছিলেন, তখন তদনুরূপ ঘটনা ঘটে, যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ যিহূদা মিসরের সাহায্য চাহিয়াছিল, সে তখন ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। (২) "তিনিও জ্ঞানবান ;" কঠিন ব্যঙ্গ। রাজনীতিজ্ঞেরা স্বীকার করিতেন না যে, যিহোবার রাজনীতি তাঁহাদের রাজনীতির তুল্য উত্তম ছিল। (৮) "অশূর খড়্গে পতিত হইবে" ইত্যাদি ; অশূরীয় সৈন্যের আশু বিনাশ-বিষয়ক ভাববাণী, ২ রাজা ১৯ ; ৩৫, ৩৬।

---

৩৪ পাঠ। যিরমিয় জাতিগণের ভাববাদী।

যিরমিয়ের আহ্বান ও কার্য্য।—যির ১। (৬) "আমি বালক ;" বোধ হয়, ২০।২৫ বৎসরের যুবক। (৯) "আপন বাক্য ;" ইহার অর্থ এই, যিহোবার মনের ভাব এবং জগৎশাসনবিষয়ে তাঁহার মত জানিবার শক্তি। "পত্তন ও রোপণ" কেবল "উৎপাটন" করাই যিরমিয়ের কার্য্য ছিল না ; তিনি গড়িতেও আসিয়াছিলেন। কিন্তু উৎপাটন প্রথমেই হইয়াছিল। কেবল যিহোবার "বাক্যের বলেই," তাহা হইয়াছিল। (১৩) "ধূমযুক্ত পাকস্থালী ;" ঈশ্বরীয় ক্রোধের নিদর্শন। (১৪) "উত্তর দিক হইতে...অমঙ্গল" ইত্যাদি ; ইহার অর্থ এই, আপতিত অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় ত উত্তর দিকে হইয়াছিল, যেমন

স্কুথীয় অমঙ্গল, না হয় কল্দীয় উৎপাতের ন্যায় উত্তর দিক হইতে আসিয়াছিল। (১৭) "তুমি ;" বিলক্ষণ জোরের কথা, পর পদের "আমি" কথার বিপরীত। প্রভু যেন বলিতেছেন; "তুমি" নির্ভয়ে আপন কর্ত্তব্য কর ; আমার কর্ত্তব্য তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহা "আমি" করিব।

যিরূশালেমের সম্মুখে শত্রু উপস্থিত ; যিরমিয়ের চেতনাবাক্য।—যির ৬; ১-২১। (১) "বিন্যামীন সন্তানগণ ;" যিরমিয়ের স্বগোষ্ঠীয় লোক। "পলায়ন কর ;" ভাববাদী ৪ ; ৫-২২ পদে বলিয়াছেন যে, শত্রু আসিল বলিয়া, এক্ষণে শত্রুপক্ষকে নগরের নিকটে দেখিতে পাইয়া নগরবাসিদিগকে চেতনা দিয়া পলাইয়া বাঁচিতে বলিতেছেন। উচ্চ-ভূমিতে থাকাতে যিহূদাকে স্কুথীয় অত্যাচার ভুগিতে হয় নাই ; স্কুথীয় সেনারা অধিকাংশই কূলবর্ত্তী দেশ সকল ধ্বংস করত মিসরের দিকে গিয়াছিল। (৩) "মেষপালকগণ, পাল সঙ্গে লইয়া ;" স্কুথীয় লোকেরা তাম্বুতে বাস করিত, এক স্থানে স্থায়ীরূপে বাস করিত না। (৪) "যুদ্ধের আয়োজন কর ;" ইহার আক্ষরিক অর্থ, বলি উৎসর্গ করত যুদ্ধের সূচনা কর।" এই পদে ও পর পদে দেখান হইয়াছে যে, আক্রমণকারীরা অবিলম্বে নগর আক্রমণ করণার্থ পরস্পর উত্তেজনা দিতেছে। "মধ্যাহ্ন কালে ;" এই সময়ে বড় গ্রীষ্ম। "সন্ধ্যা কালের ছায়া দীর্ঘ হইতেছে ;" সন্ধ্যা আসিতেছে বলিয়া দুঃখ করা হইয়াছে, কারণ সন্ধ্যা হইলে আক্রমণে সুবিধা হয় না। (৬) "সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন ;" নগরবাসিদিগের পাষণ্ডতা প্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপ যিহোবা নগরের বিনাশ কার্য্যে অনুমোদন করিয়াছেন। (১৪) "শান্তি" কেবল বিঘ্নরহিত সৌভাগ্য নহে, কিন্তু শান্তি, যে শান্তির ভিত্তি যিহোবার দয়া। (১৬) "চিরন্তন মার্গ......উত্তম পথ কোথায় ?" যিহোবার আজ্ঞাবহতাই উত্তম পথ, এই আজ্ঞাবহতা গুণেই ইস্রায়েলের চূড়ান্ত সৌভাগ্য হইয়াছিল।

---

৩৫ পাঠ। যোশিয় এবং ব্যবস্থাপুস্তক।

ব্যবস্থাপুস্তক প্রাপ্তি।—২ রাজা ২২ অঃ। (৩) "অষ্টাদশ

বৎসরে;" ২ বংশা ৩৪; ৩ পদে লিখিত আছে যে, অষ্টাদশ বৎসর বয়সে যোশির পিতা দায়ূদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি রাজধানী ও দেশ হইতে দেবপ্রতিমা ও বিগ্রহ সকল দূর করিয়া দিতে থাকেন। বোধ হয়, ব্যবস্থাপুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্ব বৎসর ধর্ম্ম সংশোধন কার্য্যের আরম্ভ হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপুস্তক বাহির হইবার পরে যে সকল কার্য্য হয়, সে সকল এমন বিস্তৃত ও পাকা যে যোশিয়ের ধর্ম্ম সংশোধন কার্য্যের আরম্ভ হইতে হইয়াছে বলিলেই ভাল হয়। (৮) "ব্যবস্থাপুস্তক;" টীকা ৮৪ দেখ। এই পুস্তকের প্রকৃতি কি প্রকার ও উদ্দেশ্যই বা কি, পরে যে গুলিকে "মোশির ব্যবস্থা" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান আকারের পঞ্চ পুস্তকের সহিত ঐ পুস্তকের সম্বন্ধ কতটা, এস্থলে দত্ত সামান্য বিবরণ হইতে সে বিষয়ে কিছু স্থির করা যাইতে পারে না। (১১) "বাক্য সকল;" এই পুস্তক দ্বারা যে ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে নূতন, বা অনেক পরিমাণে নূতন, না হয়, হিষ্কিয়ের পরে বহুকাল অবাধে পৌত্তলিকতা চলিয়া আসাতে লোকে সে সকল ভুলিয়া গিয়াছিল। (১৬) "সকল বাক্য বর্ত্তাইব;" এই পুস্তকের মূল যাহাই হউক না, ইহাতে যে ঈশ্বরীয় কথা ছিল, ভাববাদিনী তাহা স্বীকার করেন।

যিরমিয় কর্ত্তৃক নিয়ম ঘোষণা।—যির ১১; ১-৮। (১) "এই নিয়মের কথা;" দ্বিং বিং ২৯; ১ দেখ। তাহাতে "নিয়মের বৃত্তান্ত" অর্থে দ্বিং বিং সংক্রান্ত নিয়মের স্থলে স্থাপিত যে নিয়ম, সেই নিয়ম-ঘটিত অশীর্ব্বাদ ও অভিশাপের উল্লেখ আছে। (৩) "সে শাপগ্রস্ত হউক;" দ্বিং বিং ২৭; ২৬ দেখ। (৪) "লৌহের হাফর;" ইহার অর্থ মিসর, দ্বিং বিং ৪; ২০। (৫) "শপথ" ইত্যাদি, দ্বি বিং ৭; ৮, ১১; ৯। "এখনও;" দ্বিং বিং ২; ৩০। ৬; ২৪। "আমেন্;" তথাস্তু। দ্বিং বিং ২৭; ১৫-২৬।

নিয়ম গ্রহণ।—২ রাজা ২৩ অ। (২) "নিয়ম পুস্তক;" যাত্রা ২০; ২২-২৩; ৩৩ পদের উক্তিকেও নিয়ম-পুস্তক বলা হইয়াছে। ৮ পাঠ, ২৪ টীকা দেখ। পরে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাকেও "নিয়ম পুস্তক" বলা যায়। (৩) "মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া;"

হইলেন। (৫) "নিবৃত্ত করিলেন;" অর্থাৎ তাহাদিগকে আর নানা মন্দিরে পৌরোহিত্য করিতে দিলেন না। (৯) "বলিদান করিতে গেল না;" যিরূশালেমে যিহোবার সেবা কার্য্যের পৌরোহিত্য করিতে দেওয়া হইল না, সর্ব্বত্র আপনাদের আত্মীয়গণের কাছে গিয়া উপকার পাইল, দ্বিং বিং ১৪; ২৮, ২৯। (১৫) "বৈথেলে যে যজ্ঞবেদী ছিল;" ১ রাজা ১২; ৩৩। ১৩; ১-৩ দেখ। (১৭) "ঐ কোন্ স্তম্ভ দেখিতেছি;" ১ রাজা ১৩; ১৪-৩২। (২১) "নিস্তার পর্ব্ব পালন কর;" দ্বিং বিং ১৬; ১-৮। (২৪) "ভূতুড়িয়া"; দ্বিং বিং ১৮; ৯-১৫। "গুণী;" বাং অং ও ৫ পাঠে আদি ১; ১৯ পদের ব্যাখ্যা দেখ। (২৬) "সেই ক্রোধ হইতে ফিরিলেন না;" কেন যে যোশিয় ইস্রায়েল জাতিকে পুনরায় আধ্যাত্মিক উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে সফলযত্ন হয়েন নাই, এ স্থলে তাহা ভাঙ্গিয়া বলা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইলে লোকেরা বিলক্ষণ উদ্যোগসহকারে প্রতিমাপূজায় প্রবৃত্ত হইল।

৩৬ পাঠ। নহূম, সফনিয় ও হবক্কূক।

জাতিগণের যে পাপের জন্য অনুতাপ হয় নাই।—সফনিয় ২; ১-৩; ৭। (২; ৩) "সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি;" পূর্ব্ব অধ্যায়ের ১৪-১৮ পদ দেখ। এই ভয়ানক ধ্বংস কার্য্য কাহার্ দ্বারা সম্পন্ন হইবে, সফনিয় তাহার নাম বলেন নাই। কিন্তু হিরোদতস্ ও অশূরীয় শিলালিপি হইতে যে তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তিনি হয় ত স্কূথীয় লোকদের কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকেরা দলে দলে আসিয়া এশিয়া খণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়ানক লুট পাট করিত (মহারাষ্ট্রীয়েরা এ দেশে যেরূপ করিয়াছিল)। যে দেশ দিয়া তাহারা যাইত, সে দেশ শ্মশান সমান করিয়া যাইত। (৭) "সেই উপকূল যিহূদা কুলের……হইবে;" ধ্বংসের পরে যিহূদা গোষ্ঠীর যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা ফিলিষ্টিয়ার জনশূন্য ভূমি অধিকার করিবে। (১৩) "অশূরকে বিনষ্ট করিবেন, এবং নীনবিকে ধ্বংসিত……

করিবেন;" খ্রীঃ পূঃ ৬০৬ সালে নীনবি শত্রুহস্তগত হয়, অতএব এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, সফনিয় উক্ত ঘটনার আগে এই ভাববাণী লিখিয়াছিলেন। (৩; ১-৪) "সন্তাপের পাত্রী;" ভাববাদী এক্ষণে যিরূশালেমের নিবাসিদিগের পাষণ্ডতার পুনরুল্লেখ করিতেছেন। (৫) "প্রতিপ্রভাতে বিচার স্থাপন করেন;" যিহোবার ন্যায় বিচারের বিষয় প্রতিদিন রাজপথে ঘোষণা করিয়া ভাববাদীরা লোকদিগের অন্তরে কুকর্ম্ম হেতু লজ্জা ও অনুতাপ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। (৬) "আমি জাতিগণকে উচ্ছন্ন করিয়াছি;" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যেন যিহূদার লোকেরা সাবধান হয়।

হবক্কূকের জ্ঞান প্রার্থনা ও যিহোবার উত্তর।—হব ১ ও ২ অঃ। (১; ১) "ভাববাণী; অর্থাৎ ভাবোক্তি। "দৌরাত্ম্যের বিষয়ে;" এস্থলে দৌরাত্ম্য কথার দ্বারা ভাববাদী হয় ত যিরূশালেমস্থ লোকদিগের কুকার্য্যের উল্লেখ করিতেছেন। কত কাল এই পাপ কার্য্য চলিবে, আর যিহোবা কি বাধা দিবেন না? যিহোবার উত্তরে, ৫-১১ পদে, ভাববাদীকে বুঝিতে হইয়াছিল যে, দুষ্টের দৌরাত্ম্য কিছু দিন চলে, তাহার পরেই দণ্ড আসিয়া পড়ে। (৬) "কল্দীয়দিগকে;" শাস্ত্রে এই কথাটীতে তিন প্রকার লোক বুঝায়, (১) বাবিল নগরের দক্ষিণে যে কতক জাতীয় লোক বাস করিত, তাহাদিগকে; (২) যে দেশের রাজধানী বাবিল, সেই সমগ্র দেশের নিবাসীদিগকে; এবং (৩) শেষ কালে দানিয়েলের গ্রন্থে উল্লেখিত জ্যোতিষীদিগকে বুঝায়। কল্দীয়দিগের উল্লেখ থাকাতে হবক্কূক কোন্ সময়ে ভাববাণী কহিয়াছিলেন, তাহার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। "আমি কল্দীয়দিগকে উঠাইব" বলাতে বোধ হয় যে, খ্রীঃ পূঃ ৬০৪ সালে এই ভাববাণী লিখিত হইয়াছিল—ঐ সময়ে কল্দীয়েরা কর্কমীশে মিস্রীয়দিগকে পরাজিত করতঃ দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। (৭) "তাহাদের শাসন ও উন্নতি আপনাদের কার্য্য;" তাহারা ব্যবস্থা মানিত না, যাহা খুশি করিত। (১২) "তুমি কি অনাদি কালাবধি নহ?" যিহোবার উত্তরে ভাববাদী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার কথার ভাব, বোধ হয়, এইরূপ—জাতিগণের যখন ধ্বংস হয়, তাহাদের বিগ্রহ সকলও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু হে যিহোবা, তুমি কি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর

আমার পবিত্রতম নহ? সুতরাং আমাদিগকে মরিতে হইবে না; কেনই বা মরিতে হইবে? ইস্রায়েলের জাতীয় জীবন যখন ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের সহিত সম্বন্ধ, তখন এই যে কল্‌দীয়দিগকে তুমি দণ্ড দিতে পাঠাইয়াছ, ইহাদের হাতে ইস্রায়েলের বিনাশ হইবে কেন? (১৩-১৭) "তুমি এমন নির্ম্মলচক্ষু" ইত্যাদি; যে কল্‌দীয়েরা এমন অত্যাচারী, মানুষে যেমন মাছ ধরে, উহারা তেমনি মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়, আর যাহারা দেবতার পূজা করে, তাহাদিগের দ্বারা যিহোবা কেমন করিয়া দণ্ড দেওয়াইবেন? (২; ১) "আমি প্রহরি স্থানে দাঁড়াইব;" যদিও তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দেওয়াতে ভাববাদীর চিন্তা দূর হয় নাই, তথাপি ভাববাদীর বিশ্বাস টলে নাই। তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তর রূপে তিনি এক দর্শন পান। (২) "সুস্পষ্ট করিয়া;" ভাবী বংশের জন্য প্রস্তরফলকে স্পষ্ট করিয়া লিখ। "যে পাঠ করে, সে যেন দৌড়িতে পারে;" বোধ হয়, ইহার অর্থ এই, দৌড়িয়া যাইতে যাইতেও যেন লোকে পাঠ করিতে পারে। (৪) "দেখ;" যাহার দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের এবং বৃহৎ জাতির সুখ সৌভাগ্য নিরূপিত হয়, তৎপ্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। স্বার্থপরতা এবং আত্মম্ভরিতায় যাহাদের প্রাণ স্ফীত, যিহোবার চরণতলে তাহাদের ঠাঁই হয় না। "ধাম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে।" (৬-৮) "পরিহাস-জনক প্রবাদ;" উপক্রুত জাতিরা কল্‌দীয়দিগের নামে ভর্ৎসনাসূচক গান বাঁধিয়া গাহিত। "পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়;" লোভ ও সর্ব্বগ্রাহিতা প্রযুক্ত কল্‌দীয়দিগের প্রতি অভিশাপ। (১২-১৪) "রক্তপাত দ্বারা পুরী গাঁথে;" তাহারা বড় বড় বাটী নির্ম্মাণ করিতে ভাল বাসিত, তাহাতে অত্যাচার হইত, এই জন্য অভিশাপ। (১৫-১৭) "প্রতিবাসীর উলঙ্গতা দেখিবার জন্য তাহাকে পান করায়;" তাহাদের দেশাধিকার-বাসনা ও পরাজিত লোকদিগের উপর অত্যাচার উপলক্ষে অভিশাপ। "মত্ত ও ভূপতিত" লোকের সহিত পরাজিত জাতির তুলনা। (১৮, ১৯) "যে জন কাষ্ঠকে বলে;" তাহাদের প্রতিমাপূজা বিষয়ে অভিশাপোক্তি। (২০) "কিন্তু সদাপ্রভু;" যিহোবাও নিজ পবিত্র মন্দিরে বাস করেন, তিনি অত্যাচারীদিগকে দণ্ড দিবেনই—তাঁহার পথ চাহিয়া থাক।

৩৭ পাঠ। নবূখদনিৎসরকর্ত্তৃক যিরূশালেম আক্রান্ত।

মন্তব্য ২৫।—বাবিলীয় ইতিহাসের সার মর্ম্ম।—অতি আদিম কালে, বোধ হয়, খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ সালে, বাবিলে কয়েকটী স্বাধীন রাজ্য ছিল; প্রথমটী দক্ষিণ বাবিলে ছিল, ইহার রাজধানী উর নগর। খ্রীঃ পূঃ ২২০০ সালের শিলালিপি হইতে উত্তর বাবিলের অক্কাদ রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় শতাব্দীতে নানা রাজা জয় করিয়া সেই সকল এক রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১৬৭০ সালে বাবিল স্বতন্ত্র এক রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন ইহার রাজা চাম্মরাগঃ (হামুরাবি) ইলামস্থ সাগ্নীয় রাজকুমার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর দিকের উপনিবেশ-বাসীরা, অর্থাৎ অশূরীয়েরা আসিয়া (মন্তব্য ২২ দেখ) বাবিল জয় করত অশূরীয় রাজা বাবিলে এক কল্‌দীয় রাজাকে স্থাপিত করেন। বাবিলীয় লোকেরা রাজা লইয়া অশূরীয়দিগের সহিত ক্রমাগত ৬২৬ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে, এই সময়ে অশূর বানিপালের মৃত্যু হয়, পরে বাবিলের নবোপোলাষর (৬২৫-৬০৫ খ্রীঃ পূঃ) স্বাধীন রাজা হয়েন। মহান্ নবূখদনিৎষরের আমলে (৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ) বাবিলের চূড়ান্ত উন্নতি হয়। ৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ সালে মেদীয় ও পারসিকেরা বাবিল জয় করে, তাহাতে কোরসের অধীনে দেশটী পারস্য রাজ্যের এক অঞ্চল বলিয়া গণিত হয়।

বাবিলীয় রাজাদের নামাবলী পড়িলে অনেক জানা যায়। তাহা এই।

বরোদক্-বলদন (২ রাজা ২০; ১২) ... ৭২১–৭১০ খ্রীঃ পূঃ।
ইনি হিষ্কিয়ের কাছে দূত পাঠান, ২রাজা ২০; ১২। পদের টীকা ও মন্তব্য ৩২ পাঠ, মন্তব্য ২৩ দেখ।

নবোপোলাষার ... ... ৬২৫–৬০৫ " "
ইনি স্বাধীন বাবিল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

নবূখদনিৎসর (২রা ২৪; ১। যি ২৭; ৬। দা ১; ১।) ৬০৪–৫৬২ " "
ইনি যিরূশালেম দখল ও প্রধান নিবাসিদিগকে ধরিয়া লইয়া যান, ৫৮৬ খ্রীঃ পূঃ।

ইবিল-মরোদক (২ রাজা ২৫ ; ২৭। যির ৫২ ; ৩১। ৫৬১-৬৬০ „ „
নবুনাহিদ (নবোনিদূস) বেল্‌শেৎসরের পিতা, দা ৫ ;
১। ৭ ; ১। ৮ ; ১ ইত্যাদি .. ৫৫৫-৫৩৮ „ „
বাবিলীয় ইতিহাসে জানা যায় যে, কোরসের জয় করিবার পূর্ব্বে নবোনিদূস বাবিলের শেষ রাজা ছিলেন ; বেল্‌শেৎশরকে উহাঁর পুত্র বলা হইয়াছে। দানিয়েলের পুস্তকে নবোনিদূসের উল্লেখ নাই ; কিন্তু বেলশেৎশরের উল্লেখ আছে। তাঁহার অধীনে মেদীয় দারিয়াবস নগরটী দখল করেন।
কোরস্ (২ বংশা ৩৬ ; ২২। যিশা ৪৪ ; ২৮।
ইস্রা ১ ; ১ ইত্যাদি। ... ... ৫৩৭-৫৩০ „ „
৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ সালে বাবিল দখল করেন। ইহাঁর আদেশে সরুব্বাবিলের সঙ্গে প্রথম বার যিহূদীরা দেশে ফিরিয়া আইসে।
দারিয়াবস্ (হিস্তাপিস) (ইস্রা ৬ ; ১। হগ ১ ;
১। সখ ১ ; ১। ইত্যাদি।) ... ৫২১-৪৮৫ „ „
ইহাঁর আমলে যিরূশালেমের মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হয়।
অক্ষশ্বেরশ, ১ম (ইষ্টে ১ ; ১। ইস্রা ৪ ; ৬) .. ৪৮৫-৪৬৫ „ „
অর্তক্ষস্ত, ১ম (লঙ্গিমানুস) (ইস্রা ৪ ; ৭। ৬ ; ১৪।
৭ ; ১। নহি ২ ; ১ ইত্যাদি) ... ৪৬৫-৪২৪ „ „
এই রাজার আমলে ইস্রার সঙ্গে যিহূদীরা দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আইসে, ৪৫৮। এবং নহিমিয়ের দ্বারা প্রাচীর পুনরায় নির্ম্মিত হয়। ৪৪৫ খ্রীঃ পূঃ।
দারিয়াবস্ ২য়। (নথোস্ বা অমোস) ... ... ৪২৪-৪০৫ „ „
হয় ত নহিমিয় ১২ ; ২২ পদের পারসীক দারিয়াবস্ ; কিন্তু আজি কালি অনেকেই শেষোক্ত ব্যক্তিকে তৃতীয় দারিয়াবস্ বলেন।

যিরমিয়ের ভাববাণী লিখিত ইত্যাদি। যির ৩৬ অ। (১) "যিহোয়াকীমের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে" ইত্যাদি; ৬০৪ খ্রীঃ পূ; যে বৎসরে কর্কমীশে যুদ্ধ হয়, এ বোধ হয়, সেই বৎসর। সেই যুদ্ধে এশিয়ার পশ্চিম দিকে নবূখদনিৎসরের প্রাধান্য স্থাপিত হয় (টীকা ৮৯ দেখ) ইহাতে যিরমিয়ের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। তদবধি তিনি স্বজাতীয়দিগকে যথার্থ অনুতাপী করণার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এ ত গেল ধর্ম্মের কথা। যিরূশালেমে এক দল লোক ছিল, যাহারা মিস্রীয়দিগের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। যাহাতে তাহারা কল্দীয়দিগের বিরুদ্ধাচরণ না করে, সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। প্রথম বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়েন, দ্বিতীয় বিষয়ে কিছু কাল কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। (৯) "পঞ্চম বৎসরের নবম মাসে;" অনুমান এক বৎসর পরে ভাববাণী গুলি লিখিত হইয়াছিল। শীত কাল, বোধ হয়, পৌষ মাঘ মাস। "উপবাস;" কোন সাধারণ পর্ব্ব নহে, বোধ হয়, কল্দীয়দিগকে আসিতে দেখিয়া উপবাস ঘোষণা করা হইয়াছিল। (১৯) "যাইয়া লুকাইয়া থাক;" কথাটা যিহোয়াকীমকে বলিয়া দেওয়া রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য ছিল, ভাববাদীর উপর তাঁহার যে রাগ ছিল, তাহাতে তিনি হয় ত তাঁহাকে তখনই কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিতেন।

অবজ্ঞাত উপদেশ ও অবজ্ঞাত জাতি।—যির ১৩; ১-১৯। ২২; ২০-৩০। (১৩; ১) "মসিনার এক পটুকা ক্রয় কর;" যিহূদা দেশে লোকে সচরাচর পটুকা পরিত, তবে যিরমিয় যাজক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হয় ত মসিনার পটুকা পরিতে বলা হইয়াছিল। "তাহা জলে" দিও না;" দাগ ধরিয়া গেলেও কাচিও না। (২২; ২৪) "কনিয়;" অন্যত্র ইহাকে যিহোয়াখীম ও যিকনিয় বলা হইয়াছে।

যিরূশালেম দখল।—২ রাজা ২৩; ৩৬—২৪; ১৭। (২৪; ২) "কল্দীয়দের ... সৈন্যদল ... ভাববাদীগণের দ্বারা;" যির ১২; ৭-১৭ পদে বোধ হয়, এই লুট পাটের উল্লেখ হইয়াছে। (১০) "সেই সময়ে" ইত্যাদি; প্রথম পদে উক্ত যিহোয়াকীমের বিদ্রোহাচরণ প্রযুক্ত। (১৪) "যিরূশালেমের সমস্ত লোক;" তাই বলিয়া সমস্ত নিবাসী নহে, যাহারা নগরে থাকিলে বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারিত, এই প্রকার দলপতিদিগকে।

৩৮ পাঠ। যিহিষ্কেল বন্দী।

আহ্বান।—যিহি ২; ১-৩; ১৫। (২; ১) "মনুষ্যের সন্তান;" এই প্রকার সম্বোধন যিহিষ্কেল পুস্তকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "চরণে দণ্ডায়মান হও;" তিনি উবুড় হইয়া পড়িলেন, ১; ২৮। প্র ১; ১৭। দাস "মনুষ্যের সন্তান" মাত্র হইলেও ঈশ্বর তাঁহাকে উবুড় হইয়া থাকিতে না দিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। (২) "আত্মা আমাতে আবেশ করিয়া" ইত্যাদি; অর্থাৎ তিনি সাহস ও শক্তি পাইলেন। "তোমার নিকটে শ্যাকুল ও কণ্টকের তুল্য;" ভাববাদীর কথা লোক-দিগের পক্ষে শ্যাকুল ও কণ্টকের কশার তুল্য অসহ্য হইলেও তুমি কথা বলিতে থাকিবে। "তুমি বৃশ্চিকের মধ্যে বাস করিতেছ;" মথি ১০; ১৬ দেখ। (৯) "একখানি জড়ান পুস্তক;" সে কালে ছাপার পুস্তক ছিল না; লোকে চামড়ায় বা শক্ত কাগজে পুস্তক লিখিয়া পাটীর ন্যায় জড়াইয়া রাখিত। "বিলাপ" ইত্যাদি; পুস্তকখানি প্রথমেই তিক্ততার পরিচয় দিল। (৩; ৩) "মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল;" ইহার অর্থ এই যে, যিহিষ্কেলের কার্য্য দ্বারা প্রথমে বড় অসন্তোষ উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাহাতে শেষে তাঁহার নিজের ও স্বদেশীয় লোকদের উপকার হইবে। (১২; ১৪) "আত্মা আমাকে তুলিয়া লইলে;" আজ্ঞাপিত কার্য্য করণার্থ যিহিষ্কেলের এক অদম্য উৎসাহ জন্মিয়াছিল, তাহা ঈশ্বরদত্ত। তিনি বলেন, "সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে বলবৎ ছিল।" তাহাতে কার্য্য করণার্থ যাইতে হইয়াছিল, তিনি আকাশ পথে নীত হয়েন নাই, হাঁটিয়া তেল-আবীবস্থ লোকদিগের কাছে গিয়াছিলেন।

যিরূশালেম বিনাশ বিষয়ে পুনরায় ভাববাণী।—যিহি ২৪ অ। (১) "নবম বৎসরের" ইত্যাদি; ২ রাজা ২৫; ১ দেখ। সেই দিবস যিরূশালেমে যাহা ঘটিয়াছিল, বাবিলস্থ ভাববাদী তাহা লিখিয়া রাখিতে আদিষ্ট হয়েন। (৩) "হাঁড়ি চড়াও;" যিহূদীদের প্রধান লোকেরা বলিত, "এই নগর হাঁড়ি ও আমরা মাংস;" ১১; ৩। যেমন হাঁড়িতে করিয়া মাংস উনানে চড়াইয়া দিলে মাংস আগুনে পুড়িয়া যায় না, তেমনি নগররূপ হাঁড়িতে থাকাতে শত্রুরূপ আগুনে তাহাদিগের কিছু করিতে পারিত না। এক্ষণে বিপরীত হইবে

যিরূশালেম লোহার হাঁড়ি স্বরূপ, নগরবাসিদিগকে এই হাঁড়িতে সিদ্ধ হইতে হইবে। (১০) "অস্থি সকলও দগ্ধ হউক;" যত ক্ষণ না হাঁড়িতেই পুড়িয়া যায়, তত ক্ষণ জ্বাল দিতে থাক। (১১) "হাঁড়ি শূন্য হইলে" ইত্যাদি; অগ্নিতে পাত্রস্থ জিনিষ কেবল ভস্ম করিতে হইবে না, পাত্রের মলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া ফেলিতে হইবে; অর্থাৎ নগরটী ধ্বংস হইয়া গেলে শুচিকারী দণ্ড আসিবে। (১৬) "তোমার নয়নের প্রীতিপাত্রকে;" যিহিষ্কেলের ভার্য্যাকে এস্থলে মন্দির ও যিহূদিদিগের অহঙ্কার ও গৌরব স্বরূপা (২১ পদ) করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। "বিলাপ কি রোদন করিবে না;" শোকের সময়ে বাহ্যে মনোদুঃখের লক্ষণ দেখাইতে বারণ করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকের ন্যায় যিহূদিরাও বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিত। (২২) "আমার এই কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিবে;" যিরূশালেম ধ্বংস হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিলে লোকের এমন মনোদুঃখ হইবে যে, সাধারণ শোকের চিহ্ন যথেষ্ট হইবে না। (২৭) "আর বোবা থাকিবে না;" আহূত হইবার অল্প কাল পরেই প্রকাশ্য-রূপে শিক্ষা দিতে ও অনুযোগ করিতে যিহিষ্কেল নিষিদ্ধ হয়েন। (৩; ২৬) তিনি সহবন্দীদিগের নিকট ঈশ্বরীয় সংবাদ ঘোষণা করিতেন।

প্রহরি ও তাঁহার ঘোষণা—যিহি ৩৩; ১-২৯। (২১) "দ্বাদশ বৎসরের দশম মাসে;" দেড় বৎসর কাল যিরূশালেম অবরুদ্ধ ছিল। এক জন লোক স্বচক্ষে উক্ত নগরের পতন যে বর্ণন করিয়াছিল, দেড় বৎসর পরে তেল-আবিবে বন্দীদিগের নিকট সে বিবরণ পঁহুছিয়াছিল।

---

৩৯ পাঠ। যিরূশালেমের বিনাশ ও দক্ষিণা-ঞ্চলীয় রাজ্যের লোপ।

যিরমিয়ের নামে বিশ্বাসঘাতকতার দোষারোপ।—যির ৩৭ অ। (১) "কনিয়;" ৩৭ পাঠে যির ২২; ২৪ পদের ব্যাখ্যা দেখ। (৩) "প্রার্থনা করুন" ইত্যাদি; সদাপ্রভু নিজ ভাববাদীর প্রমুখাৎ যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে মনোযোগ না করিয়া সিদিকিয়

ঈশ্বরের সাহায্য পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। (৫) "ফরৌণের সৈন্য;" হোফ্রা নামক ফরৌণ এই সময়ে রাজত্ব করিতেন, তিনি নবূখদ্‌নিৎসরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বোধ হয়, তিনি প্রকাশ্য-ভাবে মিত্র রাজগণের সহিত নিয়ম রক্ষা করিবেন বলিয়া দেখাইতেন। কল্‌দীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধের লিখিত বিবরণ নাই। সপ্তম পদের কথায় বোধ হয়, যুদ্ধ না করিয়াই তিনি ফিরিয়া গিয়াছিলেন। (৯) "আপনাদের প্রাণকে বঞ্চনা করিও না;" কল্‌দীয়েরা যিরূশালেম হইতে চলিয়া গেলে যিহূদীরা ভাবিয়াছিল যে, আর ফিরিয়া আসিবে না; তাই মনে অনেকটা ভরসা হইয়াছিল। (১২) "প্রাপ্য অংশ" ইত্যাদি; হয় ত এ কোন বিষয় পাইবার কথা। চিরকালের মত নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় না থাকিলেও অবিলম্বে নগর অবরুদ্ধ হওয়াতে তাহার ফিরিয়া আসা অসাধ্য হইত। (১৫) "সেই অধ্যক্ষগণ;" মন্দিরে বক্তৃতা করিলে পর যে দাঙ্গা উপস্থিত হয়, তাহাতে এই অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, ২৬ অ। যিহোয়াখীন নিশ্চয়ই ইহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। পরে যাঁহারা অধ্যক্ষ হয়েন, তাঁহারা যিরমিয়ের বিষম শত্রু ছিলেন।

যিরমিয়ের কারাবাস।—যির ৩৮; ১-১৩। ৩৯; ১৫-১৮। (৩৮; ৪) "হস্ত দুর্ব্বল করিতেছে;" নগর রক্ষাকারীদের উৎসাহ ভঙ্গ করে ও শত্রুপক্ষে যোগ দিতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেয়। এ কথা সত্য, কিন্তু বাকিটা মিথ্যা। (৬) "কূপ মধ্যে;" জঞ্জালপূর্ণ গর্ত্ত। ভাববাদীকে এক বারে বধ করিতে মনে কষ্ট হইল, তাই অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিল, যেন শীঘ্রই মরিয়া যান। (৭) "এবদ-মেলক" রাজার অন্দর মহলের নপুংসক। (১০) "যিরিমিয় ভাববাদীকে......উত্তোলন কর;" সিদিকিয় কর্ম্মচারিদিগের কথায় চলিতেন বলিয়া বোধ হয়। (৩৯; ৮) "কেননা তুমি আমাতে বিশ্বাস করিয়াছ;" এবদ্‌-মেলক পৌত্তলিক হইলেও যিরমিয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তিনি প্রভুর ভাববাদী।

যিরমিয়ের সহিত সিদিকিয়ের দ্বিতীয় বার গোপনে কথা—যির ৩৮; ১৪-২৮। (২২) "অবশিষ্ট যাবতীয় মহিলা;" ইহাতে জানা যায় যে, নগর অবরুদ্ধ থাকায় এমন অন্নকষ্ট হইয়াছিল যে, রাজার অন্তঃপুরস্থ

স্ত্রীলোকদিগকে বিদায় করিয়া দিতে হইয়াছিল। "তোমার মিত্রগণ..... পরাঙ্মুখ হইয়াছে;" অর্থাৎ সিদিকিয়ের ভাই বন্ধুরা চলিয়া যাইবে।

যিরূশালেমের বিনাশ ইত্যাদি।—২ রাজা ২৪; ১৮-২৫; ২২। (২৫; ৪) "নগর ভগ্ন হইল;" শত্রুপক্ষীয় সেনারা নগরের প্রাচীর এক জায়গায় ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া লইয়াছিল। (৭) "পুত্রগণকে বধ করিল;" পাছে কেহ রাজা হইয়া আবার যুদ্ধ করে, এই জন্য ইহা করা হইল। রাজার সাক্ষাতে পুত্রগণকে বধ করাতে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আর উত্তরাধিকারী রহিল না। "সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিল;" যির ৩৪; ৩ ও যিহি ১২; ১৩ পদের ভাববাণী দেখ। (৮) "সপ্তম দিনে;" যির ৫২; ১২ পদে দশম দিন বলা হইয়াছে, তাহাই, বোধ হয়, ঠিক। (২১) "বন্দী হইয়া নীত হইল;" যির ৫২; ২৮-৩০ পদে লিখিত আছে যে, নগর বিনাশের পর ৪৬০০ জন লোক নীত হইয়াছিল।

---

৪১ পাঠ। পলেষ্টিয়ায় ও মিসরে অবশিষ্ট যিহূদী।

যিরমিয়ের মুক্তি। যির ৪০ অ। (১) "তখন তিনি শৃঙ্খলে বদ্ধ ......এবং বাবিলে নীত;" যির ৩৯; ১১-১৪ পদে লিখিত বিবরণের সহিত এই বিবরণের ঐক্য নাই বলিয়া প্রথমে বোধ হইবে। এক জন পণ্ডিত বলেন, "এই দুই বিবরণ যদি পরস্পর বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, যিরমিয় স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় বন্দীদিগকে সান্ত্বনা দান করিতেন, তাহাতে তাঁহাকেও বন্দী বলিয়া গণ্য করা হয়; গদলিয়ের গৃহে কচিৎ তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইত। কাজেই তিনি আর সকলের সঙ্গে নীত হয়েন, শেষে নবূখদ্‌-নিৎসরের কাছে নিবেদন করাতে তিনি গিয়া দেখিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। (৫) "ফিরিয়া যাও;" অর্থ বড় অস্পষ্ট। অনেক টীকাকার মনে করেন, এস্থলে কোন কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিবে। "পাথেয় ও উপঢৌকন;" ফলতঃ একটা বোঝা; পথ খরচের জন্য যিরমিয় যতটা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। (৭) "সমস্ত

সেনাপতি” ইত্যাদি; কল্‌দীয়দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সকল ইস্রায়েল সেনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। “স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা;” সম্ভবতঃ মৃত লোকদের স্ত্রী পুত্রাদি। (১০) “সম্মুখে দণ্ডায়মান;” জামিন হওয়া।

গদলিয়ের হত্যা। — যির্ ৪১ অঃ। (১) “রাজবংশীয়...ইশ্মায়েল”; রাজবংশীয় বলিয়া ইনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাঁকেই মনোনীত করা নবূখদ্‌নিৎসরের উচিত ছিল। (৫) “শিখিম......হইতে,” ইহাতে জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলের যাহারা রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের কতক লোক যিরূশালেমে ঈশ্বরের আরাধনা করিত। “শ্মশ্রু মুণ্ডন;” নগরের ও মন্দিরের দুর্দ্দশা হেতু শোকচিহ্ন। “সদাপ্রভুর গৃহে;” বেদী ও যাজক না থাকিলেও মনের টান থাকাতে ভক্ত লোকেরা যাইত। (৭) “তাহাদিগকে বধ করিয়া” ইত্যাদি; লুট করণার্থ ইশ্মায়েল এ কার্য্য করিয়াছিল। (১০) “বন্দীরূপে লইয়া গেল” ইত্যাদি; নিশ্চয়ই অম্মোনীয়দিগের দাস করিবার জন্য। (১৮) “ভীত হইয়াছিল” ইত্যাদি। শাসনকর্ত্তা ও তদীয় কল্‌দীয় রক্ষক সেনাগণকে হত্যা করাতে কেবল নহে, কিন্তু হত্যাকারীকে পলাইয়া যাইতে দেওয়াতে।

মিসরে উপস্থিতি ইত্যাদি। — যির ৪৩ অঃ। (২) “তুমি মিথ্যা কহিতেছ” ইত্যাদি; যিহোবা হইতে যে সংবাদই আইস্মক না কেন, তাহারা মিসরে যাওয়া স্থির করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, তাহা অনুকূল হইবে। কিন্তু অনুকূল না হওয়াতে ভাববাদীকে আর বারুককে দোষ দিতে লাগিল। (৬) “যিরমিয় ভাববাদীকে” ইত্যাদি; ইহাতে বোধ হয়, তাঁহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল, না গেলেও জনশূন্য দেশে থাকিয়াই বা কি করিতেন। (১০) “আমি ... নবূখদ্‌নিৎসরকে পাঠাইব;” এই ভাববাণী সফল হইয়াছে।

---

৪২ পাঠ। দানিয়েল ও তৎসঙ্গিগণ।

নবূখদনিৎসরের স্বপ্ন ইত্যাদি। দানি ২ অঃ। (১) “নবূখদনিৎসর আপন রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে;” বোধ হইবে যে, নবূখদ্‌নিৎসরের

রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে এই স্বপ্ন দর্শন ঘটিতে পারে না। দানিয়েলের লিখনানুসারে রাজবাটীতে উহাঁদের তিন বৎসর কাল শিক্ষালাভের (দা ১; ১৮-২০) পরে এই স্বপ্ন হওয়া উচিত। আবার যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে যে নবুখদ্‌নিৎসর বাবিলে বন্দীদিগকে (দা ১; ১) লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে? ঐতিহাসিক পুস্তকে এ বিষয়ে কিছু না থাকিলেও, যির ২৫ অধ্যায়ের কথায় স্পষ্ট জানা যায় যে, ৬০৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দে (যিহোয়াকীমের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে) বাবিলের বাহুবলের কঠোরতা তখনও যিহূদার লোকেরা অনুভব করে নাই। মীমাংসার্থ অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সন্তোষকর কিছুই নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এবিষয়ে অনেক কথা এখনও জানিতে থাকি আছে। "উদ্বিগ্ন হইল," ২৯ পদে কারণ দেখিতে পাইবে। "মন্ত্রবেত্তা, গণক, মায়াবী" ইত্যাদি; বাবিলীয় লোকদের ধর্ম্মে এ সকলের আদর ছিল, যাদু ও গণিত জ্যোতিষের ইহারা খুব ব্যবহার করিত। এস্থলে কল্‌দীয় বলিলে গণক বুঝায়। (৫) "স্বপ্ন ও স্বপ্নের অর্থ;" চতুর লোকে স্বপ্নের অর্থ আন্দাজেই অনেকটা বলিতে পারে, কিন্তু স্বপ্নটী যে কি, তাহা না বলিয়া দিলে বলিতে পারে না। রাজা স্বপ্ন বলিলেন না, কিন্তু কল্‌দীয়দিগকে স্বপ্ন ও তাহার অর্থ, উভয়ই বলিতে আদেশ করিলেন। (৩৮) "আপনি সেই স্বর্ণময় মস্তক;" নবুখদ্‌নিৎসর বাবিল সাম্রাজ্যের প্রতিরূপ ছিলেন, তাঁহারই আমলে উক্ত রাজ্যের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল। (৩৯) "আপনকার পশ্চাৎ;" পরবর্ত্তী তিনটী সাম্রাজ্য কোন্ কোন্‌টী, সে বিষয়ে অনেক মতান্তর আছে। দুইটী কথা বলা আবশ্যক; (১) ইফ্রয়িম সিরূস্ নামক যিহূদী পণ্ডিত বলেন যে, এই চারি সাম্রাজ্য বাবিলীয়, মিদীয়, পারসিক ও গ্রীক সাম্রাজ্য। (২) আর এক মতে শেষ কালের যিহূদী ও প্রাথমিক খ্রীষ্টীয়ান লেখকগণের মতে উক্ত চারি রাজ্য, বাবিলীয়, মেদি-পারসিক, গ্রীক ও রোমক। এক্ষণকার যে পণ্ডিতেরা বলেন যে, নির্ব্বাসনের শত শত বৎসর পরে দানিয়েলের পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাঁহারা প্রথম মতটী মানেন; যাঁহারা বলেন যে, নির্ব্বাসন অবস্থায় দানিয়েল নিজেই পুস্তক খানি লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ শেষ মতের গোঁড়া। (৪৫) "বিনা হস্তে খনিত

প্রস্তর;” মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় রাজ্য, ঈশ্বরমূলক রাজ্য; যাহাতে পৌত্তলিক রাজ্য সকল নষ্ট হইবে।

দারিয়াবসের রাজাজ্ঞা ইত্যাদি।—দানি ৬ অঃ। (১) দারিয়াবস; ৫; ৩১ পদে ইহাঁকে “মাদীয় দারিয়াবস” বলা হইয়াছে। এই রাজা যে কে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, গ্রীক ও বাবিলীয় সূত্রে ইহাঁর কোন আভাসই পাওয়া যায় না। (১০) “দিনের মধ্যে তিন বার;” সকাল বেলা ৯ টার সময়ে, ১২ টার সময়ে এবং বৈকাল বেলা তিনটার সময়ে, এই তিন বার। “পূর্ব্বে যেমন করিতেন;” বাহাদুরি দেখাইবার জন্য নহে; এ সময়ে লুকাইয়া উপাসনা করিলে, লোকে বলিত, ভয়েতে এমন করে।

---

৪৩ পাঠ। প্রত্যাগমন সম্বন্ধে ভাববাণী।

যিহোবার নূতন নিয়ম।—যির ৩১; ৩১-৪০। (৩১) “এক নূতন নিয়ম;” নূতন নিয়ম হওয়াতে পুরাতন নিয়ম উঠিয়া যাইবে। (৩২) “মিসর দেশ হইতে...আসিবার সময়;” ইহাতে কনানে আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত যাত্রা বুঝায়। (৩৩) “তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব;” প্রস্তর-ফলকে লিখিত ব্যবস্থা পালনের উপর পুরাতন নিয়মের নির্ভর ছিল; কিন্তু নূতন নিয়ম ঈশ্বরের সহিত জীবনদায়ী সহভাগিতার উপর স্থাপিত; পূর্ব্ব ব্যবস্থা সহজেই ভঙ্গ হইত; কিন্তু নূতন নিয়ম হৃদয়ে খোদিত, অবিনাশ্য। (৩৩) “আর শিক্ষা দিবে না;” কারণ ঈশ্বরের আত্মা অন্তরে শিক্ষা দিবেন, বাহ্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই, যোয়েলে ২; ২৮। যিশা ৫৪; ১৩। যোহ ৬; ৪৫। ১ যোহ ২; ২০, ২৭। (৩৬) “এই সকল বিধি;” ভৌতিক জগতের নিয়ম। ৩৫ পদ। (৪০) “সদা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র;” পুনঃ স্থাপিত যিরূশালেমে অপবিত্র বা অশুচিকর স্থান থাকিবে না, প্রকা ২১; ২, ২২।

শুষ্ক অস্থি সম্বন্ধীয় দর্শন।—যিহি ৩৭ অ। (১) “আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া;” বোধ হয়, ভাববাদী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া একান্ত মনে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। যিহি ৩; ১২, ১৪ পদের ব্যাখ্যা

দেখ। (৮) "মধ্যে আত্মা ছিল না;" আদি ২; ৭ দেখ। (১২) "আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব;" এস্থলে প্রকৃত পুনরুত্থানের কথা হইতেছে না। বন্দিগণ নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই রাজনীতিক ভাবে আপনাদিগকে মৃত ও বাবিলে যেখানে থাকিত, যে স্থান কবরস্বরূপ জ্ঞান করিত। এ সকল খুলিয়া যাইবে, এবং ইস্রায়েল "পুনর্জ্জীবিত;" হইবে। "আমি তোমাদিগকে বসাইব" ইত্যাদি; ইহাতেই জানা যায় যে, ইস্রায়েলকে পুনঃস্থাপনের কথা হইতেছে, পুনরুত্থানের কথা নহে।

বন্দিত্ব শেষ হইবার কথা ঘোষিত। যিশা ৪০; ১-১১। (১) "সান্ত্বনা কর;" ইহাই যিশায়াহ পুস্তকের এই অংশের উদ্দেশ্য। "তোমরা;" ভাববাদীগণ। "আমার প্রজাদিগকে:" হোশেয় ১; ৯ পদে লেখা আছে, "আমার প্রজা নয়," বোধ হয়, ইহারই তুলনায় এ কথা বলা হইয়াছে। "তোমাদের ঈশ্বর:" হোশেয় ২: ২৩ দেখ। (২) "চিত্ত প্রবোধক কথা;" ইহার অর্থ যিরূশালেমের লোকদিগকে। "যত পাপ তাহার দ্বিগুণ ফল;" প্রচুর দণ্ড, যির ১৬; ১৮ দেখ। (৬-৮) "মাংসমাত্র তৃণস্বরূপ ... ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল থাকিবে;" "কি ঘোষণা করিব?" এই কথার উত্তর।

---

৪৪ পাঠ। প্রথম বার প্রত্যাগমন। মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ।

কোরসের রাজাজ্ঞা। ইস্রা ১; ১—২; ২; ২; ৬৪-৭০। (১; ১) প্রথম বৎসরে।—৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বাবিল দখল করিলে পর যিহূদিদিগের উপর কোরসের আধিপত্যের আরম্ভ হয়। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৬ সালে তাহাদের বন্দিত্বের শেষ হয়। বন্দিদশায় মনের দুঃখে যিহূদিরা কাহারও সঙ্গে মিশিত না; এখনও তাহাদের সেই ভাব আছে। কিন্তু বন্দিদশায় আপনাদের বংশাবলীর তালিকা রাখিত।

পুনরায় বলিদানাদির আরম্ভ। ইস্রা ৩; ১-৪; ৫; ২৪। (৩; ৪) "কুটীরোৎসব।" লেবী ২৩; ৩৪-৩৬ দেখ। (১২) "যে বৃদ্ধগণ;" মন্দির ধ্বংসের পর কেবল ৫০ বৎসর গত হইয়াছিল। (৪; ১)

"বিপক্ষগণ;" শমরীয়গণ; ইহারা প্রথমে বন্ধুত্ব দেখাইয়াছিল, শেষে উহাদের সাহায্য গ্রহণ না করাতে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

---

৪৫ পাঠ। ইষ্টের ও মর্দ্দখয়।

মন্তব্য ২৮।—ইষ্টের পুস্তকে ঈশ্বরের নাম নাই। যিরূশালেম, বা ধর্ম্মসংক্রান্ত আর কিছুরই উল্লেখ নাই। কেবল উপবাসের কথা আছে। লেখক ইষ্টের ও মর্দ্দখয়ের উচ্চপদ প্রাপ্তির ব্যাখ্যা সগৌরবে করিয়াছেন। পারস্য রাজ্যের নানা অঞ্চলে তৎকালে যিহূদীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইষ্টের হইতে তাহাদের মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু পলেষ্টিয়া দেশস্থ যিহূদীদিগের কোন উপকার যে হইয়াছিল, এমন কোন কথা নাই। এই পুস্তকে ঈশ্বরের পরিণামদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইষ্টেরের সাধাসাধনা।—ইষ্টের ৪, ৫ অঃ। (৪; ১৩) "রাজবাটীতে থাকাতে রক্ষা পাইল, তাহা মনে করিও না;" মর্দ্দখয় মনে করিয়াছিলেন, উচ্চপদ পাওয়াতে ইষ্টের ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কোন ভয় নাই, তাই এ কথা বলিয়াছিলেন। (১৬) "উপবাস কর;" এই বিবরণে যদিও প্রার্থনা ও ঈশ্বরের নাম নাই, তথাপি মনে যেন থাকে যে, উপবাস বলিলে যিহূদী-সমাজে উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও হইত।

ইষ্টেরের দ্বিতীয় ভোজ।—ইষ্টের ৭ অ। (৭) "রাজবাটীর উদ্যানে;" অন্দর মহলের উঠানে এই বাগান ছিল। (৮) "তাহাতে রাজা কহিলেন;" হামন ইষ্টেরের কাছে মিনতি করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজা ভাবিলেন, সে বুঝি রাণীকে অপমান করিল। (৯) "তাহাতে হর্বোণা কহিল;" অহঙ্কার বশতঃ হামন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিত না, অনেকেই তাহার শত্রু হইয়াছিল।

মর্দ্দখয়ের উচ্চপদ প্রাপ্তি।—ইষ্টের ৮, ১০ অ। (৮; ২) "অঙ্গুরীয়;" মোহরের আংটী, ৮ পদ দেখ। "বাটীর উপরে মর্দ্দখয়কে নিযুক্ত করিলেন;" সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তা করিয়া দিলেন। "আপনা-

দের অভিমতানুসারে;" পূর্ব্ব রাজাজ্ঞানুসারে ইষ্টের ও মর্দ্দখয়কে যাহা ইচ্ছা করিতে দেওয়া হইল।

যিহূদিদিগের উদ্ধার।—ইষ্টের ৯। (১) "দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে;" রাজাজ্ঞা বাহির হইবার প্রায় এক বৎসর পরে। (৫) "যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল;" এই অধ্যায়ে ইষ্টের, মর্দ্দখয় ও যিহূদিদিগের যে কার্য্যের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার পক্ষসমর্থন করা কঠিন বিষয়।

---

৪৬ পাঠ। দ্বিতীয় বার প্রত্যাগমন ও প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ।

ইষ্রাকে প্রেরণ।—ইষ্রা ৭; ১-২৬। (১) "এই সকল ঘটনার পরে;" পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ ও এই অধ্যায়ের আরম্ভ মধ্যে ৫০ বৎসর ব্যবধান, টীকা ১০৪ দেখ। (৬) "অধ্যাপক;" আদৌ ব্যবস্থার নকলকারী। কালক্রমে এই লেখকেরা ব্যবস্থার অধ্যাপক হইয়া উঠেন।

ইষ্রার সহিত দ্বিতীয় বার প্রত্যাগমন।—ইষ্রা ৭; ২৭, ২৮। ৮; ১৫-৩৬। (৮; ১৫) "অহবা-গামিনী;" বাং অং দেখ। "লেবির সন্তানদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না;" জনকতক লেবির সন্তান মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইষ্রা ২; ৪০ দেখ। (১৭) "নথীনীয়দিগকে;" ইহারা মন্দিরের চাকরের মত ছিল। (২৭) "অদর্কোন;" শেকল হয় ত বাটখাড়া ছিল, তাহা হইলে পুরাতন নিয়মে অদর্কোন ব্যতীত আর কোন মুদ্রার কথা নাই। (৩২) "আমরা যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া;" আসিতে ৪ মাস লাগিয়াছিল। প্রায় ৪৫০ ক্রোশ পথ চলিতে হইয়াছিল।

যিরূশালেমে নহিমিয়ের আগমন, নহি ২ অ—। (১) "নীসন;" আমাদের এপ্রিল মাস। "অর্তক্ষস্ত;" যে রাজার আমলে ইষ্রা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই রাজা, ইষ্রা ৭; ১। (২) "অতিমাত্র ভীত হইলাম;" কারণ রাজদরবারে মুখ বেজার করিয়া থাকিলে গুরুতর দণ্ড হইত, কিন্তু রাজার সদয় ভাব দেখিয়া নহিমিয়ের ভরসা হইল। (৪) "আমি প্রার্থনা করিলাম;" মনে মনে প্রার্থনা। (৫) "পিতৃ

পুরুষদের কবরের নগরে বিদায় করুন;" এ বড় মস্ত কথা। এ দিকে রাজকার্য্য ছাড়িয়া যাওয়া, আবার যিহূদার অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদের উপরে ক্ষমতা পাওয়া। (৮) "বনরক্ষক;" শিকারের জন্য এই সকল বনে বন্য পশু রাখা হইত। (১০) "সন্‌বল্লট:" বোধ হয়, শমরিয়ার নিকটস্থ কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। "টোবিয়;" পারস্য রাজের আম্মোনীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। (১৯) "আরবীয় গেশম;" বোধ হয়, যিহূদীরাজ্যের দক্ষিণস্থ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

প্রাচীর নির্ম্মাণ শেষ।—নহি ৬ অ। (২) "তাহারা আমার হিংসা করিতে মনস্থ করিয়াছে;" তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বা বধ করিয়া। "মুক্ত পত্র;" খোলা চিঠি পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যেন নহিমিয়ের সঙ্গিরা পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হয়, হইয়া ভয় পায়। (১৬) "আপনাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু হইল;" কারণ যিহূদিরা আর এখন নিরুপায় নহে।

৪৭ পাঠ। ঈশ্বরের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা পাঠ ইত্যাদি। নহি ৭; ৭৩। ৮; ১৮। (৭; ৭৩) "সপ্তম মাস;" প্রায় আমাদের অক্টোবর। (৮; ১) "মোশির ব্যবস্থা পুস্তক;" পঞ্চপুস্তক এখন যে ভাবে আছে।

নহিমিয় কর্ত্তৃক ব্যবস্থা পালনার্থ নির্ব্বন্ধ। নহি ১৩; ৪-৩১।—(৪) "ইলিয়াশীব" ৩; ১ পদে ইহাকে প্রধান যাজক বলা হইয়াছে। "টোবিয়ের কুটুম্ব;" বোধ হয়, বিবাহের দরুণ কুটুম্ব। "কিন্তু এই সকল ঘটনার সময়ে;" নহিমিয় যিরূশালেমে যখন ছিলেন না, তখন এই সকল অনাচার উপস্থিত হয়। নহিমিয় যে প্রকার নিশ্ছিদ্ররূপে ব্যবস্থাপলন করিতে চাহিতেন, অনেকে তাহা ভাল বাসিত না। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে তাহাদের আপত্তি করিতে সাহস হইত না। (২৩) "অস্‌দোদীয়া, অম্মোনীয়া, ও মোয়াবীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে;" মোশির আমল হইতে পরজাতীয়া কন্যা বিবাহের প্রথা চলিয়া আসিয়াছিল, যাত্রা ২; ১৬, ২১। গণ ১২; ১। রূৎ ১; ৪। ২ শমূ ৩; ২, ৩। ১ রাজা ৩; ১। ১৪; ২১ ইত্যাদি।

বাইবেল অভিধান

অক্‌ষণা।—একটী পাহাড়। চারি দিকে দুর্গ। এখানে অনেক অট্টালিকা ছিল। এক্ষণে যাহাকে "তক্ক-ইয়া শলিমান" বলে, সেই পর্ব্বতই সে কালের অক্‌ষণা।

অগোব।—(বলবান) যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগকে বাসানের অন্তর্গত একটী দেশ। নূতন নিয়মের সময়ে ত্রাখোনিতি বলিত, এক্ষণে এল্‌লিজা বলে।

অনাকীয়।—হীব্রোণের নিকটস্থ প্রদেশে এই নামে এক জাতীয় দীর্ঘকায় লোক বাস করিত (গণ ১৩; ২২, ২৩)। কিন্তু দেশটী জয় কালে প্রায় ইহারা নির্ব্বংশ হইয়াছিল, কেবল অল্পমাত্র পলিষ্টীয়দের সঙ্গে ছিল (যিহো ১১; ২১, ২১)।

অনাথোৎ।—বিন্যামীন গোষ্ঠির একটী নগর। বোধ হয়, আধুনিক আনাতা।

অফেক।— পলেষ্টিয়ার ছয় সাতটী স্থানের এই নাম ছিল। মীস্‌পার নিকটে এই নামে এক স্থান ছিল (১ শমূ ৭; ১১)। ১ শমূ ২৯; ১ দেখ।

অফ্রা।—(১) বিন্যামীন বংশীয়দের গ্রাম বিশেষ (যিহো ১৮; ২৩। ১ শমূ ১৩; ১৭)। (২) শিম্রিয়োনের জন্ম স্থান (বিচার ৬; ১১)।

অবারীম।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে, যিরীহোর অপর পারস্থ পর্ব্বত শ্রেণী। নবা ও পিস্‌গা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অব্বা।—অশূরীয় রাজ্যের একটী নগর বা প্রদেশ। এখানকার লোকদিগকে শমরিয়ায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল (২ রাজা ১৭; ১৪)। কোথায় এ স্থান ছিল, জানা যায় নাই।

অবোয়ের।—রুবেণ গোষ্ঠীর রাজ্য। অর্নোনের তীরস্থ।

অমালেকীয়।—সে কালের ভাযুনিবাসী এক জাতীয় লোক। "অমালেক জাতিগণের মধ্যে প্রথম ছিল" (গণ ২৪; ২০)। ইস্রায়েল বংশ যৎকালে মিসর হইতে কনানে যায়, তখন ইহারা সীনয় অঞ্চলে বাস করিত।

অম্মা গিরি।—২ শমূ ২; ২৪।

অমোরীয়।—অর্থ পাহাড়িয়া। পলেষ্টিয়া দেশ যখন দখল করা হয়, তখন অমোরীয় লোকেরা খুব ক্ষমতাশালী ছিল। যর্দ্দনের পশ্চিম দিকে উহাদের পাঁচটী রাজ্য ছিল (যিহো ১০; ৫) আবার যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকেও দুইটী রাজ্য ছিল (দ্বিং বিং ৪; ৪৬, ৪৭)।

অয়।—যিহো ৭; ২ দেখ।

অরাবা। (শুষ্ক, অফলা)।—যর্দ্দন ও মৃত্ত সাগরের গভীর (জল) উপত্যকাকে অরাবা বলিত। হর্ম্মোনের তেরাই হইতে আকাবা উপসাগর পর্য্যন্ত এই প্রকার বাদা আছে।

অরাম দেশ।—পলেষ্টিয়া দেশের উত্তর দিকস্থ দেশ বিশেষ।

অরাম।—সুরিয়া।

অরারট।—কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশকে প্রথমে অরারট বলা যাইত (যিশা ৩৭; ৩৮। যির ৫১; ২৭)। এই অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতকে এক্ষণে আরারটের পর্ব্বত বলে, এই পর্ব্বতে নোহের জাহাজ ঠেকিয়াছিল।

অরোলোন।—লেবীয়দিগের নগর বিশেষ (যিহো ২১; ২৪)। এটী দান গোষ্ঠির এলাকায় ছিল (যিহো ১৯; ৪২।

অরুবোৎ।—শলোমনের রাজ্যের এক জিলা।

অর্ণোন।—স্রোতোবিশেষ, মৃতসাগরের পূর্ব্বদিকে গিয়া পড়িয়াছে। এইটি মোয়াবীয় রাজ্যের উত্তর সীমানায় ছিল।

অর্পদ।—সুরিয়া দেশের কোন স্থান।

অশূরীয়া।—প্রথমতঃ বাবিল হইতে লোকেরা আসিয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করে। এক সময়ে এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এত বড় ক্ষমতাশালী রাজ্য আর ছিল না। টাইগ্রিস নদীতীরস্থ নীনবী ইহার রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, নোহের প্রপৌত্র নিমরোদ (আ ১০; ১১) এই নগর স্থাপন করেন। ২২ মন্তব্য দেখ।

অসেকা।—যিহুদা গোষ্ঠীর একটী নগর, পশ্চিম উপকূলে স্থিত। বড় উর্ব্বরা প্রদেশে এই নগর ছিল।

অস্কিলোন।—ঐ। (যিহো ১৩; ৩। ১ শমূ ৬; ১৭ দেখ)।

অস্‌দোদ্।—ফিলিষ্টীয়দিগের পঞ্চ নগরের এক নগর। যোপ ঘ খসার মধ্যস্থলে (যিহো ১৫; ৪৭)।

অস্তারোৎ।—বাশানে ওগের রাজ্যস্থ একটী নগর। যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে। (দ্বিঃ বিঃ ১; ৪)। আদি ১৪; ৫ দেখ।

অহবা।—বাবিলীয় যে সকল যিহুদী ইস্রার সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল, তাহাদের বাসস্থান (ইস্রা ৮; ১৫)। "অহবাগামিনী নদীর কাছে।"

আবেল বৈৎমাখা।—পলেষ্টিয়ার উত্তর দিকস্থ নগর বিশেষ। এই নগর কোথায় ছিল, ঠিক জানা যায় না।

আবেল-মহোলা।—বোধ হয়, যর্দ্দন উপত্যকাস্থ কোন স্থান।

আরব।—আরব দেশ।

ইক্রোণ।—পলেষ্টিয়ার পাঁচটী প্রধান নগরের একটী; এটী সকলের উত্তরে ছিল। এক্ষণে এই স্থানে পাঁচ খানি মাটীর ঘর মাত্র আছে।

ইৎসিয়োন গেবর (অসুরের মেরুদণ্ড)।—আকাবা উপসাগরের তীরস্থ বন্দর বিশেষ। কোথায় এ স্থান ছিল, জানা যায় না।

ইদোম (রাঙ্গা)।—মৃত সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ দেশ, এষৌর বংশীয়েরা এই দেশে বাস করিত। তাহাকেও ইদোম বলা যাইত (আদি ২৫; ৩০)।

ইফ্রয়িম (দ্বিগুণ ফলবন্ত)।—যোষেফের কনিষ্ঠ পুত্র, মিসরে ইহার জন্ম হয়। এই ইফ্রয়িম, ইফ্রয়িম নামক অর্দ্ধ গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। পলেষ্টিয়া দেশের মধ্যস্থলে ইহাদের অধিকার ছিল। রাজ্যটী ভাগ হইয়া গেলে, ইহাদের বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল বলিয়া, ভাববাদীরা সমগ্র উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যকে ইফ্রয়িম নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ইফ্রাত্তা।—স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী। পশ্চিম এশিয়ায় এমন নদী আর নাই। আর্ম্মানী দেশের পর্ব্বতে এই নদী উৎপন্ন হইয়া, ৯০০ ক্রোশ পথ গিয়া পারস্য উপসাগরে পড়িয়াছে।

ইস্কোল।—(দ্রাক্ষাগুচ্ছ)।—হিব্রোণের নিকটস্থ উর্ব্বর উপত্যকা, এইখান হইতে দূতেরা দ্রাক্ষার কাঁদি লইয়া গিয়াছিল (গণ ১৩; ২৩, ২৪)।

ইষ্টায়োল (অনুরোধ)।—নিম্ন ভূমিস্থ নগর বিশেষ।

ইয়োন।—নপ্তালি বংশীয়দের এলাকাস্থ নগর, বিনহদদ্ (১ রাজা ১৫; ২০) ও তিগ্লৎ-পিলেষর লুট করিয়াছিল (২ রাজা ১৫; ২৯)।

উর।—ইফ্রাত্তা নদীর ডান তীরে স্থিত নগর বিশেষ। এখন ধ্বংস অবস্থা।

এথম (যাত্রা ১৩; ২০)।—বোধ হয়, মিসর দেশের উত্তরাঞ্চলে এই নামে এক প্রান্তর ছিল।

এদন।—এই স্থানে প্রথম মনুষ্য সৃষ্ট ও স্থাপিত হইয়াছিল। (আদি ২ ১০-১৪)। অশূরীয়েরা এই নামে একটী স্থান জয় করিয়াছিল (২ রাজা ১৯; ১২)।

এফস্ দম্মীম (রক্তের সীমা বা শেষ)।—সোখো ও অসেকার মধ্য স্থলে এই স্থান; এই খানে, দায়ূদের সঙ্গে গলিয়াতের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ফিলিষ্টীয়েরা শিবির স্থাপন করিয়াছিল (১ শমূ ১৭; ১)।

এবন-এষর (সাহায্যের প্রস্তর)।—পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয় করাতে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ শমূয়েল এক প্রস্তর স্থাপন করেন, তাহার নাম এবন-এষর।

এবল।—পলেষ্টিয়ার মধ্য স্থলস্থ একটী পর্ব্বত বিশেষ।

এলা।—যিহূদার নিম্ন প্রদেশস্থ সুন্দর উপত্যকা।

এলোৎ।—আকাবা উপসাগরের মাথায় স্থাপিত নগর বিশেষ। প্রান্তরে ভ্রমণের প্রসঙ্গে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (দ্বিং বিং ২; ৮)। পরে দায়ূদ দখল করেন (২ শমূ ৮; ১৪)।

ঐটম-শৈল (বিচার ১৫; ৮-১১)।—স্বাভাবিক গর্ত্ত, এই খানে শিমশোন গিয়াছিল। সোরেক উপত্যকার উচ্চ ভাগে এই শৈল ছিল।

ঐন্‌গন্নীম।—যিহূদার উত্তরস্থ নগর বিশেষ। (যিহো ১৫; ৩৪)। ইষাখর বংশের সীমানাস্থ নগর (১৯; ২১)।

ঐন্‌গদী।—যিহো ১৫; ৬২ দেখ।

ঐন্‌-রোগেল।—যিহূদা ও বিন্যামীন বংশীয় এলাকার সীমানাস্থ নগর। যিহো ১৫; ৭।

ঐন্‌-তপ্পহ।—মনঃশিদিগের সীমানাস্থ একটী নির্ঝর (যিহো ১৭; ৭)।

ঐফা।—পরিমাণ বা ওজন বিশেষ।

ওন্‌।—মিসর দেশের নিম্ন অঞ্চলস্থ নগর বিশেষ। এই নগরে যোষেফের শ্বশুর বাস করিতেন (আ ৪১; ৪৫)।

ওনো (বলবান)।—বিন্যামীন বংশীয়দিগের নগর বিশেষ, হয় ত এক্ষণ-কার কাফির-আনা।

ওফল।—যিরূশালেমের যে পাহাড়ে মন্দির ছিল, সেইটীর দক্ষিণ ঢালু।

ওরেব্‌।—বোধ হয়, যিরীহোর দেড় ক্রোশ উত্তরস্থ ওশ্‌এল-গুরাব নামক পর্ব্বত।

কনান্‌ (নম্র)।—আদি ১০; ৬। হামের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। ফৈনীকীয় ও অন্যান্য কনানীয় জাতির আদিপুরুষ। আদি ১০; ১৫-১৮ দেখ।

কনান্‌ দেশ।—পলেষ্টিয়ার সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল এই নামে খ্যাত। ফৈনীকীয় উপকূল ও যর্দ্দনের উপত্যকাকে বিশেষরূপে কনান্‌ দেশ বলিত।

করীৎ।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ খাল বিশেষ।

কর্কমীশ।—হিত্তীয়দিগের প্রাচীন রাজধানী।

কর্ম্মিল পর্ব্বত।—পলেষ্টিয়া দেশের পর্ব্বত বিশেষ।

কবার।—বাবিল দেশের নদী বা খাল বিশেষ। এই নদীর তীরে প্রথম বার কার বন্দিরা বাস করিত।

কল্‌দিয়া।—হবক্‌ ১; ৬। পাঠ ৩৬ দেখ।

কল্‌নী।—আদি ১০; ১০ পদে লিখিত আছে যে, এই স্থান শিনিয়র দেশে ছিল। উক্ত দেশ মেসোপতামিয়া উপত্যকার নিম্ন অঞ্চলে।

কাদেশ।—গণ ১৩; ২৬ পদানুসারে পারণ প্রান্তরে, ২৭; ১৪ পদানুসারে সিন্‌ প্রান্তরে স্থিত। ঠিক স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

কাসিফিয়া।—বাবিল দেশের স্থান বিশেষ। ইষ্রা ৮; ১৭।

কাবূল।—অক্কোর তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে স্থিত একটী গ্রাম। ইহার নিকটেই আশেরের এলাকার সীমানা। হীরম রাজার এই নামটী হয় ত মনে ধরিয়াছিল, তাই সমস্ত প্রদেশকেই তিনি কাবূল বলিতেন (১ রাজা ৯; ১৩)।

কিদ্রোণ (কৃষ্ণ)।—যিরূশালেম ও জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যিহোশাফট উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত নদী। গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়, বর্ষাকালে আমাদের ফল্‌গুর মত অতি বেগবতী।

কিম্হম্।—এ স্থান বৈৎলেহমের খুব নিকটে। বোধ হয়, দায়ুদ বর্শিল্লয়ের পুত্র কিমহম্‌কে এই স্থান দান করিয়াছিলেন (২ শমূ ১৯; ৩৭, ৩৮, ৪০)। মিসরে পলাইয়া যাইবার সময়ে মিস্‌পার লোকেরা এই স্থানে দিন কতক ছিল (যির ৪১; ১৭)।

কিরিয়ৎ-যিয়ারীম (বন্য নগর)।—বিন্যামীন ও যিহুদা গোষ্ঠীর সীমানার মধ্যবর্ত্তী গিবিয়োনীয়দের একটী নগর।

কীর।—অশূরিয়ার এক প্রদেশ—এই খানে তিগ্নৎ-পিলেষর দম্মেশকস্থ লোক-দিগকে লইয়া গিয়া রাখেন।

কেদেশ।—কখন কখনও কেদেশ নপ্তালী বলা যায়। কারন স্থানটী নপ্তালী গোষ্ঠীর এলাকায় ছিল। সে কালের লোকদের বিবেচনায় এটী পবিত্র নগর। এক্ষণে এ নগরকে "কাদিশ" বলে। মেরম জলস্রোতের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে।

কূথ।—২ রাজা ১৭; ৩০।

কূশদেশ।—মিসরের দক্ষিণ দিকে এই দেশ। এক্ষণে এই অঞ্চলকে নবিয়া ও আবিসিনিয়া বলে।

গরার (বাসস্থান)।—পলেষ্টীয়দিগের নগর বিশেষ, যিহুদার দক্ষিণে কাদেশ ও শূরের মধ্যস্থানে (আ ২০; ১)। পলেষ্টিয়ার একটী পুরাতন নগর (আ ১০; ১৯)।

গরিষীম।—পলেষ্টিয়া দেশের মধ্যভাগে এই নামে একটী পর্ব্বত আছে, ১৬০০ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বতের চূড়ায় আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ উক্ত হইয়াছিল (দ্বিঃ বিঃ ২৭; ২৮)।

গশূর (সেতু)।—বাশানের উত্তরদিকস্থ পাহাড়িয়া জায়গা, সে কালের ন্যায় এ কালেও পলাতক লোকেরা এই জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লয়।

গাৎ।—পলেষ্টিয়া দেশের পঞ্চ নগরের এক নগর বিশেষ (যিহো ১১; ২২)।

গাৎ-হেফর।—নগর বিশেষ। এই নগরে যোনাহ ভাববাদীর জন্ম হইয়াছিল (২ রাজা ১৪; ২৫)। সবূলন ও নপ্তালির অধিকারের সীমানাস্থলে এই নগর ছিল (যিহো ১৯; ১৩)।

গারেব।—যিরূশালেমের বাহিরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বত বিশেষ (যিরি ৩১; ৩৯ দেখ)।

গালীল্।—খ্রীষ্টের সময়ে পলেষ্টিয়া দেশ তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল, গালীল তাহার সর্ব্বোত্তর প্রদেশ। যোসিফস্ বলিয়াছেন, গালীল্ অতি উর্ব্বরা প্রদেশ, এখানে বিস্তর ফলের বৃক্ষ ও বন্য বৃক্ষ ছিল, লোকেরও বসতি বড় ঘন। গালীলীয় লোকেরা যিহুদার লোক অপেক্ষা সরল ও সাদাসিধা হইলেও সর্ব্ব প্রকারে যিহুদী, নিতান্ত দেশহিতৈষী ও স্বাধীন ছিল, অথচ আইন কানুন মানিয়া চলিত।

গিবিয়োন।—যিরূশালেমের নিকটস্থ হিবীয়দিগের একটী নগর, ইস্রায়েল-সন্তানদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে এই নগরের লোকেরা বাঁচিয়া গিয়াছিল, (যিহো ৯; ৩-১৫)।

গিবিয়া।—ইহার অর্থ পাহাড়ের গোলাকার চূড়া। অনেক স্থানের এই নাম ছিল।

গিবিয়া (বিন্যামীনের)।—এক্ষণকার তেল্-এল্ জুলিল; যিরূশালেমের দেড় ক্রোশ উত্তরে। এই স্থানে শৌলের জন্ম হইয়াছিল।

গিব্বথোন (উচ্চতা)।—দান গোষ্ঠীর প্রাপ্ত নগর বিশেষ (যিহো ১৯; ৪৪), কিন্তু শীঘ্রই ফিলিষ্টীয়েরা কাড়িয়া লয়।

গিল্‌বো।—যিষ্রিয়েলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বত।

গিলিয়দ।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ পাহাড়িয়া ভূমি—যোয়াম ও বাশানের মধ্যস্থলে।

গীহোন।—যিরূশালেমের বহিঃস্থ দুইটী স্থানের এই নাম ছিল, (১) উচ্চ গীহোন; বোধ হয়, এক্ষনকার এন-রোগেল, অথবা কুমারী নির্ঝর; (২) নিম্ন গীহোন, অথবা উপত্যকাস্থ গীহোন, শিলোহ সরোবরের নিকট।

গূর।—যিষ্রিয়েলের অনতিদূরস্থ একটী টীলা। এই খানে যেহূ অহসিয়কে সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়াছিলেন।

গেবা (লুক্কায়িত)।—এক্ষণে যে স্থানকে জেবা বলে, তাহাই সে কালের গেবা। এ স্থান যিরূশালেম হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে একটী উচ্চ পাহাড়ের উপরে ছিল (১ শমূ ১৪; ৪, ৫)।

গেষর (উচ্চ স্থান)।—কনানীয়দিগের একটী প্রধান নগর। ইফ্রয়িম গোষ্ঠির এলাকার দক্ষিণ সীমায় বেৎহরণ ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থিত।

গোশন।—মিসর দেশের উত্তরে এক উর্ব্বর প্রদেশ, পলেষ্টিয়ার সীমানার খুব নিকট। বর্ষাকালে নীল নদীর জলে এ প্রদেশ ডুবিয়া যাইত না, তাই গো মেষ চরাইবার পক্ষে সুবিধা হইত।

গোষন।—অশূরিয়ার এক অঞ্চল, এই অঞ্চল দিয়া গোষন নদী বহিত।

গোয়া।—যিরূশালেমের বহিঃস্থ একটী স্থান, কেবল যির ৩১; ৩৯ পদে উল্লেখিত হইয়াছে।

ঘসা (দুর্গ)।—প্রাচীন পলেষ্টিয়া দেশের প্রধান নগর, যিরূশালেম হইতে সমুদ্র-কূলে, ২৫ ক্রোশ দক্ষিন-পশ্চিমে। সম্রাট আগস্ত এই নগর মহান্ হেরোদকে দান করেন। অবশেষে ইহা সুরিয়ার এক অঞ্চল হইয়া যায়।

ঘমোরা।— সর্ব্বদাই সদোমের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে।

জাহাজ।—নোহের জাহাজ। ৪৫০ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চৌড়া আর ৫৫ ফুট গভীর।

জ্যেষ্ঠাধিকার।—জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিশেষ অধিকার, অংশ। মোশির ব্যবস্থা

নুসারে, অন্য পুত্রেরা পিতার বিষয়ের যত পাইত, জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার দ্বিগুণ পাইত।

টলায়ীম।—যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলস্থ নগর বিশেষ।

তলঃশর।—গোষণ অঞ্চলস্থ নগর বা প্রদেশ বিশেষ। এদন সন্তানগন এখানে বাস করিত (২ রাজা ১৯; ১২)। অশূরীয়েরা এ প্রদেশ জয় করিয়াছিল।

তানক।—বিখ্যাত গড়বন্দী নগর। এক্ষণে এই নগরকে তান্নুক বলে।

ত্বক্‌চ্ছেদ।—এই প্রথা মিসর ও বিস্তর সিমিটীয় জাতীয় লোকদের সমাজে প্রচলিত ছিল।

তামর।—শলোমন এই নগর নির্ম্মাণ করেন (১ রাজা ৯; ১৮)। "প্রান্তরস্থ তামর।"

তালন্ত।—রৌপ্য মুদ্রা।

তকোয়।—গ্রাম বিশেষ। এক্ষণে তেকুয়া বলে। বৈৎলেহমের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামে আমোষ ভাববাদীর জন্ম হইয়াছিল।

তেল্‌-আবীব।—কল্‌দীয় দেশস্থ নগর বা প্রদেশ বিশেষ। নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদী বন্দীদিগকে লইয়া গিয়া এই স্থানে রাখিয়া দেন (যিহি ৩; ১৫)।

তোফৎ।—হিন্নোম উপত্যকাস্থ স্থান বিশেষ। প্রথমে স্থানটী সুন্দর ছিল বলিয়া বোধ হয়, শেষে পৌত্তলিক ধর্ম্ম-সঙ্গত কদাচারের দ্বারা অশুচি ও ঘৃনাকর হয়।

তিপ্‌সহ।—শলোমনের এলাকার সর্ব্ব উত্তর সীমা (১ রাজা ৪; ২৪)।

তির্সা।—প্রাচীন কালীয় কনানীয় নগর, বড় রম্য স্থানে স্থাপিত ছিল। প্রথম যারবিয়াম এই নগরে বাস করিতেন। পরে সিম্রী এই নগর নষ্ট করিয়া ফেলেন।

দবীর।—পলেষ্টিয়ায় এই নামে তিনটী স্থান ছিল। যিহো ১৫; ৪৯। ১৫; ১৫। ১৫; ৭। ১৩; ২৬ দেখ।

দম্মেশক।—ইহার তুল্য প্রাচীন নগর পৃথিবীতে অল্পই আছে; যিরূশালেম হইতে ৬৪।।০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে, এবং ভূমধ্য-সাগরের ন্যূনাধিক ২৫ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে স্থিত। এটী চিরকালই সুরিয়া দেশের বিশিষ্ঠ প্রধান নগর ছিল। নগরের চারি দিকে অতি সুন্দর ও উর্ব্বরা সমভূমি, এই জন্য লোকে নগরটীকে "প্রান্তরের চক্ষু" বলিত। পৌলের সময়ে এই নগরে অনেক যিহূদীর বাস ছিল। আরিতা (২ ক ১১; ৩২) নামে জনৈক আরব রোমকদিগের অধীনে এই নগরের রাজা ছিলেন।

দান।—পলেষ্টিয়ার উত্তর সীমাস্থ বিখ্যাত নগর। এই নগরকে সে কালে লোকে পুণ্য নগর বলিয়া মানিত। তাই বোধ হয়, এই খানে যারবিয়াম সুবর্ন গোবৎসের মন্দির স্থাপন করেন।

দায়ূদের নগর।—সমস্ত যিরূশালেম নহে, কেবল সিয়োন পর্ব্বত। এই খানে রাজধানী ছিল।

দোথন।—নগর বিশেষ। আদি ৩৭; ১৭। ২ রাজা ৬; ১৩ দেখ। নগরটী শমরিয়ার ৬ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

দোর।—কনানীয়দিগের নগর বিশেষ—মনঃশি বংশীয়েরা পাইয়াছিল। শারণ প্রান্তরের উত্তর দিকে স্থিত। এক্ষণে "তান্তুরা" বলে।

নবো।—মোয়াব পর্ব্বতমালার এক অতি উচ্চ চূড়া। মৃত সাগরের উত্তরাংশের পূর্ব্ব দিকে স্থিত। এই খান হইতে পলেষ্টিয়া দেশ নিরীক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নীনবী।—অশূরিয়ার রাজধানী ও প্রধান নগর। তাইগ্রিস নদীর পূর্ব্ব তীরে স্থিত। ইহার অপর তীরে এক্ষণে মশুল নামে এক নগর আছে। সাবেক নগরের ইট পাথর পড়িয়া আছে।

নোদ।—এই দেশে কয়িন্ পলাইয়া গিয়াছিল।

পথ্রোষ।—মিসর দেশের উচ্চ ভাগ এই নামে খ্যাত ছিল (যির ৪৪ ; ১৫)।

পনূয়েল্ (ঈশ্বরের মুখ)।—যব্বোক জলস্রোতের নিকটস্থ স্থান। এই খানে ঈশ্বরের সহিত যাকোব মল্লযুদ্ধ করেন (আ ৩২ ; ৩০); ৫০০ শত বৎসর পরে, এই খানে গিদিয়োন এক নগর স্থাপন ও নিবাসীদিগকে বধ করেন (বিচার ৮ ; ১৭); প্রথম যারবিয়াম সেই নগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন (১ রাজা ১২ ; ২৫)।

পরিষীয় (ভিন্ন ভিন্ন নিবাসী)।—কনান্ দেশস্থ এক জাতীয় লোক; ইস্রায়েলদের কনান্ জয় কালে, ইহারা কনানে বাস করিত। প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস না করিয়া ইহারা প্রান্তরে বাস করিত।

পলেষ্টিয়া (ভ্রমণ, ভ্রমণকারিদের দেশ)।—পলেষ্টীয়দিগের নিবাসভূমি (যাত্রা ১৫ ; ১৪)। ভূমধ্যসাগরস্থ দক্ষিণ উপকূলে স্থিত। কনান দখল করার সময়ে ইহারা ইস্রায়েলদের দ্বারা পরাজিত হয় নাই। শত শত বৎসর কাল ইহারা যিহূদিদিগের বিষম শত্রু ছিল।

পারণ।—প্রান্তর বিশেষ। সীনয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ। পলেষ্টিয়ার দক্ষিণ প্রদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে আরব দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পারসীক।—পশ্চিম দিকে এলম, উত্তরেমেদিয়া, পূর্ব্ব দিকে কর্ম্মিনা, এই দেশকে পারসীক দেশ বলে। কিন্তু পুরাকালের পারসীক রাজ্য এক সময়ে অতি বিস্তৃত—সিন্ধু নদের পশ্চিম হইতে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া, মিসর ও ইউরোপের কিয়দংশ পারসীক রাজ্যভুক্ত ছিল। কেবল আরব দেশ ছিল না।

পিস্‌গা (ভাগ)।—মোয়াব দেশে "যিরীহোর সম্মুখে অবস্থিত পর্ব্বত," এই স্থান হইতে মোশি কনান দেশের দর্শন পাইয়াছিলেন। "নবো" দেখ।

পীশোন।—এদন বাগানস্থ এক নদী (আ ২ ; ১১)।

পীথোম।—ইস্রায়েলদের দ্বারা নির্ম্মিত ভাণ্ডার নগর (যা ১ : ১১)। ইহার নিকটবর্ত্তী দেশকে সক্কোৎ বলিত। ১৮৮৩ সালে এই স্থানটী বাহির হইয়াছে। সুয়েজ খালের তীরস্থ ইশ্মায়েলিয়া নগরের ৬ ক্রোশ ভাটিতে। এই খানে যে সকল ইট পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতক খড়ের কুচা, কতক খাগড়ার কুচা মিশ্রিত, কতক নীল নদের কাদা দিয়া নির্ম্মিত। ইহাতে খড় কুচা নাই।

পী-হহীরোৎ।—মিসরের সীমাস্থ স্থান (যাত্রা° ১৪ ; ২)।

পেরেস্ উষ (উষভঙ্গ)।—যিরূশালেমের নিকটস্থ কোন স্থান।

ফরৌণ।—উপাধি বিশেষ, যেমন সুলতান, সার্ব্বভৌম, রাজাধিরাজ ইত্যাদি।

বামোৎ।—অমোরীয় দেশস্থ ইস্রায়েলের শিবির (গণ ২১ ; ১৯, ২০)।

ব্যালহর্ম্মোণ।—বোধ হয়, হর্ম্মোণ পর্ব্বতের ফৈনীকীয় নাম।

বাল্ পরাসীম।—দায়ূদ এই নাম দিয়াছিলেন, বোধ হয়, ফিলিষ্টীয়েরা পরাজিত হওয়াতে যে ব্যালের মূর্ত্তিসকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই জন্য নামটী দত্ত হইয়াছিল। (২ শমূ ৫ ; ২০)।

বাল্-সফোন্।—লোহিত সাগরের কাছে যে খানে ইস্রায়েলগণ পার হইয়াছিল (যা ১৪ ; ২, ৯)। এ স্থান কোথায়, এক্ষণে জানা যায় না।

বাবিল।—আদি ১১ ; ৯ মতে "ভেদ," কিন্তু "ঈশ্বরের দ্বার" বলিলেও হয়। বোধ হয়, প্রথমে এখানে মন্দির ছিল। শেষে বাবিলীয় রাজ্যের রাজধানী হয়।

বাবিলীয়।—পুরাতন নিয়মে বাবিল বলিতে রাজধানী ও দেশ উভয়ই বুঝায়। ইফ্রাত্তা নদীর ভাঁটিতে নদী-তীরে রাজধানী ছিল। যে নগরকে বাবিল বলে, সেটী হয় ত আদি ১১ ; ৪ পদের বাবিল। বাবিলীয় রাজ্য অতি প্রকাণ্ড। ইহার উত্তর সীমানা অশূরিয়া, পূর্ব্ব সীমানা ইলাম, দক্ষিণ সীমানা আরব দেশ, পারস্য উপসাগর, ও পশ্চিম সীমানা আরব দেশ।

বালাম।—লোকটী বড় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী, আবার কবিও ছিল, এবং ভাববাণীও বলিয়াছিল। স্বজাতীয় মিদিয়োনীয় লোকেরা তাহাকে বড় মানিত, লোকটা টাকার লোভে ঈশ্বরের কথা না শুনিয়া ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিয়াছিল। ইস্রায়েলের দ্বারা যখন মিদিয়োনীয়েরা পরাজিত হয়, তখন বালাম হত হইয়াছিল (গণ ৩১ ; ৮)।

বালিযিহূদা।—(২ শমূ ৬ ; ২) বোধ হয়, কিরিয়াৎ যিয়ারীমের নামান্তর।

বালোৎ।—দক্ষিণ যিহূদার এক স্থানের নাম (যিহো ১৫ ; ২৪)।

বাশান।—যর্দ্দন নদীর উজান দিকস্থ একটী প্রদেশ। এ দেশে অনেক বড় নগর ছিল। মনঃশির গোষ্ঠী এই প্রদেশ পাইয়াছিল।

বেটহ (ভরসা)।—সোবার রাজার একটী নগর (২ শমূ ৮ ; ৮)।

বের। (কূপ)।—গণ ২১ ; ১৬ দেখ।

বেরশেবা।—কনানের দক্ষিণ সীমাস্থ প্রদেশ, শিমিয়োন বংশীয়েরা এ প্রদেশ পাইয়াছিল। (যিহো ২১ ; ১৪)।

বেরোথা (কূপসমূহ)। পলেষ্টিয়া দেশের উত্তরাঞ্চলস্থ নগর বিশেষ (২ শমূ ৮; ৮)।

বেষক।—যাবেশ-গিলিয়দ হইতে এক দিনের পথ। (১ শমূ ১১; ৮ দেখ)।

বৈৎ আবন (গর্ব্বাগার)।—বিন্যামীন ও ইফ্রয়িম বংশীয়দিগের এলাকার সীমানাস্থ একটী স্থান। এটী বৈথেল ও মীখমাশের মধ্যবর্ত্তী। বোধ হয়, এখানে কোন প্রকার দেবমন্দির ছিল, তাই "গর্ব্বাগার" বলা যায়। বৈথেলের বিপরীত, বৈথেলের অর্থ ঈশ্বরাগার।

বৈৎবারা।—বিচার ৭; ২৪ দেখ।

বৈৎশান (বিশ্রামাগার)।—যর্দ্দনের দুই ক্রোশ পূর্ব্ব ও গিনেষরৎ হ্রদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত একটী নগর, ইষাখর বংশীয়েরা পাইলেও মনঃশিদিগের দখলে ছিল।

বৈৎশিটা।—যিরীহোর নিকটস্থ স্থান (বিচার ৭; ২২ দেখ)।

বৈৎশেহম (অন্নাগার)।—প্রাচীন কালের নগর, পূর্ব্বে ইফ্রাৎ বলা যাইত, শেষে বৈৎশেহম নামে খ্যাত হয় (রুৎ ১; ১)।

বৈৎশেমশ (সূর্য্যাগার)।—পলেষ্টিয়া দেশের অনেক স্থানই এই নামে বিখ্যাত। ১ রাজা ৪; ৯ পদে যে বৈৎশেমশের উল্লেখ আছে, সেটী যিহুদা বংশের এলাকায় ছিল। এক্ষণে সেটীকে "আইন শেম" বলে।

বৈথেল (ঈশ্বরের গৃহ)।—বিন্যামীন বংশীয়দিগের এলাকাস্থ পবিত্র স্থান। এক্ষণে এ স্থানকে "বিতিন" বলে। যিরূশালেমের ৬ ক্রোশ উত্তরে স্থিত।

বৈৎ হোরোণ।—ইফ্রয়িমের এলাকাস্থ লেবীয়দিগের একটী নগর (যিহো ১৬; ৩, ৫)। যিরূশালেমের পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে।

বিল্লা।—নগর বিশেষ (গণ ৩৪; ১১) ওরন্তি নদীর পূর্ব্ব তীরে স্থিত।

লবণাখ্য তলভূমি।—বোধ হয়, এদোনের নিকটস্থ (২ শমূ ৮; ১৩)।

মক্কেদা (মেষ পালকদের স্থান)।—প্রধান নগর (যিহো ১০; ১৫-২৭)।

মঃসা (পরীক্ষা)।—যে স্থলে ইস্রায়েলীয়েরা জলের জন্য বচসা করিয়াছিল, সেই স্থান।

মত্তানা (দান)।—মৃত সাগরের পূর্ব্ব দিকস্থ স্থান বিশেষ।

মহাবীরগণ।—ইব্রীয়দিগের আদিম পরম্পরাগত কথায় মহাবীরগণের উল্লেখ আছে (আ ৬; ৪)।

মাকস্।—(১ রাজা ৪; ৯)।

মাদোন (উচ্চ)।—উত্তর কনানের নগর বিশেষ (যিহো ১১; ১। ১২; ১৯)।

মহনয়িম (শিবিরদ্বয়)।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ গাদবংশীয়দের নগর বিশেষ।

মগিদ্দো।—কনানীয়দিগের প্রধান নগর।

মান্না।—প্রান্তরে ইস্রায়েলদের প্রধান খাদ্য।

মেরোম জলাশয়।—গিনষেরৎ সমুদ্রের উত্তর দিকের একটী হ্রদ।

মোরিয়া।—দেশ বিশেষ। এই খানে অব্রাহাম স্বীয় পুত্র ইস্‌হাককে বলি দিতে লইয়া গিয়াছিলেন।

মোরি।—হয় ত ছোট হার্ম্মোণ পর্ব্বতমালা। যিষ্রীয়েল ও যর্দ্দন উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী।

মেদবা।—মৃত সাগরের উত্তরাংশের পশ্চিম দিকস্থ নগর বিশেষ। এ নগর এখনও এই নামে বিখ্যাত।

মিগেদাল (উচ্চগৃহ)।—নিকটে প্রহরিদিগের উচ্চ গৃহ থাকাতে অনেক স্থানের ঐ নাম হইয়াছিল।

মিন্নীৎ (ভাগ)।—স্থান বিশেষ।

মিস্ ফোৎমযিম।—(প্রহরি স্থান) লাবন ও যাকোবের নির্ম্মিত সাক্ষির স্থান (যিঃহো ৮; ৮।

মিশ্রোণ (প্রধান)।—স্থান বিশেষ; শৌলের গিবিয়ার নিকটস্থ।

মিসর।—এই সুবিখ্যাত দেশ আফ্রিকা খণ্ডের উত্তর পূর্ব্বাংশে নীল নদের তীর দিয়া লোহিত সাগরের পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশের ৫০০০ হাজার বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট জন্মের ৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোরস্ রাজা এই দেশ অধিকার করেন, তৎপূর্ব্বে বহুকাল মিস্রীয়েরা অতি প্রতাপশালী জাতি ছিল। প্রেরিতদের সময়ে এই দেশ পরাধীন এবং ইহার সমৃদ্ধিশালী সিকন্দরিয়া নগর বিখ্যাত ছিল। এই নগরে তৎকালে বিদ্যার বিস্তর চর্চ্চা হইত।

যকমিয়াম।—ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর লেবীয়দিগের নগর (১ রাজা ৪; ১২ দেখ)।

যজ্ঞবেদি।—ধর্ম্মার্থ বলিদানাদি উৎসর্গ করণার্থ মাটী, প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত উচ্চ স্থান। প্রথম যজ্ঞবেদি নোহ প্রস্তুত করেন। আ ৮; ২০।

যর্দ্দন।—পলেষ্টিয়া দেশের প্রধান নদী। লিবানোন উপত্যকায় উৎপত্তি ও মৃত সাগরে পতন।

যব্বোক নদী।—ছোট নদী। অম্মোনীয়দিগের দেশ দিয়া যর্দ্দন নদীতে গিয়া পড়িয়াছে।

যানোহ।—একটী স্থানের নাম, তিগ্লৎপিলেষর দখল করেন (২ রাজা ১৫; ২৯।) নপ্তালী পর্ব্বতে এই স্থান ছিল।

যাবেশ-গিলিয়দ।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকস্থ এক নগর। গাদ্ বংশীয়েরা এই নগর পাইয়াছিল। নগরের নিবাসিরা উত্তেজিত হইয়া উঠাতে গাদবংশীয়দিগের বড় বিপদ হইয়াছিল (বিচার ২১; ৮-১৪)। শৌল তাহাদিগকে উদ্ধার করেন (১ শমূ ১১; ১-১২)।

যিবূষীয়।—কনান দেশীয় এক জাতীয় লোক পলেষ্টিয়া দেশের দক্ষিণে উচ্চ ভূমিতে বাস করিত। যিরূশালেমের প্রাচীন নাম যিবূষ্, এই নাম হইতে উক্ত লোকদের নাম যিবষীয় হইয়াছে।

যিরীহো।—কনানীয়দিগের প্রধান নগর। এখানে দুর্গ ছিল, নগরের লোকেরা খুব ধনবান ছিল। যর্দ্দন উপত্যকার নিম্ন প্রদেশে এই নগর স্থাপিত ছিল।

যিরূশালেম (শালেম, অর্থাৎ শান্তি দেবের নগর)।—পলেষ্টিয়া দেশের স্বনামখ্যাত নগর। যর্দ্দনের মৃত-সাগরসঙ্গম স্থানের ৯ ক্রোশ সিধা পশ্চিমে। কনানের আদিম নিবাসিদিগের নিকট হইতে লইয়া দায়ূদ এই খানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং তদীয় পুত্র শলোমন এখানকার মন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করেন। নগরটী বার বার শত্রুহস্তগত এবং এক বার ভূমিসাৎ হইলেও এক ভাবে এই নগর যিহূদীদের ধর্ম্মালোচনার প্রধান স্থান ছিল। এই পাঠে যে কালের উল্লেখ হইয়াছে, তৎকালে এই নগরে বহু লোকের বাস ছিল। যিহূদীদিগের ধর্ম্ম ও বিদ্যালোচনার প্রধান স্থান হইলেও এ নগরে বাণিজ্য কার্য্যও বিস্তর চলিত। ৭০ খ্রীঃ অব্দে রোমকেরা যিরূশালেম নগর ধ্বংস করে। বর্ত্তমান যিরূশালেমে মুসলমানের বসতিই বেশি।

যিল্লিয়ম।—মনঃশি গোষ্ঠীর প্রাপ্ত নগর বিশেষ (বিচা ১ ; ২৭)।

যিহোবা।—মোশির আমল হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই নামে বিদিত।

রফীদীম।—সীনয় অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে ইস্রায়েলগণ এই স্থানে তাম্বু ফেলিয়াছিল।

রহোব্।—পলেষ্টিয়ার বহু উত্তরাংশস্থ একটী জিলা, হামোতের নিকটে (গণ ১৩ ; ২১)।

রামা (উচ্চ)।—এই স্থানটী পলেষ্টিয়া দেশে, ইহাকে রামা, রাম, রামৎ, রোমৎ, রমেৎ ইত্যাদি বলে। (১) এক্ষণে এ স্থানের নাম "এর—রাম," যিরূশালেমের উত্তরে, বৈথেলের মধ্যে (বিচার ৪ ; ৫)। এই খানে বন্দীদিগকে কল্‌দীয় সেনাপতি ভাদারক করিয়াছিল। (যির ৪০ ; ১)।

(২) ইল্কানা ও হন্নার বাসস্থান (১ শমূ ১ ; ১৯), তাহাদের পুত্র শমূয়েলেরও বাসস্থান (১ শমূ ৭ ; ১৭)। রামাথয়িম সোফিমনি (১ শমূ ১ ; ১) অতি দীর্ঘ নাম, তাহা হইতে রামা হইয়াছে।

রামোৎ (গিলিয়দ্ স্থিত)।—যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিকে, গড়বন্দী নগর।

রামিষেষ।—ভাণ্ডার নগর বিশেষ, ফরৌণের আদেশে ইস্রায়েল্‌গণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল (যা ১ ; ১১। ১২ ; ৩৭)।

রেৎসফ্।—নগর বিশেষ। এই নগর দখল করিয়াছে বলিয়া বড়াই করত সনুহেরীব হিষ্কিয়কে পত্র লিখিয়াছিল।

লাখীশ।—পলেষ্টিয়া দেশের সমভূমিতে স্থিত অতি প্রাচীন নগর। পরে পলেষ্টীয়েরা এই নগর গড়বন্দী করে। শেষে সনুহেরীব রাজা দখল করেন।

লিব্‌না।—কনানীয় রাজাদিগের নগর। লাখীশ ও নাকেদার মধ্যস্থলে স্থিত (গণ ৩৫ ; ২০)।

লিবানোন্।—ইহার অর্থ সাদা। পলেষ্টিয়া দেশের উত্তর সীমাস্থ স্বনামখ্যাত প্রকাণ্ড পর্ব্বত শ্রেণী।

লিহী।—পূরা নাম রাম লিহী। পলেষ্টিয়ার সীমা স্থিতপ্রদেশবিশেষ। বিচার ১৫; ১৯।

শমরিয়া।—ইস্রায়েলদের রাজ্যের রাজধানী। ওম্রী এই নগর স্থাপিত করেন।

শাল্‌বীম।—দানবংশীয়দিগের এলাকাস্থ কোন নগর। এক্ষণে সাল্‌বিৎ বলে।

শালিশা।—১ শমূ ৯; ৪ দেখ।

শিবিয়া।—রাজ্য বিশেষ।

শিখিম।—গরিষীম পর্ব্বতের উত্তর গায়ে স্থিত প্রাচীন নগর বিশেষ।

শীলো।—ইস্রায়েলের অতি প্রাচীন ও মাননীয় ধর্ম্ম ধাম। ইফ্রয়িম বংশের এলাকায় বৈথেলের উত্তরে স্থিত; বৈথেল হইতে ৩ ঘণ্টার পথ।

শিনিয়র।—ইফ্রাত্তা নদীর নিম্ন উপত্যকার সে কালে এই নাম ছিল।

শূনেম।—ঈসাখর বংশীয়দের এলাকাস্থ নগর বিশেষ। ইলীশায় এই নগরস্থ কোন স্ত্রীলোকের ছেলেকে বাঁচাইয়াছিলেন (২ রাজা ৪; ৮) ২ রাজা ১; ৩ দেখ।

শূর।—মিসরের পূর্ব্বাংশস্থ নগর বিশেষ।

শূশন।—আদৌ এই নগর ইলামের রাজধানী ছিল। পারস্য উপসাগরের ৭৫ ক্রোশ উত্তরে স্থিত।

সদোম।—যর্দ্দন উপত্যকার নিম্ন প্রদেশস্থ প্রধান নগর। ঈশ্বর এইটী ও অন্যান্য নগর নষ্ট করিয়া ফেলেন।

সফর্বয়িম।—২ রাজা ১৭; ২৪। ১৯; ১৩ দেখ।

সীনয়।—পর্ব্বত বা পর্ব্বতমালা বিশেষ, এটীকে হোরেবও বলা যায়; এই স্থানে ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই ইহাকে ঈশ্বরীয় পর্ব্বত ও পবিত্র ভূমি বলিত (যা ৩; ১, ১৫)। এই পর্ব্বত যে কোথায়, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

সূফ সাগর।—বাইবেলে যাহাকে সূফ সাগর বলে, বাংলা ভূগোলে তাহাকে লোহিত সাগর বলে।

সেয়ীরীর পর্ব্বত।—আকাবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে, লবণ হ্রদের দক্ষিণে স্থিত (আ ১৪; ৬)।

হখীলা।—হীব্রণের এক পর্ব্বত।

হবীলা।—(১) পীশোন নদীর দ্বারা বেষ্টিত দেশ (আ ২; ১১)। (২) আরব দেশের এক অঞ্চল, যেখানে যক্তনের সন্তানেরা বাস করিত (আ ১০; ২৯)। (৩) ইশ্মায়েলীয়দিগের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমানা (আ ২৫; ১৮ ১ শমূ ১৫; ৭)।

হমাৎ।—ওরন্তি নদীর তীরস্থ বৃহৎ নগর। (গণ ১৩; ২১। যির ৩৯; ৫)

হর্মা (নির্ব্বাসন, অভিসম্পাত)।—কনানীয়দিগের প্রধান নগর (যিহো ১২;

১২) এটী যিহূদা গোষ্ঠীর ভাগে পড়িয়াছিল (যিহো ১৫ ; ৩০), পরে শিমিয়োন সন্তানেরা পায় (যিহো ১৯ ; ৪)।

হর্ম্মোণ।—পলেষ্টিয়া দেশের সর্ব্বোচ্চ ও বিখ্যাত পর্ব্বত। গালীল সাগর হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে।

হলহ।—অশূরিয়া রাজ্যের কোন এক স্থান। সার্গন কর্ত্তৃক ইস্রায়েলীয় লোককে এই স্থানে লইয়া গিয়াছিল (২ রাজা ১৭ ; ৬। ১৮ ; ১১)।

হাৎশোর।—নপ্তালী বংশীয়দের এলাকাস্থ একটী নগর।

হারণ।—মিসোপতামিয়ার উত্তরস্থ কোন নগর (আ ১১ ; ৩১)।

হালক।—পর্ব্বত বিশেষ (যিহো ২২ ; ১১)।

হারোদ।—যিষ্রিয়েল প্রান্তরস্থ উনুই বিশেষ।

হিত্তীয়।—দেশাধিকার কালে কনানে এই নামে এক জাতীয় লোকের বাস ছিল (যাত্রা ৩ ; ৮, ১৭ ইত্যাদি)। এই এক অর্থ। আবার অন্যার্থে লিবানোন অঞ্চলে নিবাসী হিমিত্তীয় জাতিকে বুঝায় (১ রাজা ১০ ; ২৯। ২ রাজা ৭ ; ৬)।

হিদ্দেকল।—এদন বাগানের চারি নদীর এক নদী। অনেকে তাইগ্রিস্ নদীকে এই নদী মনে করেন।

হিন্নোম।—“হিন্নোম সন্তানের উপত্যকা” (যিহো ১৫ ; ৮)।

হিব্রোণ।—যিহূদা গোষ্ঠীর এলাকাস্থ প্রাচীন নগর, প্রথমে কীরিয়াৎ বলিত (বিচার ১ ; ১০ ও গণ ১০ ; ২২ দেখ)।

হিন্দুস্থান।—অহশ্বেরশ রাজার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা পাঞ্জাব ছিল (ইষ্টের ৮ ; ৯)।

হিব্বীয়।—(আ ১০ ; ১৭) ইহার অর্থ গ্রাম্য লোক। কনান্ দেশীয় লোক পলেষ্টিয়ার উত্তরাঞ্চলে বাস করিত।

হিলকৎ-হৎসূরীম।—গিবিয়োনের নিকটস্থ এক উপত্যকা (২ শমূ ২ ; ১৬)।

হিষবোন।—মোয়াবের রাজধানী, অম্মোনীয়েরা আক্রমণ করিয়াছিল। গণ ২১ ; ২৭)। রুবেণ গোষ্ঠীর ভাগে পড়িয়াছিল। যিহো ১৩ ; ১৭। কিন্তু শেষে গাদের সন্তানেরা পায় (যিহো ২১ ; ৩৯)।

হেনা।—অশূরিয়ার এক নগর।

হোর।—“ইদোম দেশের সীমার নিকটস্থ (গণ ২০ ; ২৩)। ইহা এক পর্ব্বতের নাম। মৃত সাগর হইতে এক বেলার পথ।

হোরেব।—পর্ব্বত, বা পর্ব্বতমালা। এলিয় ইষেবলের নিকট হইতে পলাইয়া এই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন।

সমাপ্ত